INDEX

DATE PAGE

The 29th June, 1978.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, June 23, 1978.

The Assembly met in the Assembly Chamber, Agartala on Friday, the 23rd June, 1978 at 11 A. M.

PRESENT.

The Hon'ble Sudhanwa Deb Barma, Speaker, Chief Minister, 10 Ministers. Deputy Sheaker and 45 Members.

QUESTIONS.

মিঃ স্পীকার---আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লীষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীমহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

প্রশ্ন

১) উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে বগাফা ব্লকে রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য এ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, এবং

২) সেই রাস্তা সমূহ মেরামতের জন্য কাহাকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১) পূর্ত বিভাগ কোন ব্যয় করে নাই। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক ১২,২০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

২) নামগুলি নিম্নে দেওয়া হইল---

ক) শ্রীনগেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, মেম্বার ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি, গার্দাং।

খ) শ্রীসুভাষ বৈদ্য, কনভেনর, ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি, মুহুরীপুর।

গ) শ্রীবুজেন্দ্র চক্রবর্তী, কনভেনর, ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি, পশ্চিম পিল্লাক।

ঘ) শ্রী এম, মজুমদার, কনভেনর, ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি, লাউগাং।

ঙ) শ্রী শ্রীমন্ত কুমার দে, কনভেনর, পশ্চিম চরকবাড়ী।

চ) শ্রীধনঞ্জয় রিয়াং, কনভেনর, ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি, পূর্ব বগাফা।

ছ) শ্রীসুখরঞ্জন মুরাসিং, পতিছড়ি।

জ) শ্রীহরিরমন দত্ত, মেম্বার, দক্ষিণ ও উত্তর তকমা।

ঝ) শ্রীরাখাল ভৌমিক, চেয়ারম্যান, ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি, জুলাইবাড়ী।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---রাস্তা মেরামতে এই উন্নয়ন কমিটি দ্বারা কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় সদস্য এর প্রথম প্রশ্নের জবাবেই আমি বলেছি ৯২,২০০ টাকা খরচ করা হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার---যে ৯২,২০০ টাকা খরচ হয়েছে, তাতে কি পরিমাণ রাস্তা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় তা বলবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---আমি প্রথমেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছি যে এটা পি, ডব্লিউ, ডি, এর হাতে হয় নি। ব্লকের মাধ্যমে হয়েছে। আর আমি বলেছি যে কাদের মাধ্যমে সেগুলি হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---এই যে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, এরা সবাই কম্যুনিষ্ট কর্মী কিনা জানতে পারি কি ?

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্ন হয় না।

শ্রীসমর চৌধুরী---এই যে ৯২,২০০ টাকা খরচ করে যে রাস্তা তৈরী হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি এটা সত্যি কিনা পুরনো এই ধরণের রাস্তা অতীতে তৈরী হতে তার ডাবল টাকা খরচ হয়েছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---সত্যি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---গ্রামোন্নয়ন কমিটি কাদের দ্বারা তৈরী হয় ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড নয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---মনুবাজার থেকে তকমা পর্যন্ত যে রাস্তা করা হয়েছে উন্নয়ন কমিটি দ্বারা এর জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---এখানে এটার বিস্তৃত খবর নেই।

মিঃ স্পীকার---শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী---কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭।

শ্রীবাজুবান রিয়াং---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭-৭৮ সালে স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য কতজনকে বাইরে পাঠানো হয়েছে?

২) লেম্বুছড়া গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯৭৭-৭৮ সালে কতজন গ্রাম সেবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) কৃষি স্নাতক শিক্ষাক্রমে---১৪ জন

কৃষি স্নাতকোত্তর (টি, এইজ, ডি) শিক্ষাক্রমে ১ জন।

২) ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে লেম্বুছড়া গ্রামসেবক কেন্দ্রে এক বৎসরের উন্নীত পর্যায়ের গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ ক্রমে মোট ২২ জন চাকুরীরত ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়। তার মধ্যে ২১ জনের প্রশিক্ষণ কার্য চলিতেছে।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী---প্রশ্নের প্রথম অংশে প্রশিক্ষণের জন্য যাদের বাইরে পাঠানো হচ্ছে তাদের প্রশিক্ষণের শেষে রাজ্যেই চাকুরীর সংস্থান করে দেওয়া হয় কি না?

শ্রীবাজুবান রিয়াং---মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাদের এ রাজ্যে চাকুরী সবাইকে দেওয়া সম্ভব হয় না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী---বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীবাজুবান রিয়াং---এটা আলাদা প্রশ্ন করলে বলতে পারব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস---প্রশিক্ষণ নিয়ে কতজন বেকার অবস্থায় আছে?

শ্রীবাজুবন রিয়াং---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার জানা মতে প্রশিক্ষণ নিয়ে একজনও বসে নাই।

মিঃ স্পীকার---শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা
শ্রীসরাইজম কামিনি ঠাকুর সিং } প্রশ্ন নং ১৪৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---স্যার, প্রশ্ন নং ১৪৩

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে খোয়াই বিভাগে কোথায় কোথায় নুতন রাস্তা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং তজন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

২) বর্তমান আর্থিক বছরে খোয়াই হইতে চাম্পাহাওর এবং চেবরী হইতে রাজনগর রাস্তা ও পুলগুলির কাজ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩) যদি থাকে তাহা হইলে উক্ত কাজগুলি কখন হইতে আরম্ভ করা হইবে ?

উত্তর

১) যে কাজগুলির জন্য টাকা স্যাংশান করা হয়েছে, তার লিস্ট আমি পড়ে দিচ্ছি :

খোয়াই সাব-ডিভিসনের এম, এন, পি ছাড়া অন্যান্য কাজের তালিকা---

১)	চেবরীঘাট থেকে মাণিকভাণ্ডার পর্য্যন্ত গ্রুপ ২ মাইল পোস্ট ৮/০ হইতে ১৪/০ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	... ৫০,০০০ টাকা
২)	ঐ রাস্তা---মাইল পোস্ট ১৪/০ থেকে ১৯ মাইল ৪ ফার্লং পর্যন্ত	... ৫০,০০০ ,,
৩)	তেলিয়ামুড়া-খোয়াই রাস্তার ডাইভারশান নির্মাণ---১৬.০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত	... ৫০,০০০ ,,
৪)	তেলিয়ামুড়া-খোয়াই রাস্তার এস, পি, টি ব্রিজ ও কালভার্ট (ফেইজ---২) নির্মাণ ও মজবুত করা	... ৬০,০০০ ,,
৫)	খোয়াই-তেলিয়ামুড়া---০ কিঃ মিঃ থেকে ৮ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত উন্নত করা	... ৩০,০০০ ,,
৬)	ঐ রাস্তা---৮ কিঃ মিঃ থেকে ১৩ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত উন্নত করা	... ৩০,০০০ ,,
৭)	ঐ রাস্তা---১৯ কিঃ মিঃ থেকে ২৮ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত উন্নত করা	... ৩০,০০০ ,,

এম, এল, পি'র অন্তর্ভুক্ত রাস্তার তালিকা :

১)	গোপালনগর-মহারাণিপুর রাস্তার ৫ থেকে পিলাতলী বাজার (১ কিঃ মিঃ হইতে ২ কিঃ মিঃ) পর্য্যন্ত উন্নত করা	... ১০,০০০ ,,

২)	তেলিয়ামুড়া-খোয়াই রাস্তা (খোয়াই সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট হইতে) দুর্গানগর ও সিঙ্গিছড়া হইয়া হাতিমারা টিলা তহশীল অফিস পর্য্যন্ত উন্নত করা।	১০,০০০ টাকা
৩)	উত্তর দুর্গানগর রাস্তা খোয়াই পর্য্যন্ত—পূর-নিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইয়া সিঙ্গিছড়া পর্য্যন্ত উন্নত করা।	১০,০০০ ,,
৪)	চারমেলিং থেকে পশ্চিম বাছাইবাড়ী রাস্তায় আংশিক সোলিং ও উন্নত করা (১.৫ কিমিঃ)	১০,০০০ ,,
৫)	তেলিয়ামুড়া ডি. এম. কলোনীর রাস্তা উন্নত এস, পি, টি, পুল ও কালভার্ট নির্মাণ	১০,০০০ ,,
৬)	সিঙ্গিচড়া থেকে চাম্পাহাওর রাস্তা উন্নত করা	১০,০০০ ,,
৭)	উত্তর ঘিলাতলী থেকে প্রমোদনগর পর্য্যন্ত (বর্মন কলোনী ও কোচ কলোনী হইয়া) ১৫ কিমি. রাস্তা নির্মাণ	১০,০০০ ,,
৮)	উত্তর মহারাণীপুর থেকে কল্যাণপুর পর্য্যন্ত (উত্তর ঘিলাতলী হইয়া) গ্রাম্য রাস্তা নির্মাণ	১০,০০০ ,,
৯)	লেংটিবাড়ী থেকে তীররংছড়া (মানিক ভাণ্ডার এর নিকট) পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১০,০০০ ,,
১০)	তুলসীকর থেকে প্রমোদনগর পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নত করা	১০,০০০ ,,
১১)	সারুছড়া থেকে হিন্দুস্থান বস্তী পর্যন্ত রাস্তা নিমাণ	৩০,০০০ ,,
১২)	তেলিয়ামুড়ার দশমীঘাট রাস্তার উন্নত করা	৪০,০০০ ,,
১৩)	তুলসীকর বাজার হইয়া চেবরী রাজনগর রাস্তা উন্নত করা	১০,০০০ ,,
১৪)	প্রমোদনগর থেকে তেবাংগালী বাড়ী রাস্তা উন্নত করা	১০,০০০ ,,
১৫)	বিন্দাবনঘাট থেকে প্রমোদনগর রাস্তা উন্নত করা	১০,০০০ ,,
১৬)	শান্তিনগর হইয়া তেলিয়ামুড়া খোয়াই রাস্তা থেকে ভাণ্ডারপুরা পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নত করা	১০,০০০ ,,
১৭)	খামার টিলা হইয়া গৌরাঙ্গটিলা থেকে লক্ষী-নারায়ণ কলোনি পর্য্যন্ত ১.৭০ কিমি রাস্তা উন্নত করা	১০,০০০ ,,

১৮)	উত্তর খিলাতলী হইয়া উত্তর মহারাণীপুর থেকে কল্যাণপুর পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা	১০,০০০ টাকা
১৯)	ফেলং পুলির পশ্চিম দিক হইতে গামাইর হিল পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত রাস্তা	১০,০০০ ,,
২০)	উত্তর চেবরী চন্দ্রনগর লেগুলেস কলোনী থেকে তেলিয়ামূড়া---খোয়াই রাস্তা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১০,০০০ ,,
২১)	চেবরী রাস্তা নির্মাণ	১৫,০০০ ,,
২২)	জাম্বুরা মার্কেটিং হইয়া খোয়াই চাম্পাহাওর রাস্তা, চেবরী হালাহালি রাস্তা উন্নত করা	১০,০০০ ,,
২৩)	চেবরী আম্পুরা রাস্তা উন্নত করা	৮০,০০০ ,,
২৪)	তাইচুতু বাজার থেকে পানফুকলই বাড়ী রাস্তা উন্নত করা	৫০,০০০ ,,

২) হ্যাঁ, যদি অর্থের সংকুলান হয়।

৩) অর্থের সংকুলান হইলে এই বছরেই কাজ আরম্ভ হতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী---প্রশ্ন নং ১৬২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, প্রশ্ন নং ১৬২।

প্রশ্ন

১) কোন মহকুমা শহরে কত পরিমাণ বিশুদ্ধ জল ওয়াটার সাপ্লাই দ্বারা সরবরাহের ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আছে?

২) এই ব্যবস্থায় ঐ সব মহকুমার কত সংখ্যক লোককে জল সরবরাহ করা যাচ্ছে এবং মহকুমা শহরগুলির মোট জনসংখ্যার কত অংশ ঐ সরবরাহের আওতায় এসেছে?

উত্তর

১)

মহকুমা শহর	বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ
আগরতলা	১৬ লক্ষ গ্যালন
ধর্মনগর	২৫ হাজার গ্যালন
কৈলাশহর	১০ হাজার গ্যালন
সোনামুড়া	১০ হাজার গ্যালন
অমরপুর	৪০ হাজার গ্যালন

মহকুমা শহর	লোকের সংখ্যা	মোট শহরগুলির লোক সংখ্যার অংশ ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে।
আগরতলা	প্রায় ১ লক্ষ	প্রায় ১০০ শতাংশ
ধর্মনগর	প্রায় ১৫ হাজার	প্রায় ৬০ ,,
কৈলাশহর	প্রায় ৪ ,,	প্রায় ২২ ,,
সোনামুড়া	প্রায় ২ ,,	প্রায় ৪০ ,,
অমরপুর	প্রায় ২,৫০০	প্রায় ৫০ ,,

শ্রীঅজয় বিশ্বাস---মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে এটা হয়েছে। কিন্তু এখন জনসংখ্যা আরও বেড়েছে, কাজেই বর্তমান সরকারের এমন কোন স্কীম আছে কি যাতে এই জল সরবরাহ ব্যবস্থাটাকে এ্যাক্সটেণ্ড করা যায় কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---আরও বেশী অঞ্চলকে যাতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে আনা যায়, তার জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—কত লোককে এই স্কীমে নূতনভাবে জল সরবরাহ করা হয় মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার--- আগরতলায় কত লোক বেড়েছে, তা আমরা এখন পুরোপুরি হিসাব পাইনি। তবে আগের সেন্সাস অনুযায়ী কত পার্সেন্ট কভার করেছে, সেটা আমি এখানে বলেছি। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, সেটা আমরা পরবর্তী সময়ে দেখব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস--- যে স্কীমটা করবেন, তাতে কত লোককে কভার করবে সেটা জানেন না, তাহলে স্কীমটা হবে কি করে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার--- স্যার, এই ব্যাপারে আমরা একটা মাস্টার প্লেন তৈরী করব। এখন কতলোক বেড়েছে তার পুরোপুরি হিসাব আমার কাছে নাই। কাজেই এক্ষুনি এটা বলা মুশকিল।

শ্রীদশরথ দেব--- স্যার, আপনি অনুমতি দিলে আমি এর জবাব দিতে পারি। কিন্তু প্রশ্নটা এত ডিটেইল্স যে সমস্ত কোয়েশ্চান আওয়ারে সেটার উত্তর দেওয়া যাবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ--- ঠিক আছে, এত ডিটেইল্সে গিয়ে লাভ নাই। আমরা এখন অন্য প্রশ্নে যাচ্ছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস--- প্রশ্ন নং ১৯৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার--- প্রশ্ন নং ১৯৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৭ এই সময়ের মধ্যে তৎকালীন কোন মন্ত্রীকে কত টাকার আসবাব পত্র বিলি করা হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ? এবং

২) বর্তমানে প্রাক্তন মন্ত্রীদের বাড়ীতে সরকারী আসবাব পত্র আছে কিনা?

৩) থাকলে কোন কোন প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়ীতে কত টাকার আসবাব ও সরকারী জিনিস আছে তার হিসাব?

৪) সরকার এই সমস্ত সরকারী আসবাবগুলি উদ্ধারের কি ব্যবস্থা করেছেন?

উত্তর

১) স্যার, এটাও অনেক বড় হবে।

শ্রীএস. সেনগুপ্ত	আসবাব	২০,৭৯৩.০২	টাকা
	একজষ্ট ফ্যানও ইলেক্ট্রিফিকেশন	৩,৪৫১.০০	,,
	মোট ঃ---	২৪,২৪৪.০২	,,
শ্রীএম. আলী	আসবাব	৮,২৪০.৯৬	,,
শ্রীএইচ দেওয়ান	ঐ	৬.৪১৭.০০	,,
শ্রীএস. নাথ	ঐ	৭,৮৫৯.৮০	,,
শ্রী কে. সি দাস	ঐ	৭,৭৮৮.০০	,,
শ্রী ডি, কে চৌধুরী	ঐ	৮,৫৭৮.০০	,,
শ্রীএইচ, সি, চৌধুরী	ঐ	৮,৬৫৪.০০	,,
	টিউব লাইট	২৫৫.০০	,,
শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ	আসবাব	৫,২৭০.০০	টাকা
শ্রীবুলু কুকী	ঐ	৮,২০৯.০০	
শ্রীবি, দেববর্মা	ঐ	৩,৬৪৯.২০	
শ্রীসুশীল সাহা	ঐ	১০,৫১৬.০০	
শ্রীবি, রিয়াং	ঐ	৬,১১১.০০	
শ্রীআব্দুল লতিফ	ঐ	৬,০০৭.০০	
শ্রীবিনয় ব্যানার্জী	ঐ	১২,১৩৬.০০	
শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী	ঐ	৯,৪৬৩.০০	
শ্রীআর, এস, বর্মন	ঐ	৫,৩৬০.০০	
	ইলেকট্রিফিকেশান---		
	সিয়েল অফিস	৭.৮৮৩.৫০	
	ডেকোরেটিভ ফিটিংস	২,১০৩.৬৫	
	ইলেকট্রিক ফ্যান	২.৭৬০.৬৬	
	ইমারজেন্সী লাইট	২,৪৫৮.০০	
	মোট ঃ---	১,১১২০৭৭৫	

শ্রীপি, কে, দাস	আসবাব	৫,৯৩৯.৫০
	ইলেক্ট্রিফিকেশান অব রেসিডেনসিয়াল অফিস	৩,৮৩৬.০০
	ইলেকট্রিক ফ্যান	১,১৭৭.৬২
	মোট ঃ---	১০,৯৫৩.৬২
শ্রীমতী বি, চক্রবর্তী	আসবাব	১,৩৫০.০০
	ইলেকট্রিফিকেশান ও টিউব লাইট	৮৬২.০০
	রেফ্রিজারেটার	৫,৫০০.০০
	মোট ঃ---	৭,৭১২.০০
শ্রীআর, আর গুপ্ত	আসবাব	৩,২২৮.০০
	ইলেকট্রিফিকেশান	৩৭০.০০
	মোট ঃ---	৩,৫৯৮'০০
শ্রীলক্ষ্মী নাগ	আসবাব	১,৯৪০.০০
শ্রীএস, সরকার		৮০০০.০০
শ্রীকে, ভি, ভট্টাচার্য্য	টিউব লাইট	৩৯৭.০০

মন্ত্রীদের নাম	আসবাবপত্র ইত্যাদি।	দাম।
শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---		
শ্রীএস. সেনগুপ্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী	১) আসবাব	৩২০ টাকা
	২) একজস্টফেন এবং ইলেকট্রিফিকেশন	৪৫৯ ,,
	৩) সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট	১৮,৭৪৮ ,,
	৪) ভিজিটর রুম	৬,৪০৯ ,,
	৫) পোরটিকো, বারান্দা সম্প্রসারণ	৭,২৫৫ ,,
	৬) লেভাটরি ব্লক	১১,৩০৫ ,,
	৭) আয়রণ গেট	১,২৪৩ ,,
		৪৮,৭০০ টাকা
(২) শ্রীপি. কে দাস প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী	১) আসবাব	১,৯৮৬.৫০ পঃ
	২) ইলেকট্রিফিকেশন	৬,৮৩৬.০০
	৩) ইলেকট্রিক ফেন	১,১৭৭.৬২
	৪) সিকিউরিটী অ্যারেঞ্জমেন্ট	৪,২৪৭ টাকা
		১১.২৪৭.১২ পঃ

(৩) শ্রীএস. আর. বর্মণ প্রাক্তন মন্ত্রী	১) আসবাব	১,৯৭৪ টাকা
	২) ইলেকট্রিফিকেশন	৭৮৮৩.৫০ পঃ
	৩) ডেকোরেটিভ ফিটিংস	২,১০৩.৬১ পঃ
	৪) ইলেকট্রিক ফেন	২,৭৬০.৬৬ পঃ
	৫) ইমারজেন্সী লাইট	২,৪৫৮ টাকা
	৬) সিডিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট	৪,৫৪৯ টাকা
	৭) টেম্পোরারী গ্যারেজ	৩,২৬৮ টাকা
৪) শ্রীডি. কে. চৌধুরী প্রাক্তন মন্ত্রী	আসবাব	৯৩২ টাকা
৫) শ্রীএইচ, সি. চৌধুরী	আসবাব	১,০৭০ ,,
	টিউব লাইট	২৫৫ ,,
		১,৩২৫ টাকা
৬) শ্রীকে, সি দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী	আসবাব	৪০০ টাকা
৭) শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী প্রাক্তন মন্ত্রী	১) আসবাব	১,৩৫০ টাকা
	২) টিউব লাইট	৮৬২ টাকা
	৩) রেফ্রিজেরাটার	৫,৫০০ টাকা
		৭,৭১২ টাকা
৮) শ্রীকে, ডি, ভট্টাচার্য্য	১) টিউব লাইট	৩১৭ টাকা
	২) সিকিউরিটি এরেঞ্জমেন্ট	৪,৯৩৩.৫০
		৫,২৫০.৫০
৯) শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত	সিকিউরিটি এরেঞ্জমেন্ট	৪,১৫২.৫০
১০) শ্রীবি, দাস	সিকিউরিটি এরেঞ্জমেন্ট	২,৯৮৪.০০
১১) শ্রীআর, আর গুপ্ত	সিকিউরিটি এরেঞ্জমেন্ট	৪,৪০৯ টাকা

৩) প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মন্ত্রীগণকে ১-৩-৭৮ ইং তারিখে চিঠি দিয়া আসবাব পত্র ইত্যাদি ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ১২-৬-৭৮ ইং তারিখে তাহাদিগকে রিমাইণ্ডার দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে সমস্ত মন্ত্রীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এরা কংগ্রেস দলের না অন্য দলের ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এরা গোড়াতে সবাই কংগ্রেসে ছিলেন মোটামুটি যাদের কাছে এই জিনিসগুলি রয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে দল ছাড়ার ফলে কেউ কেউ হয়তো অন্য দলে চলে গেছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রশ্নোত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কারা কারা এই জিনিসগুলি নিয়েছিলেন। কিন্তু যে সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রীরা তাদের মন্ত্রীত্ব যাওয়ার পরও যে জিনিসগুলি তাদের কাছে রয়ে গেছে, আপনারা বলেছেন চিঠি দিয়েছেন, রিমাইণ্ডার দিয়েছেন, এটা পাবলিক মানি, এটাকে চুরি বলা যায়, কাজেই তাদের বিরুদ্ধে একটা কঠিন শাস্তি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এই রকম কোন আশ্বাস দিতে পারেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা যদি তাড়াতাড়ি ওদের কাছ থেকে জবাব না পাই, আসবাবপত্র ফেরত না পাই, তাহলে আইনজ্ঞের সংগে পরামর্শ করে যে ব্যবস্থা দরকার তা করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখনও প্রাক্তন মন্ত্রীদের মধ্যে কারও বাড়ীতে ফ্রিজ ব্যবহার করা হচ্ছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী অবহিত আছেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ফ্রিজের যে তালিকা আছে তাতে দেখা যায় প্রাক্তন মন্ত্রী বাসনা চক্রবর্তীর বাড়ীতে একটা ফ্রিজ আছে। কিন্তু সেটা এখন কি অবস্থায় আছে, চালু আছে কি না, সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা পি. ডব্লু. ডি থেকে যে জিনিস নেওয়া হয়েছে তার লিষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি তাদের হাতের আরও দপ্তর ছিল। ঐ দপ্তরগুলিকে নিজেদের সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হতো। সেই সব দপ্তরে কি কি জিনিস আছে তা তদন্ত করে দেখবেন কি ? আমরা জানি ছাড়াও আরো প্রচুর আসবাব নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সবটা লিষ্ট করে তদন্ত করা হবে কিনা, তা আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা যতটুকু জানি, তাতে অন্যান্য দপ্তরেরও কিছু কিছু জিনিস তাদের সঙ্গে আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — প্রথম লিষ্ট থেকে দেখা যায় তিনটি নাম স্বযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের পরিচয়টা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন।

মিঃ স্পীকার -- না, এখানে এ প্রশ্ন আসেনা। যে প্রশ্ন এসেছে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। কাজেই এভাবে প্রশ্ন করা যায় না।

মিঃ স্পীকার — শ্রীতরনীমোহন সিংহ।

শ্রীতরনীমোহন সিং — কোয়েশ্চান নং ১৯৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — কোশ্চেন নং ১৯৬।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনবাড়ী ও রাতাছড়া অঞ্চলে ৫-৬ বৎসর পূর্বে মনু নদী হইতে কৃষি জমিতে জলসেচের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা চালু আছে কি ?

২। চালু না থাকিলে তাহার কারণ কি ?

৩। চালু থাকিলে কত জমিতে জল দেওয়া হইতেছে, এবং

৪। কত কৃষক উপকৃত হইতেছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। (ক) কাঞ্চনবাড়ী লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীম (১০০ একর জমিতে জলসেচের ক্ষমতা সম্পন্ন) আনুমানিক ১২ একর জমিতে কৃষকরা জল নিতেছে।

(খ) রাতাছড়া লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীম (৮১২০ একর জমিতে জলসেচের ক্ষমতা সম্পন্ন) আনুমানিক ২৫ একর জমিতে কৃষকরা জল নিতেছে।

৪। কাঞ্চনবাড়ী — ৫ জন কৃষক।

রাতাছড়া — ২১ জন কৃষক।

শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, জলসেচের যে স্কীম করা হয়েছে সেগুলি ১০০ একর জমিতে জল সেচের ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এক জায়গায় ১২ একর আর এক জায়গায় ২৫ একর জল নিচ্ছেন। এটা কি কারণে হচ্ছে। কৃষকরা জল নিচ্ছেন না, জলসেচের ব্যবস্থা করা হয় নাই ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই জল যে ব্যবহার হচ্ছে না তার অনেকগুলি ফেকটার আছে। তার মধ্যে কখনো কখনো নদী ছড়া সরে যায়, কখনো বা কৃষকরা এই জল নিতে যে চ্যানেল করা দরকার, তা করছেন না, এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে লিফ্‌ট ইরিগেশানের কাজ আশানুরূপ হচ্ছে না। এটা নিশ্চয়ই দুঃখজনক। এটা আমাদের নজরে এসেছে। আমরা আগামী দিনে এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেব যাতে যত আবাদী জমি পড়ে আছে সেগুলি কিভাবে কাজে লাগানো যায়। আমাদের দিক থেকে যদি ত্রুটি থাকে, তাহলে সংশোধন করা হবে এবং সেই সাথে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে জল নেওয়ার জন্য।

শ্রীতরণীমোহন সিং — এখানে বলা হয়েছে ২৫ একর এবং ১২ একর জমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে। আমি নিজে দেখেছি শালতায় যেখানে পাকা করা হয়েছে সেখানে যতটুকু হওয়ার প্রয়োজন ছিল তার অর্ধেকটা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং যে পরিমাণ পাশ করার কথা ছিল তা না করে সেটা সরু করা হয়েছে। এইটা সরকারের নজরে এসেছে কি এবং যদি এসে থাকে তাহলে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ ব্যাপারে আমরা তদন্ত করে দেখব। এবং যেভাবেই হোক ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পীকার — শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস — ১৯৮।

শ্রীবাজুবন রিয়াং — কোয়েশ্চান নং ১৯৮।

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালের পর থেকে আজ অবধি কতটি সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়েছে এবং মোট টাকা খরচ হয়েছে ?

২। এই সমস্ত বাঁধ দেওয়ার ফলে মোট কত জলসেচ করা সম্ভব হয়েছে।

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩ ইং সন হইতে মার্চ্চ, '৭৮ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ৮,০২৪টি সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার জন্য মোট টাঃ ৩৯,৮৯,২০০·০০ টাকা ব্যয় ব্যয় হইয়াছে।

২। বৎসরে সর্ব্বোচ্চ ১৯,১২৮ হেক্টার ও সর্ব্বনিম্ন ৮,৫৩২ হেক্টার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস — এই যে মাননীয় মন্ত্রী একটা টাকার অঙ্ক দিলেন ৪০,০০,০০০ টাকার মত খরচ হয়েছে ৮.০২৪ বাঁধ নির্মাণে। আমি জানি, আগের হাউসে আমরা অনেক তথ্য দিয়েছি যে, কোন বাঁধই হয়নি। হয়েছে কেবল টাকা নিয়ে কিছু কারসাজি। এই রকম বহু তথ্য আগে পেশ করা হয়েছে। এই সবের কোন তদন্ত হবে কিনা তা আমরা জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে। আর মাননীয় মন্ত্রী যে হিসাবটা দিলেন সেটা কি বাঁধ দেওয়ার আগের হিসাব না পরের হিসাব ? আমার যেন মনে হয় হিসাবটা ঠিক হচ্ছে না। এর ১০ ভাগও জল সেচের আওতায় আসে নি। কারণ বাঁধই হয় নি, জল সেচের আওতায় আসবে কি করে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে দুটি প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে পারি, এই রকম কোন স্পেসিফিক ঘটনা থাকলে মাননীয় সদস্য যদি এখানে উপস্থিত করেন তাহলে আমরা তদন্ত করে দেখব। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমরা সরকারে আসার পরে এই রকম কোন ঘটনা ঘটে নি। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, যে পরিমাণ জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছে বলে আমি উত্তর দিয়েছি তা ঠিক নয়। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি, আমরা আগে থেকে এ্যাসেস করে নিই ঐ জায়গায় বাঁধ হলে এই পরিমাণ জমি চাষ করা যাবে। আমার কাছে যা খবর আছে যে, আমরা ক্ষমতায় আসার পর যে জমিতে চাষের জন্য জমি অ্যাসেস করেছিলাম তা ৯০ পারসেন্ট কাজে লাগানো হয়েছে। এর বেশী যদি তথ্য চান তাহলে দিতে পারব না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাদয়, আগে যে সমস্ত বাঁধ হয়েছে তাতে আমি পূর্বের অ্যাসেম্বলীতেই বলেছিলাম যে বাঁধ হয় নি কিছুই, আসলে হয়েছে কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া বাঁধের নামে, এ গুলি তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, তদন্ত করব। কিন্তু এটা প্রমাণ মুস্কিল হবে যেহেতু এগুলি ছিল সিজন্যাল বাঁধ। এক সিজন শেষ হয়ে গেলেই তা নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে, যদি স্পেসিফিক ঘটনার কথা বলতে পারা যায় তাহলে তদন্ত করে দেখবেন। আমি গতবারে মোহনপুর ব্লকের চাঁদপুর সম্পর্কে একটা অভিযোগ এনেছিলাম সিজন্যাল বাঁধ সম্পর্কে। যেটা বানিয়েছিল ঐ । কমিটির লোকরা। সেটা সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---গণ কমিটি কিনা বা অন্য কোন কমিটি করেছে সেটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, একটা স্পেসিফিক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, বিশালগড় ব্লকে এবার সিজন্যাল বাঁধের কাজ করতে গিয়ে কতগুলি অভিযোগ এসেছে. অভিযোগগুলি হচ্ছে আগে যে ভাবে টাকা ধার্য্য করা হত, সে ভাবে টাকা ধার্য্য করতে গিয়ে এবার দেখা গিয়েছে যে ২ হাজার টাকা যেখানে ধার্য্য হয়েছিল সিজন্যাল বাঁধের জন্য, সে স্থানে উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে মাত্র ৩৬ টাকায় সেটা সম্ভব হয়েছে। সেখানে ৪ শত ৪০ টাকা ধার্য্য হয়েছিল সেখানে উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে মাত্র ৯৫ টাকায় হয়েছে। কাজেই এর আগে যে টাকার লুটপাট হয়েছে এ তথ্য থেকেই তা প্রমাণিত হয়. এবং সেটা তদন্ত করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার. এখানে যে দুটি বাঁধের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটা বাধ হয়ে যাবার পর মাপতে গিয়ে এত কম টাকা উঠল কেন, সেটা আমি তদন্ত করে হাউসকে জানাবো।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৩।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কয়টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। এবং	১৯৭৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ৯৬২টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল।
২। এর মধ্যে কয়টি সমবায় সমিতি বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে ও কয়টি সমিতি বন্ধ হয়ে আছে?	এর মধ্যে ৪৫৮টি সমিতি চালু অবস্থায় আছে এবং ২৮৭টি সমিতি স্থগিত অবস্থায় আছে ও ২৫৪টি সমিতির ক্ষেত্রে লিকুজিশানের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই সব সমবায় সমিতিগুলি কংগ্রেসীদের টাকা মারার একটা সেন্টার ছিল এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রীমহোদয় জানেন যে এই সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ এসেছে। এইসব সমিতিগুলিতে যে ইরেগুলারিটিজ আছে, সেগুলি দূর করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কোন তদন্ত কমিটি গঠন করে দেখবেন কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আমি স্বীকার করছি যে, আগে যে কোপারেটিভগুলি ছিল. সেগুলি Management এর দুর্বলতার জন্য কতগুলি স্থগিত অবস্থায় আছে এবং কতগুলি অচলাবস্থায় লিকুইডিশানে দিতে হয়েছিল এবং যেগুলি চলছে, সেগুলি জন-স্বার্থে সবগুলির ঠিক মত কাজ হচ্ছে তা আমরা বলতে পারছি না। এই যে মিস-মেনেজ-

মেন্ট সে ব্যাপারে আমিও মাননীয় সদস্যের সঙ্গে এক কত। একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি করে যাতে রিভিউ করা যায়, সে চেষ্টা করা দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রীখগেন দাস :---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৬৭ এবং ১৯৭২ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে তদানিন্তন কংগ্রেস সরকার ইলেকশানে জয়লাভ করার জন্য কোপারেটিভের মাধ্যমে কিছু লোককে টাকা দিয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৯৬৭ এবং ১৯৭২ সালে যে অন্যায়ভাবে টাকাগুলি নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য দিয়েছিলেন, তার জন্য একটা আলাদা কমিটি গঠন করে দেখবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মনোদয় তো বলেছেন তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কোপারেটিভের দুর্নীতি সম্পর্কে পাবলিক একাউন্টস কমিটি এটা তদন্ত করে ২০ হাজার টাকা বা তারও বেশী যে সমস্ত সমবায় সমিতি চেয়েছিল, সরকার থেকে তার বিভিন্ন হিসাব-পত্র দেখে, তার একটা রিপোর্ট দিয়েছেন এই হাউসের সামনে। তাছাড়াও তাঁরা বলেছিলেন যে সরকারের উচিত একটা কমিটি বসানো। আমাদের সরকার এটা বিবেচনা করে দেখবেন। যদিও আগেকার সরকার সেই পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট একসেপত করেন নি, কিন্তু আমরা দেখবো সেই রিপোর্ট কি ভাবে কার্য্যকরী করা যায়।

মি: স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা।

শ্রীশ্যামল সাহা :---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। অমরপুর মৈনাক ছড়ায় বাঁধ (জল সেচের জন্য) নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা ?	বাঁধের পরিকল্পনা নেই
২। যদি থাকে তবে কবে হইতে কাজ আরম্ভ হইবে ?	এতএব দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মৈনাক ছড়ায় বাঁধ না থাকার জন্য সব সময় ফসল করা যাচ্ছে না তার জন্য কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কাজেই সে স্থানে বাঁধের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, সেটা আপনারা মনে করেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাঁধের পরিকল্পনা আমাদের নেই, তবে সেখানে লিফট ইরিগেশানের পরিকল্পনা আমাদের আছে। মৈনাক ছড়ার উপরে জামাতা বাড়ীর ২টি জায়গা জল সেচের আওতায় আনার জন্য ড্রাইভারশান স্ট্রাকচার নির্মাণের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পর দেখা যায় যে উক্ত পরিকল্পনাগুলি করা সম্ভব নয়, তাই উক্ত এলাকাগুলিকে জলসেচের আওতায় আনার জন্য

পরিবর্তিত স্কীম নেওয়া হয়েছে যাতে মৈনাক ছড়ার জল যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায় এবং তদনুযায়ী ২টি পরিকল্পনা সরকারীভাবে নেওয়া হয়েছে। ১নং মৈনাক ছড়ায় লিফট ইরিগেশান স্কীম গাইমাকাবাড়ী ১নং স্থানে নৌকার উপর নেওয়া হয়েছে ; মৈনাক ছড়ায় লিফট ইরিগেশান স্কীম ২নং স্থানে নৌকার উপর নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :---মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীগোপালচন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ---কোয়েশ্চান নং ২৩০ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ২৩০ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে শালগড়া তহশীলভুক্ত তেপানিয়ার ডিপ টিউবওয়েলটি নির্মিত হওয়া সত্বেও এখন পর্যান্ত চালু হয় নাই ?

২। যদি সত্য হয়, তবে ইহা চালু না হওয়ার কারণ কি ?

৩। ডিপ টিউবওয়েলটি চালু করার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পাম্প এখনও বসানো হয় নাই।

৩। হ্যাঁ।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ডিপ টিউবওয়েলটি চালু করার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি, কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় তেপানিয়াতে ১৯৭৭ইং সনে গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। এবং পাম্প হাউজের কাজও শেষ হয়েছে ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী মাসে। পাম্প বসানোর পরে কতিপয় অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারী পাম্পের মোটরটির ক্ষতিসাধন করে এবং তাহা যথাসময়ে পাম্প সরবরাহকারী সংস্থা পুলিশের নিকট জানায়। উক্ত পাম্পের মোটরটি সরবরাহকারী সংস্থা মেরামত-এর জন্য নিয়ে গিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে এবছর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রয়োজনীয় মেরামত করে উক্ত পাম্পটি বসানো যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঈশ্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীঈশ্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ---কোয়েশ্চান নং ২৩৩ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ২৩৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। খোরাই কালাছড়া রাস্তায় খোয়াই নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের জন্য এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট কোন দাবী উত্থাপিত হয়েছে কি ?

২। যদি হয়ে থাকে, চলতি আর্থিক বৎসরে উক্ত স্থানে ব্রীজ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---কোয়েশ্চান নং ২৪৬ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :---কোয়েশ্চান নং ২৪৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কমলপুর বিভাগের গ্রামের রাস্তাগুলির অনেকগুলি পুল ও কালভার্ট বহুদিন অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে ?

২। সত্য হলে তার সংখ্যা কত ?

৩। উক্ত পুলগুলি এতদিন মেরামত বা তৈরী না করার কারণ ?

৪। চলতি বছরে ঐগুলি তৈরী বা মেরামত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৫। যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রায় ৪০টি।

৩। অর্থের সংকুলান না হওয়ায়, কাজ করা সম্ভব হয় নাই।

৪ এবং ৫। কতগুলির কাজ এই বছর ধরা যাইতে পারে, তবে অর্থের অপ্রতুলতার জন্য সবগুলি মেরামত বা পুনঃ নির্মাণ করা যাইবে না।

কারণ মেন্টেনান্স থেকে এগুলি করা হয়। মেন্টেনান্সের টাকা যদি কম থাকে, তবে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা সবগুলি একসঙ্গে করতে পারি না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই ফটিকরায় রোডে ধলাই নদীর উপরে যে পাকা ব্রীজটির কাজ চলছে, সেটা কবে পর্য্যন্ত কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---এই প্রশ্নের সাথে এটা সংশ্লিষ্ট নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (অ্যাবসেন্ট)। শ্রীনকুলচন্দ্র দাস।

শ্রীনকুলচন্দ্র দাস :---কোয়েশ্চান নং ২৭৬ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ২৭৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। তীর্থমুখ থেকে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত জলপথে লঞ্চ সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত চালু হবে ?

উত্তর

১। এই পরিকল্পনাটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। এখনও বলা যাচ্ছে না কবে পর্য্যন্ত চালু করা যাবে।

শ্রীনকুলচন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি এই রাইমা-শর্মা এলাকায় কংগ্রেস সরকার গত ৩০ বছরে এখানকার মানুষের জন্য ৩০ মাইল রাস্তা করতে পারেনি। যার জন্য এখন পর্য্যন্ত অমরপুর থেকে মাথায় করে মাল বহন করতে হয়। এবং ডম্বুরে এখন যে মাছ উৎপাদন হচ্ছে, সে মাছ নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছেনা, সেখানেই মাছ নষ্ট হচ্ছে। শুধু তাই নয় আরও অন্যান্য অসুবিধা আছে। সুতরাং এইসমস্ত দিক চিন্তা করে প্রায়রিটির ভিত্তিতে করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---সরকার এ সম্পর্কে অবগত আছেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (অ্যাবসেন্ট)। শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী।

শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ১২৯ স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---কোয়েশ্চান নং ১২৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ সালের ধান, পাট, গম ডাল ও তেলের বীজ উৎপাদন ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা কি পূরণ হয়েছে?

২। হয়ে থাকলে তার পরিমাণ কত? (প্রতি শস্যে আলাদাভাবে)

উত্তর

১। এইসব বীজ উৎপাদন এ ধার্য্য লক্ষ্যমাত্রা পুরাপুরিভাবে পূরণ হয় নাই। বিতরণের ক্ষেত্রে শুধু ধান বীজ ছাড়া অন্যান্য বীজে শুধু লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নয় ডাল ও গমের বেলায় লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা হইয়াছে?

২। ১৯৭৭-৭৮ইং সনে এইসব বীজ উৎপাদন ও বিতরণের ধার্য্য লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পরিমাণ এইরূপ ঃ—

শস্যের নাম	১৯৭৭-৭৮ইং সনের ধার্য্য লক্ষ্যমাত্রা (মেট্রিক টনে)	লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পরিমাণ (মেট্রিক টনে)
	(ক) বীজ উৎপাদন	
ধান বীজ	২০০.০০	১৮৬.০৭
পাট বীজ	২.০০	১.৯৮
গম বীজ	২৫.০০	২৩.৪৪
ডাল বীজ	৪.০০	২.১৯
তেল বীজ	৮.০০	২.০৭
মোট ঃ	২৩৯.০০	২১৫.৭৫

(খ) বীজ বিতরণ

ধানবীজ	৪০০.০০	২২১.১৯
পাটবীজ	৫.০০	৪.৯৮
গমবীজ	১৫০.০০	১৭৮.৪৪
ডালবীজ	২৫.০০	৪২.৬২
তেলবীজ	২৫.০০	২৩.১৯
মোট ঃ	৬০৫.০০	৪৭০.৪২

মিঃ স্পীকার---আমাদের প্রশ্নের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন-বিহীন প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তর পত্র টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দের অনুরোধ করছি।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের ঘোষণা

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি বিজনেস অ্যাডভাইজার কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং হাউস কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচীর কিছু পরিবর্তন ঘোষণা করতে চাই। কর্মসূচীর তালিকা আপনাদের নিকট পেঁীছে দেওয়া হবে। সরকারী কর্মসূচীর স্বার্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে উক্ত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। আমি আশা করি হাউস আমার সাথে একমত।

(ধ্বনি---হঁ্যা)

শ্রীসমর চৌধুরী---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে পারলাম আগরতলা শহরে আগামী ২৪ তারিখে (জুন) একটা হরতাল ডাকা হয়েছে। কে বা কারা ডাক দিয়েছে, এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটি বিবৃতি আশা করছি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর উপর বিবৃতি দিতে পারেন। কিন্তু এর উপর কোন আলোচনা চলবে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে এই সম্পর্কে হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য যে তথ্য চাইছেন, আমি তা উত্থাপিত করছি। আমি আজকের খবরের কাগজে দেখছি যে (জনপদ) বামফ্রন্ট সরকারের ভাওতাবাজী, দমনপীড়ন ও মানুষের রুজী রোজগারের যে গ্যারান্টী দিয়েছিলেন তা প্রতি পালনে ব্যর্থ হওয়ায় এবং ছাঁটাই কর্মচারীদের প্রতি পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাঁটাই কর্মী সংস্থা ও আরো ৩২টি শ্রমিক কর্মচারী সংগঠন আগামী ২৪ জুন ১২ ঘন্টার জন্য আগরতলা বন্ধের ডাক দিয়েছেন। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই বন্ধ চলবে।

এই বত্রিশটা সংগঠন কারা এখানে তার কোন উল্লেখ নেই। আমি প্রায় সবগুলি খবরের কাগজ খুলে দেখবার চেষ্টা করেছি, কারা এই বন্ধ কল দিয়েছেন তা ঠিক কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। একটা বে-আইনী ইস্তাহার, যাতে কোন নাম নেই, ঠিকানা নেই, সেই ইস্তাহারে লেখা হয়েছে, "আপনার বিবেকের প্রতি আহবান"। 'গত ২১./৬/৭৮ইং রাত দুটোর সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীর পুলিশ অনশনরত মহিলাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে জোর করে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, হস্‌পিটালে "আপনার বিবেকের প্রতি আহবান"। 'গত ২১/৬/৭৮ইং রাত দুটোর সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী পুলিশ অনশনরত মহিলাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে জোর করে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, হস্‌পিটালে তাদের উপর জোর জুলুম চালিয়ে অনশন ভাঙার প্রচেষ্টা নিয়েছে এবং হুমকী দিয়েছে সেনট্রাল জেলে নিয়ে মজা দেখাবে। গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকগণ,. আপনাদের ভাই বোন বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ছিনিয়ে নেওয়া দুমুঠো অন্নের পুনঃসংস্থান করতে অনশনে বসেছিলেন! অন্ন সংস্থানের বদলে তাদের উপর পুলিশের লাঠি আর অত্যাচার চালিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। আপনারা কি এমতা বস্থায় নিশ্চুপ অথবা বসে থাকবেন? নারী নিগ্রহকারী বামফ্রন্ট সরকারের কালো হাত ভেঙ্গে দিতে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসুন'। এ হচ্ছে ছাঁটাই কর্মী সংস্থা বলে নীচে নাম দেওয়া হয়েছে, তার আহ্বান। এই আহ্বান কোন অনশন কর্মীর প্রতি সহানুভূতি নয়, এই আহ্বান হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার আহ্বান। যে সরকার বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে, কয়দিন আগেও যে ম্যাসিভ ম্যানডেট পেয়েছে, জনসাধারণ যে সরকারের পেছনে আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, তাদের এটা পছন্দ হচ্ছে না, কাজেই তারা বিমোচনের আহ্বান দিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী যেভাবে কেরালাতে বিমোচনের আহবান দিয়েছেন, তিনি যখন কংগ্রেস সভানেত্রী ছিলেন, যে রকম উস্কানিমূলক কাজ করে সেখানে একটা গণতন্ত্র সমস্ত সরকারকে উৎখাত করেছিলেন এবং সেই শ্রীমতী গান্ধী পরবর্তী সময়ে যে একনায়কত্ব কায়েম করতে পেরেছিলেন, সেই একনায়কতন্ত্বকে ফিরিয়ে আনার জন্য গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কন্ঠস্বর এখনও শোনা যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে কথা বলা হয়েছে, তারা মোটেই পুলিশ দ্বারা নিগৃহীত হননি। তারা খুব ভাল আছে। তাদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই অনশন ভঙ্গ করেছেন এবং বাকীরাও চিন্তা করছেন এবং আমি আশা করছি যে তারা বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছে যে সরকার তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ছাঁটাই কর্মী তারা একা নয়, বাইরে আরও অনেক ছাঁটাই কর্মী আছেন। অনশন করলেই ছাটাই কর্মীদের কাজ দেওয়া হবে, তাহলে পরে যারা অনশন করবেন না তারা কাজ পাবেন না। তাদের মধ্যেও অনেক লোক আছে যারা অনশন করছেন তাদের চাইতে দুঃখী, যাদের কাজে প্রয়োজন আছে। এই নীতির দ্বারা বামফ্রন্ট সরকার পরিচালিত হতে পারেন না। আজও সকালে আমি তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছি তারা সুস্থ আছে এবং যারা তাদের দেখাশোনা করছেন তাদের কাছে তাঁরা বলেছেন যে পুলিশ তাদের উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করেনি। আমরা দেখছি মিউনিসিপ্যাল ইলেকশান হচ্ছে ২৫ তারিখ। যদি

২৬ তারিখে এই বন্ধের ডাক দিত তাহলে আমরা বুঝতাম যে তারা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানটা চায়। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানটা বানচাল করার জন্য ওরা বন্ধ ডেকেছেন। কারণ তারা জানে যে আর একটা জায়গায় ওদের চরম পরাজয় হবে এবং জনসাধারণ ওদের মুছে ফেলবেন আগরতলার বুক থেকে এবং সেই আতঙ্ককে ওরা ভুগছে। সেই হতাশাগ্রস্ত সেই সমস্ত দল বা ব্যক্তি, তারা এখন উস্কানিমূলক কাজ শুরু করেছে। আজকে আমি রিপোর্ট পেয়েছি যেসব ক্ষুধার্ত মায়েরা বোনেরা আছেন, আমরা যাদের ৫ টাকা মজুরীর কাজ দিয়েছি আগরতলা শহরে, কাজ খুব বেশী আছে তার জন্য নয় কিন্তু দুস্থ মা বোন তাঁরা যদি শহরে আসেন, আমাদের সরকারের নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে আমরা কাজ দিচ্ছি, তাদের নাকি বোঝাচ্ছেন এই সমস্ত উস্কানিমূলক কাজের মধ্যে ব্যবহার করার জন্য, ওদের ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। আমরা আগরতলা এবং ত্রিপুরার এই হাউসে সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আমরা আবেদন করছি তারা চিন্তা করে দেখুন যে এই সমস্ত প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তি, এই যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আগরতলায় আমরা একটা পৌর নির্বাচন করতে যাচ্ছি সেই শান্তির পক্ষে তাঁরা একটা সমস্যা সৃষ্টি করবেন কিনা। যদি তাঁরা তা করেন আমাদের সরকার, যারা শান্তিপ্রিয় নাগরিক তাদের সাহায্য করবেন। এই বন্ধে যাতে কেউ অংশ গ্রহণ না করে তার জন্য আবেদন রাখবেন। এই অনশনের দরকার ছিল না, বন্ধের দরকার ছিল না। আমাদের সরকার দিন রাত্রি এমন সময় নেই যখন বিভিন্ন অংশের মানুষের বক্তব্য না শোনেন। কই তাঁরা তো একবারও আসেন নি। এই কথা তো বলেন নি, যাঁরা বত্রিশটা সংগঠনের নামে বন্ধ ডাক দিয়েছেন তাঁরা কি বলতে পারবেন যে বত্রিশটা সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন, ওদের বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছিলেন? তা তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন নি। সংগ্রাম রাস্তায় টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছেন আর জনসাধারণ রাস্তায় তাঁদের জবাব দেবেন। যারা রাস্তায় লড়াই নিয়ে আসছেন ত্রিপুরার মানুষ তাদের রাস্তায় জবাব দিতে প্রস্তুত। সেই জবাব তার বিধানসভায় পেয়েছেন, সেই জবাব তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেয়েছেন। আর একবার সেই জবাব

তারা পৌরসভা নির্বাচনে পাবেন। বন্ধে কোন মানুষ তাদের সমর্থন জানাবেনা। আমি রিক্সা শ্রমিক এবং মটর শ্রমিক অন্যান্য অংশের শ্রমিকের কাছে আবেদন রাখছি, ছাত্র যুবকদের কাছে আবেদন রাখছি, কর্মচারী শিক্ষকদের কাছে সমস্ত দোকানদার ব্যবসায়ী-দের কাছে আবেদন রাখছি যে এই বন্ধে কেউ সাড়া দেবেননা. আপনারা নির্ভয়ে সমস্ত, কাজ কর্ম চালিয়ে যাবেন, যদি কেউ আপনাদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে আমরা পুলিশ আপনাদের সাহায্য করবে শান্তি বজায় রাখার জন্য। এই সম্পর্কে পুলিশকে এর মধ্যে নির্দেশ দিয়েছি যে তারা যেন আগরতলা শহরে শান্তি ভঙ্গ করতে কাউকে না দেন এবং যাতে আমরা ২৫ বছর পর যে নাগরিকদের অধিকার দিয়েছি সেই অধিকার নির্ভয়ে ২৫ তারিখে প্রয়োগ করতে পারেন তার সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের সরকার রাখবে এবং জনসাধারণ সে ব্যবস্থার সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া---স্যার, এটা কি তাহলে এক তরফা হবে ? তাই যদি হয়, তাহলে আমরাও জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছিনা।

মিঃ স্পিকার---মাননীয় সদস্য, মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতির পর আর কোন আলোচনা চলতে পারেনা। কাজেই আপনাকে বসার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া---স্যার, কেউ যদি তার নার্য্য দাবী আদায়ের জন্য--- (গোলমাল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, গণতন্ত্রের হত্যাকারীদের কোন কথা নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---স্যার, পুলিশ দিয়ে কেন জনসাধারণকে এভাবে ঠেকানো হবে ? আপনারা কি এভাবেই জনসাধারণের দাবীকে দাবীয়ে রাখতে চান ?

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য আপনি বসুন

আমি নিম্নোক্ত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। গত ১৯।৬।৭৮ ইং দক্ষিণ মহারানীর ওয়াইতুনি গ্রামের (উদয়পুর) র্ণহরি জমাতিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ ঘোষ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ দিতে অপরাগ হন, তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, আমি আগামী ২৮ তারিখ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার--- আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব হচ্ছে গত ১৯।৬।৭৮ ইং রাত্রে বীরচন্দ্র মনুর পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর পুত্র শ্রীখোকনের গামরিয়া (উদয়পুর) থেকে নিখোজ হওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, আমি আগামী ২৯ তারিখ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পিকার-- পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব হচ্ছে গত ১৯শে জুন, ৭৮ ইং সোমবার রাত্রে সিধাই মোহনপুর থানা অন্তর্গত তারানগর আউটপোস্টে (টি. এ. পি) এর ভারপ্রাপ্ত শ্রীহারাধন দেব কর্তৃক ডাইনতারা গ্রাম নিবাসী শ্রীচৈত্র মোহন দেব বর্মাকে বিনা কারণে আটক এবং পরে শ্রীদেববর্মাকে সিধাই মোহনপুর থানায় চালান দেওয়ার ফলে এলাকার জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতীয়া কতৃক আনীত এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মাননীয় স্পীকার, স্যার, আগামী ২৯ তারিখে এই বিষয়ে আমি একটি বিবৃতি দেব।

মি ঃ স্পিকার ঃ—সভার পরবর্তী বিষয় হল ১৯৭৮-৭৯ ইং সনের ব্যয় বরাদ্দ এর দাবীর উপর আলোচনাও ভোট গ্রহণ। আজকের কর্মসূচীতে মোট ১২টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে, সেগুলি হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ৪, ৫, ১০, ১৫, ২৬, ৪৬, ১, ২১, ৩৪, ৩৮, ৪৪ এবং ৪৭। এখন এই ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা শুরু করতে হবে। মাননীয় সদস্যগণ, আজকের সভার কর্মসূচির সাথে ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নাম পেয়েছেন। আমি যখন নাম ডাকব, তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়, তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবী একের পর এক উত্থাপন করবেন। অবশ্য আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর কোন ছাঁটাই প্রস্তাব নাই। তাই সংশিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়গণ কর্ত্তৃক এই ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি উত্থাপিত হওয়ার পর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষ হলে পর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর একটি করে ভোট গ্রহন করা হবে।

এখন আমি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে তার ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলি একে একে হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মাঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটু বক্তব্য আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন তার ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলি পেশ করবেন, তখন তার উপর আলোচনা শুরু হবে এবং সেই আলোচনায় আপনাদের যদি কোন বক্তব্য রাখবার সুযোগ পাবেন।

শ্রীবীরেন দত্ত—স্যার, আই এ্যাম অন মাই লেগ, স্যার। স্যার, আমি এই বিধান সভায় নিয়মের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে প্রত্যেক সদস্যেরই মৌলিক অধিকার আছে, কিছু বলার। কিন্তু একজন সদস্য যদি স্পীকারের অনুমতিক্রমে কিছু বলার জন্য দাড়ান, তাহলে তার অধিকার খর্ব করার জন্য অন্য কোন সদস্য যে কোন সময়ে দাড়াতে পারেন না বা কিছু আলোচনা করতে পারেন না।

অবশ্য নুতন সদস্য হিসাবে তাঁদের এই নিয়ম নীতি লঙঘনের জন্য আমি কোন অভিযোগ এখানে উত্থাপন করতে চাই না। আমি তাদেরকে অনুরোধ করতে চাই যে তারা যেন সেই নিয়ম নীতিগুলি জেনে নেন এবং নিয়ম নীতি মেনে এই বিধানসভার কাজ চলতে দেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যখন আমার অনুমতিক্রমে দাঁড়িয়েছেন, তখন আপনাদের কিছু বলার স্কোপ নাই।

Shri Biren Dutta—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 84,28,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978 be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1979, in respect of Demand No. 4 (Major head 220—Collection of Taxes on Income & Expenditure—Rs. 56,000) (Major head 229—Land Revenue—Rs. 73,63,000) Major head 230—Stams & Registration—Rs. 5,07,000) (Major head 240 -- Sales Tax—Rs. 5,02,00)

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs, 2,18.000) inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule tö the Appropiation (Vote on Account Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 5 (Major head 239—State Excise--Rs, 2,16,030) (Major head 245—Other taxes and duties on Commodities and Services Rs. 2,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not excedding Rs. 64,14,000 exclusive charged expendituar of Rs. 1,20,000) inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 10 (Major head 253—District Administration—Rs. 64,14,000)—

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 83,55,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1979, in respect of Demand No. 26 (Major head 289--Relief on Account of Natutral Calamities--Rs. 20,00,000) Major head 295—Other Social & Community Services Upkeep of shrines, Temples etc. Rs. 3,20,000) (Major head 304—Other General Economic Services—Land ceiling & land reforms Rs. 60,35,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 54,13,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of demand No. 15 (major Head 259—Public Works-colledtion of Housing & buildings statistics Rs. 30,000) (Major Head 283 Housing subsidiesed Housing Schemes for Plantation workers Rs. 3,00,000) (Major Head 284--

Urban Development-Assistance to Municipalities, Corparation etc. Rs. 32,00,000)(Major Head 284-Urban Development Expenditure for Constitution of Notified Areas Rs. 4,00,000)-(Major Head 287—Labour & Employment Rs. 14,83,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,75,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) Bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment duiring the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 46 (Major Head 695—Loans for other Social and Community Services Rs. 3,75,000/-).

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকারকে অনুরোধ করছি তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এই সভায় পেশ করতে।

Shri A nil Sarker :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 19,53,000 exclusive charged expenditure of Rs. 69,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation. (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charges which will oome in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 1 (Major Head 211—Parliament State/Unior Territory Legislature Rs. 16,53,000) (Major Head 288—Social Security and Welfare-Pension to M. L. As Rs. 3,00,000.)

Shri Anil Sarker :—Mr. Speaker Sir, on the recommendadion of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 43,48,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March. 1979 in respect of Demand No. 21 Major Head 285—Information and Publicity Rs. 37,88,000 (Major Head 339-Tourism 5,60,000/-).

Shri Anil Sarker :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,27,83,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account, bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 34, (Major Head 299—Special & Backward Areas—North Eastern Council Scheme for village & Small Industries Rs. 3,81,000) (Major Head 320—Industries Rs. 4,10,000) (Major Head 321—Village & Small Industries Rs. 1,19,92,000).

Shri Anil Sarker :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill, (1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of demand No. 38 (Major Head 483—Gapital outlay on Housing-Subsidised Industrial Houssng Scheme Rs. 7,00,000) (Major Head 500—Investment in General Financial & Training Institution Rs. 4,00,000).

Shri Anil Sarker :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs, 5,90,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation vote on account bill 1978] be granted to defray the charges which will came in course of payment during theyear ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 44 (Major Head 530—Investment in Industrial Financial Institution (Tripura State Financial Corporation Rs. 5,90,000).

Shri Anil Sarker :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 12,21,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of demand No. 47 (Major Haead 698—Loans for Co-operative Societies Rs. 2,91,000) (Major Head 721-Loans for village and Small Industries Rs. 9,30,000).

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণ কর্তৃক উথাপিত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচনা করার জন্য আমি মাননীয় সদস্য যাদব মজুমদারকে আহ্বান করছি।

শ্রী যাদব মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বাজেট মন্ত্রী মহোদয় পেশ করেছেন এটার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। আমি বলতে চাই যে, বিগত দিনের যে সেটলম্যান্ট কংগ্রেস করে গিয়েছিলেন তাতে প্রচুর ভুলত্রুটি ছিল এবং সেই ভুলত্রুটি থাকার দরুন জনসাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি শুধু একদিকে হয়নি, যেমন হয়েছে আথিক দিক থেকে, তেমনি হয়েছে রেকর্ডের দিক থেকে। রেকর্ডের জন্য তাদের যথেষ্ট হয়রানী পোহাতে হয়েছে। এমন কি এই যে সমস্যা তা আজও রয়ে গেছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আজকে ক্ষমতায় আসার পর সেদিকে যথেষ্ট প্রচেষ্টা নিয়েছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, বিগত দিনের যে সেটলমেন্ট হয়ে গেছে তখন দেখা গেছে, একের জমি অন্যের নামে রেকর্ড হয়েছে এবং এই ভুল রেকর্ড হওয়ার দরুণ আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণ ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। কাজেই যদি আগামী দিনের জরীপ কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সেই সমস্ত রেকর্ড এবং নামজারী যদি ঠিক ঠিকভাবে রূপদান না করা হয় তাহলে আগামী দিনে যখন জরীপ কার্য্য আরম্ভ হবে তখন সেই জোতদারদের কি অবস্থা হবে। কাজেই আমি হাউসে মাননীয় মন্ত্রীকে জানাতে চাই, আগামী দিনের জরীপের পূর্বে সেই সমস্ত রেকর্ডগুলি যেন ঠিক ঠিকভাবে ধরা হয়। যদি তা না করা হয় তাহলে বিগত দিনের যে জরীপ করা হয়েছিল ঠিক আগামী দিনেও সেই ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই সঠিকভাবে জরীপকার্য্য যাতে করা হয় তার জন্য অনুরোধ রাখব। এছাড়াও গ্রামের জরীপ কার্য্যে বিগত দিনে দেখা গেছে, একটা গ্রাম জরীপের জন্য নির্দিষ্ট করে সার্ভেয়ারকে মাত্র সাত থেকে দশ দিন সময় দেওয়া হতো। ঐ সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে জরীপ করা সম্ভব নয়। তাড়াহুড়ি করে করতেন বলেই তখন বেশী ভুল হয়ে যেত। এবার যাতে সেটা না করা হয় তার জন্য অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে। আমরা মোটামুটিভাবে জানতাম একটা কার্য্য শুরু হবার আগে যে এলাকায় জরীপ হবে তা আগেই জানানো হতো। যাতে ঐ এলাকা-

বাসী সঠিক দিনটিতে উপস্থিত থেকে তাদের জরীপ কার্য্য সঠিক কিনা দেখতে পারেন। ভুলত্রুটি থাকবে স্বাভাবিক। তার জন্য সময়ও বেশী দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এছাড়া এই জরীপ কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য যে কর্মচারী আছেন তাদের সংখ্যাও নগন্য। ফলে ভুলত্রুটি হয়ে যায়। একের জমি অন্যের নামে রেকর্ড হয়েছে। এই ভুলের মাশুল এবং অন্যায়ের মাশুল জনগণকে দিতে হয়েছে। এও দেখা গেছে কর্মচারীরা উপস্থিত না থেকেই জরীপ কার্য্য সমাধা করেন। এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে। কাজেই আমি আশা করব এই ধরনের ভুল যাতে না হয় সে জন্য সরকার সচেষ্ট থাকবেন এবং সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য ঐ ধরণের ভুলত্রুটি যাতে ন্য হয় সেটা দেখবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ব্যাপারে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে পুরানো দিনের ম্যাপ সেই ম্যাপ দিয়ে কাজ করলে আবার ভু · হবার সম্ভাবনা থাকবে। এবং সেই ভুলের খেসারৎ দিতে হবে সরকারকে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আমি শিল্প সম্পর্কে বলতে চাই। শিল্প সম্পর্কে আমাদের সরকার যা বরাদ্দ রেখেছেন সেটার মধ্য দিয়ে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হবে। শিল্পের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আসবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত কংগ্রেস সরকার যেভাবে শিল্পের নামে একদল লোককে পয়সা পাইয়ে দিয়েছেন তা লক্ষ্য করা গেছে। যাতে করে এই সমস্ত ঘটনা না ঘটে তা সরকার দেখবেন। শহরের পাশে যে অরুন্ধতিনগর শিল্পাঞ্চল আছে সেখানে শিল্পের নামে কারচুপি হয়েছে। সেখানে সে একটা কারখানা আছে তা দেখলে বোঝাই যায়না। কিন্তু সেখানে কর্মচারী আছেন, আছেন ম্যানেজিং ডাইরেকটার। তারা বসে বসে শুধু পয়সাই নেন। যদি সেখানে সঠিকভাবে কার্য্য হতো তাহলে আমার মনে হয় অনেক বেশী সেখানে উৎপাদন হতে পারত। অথচ বিগত সরকার সেদিকে কোন নজরই দেননি। আমি আশা করব আগামী দিনে সেই সমস্ত ত্রুটি যাতে না হয় তার জন্য সরকার নজর রাখবেন। এই বলে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীতরণীমোহন সিংহ।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী এবং মাননীয় শিল্প মন্ত্রী ব্যয়-বরাদ্দের যে প্রস্তাব এনেছেন, সে প্রস্তাবকে আমি সমথন করছি। এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, এই প্রস্তাবে পুরানো দিনের কংগ্রেসী কালাকানুন ছাড়িয়ে দিয়ে, আগামী দিনের জনগণের নবদিগন্তের যে রেখাপাত হতে চলেছে, সেটা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। কৃষির দিক দিয়ে বলতে গেলে, ত্রিপুরারাজ্য হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ, বিশেষ করে শতকরা ৯০ জন ভুমিহীন, নিম্ন স্তরের কৃষক প্রয়োজনীয় জমির নীচে পরে আছে এবং গরীব সীমারেখার নীচে পরে থাকা কৃষকদের নুতন করে একটা চেতনা সৃষ্টি করার প্রস্তাব, এই বাজেটের মধ্যে স্পষ্টতঃ বুঝা যাচ্ছে। কাজেই কৃষিক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ এর মধ্যে যে অধিক টাকা ধরা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমি বলতে চাই এই যে, অনগ্রসর ত্রিপুরা এবং কৃষি প্রধান দেশ সে দেশের মধ্যে এই ব্যয়-বরাদ্দ তুলনামুলকভাবে অল্পই ধরা হয়েছে সেটাকে আরো বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কৃষি প্রধান দেশ ত্রিপুরা, এই কৃষির উপরই আমাদের নির্ভর করে চলতে হয়, তাই দেশকে পরনির্ভরশীল না করে যদি স্বনির্ভরশীল করতে হয়, তাহলে কৃষিখাতে আরো ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন ছিল। রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সীমিত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আশা

করবো এই টাকা আগামী দিনে সাধারণ কৃষকের ঘরে; খেটে খাওয়া মানুষের ঘরে গেলে, কিছুটা উপকার হবে। কিন্তু প্রাক্তন কংগ্রেস আমলের যে তোরা, যে ইতিহাস সেটাকে যদি জানতে চাই, দেখতে চাই, তাহলে পরে দেখা যাবে যে খাদ্যের অভাবে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে থাকত, খাদ্যের অভাবে মানুষ না খেয়ে মারা যেত, খাদ্যের অভাবে বাজারে গিয়ে মানুষকে ছাগল-ভেড়ার মত বিক্রি করা হত, খাদ্যের অভাবে ঘর ছেড়ে লোক পালিয়ে যেত, আমি দেখছি ধুমাছড়ায় একটি লোক খাদ্যের অভাবে তার বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পর খবর পাওয়া গেল যে সে পালিয়ে যায়নি। এছাড়াও অনেক ঘটনা ঘটেছে খাদ্যের অভাবে মানুষ মিছিলের পর মিছিল করেছি এস, ডি, ও যেখানে যাকে পেয়েছে, সেখানে গিয়ে তারা খাদ্যের জন্য লড়াই করে, তারা ঘরে ঘরে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে যারা বেকারে পরিণত হয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষকে যারা বেকারে পরিনত করেছে, এই বেকারত্বের ঝুলি জনগণের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী কে? দায়ী হচ্ছে সেই প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার, যাদের অপদক্ষতার জন্য দেশের মধ্যে বেকারের সৃষ্টি করা হয়েছে, বুভুক্ষু মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে, দেশের মধ্যে মিছিল করেও মানুষ খেতে পেতনা এবং সে মিছিলের উপর আক্রমণ চালানো হত, খাওয়ার দাবী নিয়ে গেলে তাদের ভাগ্যে গুলি উপহার ছাড়া আর কিছুই পেতনা, সেক্ষেত্রে আজকে যে বায়-বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা অতি নগন্য বলে আমি মনে করি সেটা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল। এই ব্যয় বরাদ্দের জন্য আগামী দিনের খেটে খাওয়া মানুষ, কৃষক যারা ফসল উৎপাদন করে তারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কাজ করতে পারবে কাজেই এই দিকদিয়েও এই বাজেটকে আমি সমর্থন না করে পারছি না।

শিল্পের ক্ষেত্রে বলতে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্পের আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন। পূর্বতন কংগ্রেসীরা শিল্পের নামে টাকা অপচয় করেছেন লুটের রাজত্ব তৈরী করেছেন, শিল্পের নামে মানুষকে ঠকিয়ে নিজেকে পেটুয়া বুর্জোয়া করেছিলেন কাজেই সে সময়ে শিল্পের উন্নতি সম্ভব হয়নি। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে বাঁশের ইণ্ডাস্ট্রি করার মত প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বাঁশ তৈরী করার মত জায়গ পূর্বতন কংগ্রেসীরা করতে পারেননি, তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বাঁশ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ছাতা তৈরী হয়। সেক্ষেত্রে আজকে গ্রামাঞ্চলে শিল্প নগরীর জন্য প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে এবং শিল্পের উন্নতির জন্য যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে সিদ্ধান্তকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ, যারা জমি পাচ্ছেনা, টাকার বিনিময়ে যারা নিজেকে ভিখারীতে পরিণত করেছে, তাদের জন্য যদি আমরা এই সামান্যতম ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে পারি, তাহলে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য কিছু রোজগার করতে পারবে। আমি এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। কাঞ্চনবাড়ীতে একটি তাঁত শিল্প সমবায় আছে, সেখানে কংগ্রেস এবং সি, পি, আই মিলে ঐ সমবায় সমিতির মালিকানা তাঁরা পেয়ে গেছেন। আমরা বার বার তাদের বলেছিলাম সেটাকে নুতন করে ঢেলে সাজাবার জন্য কিন্তু সেটা তারা করেন নি। এবার গাঁও সভা হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর আমরা দেখলাম যে একটা ঘর হয়েছে, কিন্তু আগামী দিনে সরকার এটাকে কি পর্যন্ত অগ্রসর করবেন তা ঠিক জানি না, তবে এই যে একটা ঘটনা কাঞ্চনবাড়ীতে পারটিকুলারলি বললাম তা নয়, এই রকম বহু ঘটনা সারা ত্রিপুরা

রাজ্যে ঘটছে। পূর্বতন সরকার এই শিল্প নীতিকে জনগণের স্বার্থে না দেখে, নিজেদের স্বার্থে দেখছেন। আমি শুনেছিলাম আগরতলায় নাকি এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাকটরী হবে এবং জিনিষপত্র তৈরী হবে। কুমারঘাটে একটা মেচ ফ্যাক্টরী হয়েছে সেখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কাজ করে দিনে ৫।৬ টাকা পর্যন্ত রোজগার করছে। আমি এবার মেচ ফ্যাকটরীতে গিয়ে দেখলাম মেচের যে কাঠি তাতে বারুদ কি করে লাগাতে হয়, সেইভাবে একটা মেসিন ঘরে ঘরে দিয়ে গেছে, তার ফলে বহু লোক সেখানে কাজের সুযোগ পাচ্ছে এবং রোজগার করতে পারছে।

(রেড লাইট)

এই রকম ছোট ছোট শিল্প যদি গ্রামে তৈরী করা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই দেশ এবং জাতি আরো অগ্রসর হবে। আর একটি ঘটনা আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে কলমছড়াতে একটা রেশম শিল্প আছে সেখানে প্রচুর জমি-জমা আছে। আমি তাদের এই রেশম শিল্প সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে, তার উত্তরে তারা বললেন যে সরকারের সাহায্যের অভাবে এই কাজ বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু রেশম শিল্প আমাদের দেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক সাহায্য করতে পারবে, এবং এই রেশম শিল্পের মাধ্যমে আমরা বৈদেশিক টাকা অর্জন করতে পারবো। ইতিমধ্যে আমি শুনেছি, এই রেশম শিল্পকে উন্নত করার জন্য আমাদের শিল্পমন্ত্রী নাকি অর্থ সাহায্য করেছেন এবং তার জন্য টাকা-পয়সা খরচ করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন, সে জন্যও এই বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব—জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মানগীনাও খুবাগ্রা, থাওনাই জুন তালনি ১৬ তারিখ-অ ত্রিপুরা রাজানি অজামা ১৯৭৮-৭৯ সালনি বাজেত অর রীমানি আবনি বিছিওগ তিনি কয়েকটা Demand অরনি-অ পেশ খালাই জাকথা। আও বন তৌই কিছা কক চানানি নাইঅ। কিন্তু বনি ছৗকাও অ বাজেট-ন অরনি ত্রিপুরা দর্পণ বরগ কারিখা। অ ত্রিপুরা দর্পন ছুইখা যে কোন কর আচুক-ইয়া, এবং বাজেট-র চুঙ নুকখা —কোন কর কীরৗই —

[বঙ্গানুবাদ : মাননীয় মহাশয়, গত ১৬ তারিখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছিলেন, আজকে সেই বাজেটের কয়েকটা Demand এখানে পেশ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। কিন্তু এর আগেই তাঁরা এই বাজেটকে ত্রিপরা দর্পণে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এই ত্রিপুরা দর্পণে আমরা দেখেছি যে কোন কর বসানো হয়নি, এবং বাজেটও আমরা দেখেছি কোন কর নেই—]

শ্রীবাজুবন রিয়াং : পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বাজেট সম্পর্কে ত্রিপুরা দর্পনে যেটা উঠেছে সে সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার অল রেডি রুলিং দিয়েছেন। আমার জানামতে যেটা রুলিং হয়েছে, সেটা হাউসে আবার চ্যালেঞ্জ করা যায় না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার যে রুলিং দিয়েছেন প্রিভিলেজ মোশান সম্বন্ধে সে রুলিংএর মধ্যে আছে এলাউ হবে। আমি সে লাইনটা পড়ছি—The then speaker ruled out that it was not a question of previlege but could be raised during the debate of the Finance bill of the House in question on that day. এই রুলিং অনুসারে আমরা এই বাজেট ডিস্কাশনে অং... গ্রহণ করতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য এটা বাজেটের উপর ডিসকাশনে হচ্ছে না, ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হচ্ছে। বাজেটের উপর ডিসকাশন আর ডিমাণ্ডের উপর ডিসকাশন দুটো আল'দা জিনিষ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ অর স্পীকারনি রুলিং অ তেব ছুইখা ......] বঙ্গানুবাদ ঃ এখানে স্পীকারের রুলিংএ আরো লেখা হয়েছে......}

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য এটা বাজেটের ডিসকাশন নয়, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি আছে সেগুলির উপর আপনার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ হাত যেমন দেহের একটা অংশ, তেমনি ডিমাণ্ড ও বাজেটের একটা অংশ। কাজেই ডিমাণ্ডকে বাদ দিয়ে একটা বাজেট হতে পারে না। আপনি যেটা বলছেন যে ডিমাণ্ডের যে আলোচনা এবং বাজেটের যে আলোচনা সেই আলোচনায় ব্রীচ অব প্রিভিলেজের একটা রুলিং দিয়েছিলেন মাননীয় স্পীকার মহাশয়। সেটাই এখন আমরা আলোচনা করতে চাই।

Shri Nagendra Jamatia :-- We are not challenging your rulling, we are challenging the reference which is given by you.

Mr. Deputy Speaker : You may go in my chamber and than discuss. Any controversial matter can not be discussed in the House. Ruling সম্বন্ধে কনট্রোভার্সি থাকবে। কিন্তু স্পীকারের রুলিং-এর উপর কেন আলোচনা হতে পারে না। মাননীয় সদস্য হাউসের যে কার্য্য ধারা তাতে আপনি বাঁধার সৃষ্টি করতে পারেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :--- মাননীয় সদস্য পার্লামেন্টারী প্রেকটিস অনুসারে সমগ্র বাজেটের উপর জেনারেল ডিসকাশনের জন্য আলাদা সময় নির্দ্ধারিত করা হয় এবং পার্টিকুলার যে ডিমাণ্ড থাকে সেই ডিমাণ্ডের জন্য আলাদা আলোচনা হয়। যখন ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হবে, তখন সেই ডিসকাশন মাস্ট বী কনফাইণ্ড টু দি পার্টিকুলার ডিমাণ্ড একডিং টু রুল।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা কনস্টিটিউশনের সেই ধারা এখানে দেখতে চাই। তারপর এটা আলোচনা হবে।

Shri Biren Datta : -- Mr. Speaker Sir, this is unfortunate that if they challenge the Speaker & Deputy Speaker's ability and observations calling on by some vogues without any foundation and reasons and if this practice continues I do not know how the Assembly will function ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :--- মাননীয় সদস্য আমি যে রুলিংটা দিলাম যে ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং এতে যদি আপনি সন্তুষ্ট না হন, দেখতে চান, তাহলে আমার চেম্বারে গিয়ে আপনি দেখা করবেন। হাউসের মধ্যে এর উপর কোন আলোচনা হতে পারে না। রুলিংকে আপনার মেনে নিতেই হবে। স্পীকরস্ রুলিং কেন নট বি চেলেঞ্জড্।

Shri Nagendra Jamatia : Hon'ble Deputy Speaker Sir, when you are giving some reference about the rules of procedure, than we want to know about it.

Mr. Deputy Speaker :— Constitution can be discussed in the chamber of the Speaker's, not in the House. You should ebey the ruling of the Speaker. Speaker's ruling can not be challenged. It is unparliamentary.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মানগীনাকে বুবাগ্রা, অরনি-অ Land Revenue সম্পর্কে যে Demand তুবুমানি—আব চুঙ নুগ যে চিনি তাঙ চানাই-রগতি ক্ষেত বাহাইখে তীরীক তীরীক কচক খাঙকা। আব মহাজনগর ১০ টাকা ১৫ টাকা আব বাই পাট মনছা মননুই, মাই মনছা মননুই--আবতুইখে নামামি চুঙ নুগ। The Tripura Land Revenue & Land Reforms Act. 1960, আবনি ১৮৭ ধারা, রুল-অ তঙগ আবতুইখে না-অয় মায়া। কিন্তু তাবুক-ফান আবতুই চলি তঙগ, এবং চুঙ নুকখা, তাবুকনি বামফ্রন্ট সরকার, বিগত বিরোধী দল তঙকুরা তবন দাবী খালাই খাইমানি। কিন্তু তাবুক ক্ষমতা-অ স্কাই-অয় অ রীনানি বিছি কক ছায়া, তাবুক পর্য্যন্ত চুঙ কানিছা ক্ষান ফিরগয় মায়া-খ। কাজেই চুঙ নাইঅ—বামফ্রন্ট সরকার যে ছীমাই তাঙমানি, যে কক রীমানি আবন রীনা অঙথুন। তেব আঙ নুগ খারা ক্ষেত কীরীই বরগ-ন কিছা কিছা বন্দোবস্ত রীখা, কিন্তু রাঙ সেপছা ফান রীয়া। কাজেই, হয়তো কেব মনইচুলুই, কেব মুছুক পা-ই মায়া। কাজেই, আর কোন ছামুঙ নাঙ-ইয়া। কাজেই, মতুইখে বন্দোবস্ত রীমানি বামফ্রন্ট সরকারনি নীতি তীই চাজাকখা, আব আঙ রম মায়া। মানগীনাঙ বুবাগ্রা, Labour and Employment, আর চুঙ নুকখা যে বামফ্রন্ট সরকারনি নিয়োগ নীতি হিনয় কিছা কারিখা যে, রাঙ পুইছা কীরীই, যে নগ কোন চাকরি খালাইনাই কীরীই আবরগছে মাননাই। কিন্তু চুঙ নুকখা, উদয়পুরনি শিখা সাহা এবং মনিকার সরকার আবরগ-ন বাহাইখে বিচার খাইকা। শিখা সাহা ব ১৯৬৬ সন পাশ খালাই-নাই, বন-ছে রীয়া-খালাই, ১৯৬৯ সন পাশ খালাই-নাই মনিকা সরকার-ন বাহাইখে রিঅয় তঙখা, অথচ বিনি ডিলারনি নক ভাড়া রিঅয় তঙগ * * *

[বঙ্গানুবাদ ঃ মাননীয় মহাশয়, এখানে Land Revenue সম্পর্কে যে Demand আনা হয়েছে, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের খেটে খাওয়া মানুষের জমি কিভাবে আস্তে আস্তে হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ১০ টাকা ১৫ টাকায় এক মণ, দুই মণ পাট, ধান মহাজনরা নিচ্ছে—এই রকম আমরা দেখতে পাই। The Tripura Land Revenue and Land Reforms Act. 1960-এর ১৮৭ ধারা, রুল-এ আছে এভাবে নেওয়া যায় না। কিন্তু এখনো সেটা চলছে, এবং আমরা দেখেছি, বর্তমানের বামফ্রন্ট সরকার বিগত বিরোধী দল থাকায় সময়ে এটার বিরুদ্ধে দাবী-দাওয়া করেছিলেন। কিন্তু এখন ক্ষমতায় এসে এ সম্পর্কে বেশী কথা বলছেন না, এখন পর্য্যন্ত আমরা এক কানি জমিও ফেরৎ পাইনি। কাজেই আমরা চাই, বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা রক্ষা করুন। আমরা আরো দেখতে পাই, ভূমিহীনদের কিছু কিছু জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি। কাজেই তাদের কেহ কেহ বীজ ধান, কেহ কেহ গরু কিনতে পারছেনা। কাজেই, সেই জমি কোন কাজে লাগছে না। কাজেই, এইভাবে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া বামফ্রন্ট সরকারের নীতি মাফিক হয়েছে কিনা, আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় মহাশয়, Labour and Empolyment, সেখানে আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকারের নিয়োগনীতি বলে একটা বের করা হয়েছে, যাদের টাকা পয়সা নেই, যাদের ঘরে কেউ চাকুরে নেই, তাদের চাকুরী দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, উদয়পুরের শিখা সাহা এবং মনিকা সরকার—তাদের কিভাবে বিচার করা হয়েছে। শিখা সাহা, সে ১৯৬৬ সনে পাশ করেও যেখানে চাকুরি পায়নি, সেখানে মনিকা সরকার ১৯৬৯ সনে পাশ করে কিভাবে পায়, অথচ এক ডিলারের কাছে তার ঘর ভাড়া দেওয়া হচ্ছে * * *]

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ--- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমাদের হাউসের নিয়ম হচ্ছে একবার যে বিষয়ে আলোচনা হবে, একই সেশানে সেটা দ্বিতীয় বার আলোচনা হতে পারবে না।

* * * Expunged as ordered by the Chair.

শ্রীনকুল দাস ঃ--- মাননীয় সদস্য শিখা সাহা সম্পর্কে কিছুদিন আগে নিজেই একবার আলোচনা করেছেন, আজকে আবার বলছেন।

নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- Demand No, 15 Labour and Employment, চুঙ নুগ।

[বঙ্গানুবাদ ঃ Demand No. 15, Labour and Employment, আমরা দেখতে চাই]

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য আপনাকে জানাচ্ছি আপনি আপনার আলোচনা ডিমাণ্ডের উপর সীমাবদ্ধ রাখবেন। আর কতগুলি নিয়ম আছে একই সেশানে কোন বিষয়ের উপর একবার আলোচনা হয়ে গেলে, দ্বিতীয়বার একই সেশানে ঐ বিষয় সম্পর্কে আর কোন আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— বুবাগ্রা, ম অর বাজেটনি কক ছানা থাওতিনি-ন কিছা অর তিছাজাগ...

[বঙ্গানুবাদ ঃ মহাশয়, এখানে বাজেটের কথা বলতে গিয়েই এ কথাগুলি উঠেছে......]

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমরা তো গত বিধান সভায় মাননীয় স্পীকারের কাছ থেকে একটা বুলিং পেয়েছিলাম যে, যে যখন খুশি এই ভাষা ব্যবহার করতে পারবে না। তিনি বাংলা বলেন একবার, ট্রাইবেল ভাষা বলেন একবার। এটা রুলসে আছে কিনা আমি জানতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এটা কোন Point of order. হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ কাজেই, মানগৌনাও বুবাগ্রা, অর মন্ত্রীরগ নিয়োগ-নীতি হিনয় ছাগানি, অর * * *

[বঙ্গানুবাদ ঃ---কাজেই, মাননীয় মহাশয়, এখানে মন্ত্রীরা নিয়োগ-নীতি বলে যা বলছেন, এখানে * * *]

শ্রীদশরথ দেব ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই এসেম্‌ব্লীতে যে চাকুরী নিয়োগ হয়, তাতে গভর্ণমেন্টের কোন হাত নেই। এই এসেম্‌ব্লী সম্পূর্ণ স্পীকারের এক্তিয়ারভুক্ত এবং স্পীকারের কার্য্যকলাপ এই হাউসে আলোচনা হতে পারে না। স্পীকার ইজ এভাব ক্রিটিসিজম অব দি হাউস। তিনি এখানে অভিযোগ করেছেন নিয়ম নীতির মাধ্যমে এই এসেমব্লীতে কর্মচারী নিয়োগ হচ্ছে না। আপনি ট্রাইবেল ভাষা জানেন না বলে বিষয়টি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। এই এসেমব্লীটা গভর্ণমেন্টের অধীনে নয়, এটা স্পীকারের সম্পূর্ণ এক্তিয়ারভুক্ত। কাজেই এই বিষয় এখানে আলোচনা না হওয়াই ভাল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---(কক্‌-বরক্‌)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এসেমব্লী সম্পর্কিত যে কোন বক্তব্য কার্য্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার জন্য বলছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---অর নিয়োগ-নীতি হিনয় ছামানি আব কোন ছামুও নাও-ইয়া। ছাটাই কর্মচারীরগ ভাবুক চাকুরীনি দাবী তৌই মাই চাগ্না অও তওলাই-অ

---

* * * Expunged as ordered by the chair.

(বঙ্গানুবাদ ঃ এখানে নিয়োগ-নীতি বলে যেটা বলা হচ্ছে সেটার কোন কার্য্যকরী হচ্ছে না। ছাঁটাই কর্মচারীরা এখন চাকুরির দাবীতে অনশন করে চলেছে---)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার--- মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আজ বেলা ২টা পর্য্যন্ত হাউস মুলতুবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---এখন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়কে আমি তাঁর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীহরিচরণ সরকার---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি রাজস্বমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টস্ এখানে এনেছেন তা আমি সমর্থন করি। কারণ এই যে ডিমাণ্ড, সেটা বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষের স্বার্থের জন্য করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে কৃষি সংক্রান্ত যে বকেয়া মামলা, সেই মামলাগুলির একটা মীমাংসার সুরাহা হবে। আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস আমলে, গ্রামের মাতব্বর এবং আমলারা জমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গোলমাল করে রেখেছিল এবং এই পুনর্জরীপের মাধ্যমে, বিশেষ করে গ্রামীণ জনসাধারণের যে মামলা, জমি সংক্রান্ত মামলা চলছে, সেই মামলাগুলির সুমীমাংসা হবে। এছাড়া যারা ভূমিহীন, আগে যারা ভূমিহীন ছিল তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করত, তাঁরা এক টাকা কোর্ট ফি দিয়ে নাম রেজিষ্ট্রি করত। কিন্তু বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার কোর্ট ফি ছাড়া এবং দরখাস্তের জন্য যে টাকা খরচ করা হত, সেটা এখন করতে হয় না। কাজেই সুযোগ সুবিধা তাদের এখন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উপজাতিদের যে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি, সেই জমিগুলি প্রত্যার্পণ করার জন্য একটা কর্মসূচী বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন, যার জন্য এই ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টসকে আমি সমর্থন করি। এছাড়া ভূমিহীনদের ভূমিদানের কাজ সুরু হয়েছে। আজ পর্যন্ত ২৮.৮৪২টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে ২৯,৬৩৫.৭৭ হেকটার এবং ৮৬৫ জন উপজাতি পরিবারকে ৬৫৫.৬৭ হেকট'র জমি এবং ৬,৭৪৩টি ভূমিহীন তপশীলি জাতি পরিবারকে ৬,১৬৪.১৭ হেকটার জমি এবং ৩,৪৬৪টি গৃহহীন তপশীলি জাতি পরিবারকে ৬,৪৬৩.১৯ হেক্টার এবং অন্যান্য ভূমিহীনদের ১৬,১৬৭.৬২ হেক্টার ও গৃহহীনদের ১,৫৯৩.২৩ হেকটার জমি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আগরতলা শহরে, বিশেষ করে যারা ফুটপাতে এতদিন জমি দখল করেছিল এবং ছোট ছোট দোকান নিয়ে বসেছিল, তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার ভাবছেন। তারপর শিল্পমন্ত্রী কর্তৃক আনীত যে ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টস্ তাকেও আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে, বিশেষ করে গ্রামীণ কুটির শিল্প, যে শিল্পের উপর নির্ভর করে মণিপুরি এবং নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা, তাদের ছেলেমেয়েরা একটা রুজি রোজগারের ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং এই গ্রামীণ কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ যারা অর্ধবেকার, বিশেষ করে যারা তিন মাস কাজ করে, বাকী দিনগুলি যারা বসে থাকে, তাদের একটা রুজি রোজগারের জন্য কুটির শিল্পে জোর দিয়েছেন। এছাড়া বিশেষ করে আর একটা বিষয় আছে সেটা হল গুটি পোকার চা। এই গুটি পোকার চাষাবাদ ত্রিপুরাতে চালু করা যায়, এ থেকে যে

রেশম হবে সেই রেশম একটা শিল্পের বিশেষ উপকরণ। এতে দেখা যায় যে ত্রিপুরার অন্ততঃ 8,000 লোক এই শিল্পের আওতায় আসবে যার জন্য আমি এই ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টগুলিকে সমর্থন করি এবং এতদিন এই শিল্পের আওতায়, বিশেষ করে রেশম গুটি চাষের জন্য যে তুঁত গাছ লাগানো হত, এই তুঁত গাছ ১৬৭ একর জমিতে করা হয়েছিল, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ২,000 হেক্টার জমিতে একটা গুটি পোকা চাষের জন্য তুঁত গাছ লাগানো হবে। এছাড়া ত্রিপুরায় যে ক্ষুদ্র ও শিল্প পর্ষদ গঠন করা হয়েছে, তাঁরা গ্রামে যাতে সেই শিল্প বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে, তার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ইহা রূপায়ণের জন্য চেষ্টা করছেন, যার জন্য আমি এই ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টসকে সমর্থন করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীসুমন্ত দাস।

শ্রীসুমন্ত দাস---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজ ভূমিরাজস্বমন্ত্রী এই হাউসে যে ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তা পূর্ণ সমর্থন করি সমর্থন করি, এই কারণে যে গত কংগ্রেসী ৩০ বৎসরের কুশাসনের ফলে এবং এই ভূমিরাজস্ব এর যে জরীপ হয়ে গেল বিগত ১০ বৎসর পূর্বে, সেই জরীপে দেখা গেছে একজনের জমি আর একজনের নামে এবং আর একজনের জমি অন্য আর একজনের নামে ঢুকছে। আমলাদের পয়সা দিয়ে এই ধরণের কাজ করানো হচ্ছে। তার জন্য সমগ্র ত্রিপরা রাজ্যের কৃষক আজ একটা বিভীষিকা দেখছে, কারণ মামলা মোকদ্দমা, খুন রাহাজানি রোজই হচ্ছে।
তাই আমার এই বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে প্রত্যেকটি ভূমিহীনকে ভূমি দিয়ে জমির উপর তার মালিকানা দিয়ে দেওয়া হবে। তাই আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। আর মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এই হাউসে যে ডিমাণ্ড রেখেছেন, তাকেও আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই সমর্থন জানাই এই কারণে যে বিগত ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যে যে শিল্পকেন্দ্রগুলি ছিল, সেগুলিও আজকে ইনভেলিড হয়ে পড়েছে আজ যদি কোন দেশের মধ্যে শিল্প না থাকে, তাহলে সেই দেশ কোনদিন উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই এখানে আমরা দেখছি যে আমাদের শিল্প কেন্দ্রগুলি ঠিক ঠিক ভাবে চলছে না বা আমাদের যে কল কারখানা আছে, সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে চলছে না। অথচ আমরা দেখছি যে শিল্পের নাম করে অনেক ব্যয় বরাদ্দ এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটে ধরা হয়েছে, কিন্তু সেই বরাদ্দকৃত টাকা ঐ কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং আমলারা অথবা তাদের পেটুয়া লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে পকেটস্থ করেছেন বা ভোগ করেছেন, আর দেশের জনসাধারণের জন্য তারা কোন কাজই করেন নি। তাই তো আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেছে, বুভুক্ষ মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। কাজেই একটা দেশকে যদি সমৃদ্ধ করতে হয়, তাহলে আগে থেকে শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং শিল্প ক্ষেত্রে তাকে উন্নতি লাভ করতে হবে। আর তা যদি হত, তাহলে রাজ্যের বেকার সমস্যা এবং রাজ্যের খাদ্য সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হতে পারত বলে আমি মনে করি। আজকে আমি এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, সেটা হচ্ছে এই যে আমার নরচড়ে হাণ্ডলুম এবং হ্যাণ্ডিক্র্যাপ্টের

যে শিল্পীগণ আছেন, তারা বাঁশ-বেত দিয়ে অথবা সুতা দিয়ে যেসব জিনিসপত্র তৈরী করেন, সেগুলি শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, ত্রিপুরা বাইরেও এর যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং সেগুলি দেশের বাইরে বিক্রি করে আমরা আমাদের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। অথচ দেখা গেছে যে বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার সেখানে পাইলট সেন্টার পর্যন্ত স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে, সেখানে ২টি পাইলট সেন্টার খুলেছে এবং তার একটাতে ১৫ জন আর অন্যটাতে ১২ জনকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং যারা ট্রেনিং বা শিক্ষালাভ করেছে, তাদেরকে সরকার থেকে কিছু স্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করে তুললেই হবেনা, তারা শিক্ষিত হয়ে উঠার পর তাদের পেশায় যেসব কাজ তারা করতে পারে, সেগুলি করার জন্য সেখানে তাদের জন্য একটা ইণ্ড্রাস্ট্রি বা শিল্প কেন্দ্রও গড়ে তোলার দরকার। ঠিক এমনিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে যেখানে এই ধরণের কাজ করার সম্ভাবনা আছে, সেখানেও এই ধরণের ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তার ফলে আমরা আমাদের বেকার সমস্যার বা খাদ্য সমস্যার পূর্ণ সমাধান না করতে পারলেও আংশিকভাবে ঐসব সমস্যার সমাধান করতে পারব। অর্থাৎ আমরা আমাদের জনগণের সামনে সমস্যার সমাধানের একটা পথ খুলে দিতে পারব। কাজেই এই কারণেই আমি শিল্প সম্বন্ধে যে ডিমাণ্ড আছে, তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭ লক্ষ মানুষ আমাদের তাদের প্রতিনিধি করে এখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি জানি না, যে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কেন ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করেছেন, তারা এগুলিকে এখানে সমর্থন করতে পারছেন না। তবে তাদের সমর্থনের জন্য আমাদের কিছু যায় আসে না। কারণ এখানে এই যে রাজপ্রাসাদ আছে, এই রাজপ্রাসাদ তো একদিন ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব সাধারণের রক্ত দিয়ে গড়ে উঠেছিল এবং এই রাজপ্রাসাদে তো আগে ভাইজি নাচানো হত। সেই ভাইজি নাচ আমরা আর এখন করতে দেবনা, আমরা তার পরিবর্তে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাব। এখানে শিল্প সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ ডিমাণ্ড এসেছে, সেই শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণে নজর দিতে হবে এবং তার জন্য কেউ আমাদের সমর্থন করলো কি করলোনা তার জন্য আমাদের পিছিয়ে থাকলে চলবেনা, আমাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :---শ্রীদাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা আমাদের বাজেট বক্তৃতায় আমাদের বক্তব্য রেখেছি এবং বলেছি যে এই বাজেটে জনগণের আশা আকাঙকাকে রূপ দিতে পারে নাই। এই বাজেট বাস্তব সম্মত বাজেট হয় নাই। কতগুলি বড় বড় কথা বলে এই বাজেটের মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে, সেই ত্রুটিকে ঢেকে রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম যে এই সরকার শিল্প ক্ষেত্রে একটা ব্যবস্থা নেবে, যে শিল্প ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করে ত্রিপুরার জনগণের আশা আকাঙ্খাকে রূপ দিতে পারবে। আমরা জানি ত্রিপুরাতে তাঁত শিল্প একটা বিরাট শিল্প, এই শিল্পের দ্বারা

আমাদের রেইন কারেন্সী লাভ হয়, কিন্তু এই তাঁত শিল্পকে সম্পূণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে, এর জন্য মাত্র ধরা হয়েছে ১০ হাজার টাকা, এই টাকা তো বেতন দিতেই শেষ হয়ে যাবে। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি যে তাত শিল্পের জন্য কিছু করা হবে না। আর একটা যেটা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে স্মল সেকল ইণ্ডাষ্ট্রি বা কুটির শিল্প সম্পর্কে তাঁরা নাকি একটা ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু আমরা দেখছি যে স্পেশাল এ্যাণ্ড ব্যাক-ওয়ার্ড এরিয়াতে, ভিলেজ এণ্ড স্মল ইণ্ডাষ্ট্রির মধ্যে মাত্র ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। এই ৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার মধ্যে বেতন বাবতেই চলে যাবে ৩ লক্ষ টাকা। তারপর যেটা থাকবে, সেটা হচ্ছে মাত্র ৮১ হাজার টাকা, এই ৮১ হাজার টাকা দিয়ে তারা কি করবেন, আমি অন্ততঃ বুঝতে পারছি না। তবুও বলা হয়েছে যে একটা যুগান্তকারী শিল্পের বাবস্থা গড়েতোলা হবে। সে যা হউক এই বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট তৈরী করেছেন, তাতে আমরা দেখছি যে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য তাদের সুনির্দিষ্ট কোন মত নাই এবং শিল্প সম্পর্কেও তাদের কোন সুনিদিষ্ট মত নাই। কাজেই এই বাজেট দ্বারা তাঁরা আমাদের ত্রিপুরাবাসীকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করেছেন এবং এই বাজেটের মধ্য দিয়ে সম্পদ সৃষ্টির কোন সুযোগ করে দেওয়া হয় নি। কেবলমাত্র গতানুগতিক একটা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, কংগ্রেস আমলে যেভাবে টাকা ধরা হত, সেটাকে কোথাও একটু কমিয়ে, আবার কোথাও একটু বাড়িয়ে ধরা হয়েছে মাত্র। অথচ কোন কোন মন্ত্রী এখানে তাদের বাজেট বিতর্কে বলেছেন যে নূতন একটা দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করবে ভবিষ্যতে কি পরিমাণে সম্পদ সৃষ্টি হবে তার উপর। কাজেই যেভাবে এখানে বাজেট রাখা হয়েছে, তা দিয়ে নিশ্চয় কোন সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ হতে পারে না। এবং কোন ক্ষেত্রে কিভাবে জোর দেওয়া হবে, তাও এই বাজেটের মধ্যে সুনিদিষ্টভাবে কিছু বলা হয় নি। যেখানে শিল্পের উপর বেশী জোর দেওয়া উচিত ছিল, সেখানে সেটা তাঁরা দিতে পারেন নি। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে আমাদের জনগণের আশা আকাঙ্খা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে বলেই আমরা মনে করি। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং এর পরে বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। কারণ দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখে এসেছি যে কংগ্রেস আমলে যেভাবে চলতো, সেটা আজকে কারো অজানা নয়, এখানে শিল্প বলতে যে কিছু ছিল তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জানা ছিল না। কিন্তু যখন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসলো, তখন মানুষ কিছু কিছু বুঝতে পারছে যে শিল্প বলে এখানে কিছু আছে। অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যে আজ শিল্পমন্ত্রী আছে এবং সেখানে কিছু কাজ কর্ম করা হচ্ছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে যে বাজেট এসেছে, বিরোধী পক্ষ থেকে তার বিরোধীতা করা হয়েছে। আজকে আমরা বুঝতে পারছি না যে বিরোধীরা কেন এর বিরোধীতা করছেন। এখানে শিল্পের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ শিল্প বা কুটির

শিল্প যেখানে গ্রামের হাজার হাজার মানুষের কাজের ব্যবস্থা হবে। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মেয়েরা, কাজ করতে পারবে এবং তার দ্বারা তারা তাদের সংসারের কিছুটা সুরাহা করতে পারবে। সেদিক থেকে এই খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। আর রাজস্বমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছেন সেটাকেও আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পাশাপাশি জায়গা আছে সেখানে দেখা গেল বুরোক্রেসী কংগ্রেসী আমলের, ওরা সেখানে এক কাণি সোয়া কাণি জায়গা দখল করে আছেন। সেই জায়গাতে গরীব কৃষক, যার জায়গা দখল করেছে, সে সেই জায়গাতে যেতে পারছেনা। এখন জরিপের কাজ চলবে এই সমস্ত সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। সেদিক থেকে আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করছি। অন্যদিক থেকে দেখা গেছে কংগ্রেসী আমলে গ্রামে যেখানে কাজগুলি করেছে কেন্দ্র মাধ্যমে, সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রী এম, এল, এদের বাড়ীতে সরকারী টিউবওয়েল বসাত, সেচের ব্যবস্থা করে দিত। সেটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব এগুলির যেন তদন্ত করা হয়। এই টিউবওয়েল বা জলসেচের ব্যবস্থা কোথায় হয়েছিল ? এগুলি কি গরীব মানুষের স্বার্থে হয়েছিল, না কি এগুলি অন্যদের সার্থে হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী যেন তদন্ত করেন। এই বলে, এই বিলকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য এখানে রাখার সাথে সাথে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে বিচ অব প্রিভিলেজ মোশন এনেছেন, তার উপর আমার কিছু বক্তব্য রাখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার----না এটা হয় না।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা----স্যার, স্পীকার বলেছিলেন যে বক্তব্য রাখতে পারব কিন্তু এখন দেখছি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার তার বিরোধীতা করছেন।

শ্রী সমর চৌধুরী----স্যার, এটা হয়না। কারণ মাননীয় স্পীকার এই ব্যাপারে এখানে একটা রুলিং দিয়েছেন কিন্তু তার পারমিশন নেওয়া হয়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার----তাহলে আপনারা মাননীয় স্পীকারের চেম্বারে গিয়ে দেখা করুন, এই ব্যাপারে আলোচনা করুন।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা----মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে ডিমাণ্ড নং ১, উপর আলোচনা করছি। মেজর হেড ২১১, পার্লিয়ামেণ্ট স্টেট ইউনিয়ন টেরিটরি ইত্যাদি। এখানে সাব আইটেম---১, এমুলিউমেণ্টস অব দি স্পীকার অ্যাণ্ড ডেপুটি স্পীকার এই সমস্ত আছে। কাজেই আমি এখানে জানতে চাই এখানে যে স্পীকারের বেতন বৎসরে ১৫ হাজার, ডেপুটি স্পীকারের বেতন বৎসরে ১২ হাজার। মোট ২৭ হাজার টাকা। তারপরে আছে কম্পেনসেটারী অ্যালাউন্স ১২ হাজার পাঁচশো টাকা এবং আদার অ্যালাউন্সেস ছয় হাজার টাকা। এখানে আমি দেখলাম যে ১৯৭৭-৭৮ সালে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের বেতন ছিল মোট ৪৯ হাজার টাকা। কিন্তু নূতন বাজেটে

৫৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি এখানে আইটেম ওয়াইজ লিস্ট দিচ্ছি—স্পীকারের বেতন ১৫ হাজার টাকা ১৯৭৭-৭৮ সালে. ১৯৭৮--৭৯ সালে ১৫ হাজার টাকা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য আপনি কি ডিমাণ্ড নং ১ এর উপর বক্তব্য রাখছেন ? এটা কি মোভ করা হয়েছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী----মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের বিজনেস লিস্টে দেখা যায়, আজকের যে এজেণ্ডা আছে, তাতে দেখা যায় ডিমাণ্ড নং ৫, ২৬, ৪৬. ১৩ আছে। ওটা যখন আছে তাহলে নিশ্চয়ই উনি আলোচনা করতে পারেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার----আলোচনা করুন।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা----আমি এখানে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের যে বেতনক্রমগুলি রাখা হয়েছে তা বলছি, ১৯৭৭-৭৮ সালে স্পীকারের বেতন ছিল বৎসরে ১৫,০০০ টাকা। ১৯৭৮-৭৯ সনে----১২,০০০ টাকা। কম্পেনসেটরী এলাউন্স ১৯৭৭-৭৮ সালে ৭,৬০০ শত টাকা। ১৯৭৮-৭৯ সনে ১২,৫০০ টাকা।

শ্রী সমর চৌধুরী----পয়েন্ট অব অর্ডার, যে বিষয়টা মাননীয় সদস্য এখানে আলোচনা করছেন এটা আমি জানি না মাননীয় সদস্য আলোচনার জন্য করছেন কিনা। কারণ বাজেটে চার্জড এবং ভোটেড দুই রকম আছে। বাজেট বরাদ্দ এইখানে চাওয়া হয়েছে। এটা চার্জড। এটার উপর ডিসকাশন করা যায় কিন্তু কোন ভোট করা চলেনা।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা----আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। আদার চারজেস এলাউন্স ১৯৭৭-৭৮ সনে ২,৬০০ টাকা। ১৯৭৮-৭৯ সনে ৬,০০০ টাকা। টি, এ বাবদ ১৯৭৭ ৭৮ সনে ছিল ১০,০০০ টাকা। ১৯৭৮-৭৯ সনে ২০,০০০ টাকা। ডেপুটি স্পীকারের বেতন ছিল ১০ হাজার টাকা বৎসরে ১৯৭৭-৭৮ সনে। আর সেই বেতন ১৯৭৮-৭৯ সনে করা হয়েছে ১২,০০০ টাকা। এইখানে ২,০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। অবশ্য আমরা জানি না ডেপুটি স্পীকারের বেতন বাড়ানো হয়েছে কিনা। যদি বেড়ে না থাকে তাহলে এখানে ২,০০০ টাকা বেশী ধরার কোন কারণ ছিলনা। কম্পেনসেটরী এলাউন্সে প্রায় ৫,০০০ টাকার মত বেশী ধরা হয়েছে। আদার চারজেস এলাউন্স বাড়ানো হয়েছে। টি, এ, বাবদে প্রায় দ্বিগুন বাড়ানো হয়েছে। একমাত্র কমানো হয়েছে সাম্পচুয়ারী এলাউন্সে, কমানো হয়েছে মাত্র ১০০ টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সনে ছিল ৩,৬০০ টাকা। আর ১৯৭৮-৭৯ সনে করা হয়েছে ৩,৫০০ টাকা। সাম্পচুয়ারী মানে কি এটা হচ্ছে বিলাস সামগ্রী। কাজেই এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা। শুধু এটা নয় এখানে যে ভাবে বৃদ্ধি করে ধরা হয়েছে তা আমরা সমর্থন করছি না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করবেন, কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে না। এই বাজেটই তার প্রমাণ।

তারপরে আছে ডিমাণ্ড নং ২১। মেজর হেড—২৮৫ ইনফরমেশান এণ্ড পাবলিসিটি। মেজর হেড ৩৩৯--টুরিজম। সাব আইটেমস ৩(এ) মটর ভেহিকলস। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই বাবদ ৬০,৬০০ টাকা ছিল। কিন্তু বর্তমান বছরে এর জন্য ১,৫০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই গত বছর যেখানে ৬০,৬০০ টাকা দিয়ে কাজ

চলতে পারে, সেখানে ৮৯,৪০০ টাকা বেশী ধরা হয়েছে। এই ভাবে সমস্ত বাজেটের মধ্যে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

(ভয়েসেস ফ্রম রুলিং বেঞ্চ—কিসের উপর বলছেন)

ভেহিকেলস্ আইটেমের উপর আমি বলছি। ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই আজকে যে আইটেম ছিল রাজস্ব বিভাগ। সেই রাজস্ব বিভাগের রেভিনিউ সংক্রান্ত বাজেটে যে অর্থ ধরা হয়েছে; সেটাকে আমি অভিনন্দন জানাতে পারি না। তার কারণ আমি দেখেছি ৫ কানি পর্য্যন্ত নাল জমির খাজনা মকুব করে দিয়েছেন বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা হবে। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা তা করতে পারেন নি। তাঁদের দুর্বলতা আমরা বুঝতে পারছি। আর একটা জিনিস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পাঁচ কানি পর্যান্ত মকুব করা হলো, কিন্তু কোন শ্রেণীর লোকদের উপর তা প্রযোজ্য হবে, সে সম্বন্ধে কোন ঘোষণায় তাঁদের নেই। যারা দরিদ্র, জমিই যাদের সম্বল, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, না যারা চাকুরিয়া অথবা যারা পুঁজিপতি, যাদের ব্যালান্স লক্ষ লক্ষ টাকা, অথবা যারা ব্যবসায়ী, তারাও এই আইনের আওতায় পরবে এটা বাজেটে কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের মধ্যে উল্লেখ নেই। তাই আমি এই রেভিনিউ সংক্রান্ত ডিমাণ্ডের উপর যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন, সেটাকে সমর্থন জানাতে পারছি না। তদুপরি ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সমস্ত লেখা হয়েছে সেখানে উপজাতিদের ভূমি হস্তান্তরিত না করার জন্য কোন নির্দিষ্ট পথ নাই। সে জন্যও আমি সমর্থন জানাতে পারি না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিল্প সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে। সরকার বলেছেন আমাদের টাকা নেই বড় বড় কারখানা গড়তে পারব না। আমাদের অর্থের জন্য কেন্দ্রের কাছে আরো বেশী টাকা চাইতে হবে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে কিন্তু একটি কথা লিখা হয় নাই বা বলা হয় নাই। অর্থের অভাবের জন্য যখন সরকারী উদ্যোগে কোন শিল্প হচ্ছে না, তখন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দেবার কোন ব্যবস্থাই এই বাজেটের মধ্যে কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট স্পীচেও উল্লেখ করেন নি। সুতরাং বেকার সমস্যার কোন চেষ্টা কিংবা ইঙ্গিত এই বাজেটের মধ্যে নেই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সমবায় সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে। সমবায়ের প্রতি সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবেন এবং দুর্নীতি বন্ধ করবেন, এই ধরণের মস্ত বড় বড় কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আগে যে সমস্ত সমবায়গুলি দেউলিয়া হয়ে গেল তাদের রক্ষা না করে, নূতন করে আবার সমবায় গড়ার জন্য উৎসাহ দিতে যাওয়া অথবা খুলতে গেলে সরকারকে অসুবধায় পড়তে হবে। এবং এতে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হবে। অসৎপথে এবং অন্যায় পথে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই আমি এই বাজেট কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেখতে পাই নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট সম্বন্ধে এইখানেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখছি।***

***Expunged as ordered by the chair.

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য-এর পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো যে, মাননীয় সদস্যদের একটা ঝোক দেখা যাচ্ছে যে রুলিংকে অগ্রাহ্য করার একটা মানসিকতা তাদের মাধ্য দেখা যাচ্ছে যেমন ধরুন পয়েন্ট অব অর্ডার বা কিংবা সময় শেষ হয়ে গেছে বলা হলেও তাঁরা মানেন না, এটা জিনিষটা ঠিক নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ব্রীচ অব প্রিভিলেজ, ব্রীচ অব প্রিভিলেজ বলেছেন এটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এটা এক্সপান্স করা হবে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---প্রথমে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলেছেন এটা আলোচনা করতে পারবো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সেটা আলাদা প্রশ্ন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---এখানে প্রথম আওয়ারে মিঃ স্পীকার এবং দ্বিতীয় আওয়ারে মিঃ ডেপুটি স্পীকার থাকেন তাদের কথা-বার্ত্তায় তাদের রুলিং-এ আমরা কনট্রাডিকটরি দেখতে পাচ্ছি, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না যে গোলমালটা কোথায়।

শ্রীদশরথ দেব---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা হচ্ছে এ্যামপারশান অন দি চেয়ার। উনি বলেছেন যে, প্রথমে স্পীকার যে রুলিং দিয়েছেন, আর এখন যে চেয়ারের এই রুলিং, এর সঙ্গে বেশ-কম দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এবং চেয়ারম্যান হু এভার ইজ ইন দি চেয়ার, চেয়ারের রুলিং-এর উপর কোন এ্যাম্পারশান হতে পারে না। প্রত্যেক মেম্বারদের এটা জানা দরকার কি করে হাউস মেনটেইন করতে হবে। স্পীকারকে সবসময় ইম্পারশিয়াল হিসাবে গণ্য করা হয় এবং যে ব্রীচ অব প্রিভিলেজের প্রশ্ন এখানে উঠাতে চেয়েছেন, সেই ব্রীজ অব প্রিভিলেজ স্পীকার তাঁকে উঠাতে দেয় নি। এই ব্রীজ অব প্রিভিলেজ সম্বন্ধে স্পীকারের চেম্বারে কথা হতে পারে এবং স্পীকার তার উপর বিচারবিবেচনা করে সেটা প্রাইমারেলি কেস কিনা এবং যদি সেটা প্রাইমারেসি কেন হয় তাহলে স্পীকার সেটা প্রিভিলেজ কমিটিতে রেফার করতে পারেন। কিন্তু সরকারের ডিসিশানের আগে কোন মেম্বার তার উপরে মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :---মাননীয় সদস্যগণকে আমি অনুরোধ করবো হাউসের যে ডিগনিটি বা মর্যাদা রয়েছে সেটা রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব, সমস্ত সদস্যদের বিরোধী পক্ষেরই হোক আর সরকার পক্ষেরই হোক আপনারা সে দিকে একটু নজর দিবেন। আমি আবার অনুরোধ করছি যে, পার্লামেন্টের প্রেকটিস এণ্ড প্রসিডিউর

নামে এখানে একটি গাইড লাইন একটা বই আছে কিংবা এসেম্বলী প্রসিডিউর নামে যে কার্য্যধারা কি ভাবে অনুসরণ করতে হবে সে সম্বন্ধে আপনারা একটু ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা করতে আমার মনে হয় এটা সকলের পক্ষে ভাল হবে এবং আমি আশা করবো এর পর থেকে মাননীয় সদস্যরা হাউসের যে মর্য্যাদা সে মর্য্যাদাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকারকে বক্তৃতা করবার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী এবং মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সে প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। আমরা এর আগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে, ত্রিপুরাতে ভূমি সংস্কারের নামে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল, জরীপের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না এবং জরীপের নামে দেখা গেছে যারা গ্রামের প্রভাবশীল, যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে বা রাজনীতির প্রভাবশালী তারা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কংগ্রেস রাজত্বের সময় তারা জনসাধারণকে ঠকিয়ে খাস জমি দখল করে নিয়েছে, খাস জমিতে দখলদার যারা ছিল তাদের উচ্ছেদ করেছে। আমরা দেখেছি যার নামে জমি বন্দোবস্ত হওয়া অতীব প্রয়োজন এবং জরুরী ছিল তাদের সেখান থেকে উঠে যেতে হয়েছে তার ফলে তাদের জমি হস্তান্তরিত হয়েছে ভূস্বামীদের হাতে। আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এই ধরণের কেস আছে, বিশৃঙ্খলা আছে তার জন্য আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার জরীপের কথা বিবেচনা করে এই সব বিশৃঙ্খলাকে দূরীভূত করে যাতে ভূমিহীনদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে, সত্যিকারের যারা জমির মালিক তাদের যাতে স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে, তাদের অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তারা যাতে প্রকৃত সত্বের অধিকারী হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এই ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি।

সেলস্ টেকস্ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, টেকস্ তো বসাতে হবে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে টেকস্ কার জন্য বসানো হবে? বামফ্রন্ট সরকার সুস্পষ্টভাবে এই নীতি অনুসরন করেছেন যে গরীব জনসাধারণের উপর টেকস্ চাপানো চলবে না, তার জন্য আমরা দেখছি যে করের ক্ষেত্রে যে পুনর্বিন্যাস করা, সেই পুনবিন্যাস করার প্রস্তাব রয়েছে। কাজেই তার জন্য ডিমাণ্ড নাম্বার ৪ মেজর হেড ২৪০ সেখানে যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি।

শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি শিল্প বলতে ত্রিপুরা রাজ্যে যে জিনিষ আছে, সেটা ত্রিপুরার মানুষ জানবে কিনা সন্দেহ জাগে। কারন পূর্বতন সরকার শিল্প সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ নিতে পারেননি। কুটির শিল্পই হোক, আর বৃহৎ শিল্পই হোক, আমরা তো দেখেছি কংগ্রেস সরকারের আমলে উৎপন্ন চিনির মূল্য প্রতি কেজি ২১ টাকা করে অর্থাৎ গরীব মানুষ, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, এই শিল্পের স্পর্শের বাহিরে ছিল সে ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার তার শিল্প নীতিকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছি যে ত্রিপুরার গ্রামগঞ্জে কুটিরশিল্প ছড়িয়ে দেওয়া হবে এবং শিল্পে যারা নিপুন তারা যাতে উৎসাহিত হতে পারে এবং শিল্পকে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে যাতে গড়ে তুলতে পারে তার

জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে যারা দুস্থতাঁত শিল্পী তাদের সুতো বিলি করা হচ্ছে যা এর আগে করার সময় দুর্নীতি হতো, স্বজন-পোষণ করা হোত, কিন্তু আজকে সেই স্বজন-পোষণের অভিশাপ থেকে ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষ মুক্ত হতে চলেছে, তাই এই শিল্পে যে ব্যয় বরাদ্ধের প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি।

শ্রমিকরা যাতে উৎখাৎ না হয়, নিয়োগ নীতির ক্ষেত্রে যাতে দুঃস্থ অবহেলিত যারা আছে তারা যাতে চাকরি পায়, তার ব্যবস্থা এই বামফ্রন্ট সরকার রেখেছেন। কিন্তু আগে কি দেখতাম, ১৮।১৯ বৎসর যাবত পাস করে বসে আছে, ঘরে অনাহার অনটন চলছে, যেহেতু এম, এল, এ, বা মন্ত্রী তাদের আত্মীয় নেই, কোন সম্পর্ক নেই, তাই তারা উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখছি ৯৭।৯৮ বৎসর যাবত যারা বেকার রয়েছে তাদের চোখ দিয়ে আজকে আনন্দাশ্রু বেড়িয়েছে। কারণ বামফ্রন্ট সরকার যে নিয়োগ নীতি ঘোষণা করেছেন, তাতে ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রশ্ন উঠে না, শুধু নিয়োগ নীতির মাধ্যমে তারা চাকরী পাচ্ছে না। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার এর এই নীতিটি রূপায়ণের জন্য যে ব্যয় বরাদ্ধ এর প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করছি। ডিমাণ্ড নং ২৬, মেজর হেড ২৮৯, এখানে দেখছি রিলিফ অন একাউন্ট অব নেচারেল কেলামেটিস। আমরা আগে কি দেখতাম? আগে দেখতাম কোথাও যদি ঝড়ে ঘর পড়ে যায়, অগ্নিদগ্ধ হত, তখন সেই গ্র্যান্টের টাকা বিপথে চলে যেত, সেই সাহায্য তাদের কাছে পেঁছত না। যাদের ঘরবাড়ী সুন্দর, দিব্যি আছে, তাদের কাছে চলে যেত। এই ধরণের বহু ঘটনা অতীতে ঘটেছে। আজকে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরাতে বন্যায় যারা বিপর্যস্ত হচ্ছে সেই দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে এসেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে যারা সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্থ তাদের কাছে সরকারী সাহায্য পেঁছে যাচ্ছে। আগে যে দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসন ছিল, মানুষ যেখানে সত্যিকারের নিপিড়ীত ছিল, সাহায্য তাদের কাছে গিয়ে পেঁছত না, আজকে সেই বাধা দূরীভূত হয়েছে। এখনও প্রশাসন সম্পূর্ণ দুর্নীতি মুক্ত হয়নি। আমি আশা করছি জনগণের সহায়তায় এবং সরকারের উদ্যোগে সেটুকুও দূরীভূত হয়ে যাবে। তার জন্য আমি ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। তারপর আমি আসছি ইনফরমেশান এণ্ড পাবলিসিটি সম্পর্কে।

(এট দিস স্টেজ, দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

আর এক মিনিট স্যার। যে জিনিষ প্রচার বিভাগে আমরা কোনদিন দেখিনি, আজকে বামফ্রন্ট সরকার প্রচার বিভাগে দরিদ্র মানুষের আর্তনাদকে স্থান দিয়েছেন। যে সাধারণ মানুষ বিগত দিনগুলিতে প্রচার বিভাগে স্থান পায়নি, আজকে সেইসব জিনিস এই প্রচার বিভাগে প্রাধান্য লাভ করেছে। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার কথা, তাদের বেদনার কথা প্রচার দপ্তরে প্রাধান্য পাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে অনুন্নত এলাকার মানুষের জন্য শিল্পের প্রসার করার জন্য, গ্রামের অবহেলিত গরীব কৃষক ভূমিহীন কৃষকদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেই সমস্ত দিক থেকে এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে প্রতিশ্রুতির একটা দৃঢ় আভাষ পাওয়া যায় তার জন্য আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনিন্দ্র দেববর্মা---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ হাউসে উপস্থিত করেছেন, তাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। কারণ বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী শাসনে আমাদের শিল্পের যে অবস্থা হয়েছে, এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা যদি দেখি, তাহলে আজকের এই ব্যয় বরাদ্দ আগামী দিনে মানুষকে আশার আলো দেখাতে পারবে। বিগত দিনে শিল্পের নামে যে টাকা অপচয় ঘটেছিল এবং আমরা দেখতাম প্রতি বৎসর শিল্পের খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্বেও শিল্পের কোন উন্নতি ঘটেনি। আমরা আশা করেছিলাম যে এই শিল্প থেকে সাধারণ মানুষের কাজের সংস্থান হবে এবং সরকারেরও একটা আয়ের পথ সুগম হবে। কিন্তু বিগত ৩০ বৎসরে শিল্পের উন্নতি দূরে থাক আরও অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেছে এবং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি আশা করব আজকের এই ব্যয় বরাদ্দ বিগত দিনে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেগুলি আবার গড়ে উঠবে এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের কাজের সংস্থান হবে। এই জন্যই আমি বাজেটকে সমর্থন করছি। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা মাননীয় স্পীকার এবং সদস্যদের বেতনের হার বেড়েছে, তা এখানে উত্থাপন করেছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কি উদ্দেশ্যে উনারা এখানে এ কথাটি উত্থাপন করেছেন। আমরা যদি এই ব্যয় বরাদ্দ দেখি তাহলে দেখব যে গত বারের চেয়ে স্পীকার এবং মেম্বারদের বেতনের হার বেশী ধরা হয় নি। সুতরাং উনারা এখানে যে কথাটি বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এবং আজকে যে ডিমাণ্ডের উপর এখন আলোচনা চলছে, এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪ এর উপর আমিও আলোচনা করছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪-এ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি যে ৭৭-৭৮ এ ধরা হয়েছে ১,২৭,৮৬,০০০ টাকা এবং সেটাকে আমরা দেখেছি ১৯৭৬-৭৭ সালে, অর্থাৎ যে সময়ে কংগ্রেসের সুখময় সেনগুপ্তের আমলে তখন রাখা হয়েছিল ৭৬,৩৭,৬০০ টাকা। এই দুই বছরের মধ্যে টাকার ফারাক দেখা দিয়েছে এবং সেটা হচ্ছে ৫১,৮৭,৪০০ টাকা। কাজেই এই দিক থেকে আমরা ধরে নিতে পারি কংগ্রেসের আমলে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের শরীক দল সি, পি, এম, বিভিন্নভাবে সমালোচনায় মুখর হয়েছিল, কিন্তু আজকে ক্ষমতায় এসে তাঁরা টাকার অংককে বড় করছেনা। এক কথায় উদাহরণস্বরূপ যদি একটা উদাহরণ দিই, যেমন রাম এবং যদু। রামের বয়স ৩০ যদুর বয়সও ৩০। দুজনেই একই চাকরী করে, দুজনেই বি,এ, পাশ এবং দুজনেই ৬০০ টাকা বেতন পায়। রাম ৬০০ টাকা দিয়ে যে পরিবার প্রতিপালন করে সেই

পরিবারের লোক সংখ্যা ৭ জন। তবে রাম তার দ্বারা তার পরিবারকে সুষ্ঠভাবে যে, সুন্দরভাবে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু যদুরও লোকসংখ্যা পরিবারে একই। তথাপি সেই যদু তার পরিবারকে সুন্দরভাবে ভরণ-পোষণ করতে পারে। সেই রকম বিচার করলে আমরা দেখতে পাই রামের চেয়ে যদুর ক্ষমতা বেশী যদিওবা সমান সংখ্যক টাকা পায়। কিন্তু সেই বামফ্রন্ট সরকার এক অংক দিয়ে বিচার করে যদি সেই কংগ্রেস থেকে বেশী উন্নতি করতে পারেন তখনি আমরা বিচার করতে পারব যে বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসের চেয়ে অনেক চিন্তাশীল। কাজেই আমরা দেখতে চাই বিভিন্ন খাতে যেভাবে টাকার অংক ধরা হয়েছে, কৃতিত্ব যদি তার জন্য পেতে হয়, ১৭ লক্ষ লোকের বাহবা যদি পেতে হয়, তা হালে প্রতিযোগিতায় যদি তারা বেশী উন্নতি দেখাতে পারেন, তা হলেই জনসাধারণের কাছে তারা কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আর একটি ক্ষেত্রে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৭, সেখানে অবশ্য বলা যায় কম ধরা হয়েছে। তবে কেন সেখানে কম ধরা হয়েছে জানিনা। কারণ সেখানে বলা আছে, স্মল ইণ্ডাস্ট্রি, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প আছে, এগুলিকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে হবে। কারণ বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠবে না। তাই তাদেরকে সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এখানে দেখেছি সেই কংগ্রেসের আমলে থেকে এখন পযন্ত গ্রামের লোকদের সাহায্য দেওয়া থেকে তাঁরা সরে গেছেন। কাজেই ঐদিকে বলতে হয় মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা সবটাই দেখতে পাচ্ছি গ্রামাঞ্চলে যে কুটির শিল্পগুলি আছে সেগুলি কিভাবে উন্নত হবে সেটা আমাদের বা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের চিন্তা বহির্ভূত। কাজেই আমার পূর্বে যিনি বলেছেন আমাদের বিরোধী দলের উপনেতা এবং যেভাবে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছেন সেগুলিকে আমি মনে প্রাণে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে তার সমর্থনে আমি কিছু বলব। প্রথমত হচ্ছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে অতীতে আমরা ৩০ বছর দেখেছি এখানে জমি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন জরীপ হয়নি, সুস্পষ্ট কিছু ছিল না। এবং সাধারণ গরীব মানুষ দীর্ঘদিন ধরে জমি দখল করে বসে আছে, আজও তারা জমির পাট্টা পায় নাই। গত জরীপে দেখেছি যে কিছু কিছু লোকের জমি বিশেষ করে গরীব মানুষের জমিগুলি পাশ্ববর্তী ধনী জোতদারদের নামে অন্তভূক্ত হয়ে গেছে। এই হচ্ছে অতীতের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে পরিবর্তন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারএর পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড রেখেছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পুনর্জরীপের ব্যবস্থা। কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে জমি তার সুষ্ঠু চিহ্নিতকরণ, ম্যাপ ইত্যাদি রেকর্ড সুষ্ঠুভাবে করার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এখানে পুনর্জরীপের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং এর দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা দীর্ঘদিন জমি দখল করে বসে আছে অথচ পাট্টা পাননি তাদের আশা রূপায়িত হবে। কাজেই

এই ডিমাণ্ড সঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং এই যুক্তিতে তাকে আমি সমর্থন করি। এখানে ন্যাচার‍্যাল ক্যালামিটিজের জন্যও বরাদ্ধ আছে। সময় সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। তার জন্য একটা বরাদ্দ রাখতে হয়। এই জন্য এখানে ২০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। এবার যে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা হয়েছে এই বন্যায় হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়েছে, জমির ফসল নষ্ট হয়েছে, ঘরবাড়ী ভেসে গেছে।

এই যে অবস্থা, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ হতে গেলে টাকার দরকার নাই, এটাই হচ্ছে ওদের সঠিক এবং সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। কাজেই এই ব্যয়বরাদ্দকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, উনারা একটা সমালোচনা করেছেন এখানকার স্পীকার এবং ডিপুটি স্পীকারের ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে, ওরা বোধহয় জানেন না যে কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা চার্জড, আর একটা হচ্ছে ভোটেড। চার্জড টার আলোচনা করতে হয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের, হয়তো এটা আলোচনারই বিষয়বস্তু নয়, কাজেই এটাকে আমি আর রেফারেন্স হিসাবে টানছি না, শুধু একটুখানি ওদের দৃষ্টিতে আনব যে এই জিনিসটা যেন ওরা ভাল করে দেখে নেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য এই সরকার একটা ব্যবস্থা করেছেন, সেই ব্যবস্থাটা কি ? আগে আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গাতে পল্লী বেতার গোষ্ঠী করা হত, সেটা মুষ্টিমেয় কংগ্রেস টাউটদের বাড়ীতে করা হত। অবশ্য প্রথমে এটা একটা ক্লাবে থাকতো, তারপর সেটা বাড়ীতে চলে যেত, আর ওটাকে গ্রামের মানুষ খুঁজেও পেত না এবং সেইসব জিনিস আজও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এই সরকার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গণসংযোগ কি করে বাড়িয়ে তোলা যায়, কি করে মানুষকে সর্বদেশের অবস্থাটা জানানো যায়, খবরগুলি শোনানো যায়, তার একটা ব্যবস্থা করেছেন। সারা ত্রিপুরাতে এজন্য প্রায় ৪০০ ইনফরমেশান সেন্টার হচ্ছে, পল্লী বেতার গোষ্ঠী হচ্ছে, লোকরঞ্জন শাখা হচ্ছে, এগুলি পয়সায় হবে না ? গ্রামের মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করবে, তারপর সন্ধ্যা সময় ইনফরমেশান সেন্টারে গিয়ে যার যা অভিরুচি কেউ পত্র-পত্রিকা পড়বে, কেউ রেডিওতে খবর শুনবে, আর লোকরঞ্জন শাখা, তাতে যদি কেউ মনে করেন যে আমি যাত্রা করব বা নাটক করব, তাহলে তার মাধ্যমে সেটাও করা যাবে। কাজেই সমাজকে যদি সব দিক দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে এগুলিরও প্রয়োজন আছে। হয়তো ওদের প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু একটা সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে, এগুলির প্রয়োজন আছে। কাজেই এরজন্য যে ব্যয়বরাদ্দ এটাকেও আমি সমর্থন করছি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে আর্বাণ এলাকাকে ডেভেলাপ করা। আমরা বলব যে আর্বাণ এলাকাকে উন্নতি করার পয়সা লাগবে না, তাতো হয় না, পয়সা দিতে হবে আর তা না হলে রাস্তাঘাট কি করে হবে অন্য কিছু হবে কি করে। কাজেই এরজন্যও ব্যয়বরাদ্দ চাই। কাজ করতে হলে পয়সা দরকার। নটিফায়েড এরিয়াকে ডেভেলাপমেন্ট করতে হবে এবং সেই ডেভেলাপমেন্ট করতে গেলে পয়সা লাগবে না, পয়সা ছাড়া কি করে হবে ? কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের চাহিদা অনুসারে আর্বাণ এরিয়াগুলিকে আজকে নটিফায়েড

এরিয়া হিসাবে ডিক্লারেশান করা হচ্ছে এবং যেসব ছোট ছোট শহর আছে, সেগুলিকে আর্বাণ এরিয়া ডিক্লার করে নোটিফাইড করা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য, রাস্তাঘাট ইত্যাদি করার জন্য পয়সা লাগবে। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে এইসব ব্যয়বরাদ্দ এখানে ধরা হয়েছে কাজেই আমি এই ব্যয়বরাদ্দগুলিকে সমর্থন করি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, তারপরে আছে শিল্প, শিল্প বলতে ত্রিপুরা রাজ্যে তেমন কোন বৃহত শিল্প গড়ে উঠেনি। এটা আগেও ছিল না, এখনও নাই। কিছু কিছু ছোট শিল্প ছিল, বে-সরকারী উদ্যোগে অনেকগুলি শিল্প করার চেষ্টা এখানে হয়েছে, কিন্তু সেইসব চেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার দরুণ, যার জন্য এখানে প্রতিযোগিতায় কোন শিল্পই টিকে উঠতে পারেনি। তা সত্বেও এখানকার বিগত কংগ্রেস সরকার কতগুলি শিল্পনগরী গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই শিল্পনগরীর চেহারার বর্ণনা দিতে গেলে, একটা মহাভারত হয়ে যাবে। একটা শিল্পেরও সেখানে কোন অস্তীত্ব নাই, সমস্তই শেষ হয়ে গেছে। শিল্প বলতে কুটির শিল্প ছাড়া এখানে আর কিছু নাই, অন্য কোন শিল্পই এখানে গড়ে উঠেনি। শিল্পনগরী রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই শিল্পনগরীতে কোন শিল্পের ব্যবস্থা করা হয়নি। আমাদের অনেক আশার বাণী শুনানো হয়েছিল যে হাজার হাজার লোক শিল্পনগরীতে চাকুরী পাবে এবং তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখছি যে কিছুই হয়নি। আর তাই আমরা প্রস্তাব রেখেছিলাম এই বিধানসভায় যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন করতে হবে। আর রেল লাইন যদি না করা যায়, তাহলে এখানে শিল্প সৃষ্টি করা যাবে না। তা সত্বেও আমরা চিরাচরিত প্রথায় ছোট ছোট কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি যেগুলি আছে, সেগুলির দিকে আমরা বিশেষ ভাবে নজর দিয়েছি। অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে নজর দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় এবং আমি বলি যে আরও অনেক সম্ভাবনা আছে। এটা ঠিক যে এখানে গুটি পোকার চাষ হতে পারে, আনারসের চাষ হয় এবং তার থেকে স্কোয়াস হতে পারে, লেবুর চাষ হতে পারে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপকভাবে, আর সেই লেবুর থেকেও কোয়াস হতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যে কাজু বাদাম হচ্ছে এবং কাজু বাদামের কিছু কিছু প্রসেসিং কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবে এখানে করা যায়। তারপর পেয়ারা থেকে জেলী করা যায়। এগুলি কঠিন কিছু নয়, সাধারণ ফিনানসিয়েল এ্যাসিসটেন্স দিলেই এগুলি করা যায় এবং এখানে ছোট ছোট কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি যারা করবে তাদেরকে সাহায্য দিলে, তাদের যদি প্রেকটিক্যাল কিছু বিদ্যাবুদ্ধি থাকে তাহলে এই সব শিল্প গড়ে তুলতে পারে। আর তা করলে পরে তাদের যে বর্তমান অবস্থা, সেই অবস্থার ও কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। কাজেই এখানে ব্যয় বরাদ্দের যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করি। কারণ এটা হচ্ছে বাস্তব সঙ্গত এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগুলি করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যরা তাদের চোখে অন্ধকার দেখছেন। কারণ সমস্ত মানুষ আরও এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সেটা সহ্য হচ্ছে না। তাই ওরা অন্ধকারে ফিরে যেতে চায়। ঐ ইন্দিরা গান্ধী যে ১৯ মাসের অন্ধকারের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল, সেই অন্ধকার রাজত্বে তাঁরা নিয়ে যেতে চান।

কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ তাদেরকে ঐখানে ফিরে যেতে দেবেনা। ওরা ঐখানে ফিরে যেতে পারবেন না। কাজেই যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তৃতা আমি এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় শিল্প মন্ত্রী শিল্প সম্পর্কে যে ডিমাণ্ড এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে বিগত ৩০ বছর ত্রিপুরাতে শিল্প বলে কোন জিনিষ আমরা আগে দেখি নাই। এমন কি ত্রিপুরার মানুষ শিল্পের জন্য ত্রিপুরাতে যে একটা আলাদা বিভাগ আছে, তাও জানত না এবং আমরাও জানতাম না। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা শিল্পের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছি, বিশেষ করে ত্রিপুরাতে শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে জাল বুনা, মৎস্যজীবিদের জন্য যে জাল তৈরী হয়, আজকে তাকেও একটা শিল্পের অন্তর্গত বলে মনে করা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা এখানে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে যারা এসেছি, তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশই আছে যারা মৎসজীবি সম্প্রদায়ের লোক। আমরা যারা এখানে এসেছি, তারা অত্যন্ত উৎপীড়িত ও নিপীড়িত হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। অথচ বিগত ৩০ বছর কংগ্রেস সরকার এর আমলে তাদের কোন সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়নি, তাদের যে পেশা, সেই পেশারদিকে কোন লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। আগের সরকারের আমলে ব্যয় বরাদ্দের নামে, বিশেষ করে মৎসজীবিদের সূতা দেওয়ার নামে অনেক টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু সেই টাকা পয়সা মুষ্টিমেয় পেটুয়াদের, যারা তপশীলদের প্রতি দরদ দেখিয়ে ঐ কংগ্রেস সরকারের তল্পি বাহক সেজেছেন, তাদের পকেটে গিয়েছে। তপশীলি সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের মধ্যে গরীব অংশের, যারা প্রকৃত মৎস্য চাষ করেন বা শিকার করেন বা মৎস্য চাষ করা যাদের পেশা তাদের হাতে কিছুই পৌঁছায়নি।

আমরা লক্ষ্য করেছি কয়েকদিন আগে আমার কমলপুর মহকুমায় ১০০টি মৎস্যজীবী পরিবারকে সাড়ে সাতশো গ্রাম করে নাইলনের সূতা দেয়া হয়েছিল জাল তৈরী করার জন্য এবং আমরা এখানেও লক্ষ্য করছি আগামীতে গরীব মৎস্যজীবীদেরকে আরও সূতা দেওয়া হবে। অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন প্রান্তিক কৃষক, মণিপুরি সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে উপজাতি সম্প্রদায়ের যারা তাঁত বোনে, কাপড় তৈরী করে, সেই গরীব অংশের মানুষের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। কাজেই আজকের এই ব্যয় বরাদ্দ গরীব মানুষের প্রয়োজনে লাগবে বলে আমি এই বরাদ্দকে সমর্থন করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা কৃষি ক্ষেত্রে, ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে যা দেখেছি বিগত ৩০ বৎসর কংগ্রেসী আমলে ভূমির জরিপ হয়েছিল কিন্তু সাধারণ কৃষক জমি পায় নি। কিন্তু আজকে আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে এই ভূমি পুনঃ জরিপের ব্যবস্থা করেছেন এবং আমরা আশা করব আগামীতে সুষ্ঠভাবে পূর্ণজরিপের কাজ সম্পন্ন হবে। আমরা এই রকম দেখেছি, কাগজ কলমে জমি আছে, কিন্তু মাঠে কৃষক

জমি পাচ্ছেনা। কাজেই আমরা আশা করব যে বামফ্রন্ট সরকার যে পুনর্জরিপের ব্যবস্থা করেছেন এবং তার জন্য যে বরাদ্দ রেখেছেন তাতে ভূমিহীনদের জমির সুবন্দোবস্ত হবে। সেইজন্য এই বরাদ্দকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যরা এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারছেন না। সমর্থন না করাটাই স্বাভাবিক। কারণ তারাতো চান না মানুষের ভাল করতে। তারা চান আগের দিনে ৩০ বৎসর যেভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে পরিচলনা করেছিল, গরীব মানুষের উপর যে অত্যাচার করে ছিল, এটা ফিরে আসুক, এটা তারা চান, কিন্তু তাঁরা আজকে ভুলে গেছেন যে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ নিঃসংকোচে রায় দিয়েছেন যে ঐ দিন আর ফিরে আসবে না। তার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ হয়ে গেছে গত পঞ্চায়েত ইলেকশনে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি গত ত্রিশ বৎসরে কংগ্রেসী সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোক যেমন জোতদার, ব্যবসায়ী, কালোবাজারী এদের দিকেই লক্ষ্য দিয়েছেন যার ফলে সমাজের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ আজ একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছেন। আমরা জানি এই ব্যয় বরাদ্দ দিয়ে সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। তবু সীমিত ক্ষমতার মধ্যে, এই সমাজ কাঠামোর মধ্যে সাধারণ মানুষের কিছুটা স্বচ্ছলতা আসবে। এবং যার উপর ভিত্তি করে আমাদের যে মৌলিক লক্ষ্য সেই কৃষক ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, সেই প্রচেষ্টার যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামকে ত্রিপুরার মানুষ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ত্রিপুরার বামফ্রন্ট এবং পশ্চিমবংগের বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী সেটাকে লক্ষ্য করে গোটা ভারতবর্ষের ৬০ কোটি মানুষ আগামী দিনের সেই লক্ষ্যে পেঁছার যে আন্দোলন সেই আন্দোলন গড়ে তুলবে। এই বলে এই দাবীকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী তার জবাবী ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত—মিঃ ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমার দ্বারা উত্থাপিত বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনায় যে কয়টা পয়েন্ট বিভিন্ন মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন আমি যথা সম্ভব প্রত্যেকের উল্লিখিত বিষয়গুলির সংক্ষেপে জবাব দিতে চেষ্টা করব। প্রথমে আলোচনা আরম্ভ করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যাদব মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে জমির যে রেকর্ড, সেই রেকর্ডে এত ঝামেলা রয়েছে যার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের জমির মালিকরা নিরাপত্তা অনুভব করছেন না। আমি এই সভাকে জানাতে চাই যে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে তৌজির সংখ্যা আছে, সেটা প্রায় ৪ লক্ষ এবং আগামীতে আমরা ভূমিহীনদের যে রেকর্ড নিয়েছি, সেটা অসম্পূর্ণ হলেও বুঝা যায় যে আরও প্রায় দুই লক্ষ তৌজি স্থাপিত হবে।

এই ৬,০০,০০০ তৌজিকে সম্পূর্ণ দোষ মুক্ত করে নির্ধারণ করে আজকে আমাদের দুর্বল কৃষি ব্যবস্থায় কৃষকদের একটা বড় নিরাপত্তা দেওয়ার গ্যারান্টি দিতে হবে। তার জন্য আমরা এইবারকার বাজেটে বিশেষভাবে যে কয়েকটা বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছি তা আমরা উল্লেখ করতে চাই। আমরা এই কাজে ৭,৩৫,০০০৲ টাকা আপনা-

দের কাছে চাইছি। এখন দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত রেকর্ডকে ঠিক ঠিক মত আমরা ভূমি সংস্কারের যে আইন তাকেও সংশোধন করে গরীব কৃষকদের স্বার্থে সেই আইনকে চালু করার জন্য আমরা সমস্ত রেকর্ড সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট করতে চাই। এটা যে ভাবে আমরা করতে চাই তার জন্য আমাদের সমস্ত রেকর্ডটাকে ছাপাতে হবে এবং ৫টা ভাগ ও অন্যান্য যে পদ্ধতি সেগুলি নির্দিষ্ট করতে হবে। এই যে দুই লক্ষ হোল্ডিংস আছে তার উপরেও দুই লক্ষ হোল্ডিংস দেওয়ার সম্ভাবনা। এর ফলে প্রত্যেকটি কৃষক জানতে পারবে তার প্রকৃত জমির সীমানা কতটুকু এবং এই জমিতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার কি কি সুযোগ সুবিধা আছে। এখানে জমি হস্তান্তর হয়ে যায়। আমরা জানি বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই হস্তান্তর একেবারে রোধ করা যায় না। কিন্তু অবৈধ পদ্ধতিতে সীমানার বিরুদ্ধে দরিদ্র জোত জমির মালিকগণ বা নিরক্ষর অগণিত অবহেলিত উপজাতি জনগণের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে জমি হস্তান্তর করতে ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফলে, এই রাইটস অব রেকর্ডসের অভাবে, ত্রিপুরা রাজ্যে একদল শোষক তাদের বঞ্চিত করেছেন। সেই বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আজকে আমাদের দরকার যে, জমির রেকর্ড পরিপূর্ণ ভাবে ঠিক করা এবং প্রতিটি জোতের মালিকের হাতে সেই রেকর্ড তুলে দেওয়া। এর জন্য আমরা এই বরাদ্দ রাখছি। আমরা এই বরাদ্দের ভেতরে এটাও আগে বলেছি যে, এই রেকর্ড করার ব্যাপারে ২।৩ জন সদস্য যাদব বাবু ও সুনীল চৌধুরী যে কথাগুলি বলেছেন, তাড়াহুড়া করে সামান্য সংখ্যক অফিসার দিয়ে মাঠে ঠিক মত না পৌঁছে যে রেকর্ড করা হয়, তার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি বিগত জরীপের সময়ে ঘটেছে সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে। সত্যিকারের জরীপ কার্য্য যাতে সম্পন্ন হয় তার জন্য আমরা অফিসার এবং উপযুক্ত ষ্টাফের ব্যবস্থা নিয়েছি। শুধু তাই নয় আমরা একটা সেল গঠন করেছি। রেভিনিউর সমস্ত মেটারে আপনারা জানেন, এখনও মানুষ রেভেনিউ দপ্তরে বা তহশীল কাছারীতে আসে একটা পরচা বা একটা সংবাদের জন্য এবং তার জন্য তাকে বেশ অর্থ ব্যয় করতে হয়। সেই অসুবিধা যাতে দূর হয়, তার জন্য আমরা প্রতিটি তহশীল এলাকার উন্নতি করতে চাই। ৯টি রেভেনিউ ইন্সপেক্টার সার্কল করে আমরা এই সমস্ত জরীপের কার্য্য সম্পন্ন করতে চাই। এই জরীপের কায্য করার সময় আমি আগেই বলেছি যে, জমি শুধু কেবল কয় কণ্ডা, কয় কড়া তাই জমির রেকর্ডের ভেতরে উল্লেখ থাকবে না। তার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেটেলাইট রিমুট সেন্সিং সার্ভের কাজটাও আস্তে আস্তে চালিয়ে যেতে চাই। অন্তত এই জমির ভেতরে কি কি সার আছে, কোন ধরণের ফসল অতি দ্রুত উৎপন্ন হতে পারে, তারও একটা বিবরণ যাতে লিপিবদ্ধ থাকে এবং যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি জমির মালিকগণ তাদের আর্থিক উন্নয়ন করার জন্য সমস্ত সংবাদ তথ্য নিজের হাতে রাখতে পারে, সে ব্যবস্থা আমরা করেছি। সে যখন তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পেতে উপস্থিত হবে, তখন তার কোন ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট বা কারো কাছ থেকে কোন সার্টিফিকেট আনতে হবে না। কারণ তার পাশ বইতে সবই লিখা থাকবে। এর ফলে ব্যাঙ্ক বুঝতে পারবে তার জমির পরিমাণ কত, কি ধরণের অর্থকরী ফসল সে উৎপাদন করতে পারবে। এ সব দেখে ব্যাঙ্ক

বুঝতে পারবে, সে যে টাকাটা দিচ্ছে তা দিয়ে কৃষকের কতটা উপকার করতে পারবে। আমি মাননীয় সদস্যদের বাজেটের এই দিকটাতে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করব। এর পরেই প্রশ্ন আসে কৃষক যখনই কিছু ফসল উৎপন্ন করবে তার খাদ্য শস্য নিজের ঘরে রেখে তারপরেও যে তার উদ্বৃত্ত পণ্য বা অন্যান্য অর্থকরী পণ্য উৎপন্ন করার সাথে সাথে কি শিল্প ক্ষেত্রে, কি কৃষি ক্ষেত্রে তার যে উপযুক্ত দাম বা বাজার সেটা তারা পাচ্ছে না। আজকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে বাজারে আনারস পঁচে। এক একটা আনারস যেখানে ১০।১২ পয়সায় বিক্রী হচ্ছে, সে জায়গায় কলকাতায় ২।৩ টাকা পাওয়া যায়। এর জন্য দরকার উপযুক্ত মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা। এটাও গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে যে উন্নত ধরণের বাজার পুনর্গঠন করা, এই জন্য আমাদের বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা পঞ্চম পরিকল্পনায় কৃষি বিভাগের সহায়তায় আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যগুলিকে যাতে নায্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারি, তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করতে চাই। আমাদের যে সমস্যা সেই সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা এই বাজেট বরাদ্দ করতে চেষ্টা করেছি। আমরা একটুকু বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত জনসমাগম এবং নূতনভাবে জনসমাগম এর ফলে এবং অর্থনৈতিক একটা ভারসাম্যের পরিবর্ত্তনের দরুন আমাদের রাজ্যে নূতনভাবে বসতি স্থাপন এবং সেই বসতি স্থাপন করতে গিয়ে, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সমূহে আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার যে প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্নটা স্বত-স্ফূর্ত ভাবে যখন জনমনে আসতে থাকে, সেই দিকটাতে রেকর্ড অব রাইটসের সময় টাচ দেওয়া হয়নি। তার ফলে আজ উপজাতিদের বহু আকাঙ্খিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার যে প্রশ্ন, তার সীমা নির্ধারণের যে সমস্যা, সেই সমস্যাটা গুরুতর সমস্যা হিসাবে আজকে আমরা দেখছি এবং সেই সমস্যাটাকে এবার যখন আমাদের জরীপ কার্য্য চলতে থাকবে, তার মাধ্যমে আমরা তার সীমা-রেখা চিহ্নিত করবো। সে ভাবে চিহ্নিত করার পর আমরা ঘোষণা করতে পারবো যে এই এই এরিয়াগুলি স্থায়ী উপজাতিদের জন্য একস্‌ক্লুসিভলি বসতিপূর্ণ ছিল, এইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা আঞ্চলিক পরিষদের মতন করার যে প্রশ্ন কত দূর আমরা অগ্রসর করতে পারি, তার একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি থাকবে। যে সব সমস্যার জন্য আমরা দাবী উত্থাপন করা সত্বেও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নি পূর্বে, সে প্রশ্নটাও আমাদের এবার রেকর্ড যখন নাকি সংশোধন করা হবে, তার মাধ্যমে করার প্রশ্ন রয়েছে। আপনারা জানেন যে, আমরা এইবার যে বাজেট, অন্ততঃ রাজস্ব দপ্তর থেকে এই বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে এবং বাজেটে আমরা এইভাবে বরাদ্দ করতে চেষ্টা করছি যে আগামী দিনে আমরা এই বিধানসভায় আর একটি কমিটি গঠন করবো বর্ত্তমানে যে আইন আছে, সে আইনকে সংশোধন করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এখন সেকেণ্ড সিডিউল যে আছে, এটার যে সীমানা সে সম্পর্কেও আমরা বিরোধী দলসহ এই কমিটি গঠন করবো এবং সেই কমিটির মাধ্যমে আমরা ভবিষতে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্গাদার, ভূমিহীন, উপজাতি ভূমিহীন জুমিয়া এবং অন্যান্য অংশের যারা সবচেয়ে বেশী নিপিড়ীত তাদের যে সত্ব এবং তাদের যে অধিকার সেটাকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা অগ্রসর হতে চাই, তার জন্য আমরা আজকে এই

বাজেটে যথা সম্ভব—আমি বলছি না যে আমি নিজে খুব সুখী, কারণ যে পরিমাণ অর্থ আমরা চেয়েছিলাম সে পরিমাণ অর্থ পাই নি। যে পরিমাণ অর্থ আমরা পেয়েছি সে পরিমাণ অর্থের সাহায্যে এই কাজ এক বছরে খুব বেশী অগ্রসর হয়ে যাবে তা নয়। তিনটি এলাকাতে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি, কিন্তু সেই তিনটি এলাকায় যদি আদর্শগত ভাবে আমরা এই জিনিষটা করতে পারি, যদি অগ্রসর হতে পারি, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের যে দুটি প্রধান সমস্যা—উপজাতি অঞ্চল হিসাবে সমস্যা এবং তাদের জমি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে, সেই হস্তান্তরকে রোধ করার সমস্যা, এই দুটি সমস্যা সমাধান আমরা করতে পারব। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন আমাদের বাজেটে শুধু তাই নয়, বর্তমানে হস্তান্তরিত জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব মামলা-মোকদ্দমা আছে, এটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে বর্তমানে উপজাতীদের হাত থেকে বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি তাদের ফিরিয়ে দেবার জন্য ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও---অর্থাৎ অর্ডারটা আছে, কিন্তু সে জমিতে সে বসতে পারছে না। কার কাছ থেকে সে জমি কিনেছে সে অর্ডারটা তার হাতে আছে, কিন্তু সে জমিতে মারামারি করেও সে বসতে পারছে না। সে জন্য তার এই জমিতে বসার জন্য তাকে একটা অর্ডার দিয়ে দিল রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে যে তোমার জমি তুমি পেয়েছ কারণ তোমার জমি অবৈধভাবে হস্তান্তরিত হয়েছিল, এইটুকু শুধুই নয়, তাকে বসানোর চেষ্টা করে যদি দেখা যায় কোন মামলা-মোকদ্দমা আছে, তাহলে সেই মামলা-মোকদ্দমার সমস্ত খরচ সরকার থেকে বহন করা হবে। এটা হস্তান্তরিত জমির ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন বাজেটে আমরা বরাদ্দ রেখেছি। যারা একবার উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়েছে, উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়ে অভাবে পরে সস্তায় জায়গা-জমি বিক্রি করেছে, কিন্তু যখন তাকে জমি ফিরিয়ে দিল তখন সে আর কাজ করতে পারছে না। কারণ তখন তার হাল নেই, গরু নেই, কিছুই নেই, এই জন্য এই যে উপজাতীদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেল, তাকে হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, তাকে হাল, বলদ দিতে হবে তবে সে জমিতে বসতে পারবে, কাজ করতে পারবে সেই দিক থেকেও আমরা একটা অর্থের বরাদ্দ রেখেছি। দ্বিতীয়তঃ কৃষি ক্ষেত্রে বিরোধ সংগঠিত হোক। এটা আমরা চাই না। এই হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেওয়ার ফলে যদি কেউ ভূমিহীন হয়, তাদের সম্পর্কেও আমরা একটা টাকা বরাদ্দ করতে চাই। আমরা যখন দেখবো তাদের আর জমি নাই, জমি হস্তান্তরের ফলে, তখন তাদের আমরা প্রথমে জমি বাবদ একটা টাকা দিয়ে দেব এবং এই টাকা দিয়েই জমিতে তাদের বন্দোবস্ত দেওয়ার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি; সেই পরিকল্পনায় ৬ হাজার ৯ শত টাকা তিন বছরের মধ্যে খরচ করে যাতে আমরা পাচকানি টিলা জমিতে অন্ততঃ পক্ষে ৩ শত টাকা মাসে রোজগার করতে পারে, তেমন একটা ফসল উৎপাদন করতে পারে, তার জন্য একটা পরিকল্পনা মত চেষ্টা চলছে। এই কয়েকটা কাজ করার জন্য আমাদের ডিভিশন্যাল সার্ভেটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য, রেকর্ড করার জন্য পাশবুক ছাপানো হয়েছে, সেই পাশবুকে জমির জমির হিসাব গুণাগুণ এবং জমির পরিমাণ দেওয়া হবে এবং এই কাজগুলি করতে গেলে যে বরাদ্দ এই বাজেটে রাখা হয়েছে, আমার মনে হয় তার চেয়ে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হলেও, আমরা এখন আমাদের যে বরাদ্দ চেয়েছি, তার মধ্যে সেটা সমাধান করতে হবে।

আমাদের এই বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং এবং শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া একটা মন্তব্য করেছেন যে, আমরা প্রকৃত পক্ষে মুখেই বলছি, কার্যতঃ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি নি। কিন্তু আমি একটা অনুরোধ করবো আমাদের অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে, আপনারাও অনেকেই নূতন কাজেই বাজেট পড়ার সময় আমরা দেখছি প্রত্যেকটা হেডে কি উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেকথা বলা হয়নি। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভিতরে প্রবেশ করলে সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাজেট এমনভাবে করতে হবে যাতে যেটুকু ভাল, সেটুকু গ্রহণ করে, তাকে উন্নত করার জন্য আরো নূতন যদি কোন প্রস্তাব থাকে তাহলে সেই সঙ্গেই সেই প্রস্তাবকেও উত্থাপন করা যেতে পারে। বাজেট আলোচনা আমাদেরকে এমনভাবে করতে হবে যাতে সেটাকে কার্যে পরিণত করা যায়, বস্তুত পক্ষে সেটা হবে একটি শক্তিশালী আলোচনা। প্রত্যেকটি সদস্য এর একটা দায়িত্ব আছে যে, সত্যি সত্যি বাজেট আলোচনার মধ্য দিয়ে, আমাদের যে সঙ্কটকে উপশম করার জন্য একটা কর্ম পদ্ধতি আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আর দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং মহাশয় যে শিখা সাহা সম্পর্কে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ দায়িত্ব পালন করে নি। চাকুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, সরকারের যে নীতি, সেই নীতি অনুসরণ করেছে। আমার কাছে যতটুকু সংগৃহীত তথ্য আছে, সেই সংগৃহীত তথ্য থেকে বলছি--- শিখা সাহার পিতা একজন কন্ট্রাকটর। এখনও তিনি ৬০ হাজার টাকার কন্ট্রাকটরি নিয়ে কাজ করছেন এবং তিনি নিজে সে কথা আমাদেরকে বলেছেন। শিখা সাহার এক ভাই উদয়পুর বি বি আইর একজন শিক্ষক। তিনি ৫৫০ টাকার মতন বেতন পান। নিয়োগ নীতির দিক থেকে আমরা বলেছি, যে পরিবারে একজন লোকও চাকুরী করেনা এবং যে পরিবারে একটি মাত্র চাকুরী হলে সমস্ত পরিবারটা বাঁচতে পারে, সেই পরিবারগুলিকে আমরা অগ্রাধিকার দেব। কাজেই সেই অগ্রাধিকারের আমাদের যে মানদণ্ড, সেই মানদণ্ডে শিখা সাহা স্থান পায়নি। কাজেই আমরা নীতি বিচ্যুত হয়েছি, এই কথার কি কোন যুক্তি আছে? আপনারা কি বলতে চান যে যাদের সামর্থ আছে তারাই এখনো পাক? আপনারদেরকে যদি কেউ ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, তার জন্য আপনারা দায়ী নন। আমাদের যে সঠিক তথ্য তার উপর বিচার করে শ্রম দপ্তর সম্পর্কে আপনারা যদি আলোচনা করেন, তাহলে ভাল হয়। শ্রম দপ্তর থেকে যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে, সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে আমি কিছু বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আর মাত্র ৫ মিনিট আছে, আপনি শেষ করুন।

শ্রী বীরেন দত্ত :— আপনারা জানেন যে বিভিন্ন এলাকাতে বড় বড় রাস্তাঘাট হচ্ছে। এন,আই,সি থেকে টাকা এসেছে, সেই টাকা দিয়ে কাজ হচ্ছে। কিন্তু কারা কাজ করে? উপজাতি মা, বোনেরা কাজ করে। তারা ন্যায্য মজুরী পান কি পান না, কন্ট্রাকটররা তাদের কে নিয়োগ করে ন্যায্য মজুরী দেন কিনা, আইন অনুযায়ী তাদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া হচ্ছে কিনা, শ্রম দপ্তর থেকে সেটা দেখার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। আমরা তার জন্য প্রতিটি পশ্চাদপদ এলাকায় শ্রমিক শ্রেণীর জন্য যে ২১টি শ্রম আইন আছে, সেই শ্রম আইনগুলি যাতে প্রয়োগ করা যায়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এবং

প্রতিটি জেলাতে একটি করে শ্রম দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ব্লকে ইন্সপেকটর যাতে যান, এমন কি এস ডি সি স্তরে যারা আছেন, যেখানে আমরা পারব না, কারণ আমাদের অর্থ একেবারে কম। অর্থ আমরা চেয়েছি, তা পাইনি। যে টাকা পেয়েছি তার মাধ্যমে যাতে শ্রম আইন চালু করতে পারি, তার জন্য এস ডি সি দের কাজ দেবার কথা আমরা চিন্তা করছি। এবং শ্রম দপ্তরের ইন্সপেক্টারদের সংখ্যা বাড়ানো, লেবার অফিস র যেখানে নাই, যেমন কৈলশহরে নাই, উদয়পুরে নাই, সেখানে আমরা সেখানে লেবার অফিস স্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তারা সেখানে যাবেন এবং তার প্রয়োজনীয় অফিস এবং অন্যান্য সংস্থা তারা তৈরী করবেন। এ ছাড়াও শ্রম দপ্তর থেকে শ্রমজীব মানুষের জন্য আমরা কল্যাণমূলক কাজ করতে চাই। বিভিন্ন অংশের শ্রমিক আছে; আপনারা জানেন শিক্ষা দপ্তর থেকে কিছু কিছু বালোয়ারী সেন্টার করা হয়েছে এবং শিশুদের তারা খাদ্য সরবরাহ করেন। আমাদেরও কতগুলি সেন্টার আছে এবং আরও কিছু সেন্টার আমরা করতে চাই। বাগানবাড়ী বা দুর্গম অঞ্চলে যেখানে শিশুরা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না, সেই সব এলাকাতে আমরা কিছু বালোয়ারী সেন্টার খোলে, ফিডিং সেন্টার খোলার জন্য আমরা প্রস্তাব রেখেছি। তার জন্য আমাদের যে অর্থ বরাদ্দ আছে, সেই অর্থ আমরা নিয়োজিত করতে চাই। তা ছাড়া আমার দপ্তর হিসাবে বলছি আগরতলা পৌরসভা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সবগুলি শহরে টাউন নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি হিসাবে ঘোষণা দেওয়ায় আগরতলায় আজকে পৌর নির্বাচন হতে যাচ্ছে। নির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে আমরা সেখানে কাজ শুরুকরে দিতে চাই। কারণ আমাদের তীব্র অভিজ্ঞতা হয়েছে যে গোড়া থেকে আগরতলাতে এ ব্যবস্থা না থাকার দরুণ, রেল এবং অন্যান্য প্রস্তাব রাখতে গিয়ে নানান অসুবিধার মধ্যে আমরা পড়েছি। নতুন গড়ে উঠা শহরগুলিতে এখনই এরিয়া কমিটি ঠিক করে অন্ততঃ ছোট পৌর প্রশাসনের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি কি না তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং বাজেটেও অর্থ বরাদ্দ করেছি। সেটা নিতান্ত কম। নিতান্ত কম বলছি এই জন্য যে ২ লক্ষ টাকা করে ৬ লক্ষ টাকা তিনটি বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। যে ১০টি এরিয়া কমিটি হবে তাদেরকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। যে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি হবে, সে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির কাজ যদি আমরা এখনই আরম্ভ করতে পারি, সেই নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে যাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়, শহরের জল জমে না থাকে, ড্রেনেজের ব্যবস্থা করা যায়, অর্থাৎ পৌর জীবনে যে সমস্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আছে; সেগুলি আমরা দুর করতে চাই। শেষ করবার আগে আমি এটা বলতে চাই আমাদের আজকের যে বাজেট তাতে তিনটি বিষয়---ভূমি পুনর্জরীপ, সত্ব ঠিক করা এবং পাট্টা ঠিক করে দিতে চাই, কারণ এগুলি সহজ কাজ নয়। সেগুলি করার পর শহর জীবনের যাতে একটা স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা করা যায়, তবে প্রাথমিক কাজ আমরা করতে চাই। সেই উদ্দেশ্যে আমি বিভিন্ন দাবীগুলি এখানে উত্থাপন করেছি।

এটা করে যে কোন দল মতের লোকেই হোক, এটা দরকার যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া যাবে। শহরগুলিতেও পৌর প্রশাসনের প্রাথমিক যে কর্তব্য, সেগুলি করার পর শহর জীবনেও যাতে একটা স্বাচ্ছনদ্য আনা যায়, তার প্রাথমিক কাজ আমরা সুরু করতে চাই। সেই উদ্দেশ্যই আমি বিভিন্ন দাবীগুলি এখানে উত্থাপিত করেছি শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে, পৌর দপ্তরের পক্ষ থেকে এবং রেভিনিউ দপ্তরের পক্ষ থেকে। আমি আশা করি আমার এই আলোচনার পর বিরোধ পক্ষ যাই সমালোচনা করুন না কেন, এখন অন্তত: পক্ষে বাস্তব যে ভিত্তি, সেটা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হয়েছেন। আশা করি তাঁরা এটা সমথন করবেন।

শ্রীঅনিল সরকার---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজ শিল্পদপ্তর, পার্লামেন্টারী, অ্যাফেয়ার্স ও প্রচার এবং পর্যটন দপ্তরের দাবী আমি পেশ করেছি। বিরোধী সদস্যর কোন কোন পয়েন্টে আক্রমণ করতে চেয়েছেন। জনৈক সদস্য বলেছেন যে স্পীকার

এবং ডেপুটি স্পীকারের সামচুয়ারী অ্যালাউন্সের জন্য টাকা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি যে ৭৭-৭৮ সালে সামচুয়ারী অ্যালাউন্স বাবত ছিল ৩,৬০০ টাকা, আর এবছর হয়েছে ৪,৫০০ টাকা। বাড়েনি। তারপর গত বৎসরে বিধান সভায় কালটা লক্ষ্য করার মত। কয়েকটা সরকার বদল হল, তারপর রাষ্ট্রপতি শাসন হল। ওরা যা খরচ করেছেন, আমাদের ১২ মাসের খরচ তার চেয়ে কিম। কাজেই এটা সঠিক নয়। আর কিছু এম. এল. এ, দের ওয়েলফেয়ার পেন্সান ইত্যাদি আছে। কারণ কংগ্রেসের যে ৪১ জন এম, এল, এ, ছিল এরা সব বগত নির্বাচনে পরাস্ত হয়েছে। কেউ চার বার পাঁচবার এম, এল, এ, হয়েছে। পাঁচশ' টাকা পেনসন। কাজেই সেই বন্ধুরা বেকার হয়ে আমাদের পেনসনের খরচ বাড়িয়েছে। এই সব কারণেই কিছু কিছু খরচ বাড়তে পারে এই জন্য যে আমাদের এই বিধানসভার কর্মধারাকে দ্রুত যাতে সম্পন্ন করা যায়, রোজকার তাদের যে ভাষণ বক্তব্য যাতে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, এই জন্য বিভিন্ন দিকে তাকে প্যেট্রান দেন করা দরকার আছে। এছাড়া যাকে ভাল লাগে না তাকে নাম কাটা বলতে হবে। এই হল তাদের বক্তব্যের লক্ষণ।

আর একটা কথা বলেছেন যে পাবলিসিটি এবং টুরিজমের গাড়ীর পেট্রোল ইত্যাদির খরচ বেশী। আগে পাবলিসিটি এবং ট্যুরিজমের কিছু গাড়ী ছিল সেটা রাজ্য ভিত্তিক হেড অফিসে ব্যবহার করা হত। কিন্তু সেই গাড়ীগুলি গ্রামাঞ্চলে বা দূরবর্তী মফস্বলে ব্যবহার করে সেখানে সিনেমা নিয়ে যাওয়া এবং লোকরঞ্জন শাখাকে সাহায্য করা এবং দ্রুত বিভিন্ন সমস্যার সংগে জড়িত হওয়া, এই সবের জন্য এইগুলি ব্যবহার হতে পারে না। দু' একজন অফিসার বা আমলার খেয়ালখুশীমত এইগুলি পড়ে থাকত বা ব্যবহৃত হত। এই বৎসরেই আমরা প্রত্যেকটা মহকুমায় এক একটা করে গাড়ী দিয়ে দিয়েছি এবং বলেছি রাজ্যের সর্বত্র যাতে সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য। আগে এইগুলিছিল না। ডিষ্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার থেকে কখনও গ্রামাঞ্চলে সারুমে, বিলোনীযায় যেত না। আমরা বলে দিয়েছি প্রতিদিনের প্রোগ্রাম, মাসের মধ্যে অন্ততপক্ষে গ্রামের মধ্যে ৩০টা সিনেমা দেখাতে হবে। যদি সম্ভব হয় আরও বেশী দেখাতে হবে। আর সেই সিনেমা তো পালকীতে করে নেওয়া যায়না অথবা কাঁধে করে নেওয়া যায় না। সেজন্য পেট্রোল খরচ বেশী হবেই। রেডিও ফোরামগুলি কংগ্রেসী সরকারের মাতব্বর, তাবেদার, তাদের বাড়ীতেই এইগুলি ছিল। কিন্তু আমরা সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই এবং সেজন্য আমরা আরও নতুন করে ২২৫টা রেডিও ফোরাম, পল্লী বেতার গোষ্ঠী চালু করতে চাই। এই জন্য খরচ হবে। কংগ্রেস রাজত্বে ইনফরমেশান সেন্টারগুলি ধ্বংশ করা হয়েছে। আমরা পাবলিসিটিকে, প্রচার দপ্তরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই, গ্রামের যে মানুষ তাদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আনন্দ, দুঃখ, তাদের সমস্ত সমস্যা, এইগুলির সংগে আমরা আরও বেশী করে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়তে চাই, সরকারী যে খবর সেগুলি তাদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে চাই এবং তাদের যে সমস্যা সেগুলি দ্রুত সরকারের কাছে নিয়ে আসতে চাই। এই জন্য সমস্ত কাজকেই জীবন্ত করার জন্য কিছু খরচ বেশী হবেই এবং সেই খরচ আমার অবহেলিত গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য। এতদিন সেগুলি ছিল মন্ত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য। মন্ত্রীরা যেতেন, ওরা ছবি তুলতেন। মন্ত্রীদের খবর বের করতেন। এর বেশী কিছু বলার ছিলনা। কিন্তু আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি, গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মানুষের খবর আমরা চাই। আমরা সেজন্য ত্রিপুরা বার্তা যে একটা পত্রিকা ছিল এটা কংগ্রেসী আমলে মন্ত্রীদের খবর সামান্য দিত এবং এটা মন্ত্রী মহাশয়দের জন্য ছিল। এটাকে আমরা বড় করেছি, সাপ্তাহিক কাগজ করেছি। সেজন্য আমরা অর্ধমাসিক,

ক্রটনাইটলী একটা ইংরাজী পত্রিকা করব এবং উপজাতি ভাইদের জন্য মাতৃভাষা বে ককবরক সেই ভাষায় ত্রিপুরা বার্তা সাপ্তাহিক আমরা প্রকাশ করব এবং মাসিক গোমতী, যার মধ্যে ত্রিপুরার মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সার্বিকভাবে একটা গবেষণামূলক বা মানুষের সমস্যার কথা প্রকাশ করার জন্য আমরা গোমতী মাসিক পত্রিকা করব এবং ত্রৈমাসিক একটা ইংরেজী রিভিউ আমরা করব। এইভাবে আমরা পাবলিসিটি শক্তিশালী করতে চাই। ট্যুরিজমের এখানে কিছু ছিলনা কয়েকটা ছবি ছাড়া এবং দেখা যায় আমার এখানের ছবি নাই, সর্বভারতীয় ছবি লটকানো আছে। কিন্তু তাদের নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই যাতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ট্যুরিষ্টরাও এখানে আসতে পারে, এখানকার যারা গরীব মানুষ তারা যাতে অন্ততঃপক্ষে কয়েকটা পিকনিক স্পটে যেতে পারে, পুরোপুরি ট্যুরিষ্ট না হলেও যাতে আনন্দ দেওয়া যায় সেজন্য আমরা সেইভাবে ট্যুরিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে গড়ে তুলতে চাই। আমরা ডুম্বুরকেও সাজাতে চাই। সেখানকার ছোট ছোট যে দ্বীপগুলি সেইগুলিকে সাজাতে চাই যাতে সাধারণ লোক তাদের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু বৈচিত্র আনতে পারে বা একটা সৌন্দর্যবোধ বা একটু রিলিফ নিতে পারে। সেজন্য আমরা ডুম্বুর জলাধারকে সাজাতে চেষ্টা করছি ট্যুরিষ্টদের জন্য, আমাদের ত্রিপুরার মানুষদের জন্য। আমরা মেলাঘরের নীরমহলকেও রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করছি।

শিল্পের ক্ষেত্রেও ওয়া বলেছেন যে গ্রামীণ শিল্পের জন্য টাকাটা কম। টাকাটা কম নয়। কো-অপারেটিভের টাকাটা কম। সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি কি করছিল? এখানে কংগ্রেসের রাজনীতিপুষ্ট সরদার মাতব্বর যারা কংগ্রেসের ছাতা বহন করত, পতাকা বহন করত এবং গোপনে গোপনে লুঠ করত, তাদের জন্য কো-অপারেটিভ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেখানে দেখা যায় দুটো বাঘ আর ৯টা শেয়ারের আড্ডা। সেগুলির মধ্যে যারা লায়ন্স শেয়ার পায়, ম্যানেজার; সেক্রেটারী, এরা সব লুঠ করে নষ্ট করে দিয়েছে সমস্ত কো-অপারেটিভ মুভমেন্টটাকে এই সমস্ত কংগ্রেসের গ্রামীণ লুঠেরা সদস্য মাতব্বরেরা। পুনর্জীবনের টাকা দিতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে একই জায়গায়, একই যন্ত্রের মধ্যে পড়ে উন্নতির চাইতে অনেক ক্ষতি হয়েছে, অর্থাত টাকাটা নষ্ট হয়েছে। কাজেই সেটার কাঠামোকে সম্পূর্ণ না বদলিয়ে বা কোন রকম চেঞ্জ না করে নূতন কো-অপারেটিভ না গড়ে তুললে, এগুলি দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। আবার আইনে আছে যেখানে কো-অপারেটিভ আছে, সেখানে নূতন কো-অপারেটিভ করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি সেখানে যারা নূতন লোক, যারা সৎ তারা যদি নূতন কো-অপারেটিভ করে, তাহলে হয়তো সেটা চলতে পারে। কিন্তু আইনে আছে আগের চোর বাটপাড়দের কো-অপারেটিভ যেগুলি আছে, সেগুলি আইন সিদ্ধ, সেগুলি রেজিষ্টার্ড হয়ে গেছে। অতএব সেখানে সৎ লোক যারা তারা কো-অপারেটিভ করতে পারবেনা। কাজেই ঐ চোরের ভাড়ারে আরও কিছু সরকারী অর্থ দিতে আমরা রাজি নই। গ্রামীণ শিল্পের কথা বলছেন? এখানে একটা বাদে আর দ্বিতীয়টা নাই, আর সেটা হচ্ছে খাদি। আমরা ঠিক করেছি ৩ হাজার গ্রামের কামার, কুমার, সুতার আর যারা চিড়া কুটে বা মুড়ি ভাজে, ঐ রকম ৩ হাজার গ্রামীণ আর্টিশানকে আমরা লোন দেব এবং নূতন শিল্পের কাজের যে ধারা তাতে আমরা জেলা ভিত্তিক ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রি গঠন করব। আগে কাজ ছিল কেন্দ্রীয় ভাবে যে সব পিটিসন আসত, এখান থেকে কেউ লোন পেত না আর কেউ বা পেত। কারণ যদি বা কেউ লোন পেত তাহলে সেই লোনের অর্ধেক ঐ টাউট আর বাটপাড়দের পেটে যেত। এখন আমরা সেই কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলতে চাই প্রতিটি ডিষ্ট্রিক্টে সেখানে এক একটা আকৃতিতে বিভিন্ন রকমে ম্যানেজার থাকবেন, তাদের কেউ দরখাস্ত গ্রহণ করবেন, কেউ সেগুলি চেক-আপ করবেন, আর কেউ টাকাটা কিভাবে পাওয়া যায়, তার জন্য তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করবেন। কাজেই একটা জায়গায় বসে গ্রামের মানুষ টাকা এবং স্কীল অতি সহজে পেতে পারবে। সাব্রুমের গ্রাম থেকে আগরতলায়

এসে কয়েকদিন হোটেলে টাকা খরচ করে তাদের আর অপেক্ষা করতে হবেনা। সেজন্যই আমি ডিষ্ট্রিক্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সেন্টারগুলি কেন্দ্রীয় প্যাটার্ণে করতে চাইছি এবং শিল্প যারা করতে চায় তাদেরকে আমরা সাহায্য করতে চাই। কাজেই আমাদের যে টোটাল বাজেট, তাতে গত বছরের চাইতে ১০ লক্ষ টাকা বেশী ধরা হয়েছে। আমাদের কিছু সদস্য আছে, সেটা হচ্ছে পুরানো যন্ত্র। যে ঘোড়ার বাতে ধরেছে, সেই ঘোড়া দিয়েতো রেইসের দৌড় দেওয়া যায় না। কাজেই পুরানো যে প্রশাসন, পুরানো যে যন্ত্র তাকে নতুন পরিস্থিতিতে এবং নতুন চেতনায় ব্যবহার করা কষ্টকর। সেটাতে মরচে ধরে আছে, কাজেই সেখানে আমাদের প্রথমে ঝাড়া দিতে হচ্ছে, মরচে তুলতে হচ্ছে আর তারই পাশাপাশি গ্রামের যারা শিল্প করতে চান, তাদেরকে আমরা উৎসাহ দিচ্ছি। আর সেজন্য খাদিকে, হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনকে, এবং স্মলস্কেল ইণ্ডাস্ট্রিকে আমরা নতুন করে সাজাতে চাইছি, সেগুলিকে নতুন করে পুণর্জীবিত করে আরও বেশী করে মানুষকে সাহায্য করা যায় কিনা, আমরা সেজন্য চেষ্টা করছি। আমরা আশা করছি আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে জুট শিল্পকে কমিশণ্ড করতে পারব এবং তাতে প্রায় ২ হাজার লোকের চাকুরী হবে। আর ত্রিপুরাতে যে পাট উৎপন্ন হয়, পাট উৎপাদন অবশ্য কমে যাচ্ছেই, কারণ পাট চাষীরা তাদের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। আমরা দেখছি যে ত্রিপুরাতে প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার বেল পাট হয়, তার মধ্যে আমরা ৭০ হাজার বেল পাট ব্যবহার করতে পারব। এখন যে করিয়া বা ঠিকদার যারা বাজারে পাটের দরে কারচুপি করে আমরা তাদেরকে আর সেই সুযোগ দিচ্ছি না। আমরা সেখানে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে, এ্যাপেক্স কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সেই পাট ক্রয় করব। আমরা ন্যায্য মূল্যে পাট ক্রয় করব। সারা ভারতের ভিত্তিতে পাটের যে দর, সেই দর যাতে কৃষকরা পায়, আমরা তার চেষ্টা করব। অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধেক পাট আমরা আমাদের জুট মিলে লেগে যাবে, বাকীটা কলকাতায় রপ্তানী হতে পারে এবং আমরা যদি এই জুট মিলে সফল হই, তাহলে মোট ২টা জুট মিল চলতে পারে। কাজেই আমরা একটা সুদৃঢ় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আর এজন্য আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি তাতেও কিন্তু কারো কারো ভাল লাগছে না, তাদের নাকি আপত্তি আছে। তার প্রধান কারণ হল যে এটাতে তাদের আপত্তি করতেই হবে। কারণ ত্রিপুরাতে এই প্রথম একটা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে মানুষের দুঃখের প্রতি নজর রেখে। আগে বাজেট দাবীর লক্ষ্য ছিল, কন্ট্রাক্টার, ঠিকাদার, জোতদার, জমিদার, মহাজন এবং প্রতিক্রিয়ার তল্পিবাহক যারা, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে। আমরা দেখেছি যে বিগত দিনে যে সব বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল, সেগুলি ঐ ঠক আর বাটপাড়দের পেটে গেছে। কিন্তু এই বছরে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটের দাবীগুলি রেখেছি, কিন্তু এটা ওদের কাছে ভাল লাগছে না। তার কারণটা কি, তাও আমরা জানি। তাদের জন্মের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। ঐ কংগ্রেসের গোপন বাসর ঘরে যাদের উৎপত্তি, আজকে তারা তৃপ্তির সুখে ভোগছে। কংগ্রেস নেই, কিন্তু কংগ্রেসের লেজুর হিসাবে তারা এখানে এসেছে। কাজেই যে কংগ্রেস এতদিন বাজেট দাবী পেশ করত মহাজন আর লুঠেদের সমিতিগুলিকে রক্ষা করার জন্য, আজকে এখানে

সেই কংগ্রেস না থাকলেও তাদের প্রতিনিধিরা আছে এবং তাদের যে চেহারা, সেই চেহারা আরও জগন্য, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে উস্কানীমুলক। কাজেই কংগ্রেসের রাজনীতিতে যা করতে পারেনি, তারা তাদের চাইতে অনেক বেশী করতে পারে, কারণ তারা রাজ্যের মধ্যে সমাজদ্রোহীদের পতকা বহন করে ঐ আমরা উপজাতি এবং বাঙ্গালী ভাইদের মধ্যে একটা অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায়---ট্রাইবেলিজম উস্কানি দিতে চায়। আমরা দেখেছি পৃথিবীর সব দেশে ঐ হিটলার, ঐ মসুলিনী, ঐ ইন্দিরা গান্ধী যারা ফ্যাসিবাদকে কায়েম করার জন্য বিভিন্ন রকমের উস্কানী দিয়ে কমিইনিজমের বিরোধীতা করেছে। আমরা জানি এই ক্যাসিবাদের একটা রোগের লক্ষণ হল কমিউনিজমের বিরোধীতা করা। ধনতন্ত্রকে যখন টিকিয়ে রাখতে হয়, তখন সেটা ঐ ফ্যাসিবাদের দিকে যায় এবং তাদের শেষ শ্লোগান হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীকে ধ্বংস কর, কমিউনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস কর। হিটলার ঐ জার্মানীর যুবকদের বলেছিল যে তোমরা যুদ্ধ করে কাজ কর। তারাও নেশান্যাল সোসাইলিজমের কথা বলেছিল, তারা আরও বলেছিল যে কমিউনিষ্টদের জবাই কর। ইন্দোনেশিয়াতে ঐ সুহার্ত্ত, সেখানে নাকি মার্কসবাদ উস্কানী দিয়েছিল যে রেশনে চাউল বাড়াও, চাউলের দাম কমাও, কাজেই তাদেরকে জবাই কর। আর এখানেও নূতন কায়দায় অমেরা তাদের মুখে শুনি হিন্দ ক্লাব জিন্দাবাদ, কমিউনিষ্ট পার্টি নিপাত যাক। কাজেই এগুলি হচ্ছে ঐ ফ্যাসিবাদেরই লক্ষণ। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্রের সবচাইতে বিপদ যেখান থেকে আসছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়ও আমরা লক্ষ্য করছি যে ইন্দিরা গান্ধী আবার জয়ের দিকে, ঐ কর্ণাটকে এবং বিহারে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস, সি, এফ, ডি, জনতা এবং ইন্দিরা কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে, তা সত্বেও তাদের ঐ কদর্য্য রাজনীতিকে তারা আরও শক্তভাবে বহন করছেন। আমরা জরুরী অবস্থায় দেখেছি, আমরা যখন জেলে ছিলাম, যারা কমিউনিষ্ট পার্টি করে, তখন তারা কারারুদ্ধ, এমনকি সমীর বর্মন পর্যন্ত কারারুদ্ধ ঐ কংগ্রেস করে, কিন্তু দ্রাউ কুমার রিয়াং, হরিনাথ দেববর্মা, তারা ঐ সুখময় সেনের ঘর জামাইর মতো এখানে ছিলেন ঐ বোধজং স্কুলে তারা সম্মেলন করেছিল যে ট্রাইবেল, তোমরা বাঙালীদের সংগে মিশ না, আর তারই পৌরহিত্য করেছিলেন তড়িত দাশগুপ্ত মশাই। এখানে পাহাড়ীয়া আর বাঙালীদের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠেছিল, ট্রাইবেলরা যখন বাজারে যায়, তখন কক-বরক ভাষায় কথায় বলে, বাঙালীরা তা বুঝতে চেষ্টা করে, আবার বাঙালীরা যখন বাংলা ভাষায় কথা বলে, তখন ট্রাইবেলরা বুঝবার চেষ্টা করে। এখানে একটা ঐক্যের মিছিল চলে। কিন্তু তা সত্বেও তারা একটা শ্লোগান তুলছেন যে না ঐ বাংলা হরফে কক-বরক হবে না, এটাকে ইংরেজী রোমান হরফে করতে হবে। তাদের কালচারের সংগে, তাদের কৃষ্টির সংগে অন্যরা যাতে না মিলতে পারে, তার জন্য তারা একটা সাম্প্রদায়িকতার ভাব সৃষ্টি করতে চাইছেন। কিন্তু তাদের পিছনে কারা আছে, তা আমরা জানি, তাদের পিছনে আছে ঐ সাম্রাজ্যবাদের দালাল সি, আই, এ, আর ঐ মিশনারীদের উস্কানি আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ী বাঙালী যে ঐ গড়ে উঠেছে, ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তারা যে পতাকা বহন করেছে,

ঐ আমার ট্রাইবেল ভাইরা শহীদ হয়েছে, তাদের রক্তে আমার পতাকা লাল হয়ে গেছে। আমার রাজ্যে এই উপজাতিরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে শক্তিশালী রাজনীতি, তার সবচেয়ে শেষ মতবাদ, ঐ আমার পতাকা বহন করেছে উপজাতি ভাইরা, তাই হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে বর গৌরব। আমাদের পতাকা বহন করে রক্ত দিয়েছে এবং পতাকা বহন করে তারা সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সে দিন এটা লক্ষ্য করছি যে বাঙালী ভাইরা সেটা বুঝতে পারে নি, কিন্তু আজকে দিলীপ, তরুণ আর অরবিন্দের রক্তের মধ্যে দিয়ে তারা বুঝতে পেরেছে যে কংগ্রেস বাঙালীদের শত্রু ট্রাইবেলদের শত্রু। সেদিন আমরা লক্ষ্য করেছি, ঐ ১৯৬৭ সালে বাঙ্গালী ও ট্রাইবেলের রক্ত এক হয়ে একটা গণতান্ত্রিক চেতনার মহাপ্লাবন সৃষ্টি করেছিল। তখন থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতিতে একটা নূতন মোর নিয়েছিল। আর সে দিন থেকেই এই উপজাতি যুব সমিতির জন্ম, কারণ কংগ্রেস বুঝে ছিল যে উপজাতি এলাকায় কমরেড দশরথ দেব এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দুর্গ ভাঙ্গা যাবে না। তাই তারা ঐ ট্রাইবেলদের উস্কানি দিল যে তোমাদের আর কংগ্রেস করতে হবে না, তোমরা এখন থেকে সেংক্রাক কর, উপজাতি যুব সমিতি কর। ঐ সেংক্রাকটা, ট্রাইবেল দিয়ে সুখময় বাবু আর শচীন বাবু তৈরী করেছিল, কারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের একটা শরীক হয়েছিল। তাই আজকে তারই ফলশ্রুতির বিষময় রক্ষ এই উপজাতি যুব সমিতির এম, এল, এরা। তাই তাঁদের জন্মের ইতিহাস আমরা এখানে বললাম—ঐ কংগ্রেস, সি, এফ, ডি, জনতা আর সুখময় সেনের বদ রাজনীতির সূতিগারে ওঁদের জন্ম হয়েছিল, কাজেই তাদের রাজনীতির অর্থ কি, তা আমরা বুঝি। কাজেই ১৭ লক্ষ মানষের স্বার্থে আমাদের যে দাবীগুলি এখানে পেশ করা হয়েছে আশা করি হাউস সেটা গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demands to vote. Now the question before the House is that the Demand for grant No. 4 moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 84.28.000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 4 Major Head 220 collection of Taxes on Income & Expenditure Rs. 56,000 Major Head 229—Land Revenue Rs. 73,63,000, Major Head 230—Stamps & Registration Rs. 5,07,000, Major Head 240—Sales Tax Rs. 5,02,000.

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the Demand for grant No. 5 moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 2,18,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 5 Major Head 239- State Excise Rs. 2,16,000, Major Head 245—Other Taxes & Duties on Commodities and Service Rs. 2,000.

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 10 moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 64,14,000 exclusive charged expenditure of Rs. 1.20,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 10, Major head 253—District Administration Rs. 64,14,000.

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 15 moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 54,13,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 15 (Major Head 259—Public Works—Collection of Housing—Subsidised Housing Schemes for Plantation Workers Rs. 3.00.000) (Major Head 284—Urban Development—Assistance to Municipalities, Corporations etc. Rs. 32,00,000) (Major Head 284—Urban Development expenditure for Constitution of notified areas Rs. 4,00,000) (Major Head 287—Labour & Employment Rs. 14,83,000).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 26 moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs, 83,55,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account bill 1978) be granted to defray the chgare which will in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 26, (Major Head 289—Relief on Account of Natural Calamities Rs. 20,00,000) (Major Head 295-other Social & Community Services upkeep of Shrines, Temples etc. Rs. 3,20,000) (Major Head 304 Other General Economic Services—Land ceiling & Land Reforms Rs. 60,35,000.)

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 46 moved by the Honb'le Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 3,75,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978) be granted to defray the charges which will in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 46 (Major Head 695—Land for other Social and Community Services Rs 3,75,000/-).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand for Grant No 1 moved by the Hon'ble Industry Minister that a sum not exceeding Rs. 19,53,000 exclusive charged expenditure of Rs. 69,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 1 (Major Head 211—Parliament, State/Union Territory Legislature Rs. 16,53,000) (Major Head 288—Social Security and Welfare pension to MLAS Rs. 3,00,000/-).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 21 moved by the Hon'ble Insustry Minister that a sum not exceeding Rs. 43,48,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No 21 (Major Head 285-information and Publicity Rs 37,88 0(0), (Major Head 339-Tourism Rs 5,60,000.)

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 34 moved by the Hon'ble Industries Minister that a sum not exceeding Rs. 1,27,83.000 (inclusive of the sums specfied in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 34, (Major Head 299—Special & Backward area) North Eastern Council Scheme for village & Small Industries Rs, 3,81,000 (Major Head 320—Industries Rs. 4,10,000), (Major Head 321 villages and Small Industries Rs 1,19,92,000/-)

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand for grant No 38 moved by the Hon'ble Industrsies Minister that a sum not exceeding Rs. 11,00,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No 38 (Major Head 483 Capital Outlay on Housing Subsidised and Industrial Housing Scheme Rs. 7,00,000), (Major Head 500 Investment in general Financial & Training Institution Rs 4,00,000/-

Then the Demand was put to voice and passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 44 moved by the Hon'ble Industries Minister that a sum not

exceeding Rs. 5,90,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in resp ct of Demand No. 44 (Major Head 530 Investment in Industries Financial Institution, Tripura State Financial Corporation Rs. 5,90,000)

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 47 moved by the Hon'ble Industries Minister that a sum not exceeding Rs. 12,21,000/- [indusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 47 (Major Head 698 Loan for Co-operative Societies Rs. 2,91,000) (Major Head 721 Loans for village and small industries Rs. 9,30,000/-).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— হাউস আগামী ২৬শে জুন ১৯৭৮ইং বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

Annexure—'A'

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted Starred Question No—88
By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of The Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর শহরের (নোটিফাইড এরিয়ার) কোন কোন অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য জল সরবরাহের পাইপ লাইন ইত্যাদি এখনো বসানো হয় নি ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে সমগ্র শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা কবে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে রূপায়িত হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পর্য্যায়ক্রমে অর্থ বরাদ্দ মাফিক কাজ হাতে লওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 98

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি নির্মানের ব্যাপারে যে সকল ব্যক্তির জমি একোয়ার করা হয়েছে তাদের কম্পেনসেশান দেওয়া ব্যাপারে কিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ঐ কম্পেনসেশান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কবে পর্য্যন্ত পাবে ?

১) ধর্মনগর শহর থেকে বরুয়াকান্দি (ভায়া আলগাপুর) রাস্তা।

২) ধর্মনগর শহর থেকে বরুয়াকান্দি (ভায়া সাকাইবাড়ী) রাস্তা।

৩) চন্দ্রপুর থোক পশ্চিম চন্দ্রপুর (ধর্মনগর) রাস্তা।

উত্তর

প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ধর্মনগর-বরুয়াকান্দি (ভায়া আলগাপুর) রাস্তা।

বরুয়াকান্দি মৌজার জমির ক্ষতিপূরণের টাকা মং ৮৪,৪৪০.৪৬ পঃ ১৯৭৮ ইং মার্চ মাসে কৈলাশহরের ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। ধর্মনগরের মহকুমা শাসক আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবেন।

উক্ত রাস্তার ধর্মনগর শহরের বাকী মৌজার জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব সক্রিয় আছে।

২। ধর্মনগর-বরুয়াকান্দি (ভায়া সাকাইবাড়ী) রাস্তা।

ল্যাণ্ড একুইজিসন অফিসারের জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সক্রিয় আছে। কৈলাসহরের ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসারের নিকট হইতে টাকার দাবী পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দেওয়া হইবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে প্রদানের জন্য।

৩। চন্দ্রপুর-পশ্চিম চন্দ্রপুর (ধর্মনগর) রাস্তা।

ক্ষতিপূরণের টাকা মং ৫৩,৪৭৭.২২ পঃ ১৯৭৮ ইং এপ্রিল মাসে কৈলাসরের ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য।

ধর্মনগরের মহকুমা শাসক আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতেছেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবেন।

Admitted Starred Question No. 99

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শহর থেকে বরুয়াকান্দি ভায়া আলগাপুর রাস্তার শহর অঞ্চলের অংশ বিশেষের কাজ (রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সনমুখ অংশ থেকে সুরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীর পার্শ্ব অবধি) এবং ধর্মনগর শহর থেকে বরুয়াকান্দি (ভায়া সাকাই বাড়ী) রাস্তার কাজ শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

২। উপরোক্ত রাস্তাগুলির কাজ কবে পর্যন্ত শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। জমি একুইজিশনের কাজ চুড়ান্ত না হওয়ায় রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই।

২। জমির একুইজিশন চুড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত রাস্তার কাজ কবে পর্যন্ত শেষ হইবে বলা সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 199

By—Shri Ajoy Biswas,

Wiil the Hon'ble Minister in-chagre of the Agriculture Department be pleased to State---

প্রশ্ন

১। আজ অবধি মোট কৃষি জমির কতভাগ জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে তার মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব।

২। আরো কৃষি জমিকে জল সেচের আওতায় আনার জন্য সরকার কি পরি-কল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ১৯৭৭-৭৮ ইং সনের ত্রিপুরায় মোট কৃষি জমির শতকরা যত ভাগ জলসেচের আওতায় আনা হইয়াছে তাহার মহকুমা-ভিত্তিক প্রাথমিক আনুমানিক হিসাব এইরূপ ঃ—

মহকুমার নাম				মোট কৃষি জমির মধ্যে জল সেচের আওতায় আনা জমির শতকরা ভাগ (প্রাথমিক হিসাব মতে অনুমানিক)
ধর্মনগর	—	—	—	২·৭২%
কেলাসহর	—	—	—	১·৬৯%
কমলপুর	—	—	—	২·৭২%
খোয়াই	—	—	—	৯·৩১%
সদর	—	—	—	৫·৯৮%
সোনামুড়া	—	—	—	৭·৬২%
উদয়পুর	—	—	—	১৬·১৩%
অমরপুর	—	—	—	৯·০৬%
বিলোনিয়া	—	—	—	৯·০৭%
সাব্রুম	—	—	—	৫·৯১%

মোট ত্রিপুরা ঃ— ৬·৯২

২। আরোও কৃষি জমি সেচের আওতায় আনার জন্য যে সব পরিকল্পনা গহীত হইয়ছে তাহা এইরূপ ঃ--

ক) স্থায়ী ধরণের যে সব ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের কাজ চলিতেছে তাহার কাজ দ্রুত শেষ করা ;

খ) আরোও ডীপ্ টিউব-ওয়েল বসানো ;

গ) নূতন লিফট ইরিগেশন প্রকল্প রূপায়ণ ;

ঘ) নূতন ডাইভার্সন প্রকল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়ণ;

ঙ) নূতন মাঝারি ধরণের সেচ প্রকল্প রূপায়ন ;

চ) কৃষকদের ভুর্ত্তুকী দিয়া :---

১) অধিক সংখ্যক পাম্পসেট বিতরণ,

২) অধিক সংখ্যক ওভারফ্লো, টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল বসানো।

ছ) পরীক্ষা-মূলক ভাবে অগভীর নলকূপ বসানো;

জ) পরীক্ষামূলক ভাবে নদী বা ছড়া গর্ভে খোলা কুপ তৈরী করিয়া লিফট ইরিগেশন প্রকল্প রূপায়ণ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 224.

By Shri Tarini Mohan Sing.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Public Works Department be Pleased to state :---

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনবাড়ী ও রাতাছড়া অঞ্চলে প্রায় ৫-৬ বৎসর পুর্বে ২টি জলসেচ মেসিন বসানো ও পাকা নালা করার জন্য কৃষকদের যে জমি একোয়ার করা হইয়াছিল, তাহার ক্ষতিপূরন দেওয়া হইয়াছে কি ?

২। না হইয়া থাকিলে কবে পর্যান্ত দেওয়া হইবে; এবং

৩। তাহা বর্তমান মূল্যে দেওয়া হইবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ল্যাণ্ড এক্টুইজিশন অফিসার, কৈলাসহর এর নিকট পাঠানো হইয়াছে। আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পর ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে।

৩। জমি অধীগ্রহণের সময় যে মূল্য ছিল সেই মূল্যেই ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইবে। তার সঙ্গে শতকরা ৬ টাকা হার বাৎসরিক সুদ দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান বাজার দরে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইবে না।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 229

By Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধ্বজনগর ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়াতে ওয়াটার সাপ্লাই এর কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি ?

২। না দিয়ে থাকলে অত্র অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য সরকার বিকল্প কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। না। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। দুইটি শেলো টিউব-ওয়েল, একটি ইশুাম্পিট্রু টিলাতে এবং অন্যটি ধ্বজনগরের ক্ষিতিশ ভৌমিক পাড়াতে ১৯৭৮-৭৯ ইং সালে করার পরিকল্পনা আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 232

By Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া সংলগ্ন আসাম-আগরতলা সড়কে খোয়াই নদীর উপরের ব্রীজটির পাশাপাশি লোক চলাচলের জন্য কোনও সহায়ক ব্রীজ নির্মাণের সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 247.

By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১। কমলপুর আমবাসা ভাইয়া মরাছড়া এবং আমবাসা-গণ্ডাছড়া রাস্তার কাজ কবে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হবে ?

২। বর্ত্তমানে উক্ত রাস্তা দুইটির কোনটির কত অংশ সলিং হয়েছে এবং বাকীটা অংশ চলতি বছরে হবে কি ?

৩। কবে পর্য্যন্ত উক্ত রাস্তায় গাড়ী চলাচল আশা করা যায় ?

৪। এ ব্যাপারে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

১। কমলপুর-আমবাসা (ভায়া মরাছড়া) রাস্তার কাজ (মাটীর কাজ) ১৯৭৯-৮০ সালে এবং আমবাসা-গণ্ডাছড়া রাস্তার কার (মাটির কাজ) এই আর্থিক বছরেই শেষ হইবে।

২। কমলপুর-আমবাসা (ভায়া মরাছড়া) রাস্তা—৪.৩৭৫ কিমি। বাকি অংশ সলিং এর কোন পরিকল্পনা মঞ্জুরী আপাততঃ নাই।

আমবাসা-গণ্ডাছড়া রাস্তা—১২২ ফাঃ

বাকী অংশের ৬ মাইলের সলিং করার কাজ, মাটির কাজ শেষ হইলে এবং অর্থের সংকুলান হইলে শুরু করা হইবে।

৩। এবং ৪ কমলপুর-আমবাসা (ভায়া মরাছড়া) রাস্তা ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে। আমবাসা-গণ্ডাছড়া রাস্তা-যদিও রাস্তাটি অনুকূল আবহাওয়ার উপযোগী তবু সারা বছরই গাড়ী চলাচল করে।

Admitted starred Question No. 248.
By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কমলপুর বিভাগের বড়সুরমা পাম্প হাউস হতে সাখাছড়ি পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কি ?

২। যদি হয়ে থাকে, তবে উক্ত রাস্তা কতফুট চওড়া (প্রশস্ত) করা হয়েছে-এ ব্যাপারে দপ্তরের নির্দেশ মান্য করা হয়েছে কিনা ?

৩। উক্ত রাস্তার কতটা স্পান পাইপ দেওয়ার কথা ছিল এবং কতটা দেওয়া হয়েছে।

৪। যদি কথা অনুযায়ী পাইপ দেওয়া না হয়ে থাকে তবে কেন দেওয়া হয় নাই।

৫। এ বিষয়ে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি ?

উত্তর

১-৫) রাস্তাটি পূর্তবিভাগের নথীভুক্ত নহে।

Admitted Starred Question No. 273
By Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশ্রামগঞ্জে হট ভাটা হইতে মহারাক বাজার (অমরেন্দ্রনগর) পর্য্যন্ত বর্তমানে যে রাস্তাটি আছে তা ইট সলিং করে গাড়ী চলাচলের উপযোগী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। না, রাস্তাটি পূর্ত বিভাগের নথীভুক্ত নয়.

Starred Question No. 288
by Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :---

প্রশ্ন

১। (ক) বিশালগর ব্লকের অন্তর্গত ঘোলাঘাটি ও গোপীনগরে জলসেচের জন্য যে মেসিনগুলি আছে তার সংখ্যা কত ?

(খ) উক্ত মেসিনগুলি দ্বারা কত পরিমাণ জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হইতেছে ?

উত্তর

১। (ক) গোলাঘাটিতে-৬টি ।

গোপীনগরে-৩টি ।

(খ) গোলাঘাটি লিপ্ট ইরিগেশন স্কীমে ৩৫০ একর জমিতে জল সেচের ক্ষমতা সম্পন্ন, কিন্তু কৃষকরা আনুমানিক ১০০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবহার করিতেছেন ।

গোপীনগর লিপ্ট ইরিগেশন স্কীম ২০০ একর জমিতে জলসেচের ক্ষমতা সম্পন্ন; কিন্তু কৃষকরা আনুমানিক ২২ একর জমিতে জল ব্যবহার করিতেছেন ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annuxure—B

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 48

By :—Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৭ সালের মার্চ অবধি বিভিন্ন ব্লকে চাষীদের সাবসিডির ভিত্তিতে কতটি পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে ?

২। এই পাম্পসেটগুলির মধ্যে কোন কোন কোম্পানী কতটি সরবরাহ করেছে তার হিসাব এবং কত টাকার পাম্পসেট সরবরাহ করেছে কোম্পানী ভিত্তিক তার হিসাব ।

উত্তর

১। ৯৯৭টী

২। বিভিন্ন পাম্প প্রস্তুতকারক কোম্পানীর ব্রাণ্ড নাম অনুসারে মোট সরবরাহকৃত পাম্পসেটের সংখ্যা ও মোট লোর পরিমান নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোন্ কোম্পানীর পাম্পসেট কেনা হইবে তা চাষী নিজে ঠিক করেন।

কোম্পানীর নাম	ব্রাণ্ড নাম	সরবরাহকৃত পাম্পসেটের সংখ্যা	মোট মুল্য (টাকায়)
১। ইষ্টার্ণ সেলস কর্পোরেন গৌহাটি	উষা	২০০	টা ৭,৯৬,৮০০
২। কির্লোস্কর ব্রাদার্স পুনা	কির্লোস্কার	৪০৫	টা ১৬,৩২,৭০০

৩।	গ্রীডস কটন এণ্ড কোং লিমিটেড গৌহাটি	ময়ূর	৬৮	টা ২,৬০,২০০
৪।	কুপার ইঞ্জিনীয়ারিং লিমিটেড কলিকাতা	কুপার	৩৫	টা ১,৫১,৫০০
৫।	বাটলিবয় এণ্ডকোং প্রাঃ লিমিটেড কলিকাতা	অজিত	৮৬	টা ৩,৬২,০০০
		বাটলিবয়	১	টা ৪,০০০
৬।	মার্কিন বাণ লিমিটেড কলিকাতা	এম বি	১০৩	টা ৩,৭৫,৪০০
৭।	ইউনিভার্সেল ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ট্রেডিং কোং কলিকাতা	শোভা	৯৭	টা ৭৭,৮০০
৮।	বামরলরি এণ্ড কোং লিমিটেড কলিকাতা	কৃষি	৩২	টা ১,৫৩,৭০০
৯।	এনফিণ্ড ইণ্ডিয়া লিমিটেড কলিকাতা	ভিলিয়ার্স	২৭	টা ৯,২১,০০০
১০।	ভেলটাস লিমিটেড কলিকাতা	ভোটাবিক্রম	২৫	টা ৯৩,৩০০
১১।	সিগিল (ইণ্ডিয়া সার্ভিসেস) (পি) লিমিটেড কলিকাতা	ডিপকো	৩	টা ১১,৮০০
১২।	ইঞ্জিনীয়ারিং ইকুইপমেন্টস এণ্ড ট্রেডার্স, কলিকাতা	মেনন	১	টা ৪,৭০০
১৩।	ওয়েস্টিং হাউস মেক্সবি ফার্মার লিমিটেড	ওয়েস্টিং হাউস	৩	টা ১৩,৯০০
১৪।	ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল ভিলেজ ইঞ্জিন কোং লিঃ কলিকাতা	ইনডেক	৯	টা ৫,৬০০
		মোট—	৯৯৭	টা ৪০,৬৪,৪০০

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 53.

By :—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক বন্যায় কত হেক্টার জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে ?

২। সাম্প্রতিক বন্যায় আনুমানিক কত টাকার ফসল ক্ষতি হয়েছে ?

ANSWER

১। ৪,৯০৮,০০ হেক্টার (আনুমানিক)।

২। টা ৬৯,৫৪,৭০০.০০

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 55

By Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পশুপালন কেন্দ্রগুলিতে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয় কি ?

২। এটা কি সত্য যে, পশু চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকা সত্বেও বিভিন্ন পশুপালন উপকেন্দ্রগুলিতে কর্মরত কর্মচারীগণ চিকিৎসার কাজ চালান ?

৩। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন ?

প্রশ্ন

১। পশুপালন কেন্দ্র বলে কোন প্রতিষ্ঠান পশুপালান বিভাগে নেই। তবে এই বিভাগে ৩০টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র (Vety Disp. Hospital) আছে। এ ছাড়া আগরতলাস্থ রাধাকিশোরনগর একটি গো-পালন কেন্দ্র আছে। এই পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের বেশীর ভাগগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত পশু চিকিৎসক আছেন ও চিকিৎসা কার্য্য করে থাকেন।

২। এই বিভাগে পশুপালন উপকেন্দ্র বলে কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তবে এই বিভাগের অধীনে মোট ৮৬টি পশু চিকিৎসা উপকেন্দ্র আছে। এইগুলির নাম—স্টকম্যান সেন্টার, ভেটেরিনারি ফাস্ট এইড সেনটার, ভেটেরিনারি ইউনিট। এই উপকেন্দ্রগুলিতে পশু চিকিৎসা সহায়ক ব্যক্তি (Para Vety Staff) যথা কম্পাউণ্ডার, স্টক সুপারভাইজার, স্টকম্যান, ভেকসিনেটর ইত্যাদি ব্যক্তিরা থাকেন। এরা অসুস্থ পশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থাকেন ও এলাকার রোগ প্রতিষেধক কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এরা অসুস্থ পশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য এই রাজ্যে বা রাজ্যের বাহিরের বিদ্যালয় হইতে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত। নিকটবর্তী পশু চিকিৎসকগণ (Vety Asstt. surgeon) এদের কার্য্যের তদারক করেন। এছাড়া এই রাজ্যে মোট ১০৩টি গো-প্রজনন উপকেন্দ্র (স্টকম্যান সাবসেন্টার) রয়েছে। এগুলির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ গো-প্রজনন কার্য্যে নিযুক্ত। প্রয়োজন বোধে এরাও পশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে থাকেন। এরাও বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও পশু চিকিৎসকগণ এদের কার্য্যের তদারক করে থাকেন।

৩। পশু চিকিৎসা সহায়কদের কাজের তদারকের জন্য সরকার আরও অধিক সংখ্যক পশু চিকিৎসক নিয়োগ করতে চান। বর্তমানে ত্রিপুরায় পশু চিকিৎসকের অপ্রতুলতা রয়েছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 61

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা হোলসেল কনজোমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেড থেকে বাকিতে ক্রয় করে এখনও দাম পরিশোধ করেনি এরূপ ব্যক্তিদের নাম পরিচয় ও ঠিকানা এবং প্রত্যেকের দেনার পরিমাণ ;

২। ঐ সকল ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওনা টাকা সংগ্রহের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা হোলসেল কনজোমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেড থেকে বাকিতে ক্রয় করে এখনও (১৯।৬।৭৮ইং পর্য্যন্ত) দাম পরিশোধ করেনি এরূপ ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা ও দেনার পরিমাণ অডিট বা হিসাব পরীক্ষা সাপক্ষে এতদসঙ্গে দেওয়া গেল।

২। ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করা ছাড়াও পত্র মাধ্যমে তাগিদের দ্বারা পাওনা টাকা আদায়ের চেষ্টা চলিতেছে। অবস্থা বিশেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনাধীন আছে।

ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেড
১৯-৬-৭৪ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বাকীতে বিক্রি বাবদ
পাওনাদারদের তালিকা।

(অডিট বা হিসাব পরীক্ষা সাপেক্ষে)

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	দেনার পরিমাণ
১।	শ্রীঅনিল চন্দ্র সাহা সমবায় অফিস,	৫০·৬৭ টাঃ
২।	শ্রীশঙ্কর দেব, ষ্টোর-এর কর্মচারী	৪৭·৫০ ,,
৩।	শ্রী এ, সিনহা জিলা ম্যাজিষ্টেট, পশ্চিম ত্রিপুরা	১,৭২৯·৭২ ,,

১	২	৩
৪।	শ্রীঅমলেন্দু দাস (এ. কে. দাস) পঞ্চায়েৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,	৬০'৫৭ ,,
৫।	শ্রীঅজয় রায়, প্রচার দপ্তর, অভয়নগর	৫১০'৯৭ ,,
৬।	কুমারী অনুশ্রী সিনহা প্রযত্নে এ, কে, সিনহা কে, কে, টিলা	৩৮৯'৪৮ ,,
৭।	শ্রী এ, সিনহা অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, পশ্চিম ত্রিপুরা।	৫৪৪'৬০ ,,
৮।	শ্রীমতি এ, সিনহা শ্রী এ, সিনহার স্ত্রী	৮২'৫০ ,,
৯।	শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্রনগর	২২০'০০ ,,
১০।	শ্রীবিশ্বনাথ ধর, শিবনগর	৬৩৬'৯৪ ,,
১১।	শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ভূতপূর্ব মন্ত্রী, নূতননগর	১৬২'৪০ ,,
১২।	শ্রীগৌতম দেববর্মা, কৃষ্ণনগর, আগরতলা, (প্রচার দপ্তর)	২১০'৭৭ ,,
১৩।	শ্রীহরিপদ দাস, শিক্ষা বিভাগ	৩৯৫'৬৮ ,,
১৪।	শ্রী কে, দাস	৭২'০০ ,,
১৫।	শ্রী কে, ডি, মেনন	৭০'০০ ,,
১৬।	শ্রী এল, এম, সাহা	৫'০৩ ,,
১৭।	শ্রীক্ষিতী রঞ্জন ভৌমিক ষ্টোর্সের কর্মচারী	১০৭'৮০ ,,
১৮।	শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্ত, ধলেশ্বর	১১৭৯'১১ ,,
১৯।	শ্রীকানন চন্দ্র দাস, পাঞ্চায়েৎ অফিস	৩৩'৭৫ ,,
২০।	শ্রীকিশোর সাহা, ইন্দ্রনগর	৬,১০০'০০ ,,
২১।	শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী	১৭৮'০০ ,,
২২।	শ্রীমাণিক ভৌমিক, অফিস ষ্টাফ	৫৫'০০ ,,

১	২	৩
২৩।	শ্রীমতি ফুল্লরাণী কর সমবায় অফিস	৩৭৮'০০ ,,
২৪।	শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন মোদক, স্টোর্স-এর স্টাফ	৬০৫'০০ ,,
২৫।	শ্রীরমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পঞ্চায়েত অধিকর্তা	৬৪'৯২ ,,
২৬।	শ্রীমতি রাঘবন	৩৯০'০০ ,,
২৭।	শ্রীরতন সিং সমবায় অফিস	৫০'০০ ,,
২৮।	শ্রীরবীন মল্লিক স্টোর্সের কর্মচারী	৫৫'০০ ,,
২৯।	শ্রীরঙ্গদা সাহা প্রযত্নে যতীন্দ্র সাহা, কলেজ রোড	৪৭৭'০০ ,,
৩০।	শ্রীশান্তি রায় চৌধুরী	৩৫৭'০০ ,,
৩১।	শ্রীশৈলেন্দ্র কিশোর সেনগুপ্ত স্টোর্সের কর্মচারী	১,৪৪৯'৭৪ ,,
৩২।	শ্রীহরিদাস দত্ত	১৬৯'১২ ,,
৩৩।	শ্রীগোপাল দত্ত চৌধুরী	২,২৩৯'০১ ,,
৩৪।	শ্রীজয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, সমবায় অফিস	৬৮৪'৫০ ,,
৩৫।	শ্রীহরি গোপ	৩৬'০০ ,,
৩৬।	শ্রীঅজিত পাল	২২'৭২ ,,
৩৭।	শ্রীজীতেন্দ্র পাল	১,৩৬০'২৫ ,,
৩৮।	শ্রীজীতেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	৩৮'৮২ ,,
৩৯।	শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়	৮৫২'৯৬ ,,
৪০।	শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী পিপুলস টেইলর	১৯'০৫ ,,
৪১।	শ্রীসুরেশ চন্দ্র সাহা	৫৬২'০০ ,,
৪২।	শ্রী এম, এল, দত্ত	১,৫২০'০০ ,,
৪৩।	শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ভূতপূর্ব মন্ত্রী, কৃষ্ণনগর	২৪৫'০৭ ,,
৪৪।	শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা	৪৩'৫৬ ,,
৪৫।	শ্রীহরলাল বণিক	৬৫'০০ ,,
৪৬।	শ্রীঅমূল্য ভট্টাচার্য্য	২৮৬'৫৩ ,,

১	২	৩
৪৭।	শ্রীচুনীলাল গান্ধী	৬৩৮'০০ „
৪৮।	শ্রীনকুল চক্রবর্তী	১,১৫৫'০০ „
৪৯।	শ্রী এ, কে, সেন	১২'০০ „
৫০।	শ্রী এম. এল. গাঙ্গুলী	১০'০০ „
৫১।	পি. এ., মুখ্যমন্ত্রী	৪৯'৮০ „
৫২।	শ্রীজেঠমল ছেনার বাধারঘাট	১,৩০০'০০ „
৫৩।	শ্রীজগদীশ দেববর্মা	১৫৬'০০ „
৫৪।	শ্রীহারাণ চন্দ্র সাহা	১৫০'০০ „
৫৫।	শ্রীসূর্য্য কুমার সাহা সূর্য্য রোড	৫,৮২৭'৫০ „
৫৭।	শ্রীতপন কুমার সাহা সূর্য্য রোড	২,৩১৩'৬০ „
৫৭।	শ্রীমনোরঞ্জন দেব	৮৫'৭০ „
৫৮।	শ্রী এস. সি. সরকার	৪৬১'৭১ „
৫৯।	শ্রী এস. আর. সরকার	৫৩'০২ „
৬০।	এস. সরকার	৩,২০০'০০ „
		৪৮,৯৩৬'২৪ টাকা

Admitted Unstarred Question No. 62

By---শ্রীসমর চৌধুরী

প্রশ্ন

১। পোলট্রির ডিম এবং মাংস বাকিতে নিয়ে আজও দাম পরিশোধ করে নাই এরূপ ব্যক্তিদের নাম, পরিচয়, বর্তমান ঠিকানা এবং প্রত্যেকের ধার্য বাকির আর্থিক পরিমাণ।

২। এই সকল ব্যক্তিদের কাছ থেকে সরকার পাওনা টাকা আদায়ের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১। পোলট্রির ডিম ও মাংস বাকীতে নিয়ে ৩১শে মার্চ ৭৮ ইং পর্যন্ত দাম পরিশোধ করেন নাই এরূপ ব্যক্তিদের নাম, পরিচয়, ঠিকানা ও পরিশোধ ধার্য বাকীর আর্থিক পরিমাণের তালিকা এই সঙ্গে সংযোজিত রহিল।

২। এই সকল ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাকী আদায়ের জন্য সরকার প্রত্যোককে নোটিশ দিয়েছেন ও অনাদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমানে সরকার বাকী বিক্রী বন্দ করে দিয়েছেন।

ANNEXURE

STATEMENT SHOWING THE UNRECOVERD AMOUNT ON ACCOUNT OF CREDIT SELL MADE UPTO 31ST MARCH, 1978. IN RESPECT OF POULTRY PRODUCTS.

SL. NO.	Name of the Credit holder.	Amount.
1.	Shri S.L. Singh, Ex. Chief Minister, Tripura.	Rs. 1,132.66 p.
2.	,, R. P. Sen, Ex. Joint Director of A.H.	Rs. 566.60 p.
3.	,, Late R. K. DebBarma, Ex. D.C. Tripura.	Rs. 433.6 p.
4.	,, Raj Bhaban, Tripura	Rs. 464.25 p-
5.	,, Mr. K. Kipzon, IAS,	Rs. 256.5 p.
6.	,, K. C. Das, Ex. Minister	Rs. 239.76 p.
7.	Under Secretary, SA. Deptt.	Rs. 210.20 p.
8.	,, B. N. Raman, Ex. Chief Sec.	Rs. 154.32 p.
9.	Mr. K. P. Dutta, Ex. Director, Education.	Rs. 195.34
10.	Shri Tapash Dey, Ex. M. L. A.	Rs. 140.93 p.
11.	Shri Sriman Bose, Personel Secy. & Spel, Secretrry of Governor.	Rs. 133.48 p.
72.	Mr. Gopinath Tripura, Ex. M.L.A.	Rs. 180.00 p.
13.	Sri Kamal Deb Barma, Class—IV, AH Deptt.	Rs. 152.64 p.
14.	Sri Nihar Ranjan Deb Barma, Driver, A.H. Deptt.	Rs. 244.4 p.
15.	Mr. J. N. Chatterjee, Ex. Director Education,	Rs. 66.35 p.
16.	Sri Nepal Dey,	Rs. 55.00 p.
17.	Mr. Bhowra, S.P. (Police)	Rs. 121.15 p
18.	Mr. H.S. Roy Chowdhury,	Rs. 85.90 p.
19.	Dr. B. B. Saha, Poultry Inspector.	Rs. 52.50 p.
20.	Mr. H. K. Ghosh, Ex. Director of Manpower.	Rs. 91.00 p.
21.	Mr. Lala N. K. Dey	Rs. 84.53 p.
22.	Sri Rati Ranj. Deb Barma, Class—IV	Rs. 40.87 p.
23.	Mr. Debendra Kishore Chowdhury, Ex. Finance Minister	Rs. 40.75 p.
24.	Mr. C. Majumder,	Rs. 52.50 p.
25.	Naresh Ch. Chanda	Rs. 33.10 p.
26.	D. N. Barua, IAS	Rs. 32.63 p.
27.	Santi Sarkar, Ex. Director of Publicity	Rs. 41.65 p.
28.	Mr. A.B. Ghosh, Acctt. General.	Rs. 41.63 p.
29.	Mr. I. P. Gupta, Ex. Chief Secy.	Rs. 64.75 p.
30.	Mr. S.C. Kar,	Rs. 54.21 p.
31.	Mansur Ali, Ex. Mintster	Rs. 33.00 p.
32.	S. R. Upadhaya, Dairy Supervisor,	Rs. 64.30 p.
33.	Sri Bijoy Ratan Roy, Vety-Field Asstt,	Rs. 58.96 p.
34.	Sri Suresh Ch. Das, Class-IV	Rs. 44.00 p.
35.	Mr. M. R. Mukherjee.	Rs- 49.95 p.
36.	Sri Sugrib Tanti Adhikery, Class-IV, Dairy Office	Rs. 32.00 p.
37.	Sri Hem Ch. Chakraborty, Class-IV, ICDP Office	Rs. 23.75 p.

1.	2.	3.
38.	Mr. K. V. Ratnam,	Rs. 22.10 p.
39.	Mr. S. K. Purkastya, Finance Officer	Rs. 31.50 p.
40.	Shri Anukul Das, Stockman, A.H. Deptt.	Rs. 24.25 p,
41.	Mr. P. C. Das Ex. Minister	Rs. 11.90 p.
42.	Shri A.B. Chakraborty, Acctt. A.H. Deptt.	Rs. 12.00 p.
43.	Shri Lal Mohan Bhowmik,	Rs. 15.00 p.
44.	Dy. Director of ICDP (Dairy Dev)	Rs. 18.55 p.
45.	Sri Premananda Nath, Ex. Director of Manpower,	Rs. 16.13
46.	Amulya Deb Barma, Vety. Compounder	Rs. 16.00
47.	Mr. S. M. Sen,	Rs. 10.00 p.
48.	Mr. D.L. Roy, P.A. to Finance Secy.	Rs. 14.00 p.
49.	Mr. B. Roy,	Rs. 25.00 p.
50.	Sri Ranjit Majumder, Poultry Stockman, A.H. Deptt.	Rs. 36.55 p.
51.	Sri Chandan Paul	Rs. 12.00
52.	Sri Dinesh Sarma,	Rs. 19.51 p.
53.	Mr. R. N. Ganguly,	Rs. 28.1) p.
54.	Sri Narayan Deb, Driver, A.H. Deptt.	Rs. 31.00 p.
55.	Mr. D.B. Roy,	Rs- 17.50 p.
56.	Sri Ramani Deb Barma, Driver. A.H. Deptt.	Rs, 22.50 p.
57.	Mr. Das, P,A. to Chief Secretary,	Rs. 35.50 p.
58.	Sri Jagat Deb Barma, Peon, A.H. Deptt,	Rs. 11.80 p.
59.	Shri Lalu Chowhan, Class-IV, A.H. Deptt,	Rs. 18,00 p.
60.	Shri Haricharan Chowdhury, Ex. Minister	Rs. 20.00 p.
61.	Shri Ramesh Debnath, Contractor	Rs. 18.00 p.
62.	Shri N. R. Podder, Poultry Supervisor,	Rs. 26.46 p.
63.	Dr. Karan, V.A.S., A.H. Deptt.	Rs. 16.75 p.
64.	Chairman, TP. S. C. S. K. Ghosh	Rs. 24.38 P.
65.	Mr. N. P. Nawani, Ex. Secretary A. H.	Rs. 12.1 P.
66.	Mr. S, Banerjee, ADAH (W) paid	Rs. 26.53 P.
67.	Mr. K. Banerjee, Spl. Secy. to Governor,	Rs, 21.50 P.
68.	Shri Prafullya Deb Barma,	Rs. 15.25 P,
69.	Shri Sankarnarayan.	Rs. 12.00 P.
70.	Mr. J. D. Philamonds, Ex. Secretary,	Rs, 29.10 P.
71.	Mr. Manik Debnath, Driver,	Rs. 12.50 P.
72	Shri Amar Deb, Head Clerk. Udaipur,	Rs. 29.58 P.
73.	Shri Sadhan paul, Mobile Staff, AH Deptt.	Rs. 10.00 P.
74.	Shri Harendra Lal,	Rs. 20.00 P.
75.	Srhi Adhitya Deb Barma,	Rs. 3.75 P.
76.	Shri Amulya Deb,	Rs. 6.25 P.
77.	Shri Hiran Deb Barma,	Rs. 7.50 P.
78.	Shri Amar Singh Ex. Addl. Chief Secy,	Rs. 6.20 P.
79.	Mr. Damodaran, IAS,	Rs. 6.25 P.
80.	Mr. Das Biswas, IAS	Rs. 8.13 P.
81.	Shri Sudhangshu Paul, Vaccinator, A. H. Deptt.	Rs. 7.50 P,
82.	Shri Kali Charan Sarkar,	Rs. 1.88 P.
83.	Shri Sachidanada Banerjee, Ex. Steno D. C.	Rs. 8.25 P.
84.	Shri Dhiren Gupta, Head Clerk, A. H. Deptt.	Rs. 8.00 P.

1	2	3
85.	Shri Madhu Deb Barma, Vety. Compounder,	Rs. 2.60 P.
86.	Shri Mihir Gupta, P. A. to Ex. Education Minister,	Rs. 8.90 P.
87.	Mr. M. M. Das,	Rs. 6.00 P.
88.	Mr. Ganga Das, Under Secretary,	Rs 8.00 P.
89.	Shri Jatish Das, Mobiel staff,	Rs. 8.50 P.
90.	Mr. H. L. Roy,	Rs. 7.50 P.
91.	Smti Basana Chakraborty, Ex. Minister	Rs. 0.50 P.
92.	Shri S. Pual, Poultry Supervisior,	Rs. 8.75 P.
93.	Shri Pran Gopal Acharjee, V. F. A.	Rs. 5.20 P.
94.	Shri Nikunja Rudra Pual, Class IV	Rs. 7.50 P.
95.	Dr. Raman, Ex. Director of Health Service	Rs. 2.10 P.
96.	Shri Nalini Ranjan Dey,	Rs. 1.63 P.
97.	Shri Dayamoy Debnath, Contractor	Rs. 4.00 P.
98.	Shri Thakur Krishana Deb Barma,	Rs. 60.00 P.
99.	Shri K. M. Bose, P. A. to Ex. Chief Minister	Rs. 36. 2 P.
100.	Late R. Dutta, Auditor,	Rs. 12.00 P.
101.	Mr. A. K. Das,	Rs. 21.60 P.
102.	Mr. Amuly Dhar,	Rs. 13.52 P.
103.	Shri Ledu Deb Barma, Class IV	Rs. 10.00 P.
104.	Sri Jagat Bahadur,	Rs. 8.00 P.
105.	Sri Gopal Roy, Head Clerk, A H Deptt.	Rs. 10.00 P.
106.	Shri Bishu Singh, Vety-Field Asstt.	Rs. 8.00 P.
107.	Shri B. N. Dhar, Paid	Rs. 16.00 P.
108.	Mr. K. D. Menon,	Rs. 87.30 P.
109.	Sri Abdul Latif, Ex. Minister	Rs. 20.25 P.
110.	Mr. P. Deb,	Rs. 5.00 P.
111.	Mr. Bhari,	Rs. 5.40 P.
112.	Mr. Hem Chandra Roy,	Rs. 11.63 P.
113.	D M. & Collector, West Tripura,	Rs. 141.10 P.
114.	Shri S. P. Dutta Gupta, VAS.	Rs. 11.00 P.
115.	Mr. J. L. Roy,	Rs. 5.40 P.
116.	Dy. Collector, Circuit House,	Rs. 63.75 P.
117.	Mr. M L. Roy,	Rs. 21.15 P.
118.	S. P Das Gupta,	Rs. 12.00 P.
119.	Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee, Ex. M. L. A	Rs. 29.00 P.
120.	Dr. B. Saha,	Rs. 9.90 P.
121.	Shri Nirmal Roy,	Rs. 19.80 P.
122.	Shri Chiranjib Nag, Driver, A. H. deptt.	Rs. 15.30 P.
123.	Shri Swapan Paul, Egg only	Rs. 30.10 P.
124.	Shri X. C. Das, Ex. A. H. M.	Rs. 7.50 P.
125.	Shri P. K. Das, Ex C. M.	Rs. 57.60 P.
126.	Shri M. L. Das, Bhowmik	Rs. 4.80 P.
127.	Shri S. Banerjee,	Rs. 3.0 0,P

Admitted Unstarted Question No. ৬৩
By—শ্রীসমর চৌধুরী।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ডেয়ারী থেকে দুধ, ঘি, ইত্যাদি বাকিতে ক্রয় করে আজও দাম পরিশোধ করে নাই এসব ব্যক্তিদের নাম তদানিন্তন পরিচয়ও বর্তমান পরিচয় ঠিকানা এবং প্রত্যেকের বাকীর পরিমাণ ?

২। সরকার এই পাওনা টাকা আদায়ের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের ডেয়ারী থেকে কোন ব্যক্তিকে ধারে দুধ ইত্যাদি দেওয়া হয় না। কেবল মাত্র হাসপাতাল ইত্যাদি সরকারী প্রতিষ্ঠানে ধারে দুধ, মাখন, ইত্যাদি দেওয়া হয়।

২। সরকারী প্রতিষ্ঠান যথা হাসপাতাল এর বাকী আদায়ের কোন অসুবিধা হয় না। ব্যক্তিগত বাকী নেই তাই আদায়ের প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarted Question No. 66
By Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Registrar Department be pleased to state —

১। ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি বা উপজাতি মহিলা সমিতি নামে রেজিণ্ট্রীভুক্ত সমিতির সংখ্যা কত ?

২। রেজিণ্ট্রী নাম্বার ও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীর নাম সহ তার হিসাব।

ANSWERS

১। ১৮৬০ ইং সালের সমিতি বিষয়ক আইন অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে যে সকল গণতান্ত্রিক নারী সমিতি বা উপজাতি মহিলা সমিতি রেজিণ্ট্রী করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১৩০।

২। সমিতির নাম, রেজিণ্টার্ড নম্বর ও সমিতি রেজিণ্টারী করার সময় উল্লিখিত প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীর নামের তালিকা এতদ্‌সঙ্গে দেওয়া গেল।

সমিতির নাম, রেজিণ্টার নম্বর ও সমিতি রেজিণ্টারী
করার সময় উল্লিখিত প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারীর
নামের তালিকা।

ক্রমিক নম্বর	রেজিঃ নম্বর	সমিতির নাম	প্রেসিডেন্টের নাম	সেক্রেটারীর নাম
১	২	৩	৪	৫
১।	৪৪	ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলা সমিতি	শ্রীমতী অনুরূপা মুখার্জী	শ্রীমতী উর্মিলা দেববর্মা

১	২	৩	৪	৫
২।	১২৭	বাইজল বাড়ী মহিলা সমিতি	শ্রীমতী রাজকিনী দেববর্মা	শ্রীমতী তারাবতী দেববর্মা
৩।	১৩৪	চিকনছরা উপজাতি মহিলা সমিতি	শ্রীমতী রাধারাণী দেববর্মা	শ্রীমতী বকুলবালা দেববর্মা
৪।	১৩৬	উমাকান্ত পাড়া উপ-জাতি মহিলা সমিতি	শ্রীমতী ধনুকুমারী দেববর্মা	শ্রীমতী রাধিকা দেববর্মা
৫।	১৩৭	চণ্ডীঠাকুরপাড়া উপ-জাতি মহিলা সমিতি	শ্রীমতী গন্ধমালা দেববর্মা	শ্রীমতী ভগবতী দেববর্মা
৬।	১৪০	কুঞ্জবন কল্যাণ মহিলা সমিতি	শ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা দেববর্মা	শ্রীমতী ইন্দ্রপতি দেববর্মা
৭।	১৪২	জাগীরাম পাড়া মহিলা সমিতি	শ্রীমতী প্রিয়বালা দেববর্মা	শ্রীমতী রাধারাণী দেববর্মা
৮।	১৪৩	ব্রজপুর গাঁওসভা উপজাতি মহিলা সমিতি	শ্রীমতী শান্তিলতা দেববর্মা	শ্রীমতী সুভাতি দেববর্মা
৯।	১৪৬	উপজাতি কল্যাণ মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী রাজিকিনী দেবী।	শ্রীমতী পদ্মাবতী দেববর্মা।
১০।	১৫০	গন্ধামনি ট্রাইবেল মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী তরুমালা দেববর্মা।	শ্রীমতী ব্রজবতী দেববর্মা।
১১।	১৫২	কাঞ্চনপ্রভা উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী আনন্দবালা দেববর্মা।	শ্রীমতী ননীবালা দেববর্মা।
১২।	১৫৪	বৈরাগীবাড়ী উপজাতি কল্যাণ মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী পঞ্চকন্যা দেবী।	শ্রীকাঞ্চন কন্যা দেবী।
১৩।	১৫৫	নাটিয়াছড়া উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী মনোরমা দেববর্মা।	শ্রীমতী চিকনেশ্বরী দেববর্মা।
১৪।	১৫৬	সুতারমুড়া উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী ভানুমতী দেববর্মা।	শ্রীমতী রেণুবালা দেববর্মা।
১৫।	১৫৭	উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী অলকা দেববর্মা।	শ্রীমতী অনিতা দেববর্মা।
১৬।	১৫৮	রামনারায়ণ সর্দ্দার পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী সাবিত্রী দেববর্মা।	শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী দেববর্মা।
১৭।	১৫৯	খাস নোয়াগাও উপ-জাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেববর্মা।	শ্রীমতী কিরনী দেববর্মা।

১	২	৩	৪	৫
১৮।	১৬০	জয়নগর মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী বিশ্বপতি দেববর্মা।	শ্রীমতী সবিতারাণী দেববর্মা।
১৯।	১৬১	তইদু নারী সমিতি।	শ্রীমতী জগতি কলই	শ্রীমতী রেণু কলই।
২০।	১৬৪	ধরিয়াথল মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী বিমলা দেববর্মা।	শ্রীমতী বিশ্বলক্ষ্মী দেববর্মা।
২১।	১৬৫	পূর্ব পদ্মনগর উপজাতি উন্নয়ন নারী সমিতি।	শ্রীমতী হারিতি দেববর্মা।	কুমারী পুকতি দেববর্মা।
২২।	১৬৬	বিনন কবরা পাড়া মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী সম্পতি দেববর্মা।	শ্রীমতী নবলক্ষ্মী দেববর্মা।
২৩।	১৬৭	জম্পুইজলা উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী বিমলা দেববর্মা।	শ্রীমতী বীণা দেববর্মা
২৪।	১৬৮	ভেবরা পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	শ্রীমতী চরনী দেববর্মা।	শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী
২৫।	১৬৯	বৈরাগী পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি,	শ্রীমতী রমনী দেববর্মা।	শ্রীমতী মালতী দেববর্মা।
২৬।	১৭২	তামাকরী উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী চিকন্তী দেবী।	শ্রীমতী ধনাপাত দেবী
২৭।	১৭৩	সুরেন্দ্রনগর মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।	শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী দেবী।
২৮।	১৭৮	করবুক এলাকা নারী সমিতি।	শ্রীমতী মনবতী রিয়াং	শ্রীমতী কুমারী দেববর্মা।
২৯।	১৭৯	বৈকুন্ঠ পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি।	,, সতীরানী দেববর্মা।	শ্রীমতী বিশ্বলক্ষ্মী দেববর্মা।
৩০।	১৮৩	ব্রজপুর আদিবাসী মহিলা সমিতি।	,, পরিমল দেববর্মা।	,, মল্লিকা দেদবর্মা
৩১।	১৮৪	মালবাসা এলাকা নারী সমিতি।	,, চরন কন্যা জমাতিয়া।	,, সুরজনী জমাতিয়া।
৩২।	১৮৫	উত্তর দেবেন্দ্র চন্দ্রনগর উপজাতি মহিলা সমিতি।	কুমারী পূর্ণলক্ষ্মী দেববর্মা।	,, বীণারাণী দেববর্মা।

১	২	৩	৪	৫
৩৩।	১৮৬	রামনগর (চরিলাম) নারী সমিতি।	শ্রীমতী মেঘুমালা দেবী।	,, বৃন্দারাণী দেববর্মা
৩৪।	১৮৯	লক্ষ্মীনারায়ণ উপ-জাতি মহিলা সমিতি	,, নন্দনী দেববর্মা।	,, ঝর্ণা দেববর্মা।
৩৫।	১৯০	চম্পকনগর গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।	,, রাধালক্ষ্মী দেবী।	,, দীপ্তি দেববর্মা।
৩৬।	১৯১	বর্দ্ধন চন্দ্রপাড়া উপ-জাতি মহিলা সমিতি।	,, বাসন্তী দেবী।	,, দেবেশ্বরী দেবী
৩৭।	১৯২	গোপীনাথ গড় পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	শ্রীমতী কুঞ্জলক্ষ্মী দেববর্মা	শ্রীমতী সোনেশ্বরী দেববর্মা
৩৮।	১৯৩	বীরমোহন চৌধুরী পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	" রবিমালা দেবী	" মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা
৩৯।	১৯৯	দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট মৌজা মহিলা সমিতি	" পরমপদ্ম দেববর্মা	" রাজকন্যা দেববর্মা
৪০।	২০০	গোরাঙ্গটিলা উপজাতি মহিলা সমিতি	" ঝর্ণা দেববর্মা	" সুমতি দেববর্মা
৪১।	২০৪	বোধজংনগর উপজাতি মহিলা সমিতি	" বুধিলেখা দেববর্মা	" ফুটিয়া দেববর্মা
৪২।	২০৬	তুইছামং কুরই উপজাতি মহিলা সমিতি	" শম্ভুলক্ষ্মী দেববর্মা	" মনপতি দেববর্মা
৪৩।	২০৭	অন্নপূর্ণা ট্রাইবেল মহিলা সমিতি	" চন্দনী দেববর্মা	" সূর্য্যমুখী দেববর্মা
৪৪।	২০৮	নালীছড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	" সজনী দেববর্মা	" চিংবাই মগ
৪৫।	২০৯	বড় কাঠালিয়া উপজাতি মহিলা সমিতি	" কমলাদেবী দেববর্মা	" কমলারাণী দেববর্মা
৪৬।	২১০	পশ্চিম সিমনা উপজাতি মহিলা সমিতি	" দ্রৌপদী দেববর্মা	" রেণুবালা দেববর্মা
৪৭।	২১১	ভাটি ফটিকছড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	" মধুমালতী দেববর্মা	" তুলাবতী দেববর্মা
৪৮।	২১৪	শিবদুর্গা চৌধুরী পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	" উষারাণী দেববর্মা	" কুসুমকালী দেববর্মা
৪৯।	২১৫	দুলুছড়া ট্রাইবেল কল্যাণী উপজাতি মহিলা সমিতি	" স্বর্ণলক্ষ্মী দেববর্মা	" বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা

১	২	৩	৪	৫
৫০।	২১৬	দক্ষিণ দাশগুরিয়া উপজাতি মহিলা সমিতি	” প্রেমেশ্বরী দেবী	” উনাপতি দেবী
৫১।	২১৭	কলাছড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	” বিলাসিনী দেবী	” চন্দনমালা দেবী
৫২।	২২২	তুইছাছিং ট্রাইবেল মহিলা সমিতি	” রূপবালা দেববর্মা	” নবলক্ষ্মী দেববর্মা
৫৩।	২২৭	ভদ্রমিসসিপ উপজাতি মহিলা সমিতি	” মঙ্গলক্ষ্মী দেবী	” গোলাপী দেবী
৫৪।	২৩৪	সাতপাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	” সুখুনী দেববর্মা	” মায়াকন্যা দেববর্ম
৫৫।	২৩৫	বেগুরাম পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	,, দুর্গালক্ষ্মী দেববর্মা	” বিশ্রলক্ষ্মী দেববর্মা
৫৬।	২৩৭	কামবুকছড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	” করুণাবতী দেববর্মা	” সজনী দেববর্মা
৫৭।	২৩৮	সোনাইমুড়ী সিপাইপাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	” শম্ভুলক্ষ্মী দেববর্মা	” পুষ্পলক্ষ্মী দেববর্মা
৫৮।	২৪০	বুদ্ধরয় চৌধুরী পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	” রাজলক্ষ্মী দেবী	” খোসাতি দেবী
৫৯।	২৪১	চম্পকনগর ব্রজবাসীপাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	” ভক্তিবালা দেববর্মা	” শম্ভুলক্ষ্মী দেবী
৬০।	২৪৭	চম্পকনগর গাঁও পঞ্চায়েত বাজকবরা উপজাতি মহিলা সমিতি	” বিশুলক্ষ্মী দেবী	” বিদ্যালক্ষ্মী দেবী
৬১।	২৫০	কাটালুতমা উপজাতি মহিলা সমিতি	” প্রভাতী দেববর্মা	” স্বরকন্যা দেববর্মা
৬২।	২৫৩	অমইবাড়ী মহিলা সমিতি	” সূর্য্যলক্ষ্মী দেববর্মা	” ফুলমতী দেববর্মা
৬৩।	২৫৮	উপজাতি অগ্রগামী মহিলা সমিতি	” স্মৃতিবেলা দেববর্মা	” সুরভি দেববর্মা
৬৪।	২৫৯	ত্রিপুরা উপজাতি মহিলা মঙ্গল সমিতি	শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেববর্মা	শ্রীমতী মাধবী দেববর্মা
৬৫।	২৬৫	সুবলগড় পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	,, খিলিংতি দেববর্মা	,, সুকুমতি দেববর্মা
৬৬।	২৭১	দেববাড়ী উপজাতি মহিলা সমিতি	,, চন্দ্রননী জমাতিয়া	,, পর্ব্বতলক্ষ্মী জমাতিয়া
৬৭।	২৭২	দুলুমা উপজাতি মহিলা সমিতি	,, জয়মতি জমাতিয়া	,, চন্দ্রসখী জমাতিয়া

১	২	৩	৪	৫
৬৮।	২৮৩	মাইক্লোসা পাড়া আদিবাসী মহিলা সমিতি	,, শ্যামা লক্ষ্মী ত্রিপুরা	,, কুমারী মহিলা দেববর্মা
৬৯।	২৮৭	বুববুরিয়া মহিলা সমিতি	,, অনন্তপতি জমাতিয়া	,, কেশবকন্যা জমাতিয়া
৭০।	২৮৮	শিলুংবাড়ী গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি	,, সূর্য্যপতি জমাতিয়া	জানা নাই
৭১।	২৮৯	মোহনভোগ আদিবাসী মহিলা সমিতি	,, খেচন্তি দেবব [illegible]	,, আরতি নোয়াতিয়া
৭২।	২৯৩	তইবানদুল আদিবাসী মহিলা সমিতি	,, নিরালক্ষ্মী মুড়াসিং	,, কুমারী রূপশ্রী মুড়াসিং
৭৩।	২৯৫	চাঁনদুল আদিবাসী মহিলা সমিতি	,, নরকন্যা জমাতিয়া	,, উলমতী নোয়াতিয়া
৭৪।	৩০৩	দুর্লভ নারায়ণ ট্রাইবেল মহিলা সমিতি	,, বিশ্বলক্ষ্মী দেবী	,, সোনাইতি দেবী
৭৫।	৩০৪	সোনাছড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	,, বিশ্ব রাণী জমাতিয়া	,, রাধা বিনোদিনী জমাতিয়া
৭৬।	৩০৮	হরিনাথ সর্দ্দার পাড়া উপজাতি নারী সমিতি	,, সন্ধ্যা রাণী দেববর্মা	,, সুখিনী দেববর্মা
৭৭।	৩১২	ছয়গড়িয়া উপজাতি নারী সমিতি	,, সন্ধ্যা দেববর্মা	,, রবিলক্ষ্মী দেববর্মা
৭৮।	৩১৫	তারাপদ উপজাতি মহিলা সমিতি	শ্রীরত্তাতি দেবী	,, শচী রাণী দেবী
৭৯।	৩২৫	পূর্ব টাকারজলা উপজাতি মহিলা সমিতি	,, লক্ষ্মী রাণী দেববর্মা	,, রামশ্বরী দেববর্মা
৮০।	৩৩২	নরেহা চৌধুরীপাড়া মহিলা সমিতি	,, রন্যাতি রিয়াং	,, হকাল্লাইতি রিয়াং
৮১।	৩৩৪	ওয়াকি সর্দ্দারপাড়া মহিলা সমিতি	,, ধূপতি দেববর্মা	,, শুভলক্ষ্মী দেববর্মা
৮২।	৩৩৮	কালাসাথী উপজাতি মহিলা সমিতি	,, গায়ত্রী দেববর্মা	,, মিলনী দেববর্মা
৮৩।	৩৫০	মনিরাম ঠাকুর উপজাতি পাড়া মহিলা সমিতি	,, ধনুকুমারী দেববর্মা	,, হরমালী দেববর্মা
৮৪।	৩৫৮	কাটালিয়াছরা মহিলা সমিতি	,, পদ্মতি রিয়াং	,, অমলা রাণী রিয়াং
৮৫।	৩৬৩	গাবরদী মহিলা সমিতি	,, হেমনপ্রভা দেববর্মা	,, পংখিতি দেববর্মা

১	২	৩	৪	৫
৮৬।	৩৬৬	মবিবকিলা মহিলা সমিতি	শ্রীমতী রসমঞ্জরী দেববর্মা	শ্রীমতী নিরুপমা দেববর্মা
৮৭।	৩৭০	শুলিরাইবাড়ী উপজাতি মহিলা সমিতি	,, সরুবালা দেববর্মা	,, ফুল কুমারী দেববর্মা
৮৮।	৩৭১	গগণ সাধুপাড়া মহিলা সমিতি	,, রাজলক্ষী দেববর্মা	,, বিশ্ব কুমারী দেববর্মা
৮৯।	৩৭৫	রবিচরণ ঠাকুরপাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি	,, মঙ্গলক্ষী দেববর্মা	,, ইন্দুরেখা দেববর্মা
৯০।	৩৭৪	গামারিয়াবাড়ী আদিবাসী মহিলা সমিতি	,, গৌরাঙ্গসখী জমাতিয়া	,, বিষ্ণুপ্রিয়া জমাতিয়া
৯১।	৩৮২	পূর্ব বগাফা ট্রাইবেল মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী নৈপেন্তি রিয়াং।	শ্রীমতী দম্পতি রিয়াং।
৯২।	৩৮১	ব্রর্ম্মাছড়া মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী দুখিনী দেববর্ম্মা।	শ্রীমতী বিদ্যালক্ষ্মী দেববর্ম্মা।
৯৩।	৩৮৭	জংঙ্গলিয়াপাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী বুধিনী দেবী।	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেববর্ম্মা।
৯৪।	৩৮৮	রতনপুর উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী বুধিনী দেববর্ম্মা।	শ্রীমতী হেমলতা দেববর্মা।
৯৫।	৩৯০	কামারবাড়ী মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী রাধাবিনোদিনী জমাতিয়া।	শ্রীমতী অদিতি জমাতিয়া।
৯৬।	৩৯৬	গোংরাইহোর মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী শুভারাণী দেববর্ম্মা।	শ্রীমতী মহামায়া দেববর্ম্মা।
৯৭।	৩৯৮	পূর্ব দেবেন্দ্রনগর মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী সমী দেববর্ম্মা।	শ্রীমতী দ্রৌপদ্রী দেববর্ম্মা।
৯৮।	৪০৩	উজান পাথালিয়া মাট উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী চন্দ্রবলী দেববর্ম্মা।	শ্রীমতী সুভাষিণী দেববর্ম্মা।
৯৯।	৪০৪	গণতান্ত্রিক নারী সমিতি (বিশ্রামগঞ্জ)	শ্রীমতী তিলকা দেবী।	শ্রীমতী মনকন্যা দেবী।
১০০।	৪০৭	বাচাইবাড়ী এলাকা গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।	শ্রীমতী রাণীবালা পাল।	শ্রীমতী অর্চ্চনা পাল।
১০১।	৪১২	সারদামাই উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্ম্মা।	শ্রীমতী সন্ধ্যা রাণী দেববর্ম্মা।
১০২।	৪১৩	বালাধুম মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী রবিলক্ষ্মী দেববর্ম্মা।	শ্রীমতী তারালক্ষ্মী দেববর্ম্মা।

১	২	৩	৪	৫
১০৩।	৪১৪	শোভামণিপাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী ফুটুকুমারী দেববর্ম্মা।	শ্রীমতী মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্ম্মা।
১০৪।	৪১৭	মুক্তসদ্দারপাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী দেবী।	শ্রীমতী বুধিনী দেবী।
১০৫।	৪২০	গয়াচরণ ঠাকুর পাড়া উপজাতি মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী সরতী দেববর্ম্মা।	শ্রীমতী সায়নী দেববর্ম্মা।
১০৬।	৪২১	লাথাবাড়ী গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।	শ্রীমতী বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা।	শ্রীমতী সুচিত্রা দেববর্মা।
১০৭।	৪২৪	মাংকুনমা উপজাতি কলোনী মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী অহল্য দেববর্মা।	শ্রীমতী সম্পারী দেববর্মা।
১০৮।	৪২৭	হরিমঙ্গল পাড়া উপজাতি নারী সমিতি।	শ্রীমতী সন্ধ্যালক্ষ্মী দেববর্মা।	শ্রীমতী সম্পালক্ষ্মী দেববর্মা।
১০৯।	৪৩০	আমতলী উপজাতী গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।	শ্রীমতী মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্মা।	শ্রীমতী মন্দোধরী দেববর্মা।
১১০।	৪৩১	তাকতোমা বাড়ী উপজাতী গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।	শ্রীমতী সুরধনী দেববর্মা।	শ্রীমতী কানন বালা দেবী।
১১১।	৪৩২	রমানাথ ঠাকুর পাড়া উপজাতী গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।	শ্রীমতী ফুতি দেবী।	শ্রীমতী পূর্ণলক্ষ্মী দেবী।
১১২।	৪৩৩	বারকুরাড়ী উপজাতী গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।	শ্রীমতী সরস্বতী দেববর্মা।	শ্রীমতী হীরাকন্যা দেববর্মা।
১১৩।	৪৩৮	কিলা নারী সমিতি।	শ্রীমতী ত্রিপুরা রাণী জমাতিয়া।	শ্রীমতী শিবাণী জমাতিয়া।
১১৪।	৪৪৫	চকাইখুবাড়ী মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী খুম্বাতি রিয়াং।	শ্রীমতী কর্জাতি রিয়াং।
১১৫।	৪৫২	পশ্চিম মনু মহিলা সমিতি।	শ্রীমতী কুমারী রিয়াং।	শ্রীমত মাধবী রিয়াং।
১১৬।	৪৬০	প্রভাপুর উপজাতি মহিলা উন্নয়ন সমিতি।	শ্রীমতী চন্দ্র মালা দেববর্মা।	শ্রীমতী চিত্তিনী দেববর্মা।
১১৭।	৪৬৪	শীলঘাটি নারী সমিতি।	শ্রীমতী প্রিয়কন্যা জমাতিয়া।	শ্রীমতী দেবকন্যা জমাতিয়া।

১	২	৩	৪	৫
১১৮।	৪৬৭	পূর্ব মনু মহিলা সমিতি।	শ্রীমতি লাওলাংতি রিয়াং	শ্রীমতি খুলবতী রিয়াং
১১৯।	৪৬৮	বর্ধমান ঠাকুর পাড়া মহিলা সমিতি।	,, লাবণ্য দেববর্মা	,, খেলু দেববর্মা
১২০।	৪৬৯	করইমুড়া মহিলা সমিতি।	,, অঞ্চলক্ষী দেববর্মা	,, মল্লিনি দেববর্মা
১২১।	৪৭৩	রামরতন পাড়া আদিবাসী মহিলা সমিতি।	,, সন্ধ্যারাণী দেববর্মা	,, সুমতি দেববর্মা
১২২।	৪৭৬	ফুলছড়ি উপজাতি মহিলা সমিতি।	,, হরিপতি ত্রিপুরাণী	,, নিরনবালা চৌধুরী
১২৩।	৪৭৮	সিন্দুক পাথর উপজাতি মহিলা সমিতি।	,, রত্নাশ্রী ত্রিপুরা	,, অনিতা ত্রিপুরা
১২৪।	৪৮১	তুইছামা উপজাতি মহিলা সমিতি।	,, ভুবনশ্রী ত্রিপুরা	,, পানরাজাং ত্রিপুরা
১২৫।	৪৮৩	দক্ষিণ কালাপানিয়া উপজাতি মহিলা সমিতি।	,, অথুই মগ	,, পার্থলক্ষী ত্রিপুরা
১২৬।	৪৮৪	পশ্চিম লক্ষীছড়া গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।	,, শচীরাণী দেববর্মা	,, শচীরাণী দেববর্মা
১২৭।	৪৮৫	উজান গোলাঘাটি মহিলা সমিতি।	,, বিদ্যালক্ষী দেববর্মা	,, পাখিনী দেববর্মা
১২৮।	৪৮৭	মুছিংবাড়ী উপজাতি নারী সমিতি।	,, সুখিনী দেববর্মা	,, চাঁদলক্ষী দেববর্মা
১২৯।	৪৯০	পূর্ব নোয়াবাদী উপজাতি মহিলা সমিতি।	,, হিরণী দেববর্মা	, দ্রৌপদী দেববর্মা
১৩০।		সুতারমুড়া গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।	,, সুগন্ধী দেববর্মা	,, অহল্যা দেববর্মা

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Monday the 26th June, 1978 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, Deputy Speaker, 43 Members.

STARRED QUESTIONS

(To which oral answer were given).

Mr. Speaker :---আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান ৯১।

প্রশ্ন

১। দিল্লী ও কলিকাতার ত্রিপুরা ভবন পরিচালনার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে বাৎসরিক কত টাকা খরচ করতে হয় (গত ৩ বৎসরের বাৎসরিক হিসাব আলাদাভাবে) ?

২। ঐ দু'টি ভবনে ভি. আই. পি. ছাড়া সাধারণ মানুষদের থাকার ব্যবস্থা আছে কিনা ?

৩। ইহা কি সত্য যে কলিকাতার ত্রিপুরা ভবন রি-মডেলিংয়ের জন্য ত্রিপুরা সরকার ৩০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন ?

উত্তর

১। দিল্লী ও কলিকাতা ত্রিপুরা ভবনের গত তিনটি আর্থিক বৎসরের খরচের হিসাব আলাদাভাবে নীচে দেখানো হইল :--

স্থান	১৯৭৫ - ৭৬	১৯৭৬ - ৭৭	১৯৭৭ - ৭৮
১। ত্রিপুরা ভবন কলিকাতা	টাঃ ২,০২,০০০ টাকা	টাঃ ২,৮২,৩০০ টাকা	টাঃ ২,৮৫,০০০ টাকা
২। ত্রিপুরা ভবন দিল্লী	টাঃ ২,২৮,০০০ টাকা	টাঃ ২,৭৩,৮০০ টাকা	টাঃ ২,২১,৫০০ টাকা
মোট	টাঃ ৪,৩০,০০০ টাকা	টাঃ ৫,৫৬,১০০ টাকা	টাঃ ৫,০৬,৫০০ টাকা

২। হ্যাঁ আছে।

৩। সত্য নহে। তবে দুটো ভবনই একটা কলকাতা ভবনের এ্যাক্সটেনসন এবং দিল্লীতে যে ত্রিপুরা হাউস করার জন্য নতুন করে আমরা টাকা রাখছি। কলকাতায় আমাদের দুটি তলা আছে। সেখানে আরো একটা তলা অর্থাৎ তেতলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পি, ডাব্ল্যু, ডিকে, ৯,৩০,০০০ টাকা দিয়েছি। এটা দরকার হয়েছে এই জন্য যে, আমাদের কলকাতায় একটি শিল্প প্রদর্শন বা শিল্প বিপণন কেন্দ্র আছে। আরো একাধিক কেন্দ্র করতে হবে। সেখানে জিনিস-পত্র রাখার জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ ছাত্ররা বিভিন্ন খেলায় অংশ নিতে সেখানে যায়, কিন্তু সেখানে তাদের জায়গা দিতে পারি না। তাদের জন্য এবং আমাদের কর্মচারী যারা আছেন তাদেরও জায়গা হচ্ছে না ত্রিপুরা ভবনের মধ্যে। এসব কারণে আমরা কলকাতা ত্রিপুরা ভবনকে অ্যাক্স-টেনসান করছি। আর দিল্লীর জন্য ২১,২৭,০০০ টাকা দিল্লীর পি. ডাব্ল্যু. ডি. বা সি. পি. ডাব্ল্যু. ডি.-এর হাতে দিয়েছি। প্রতিমাসে আমাদের ছয় হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। ঐখানে যদি আমাদের নিজস্ব ঘর থাকতো তাহলে সেটা হতো না। আমরা দেখলাম আমাদের পাশে অরুনাচল ইতিমধ্যে আমাদের চেয়ে বড় বাড়ী—দোতলা বাড়ী করেছে। নাগাল্যাণ্ড শুনেছি ২ খানা বাড়ী তৈরী করেছে। আমাদেরও বাড়ী আছে কিন্ত সে বাড়ী থাকার উপযুক্ত নয়। জল পড়ছে। অনেক দিন নোটিশ দেওয়া হয়েছে আমাদের ছেড়ে চলে যাবার জন্য। আমরা বাড়ী ভাড়া পাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পাওয়া যায় নি। শেষ পর্য্যন্ত দিল্লীতে ত্রিপুরা ভবন করার জন্য টাকা দিয়েছি। এবং আশা করছি এক বৎসরের মধ্যে সি. পি. ডাব্ল্যু. ডি. আমাদের ভবন তৈরী করে দিতে পারবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী তিন বৎসরের খরচের কথা বললেন। তাহলে তিনি কি জানাবেন এই তিন বছরে আয় কত হয়েছে এবং এই তিন বছরে বিভিন্ন মন্ত্রী, এম. এল. এ.—তাঁদের কাছে খাওয়া এবং থাকা বাবদ কত টাকা বাকী পড়ে আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যদি অপেক্ষা করতেন, তাহলে পেতেন। আমি খুবই দুঃখিত এখানে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না। তবে অনেক টাকা পাওনা আছে এটা বলতে পারি। এবং এটাও বলতে পারি এই খরচ অনেক, এই অনাবশ্যক খরচ কমানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং অনেক কমানোও হয়েছে। আমার মনে হয় আরো কমানো যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের আমি বিস্তৃত খরচের কথা বলতে পারি না। তবে যেখানে আমাদের খরচ কমানো যায়, সে জায়গা হচ্ছে, জল, বিদ্যুৎ, টেলিফোন এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ---পেট্রল, মবিল, ইত্যাদি। এই সব খরচ অনেক কমানো হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---দিল্লী এবং কলিকাতা ত্রিপুরা ভবনে মোট কতগুলি সীট আছে এবং এর মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য ও ভি. আই. পি'দের জন্য থাকার কোন ব্যবস্থা আছে কি ? যদি থাকে তাহলে কি ভাবে তাঁরা থাকতে পারেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--ভি. আই. পি'দের জন্য ব্যবস্থা আছে। সীট সংখ্যা কত তা বলতে পারব না। তবে খুব বেশী নয়। আমাদের কর্মচারী সেখানে থাকেন।

ভি, আই, পি'দের ভ্রমণ সংখ্যা কমে গেছে। দিল্লীতে যাওয়াই হয় না। কলকাতায়ও খুব কম। এ ছাড়া সাধারণ লোকেরা যান। তাঁরা যদি বেশী দিন সেখানে থাকেন, তাহলে তাদের অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়। ৭ দিনের পর তাঁদের চার্জ ডাবল করা হয়। অনেক সময় দেখা গেছে প্রচণ্ড ভীড় হয়ে যায়। এবং আমাদের যারা কাজে যান তাঁরা থাকার জায়গা পান না। সেটা কমানোর জন্যই করা হয়েছে, যাতে আমাদের কর্মচারী গিয়ে জায়গা পান। এই কারণেই তারা যাতে বেশী দিন না থাকতে পারেন, তার জন্য এই রকম নিয়ম করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, এই কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনের ৫টি এয়ার কুলার কেনা হয়েছিল বেশী দামে, অন্যায় ভাবে সুখময়বাবুর আমলে। আমরা জানি দুটি এয়ার কুলার বসানো হয়েছে। কিন্তু বাকী তিনটি কেনার পর থেকেই পরে আছে। এইগুলি কি মোট হিসাবের মধ্যে দেখানো হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা ঠিক এক্ষুণি বলতে পারছি না। আমি ভি. আই. পি'দের রুমে দেখেছি। তার জন্য পাঁচ টাকা আলাদা চার্জ করা হয়। আমি জানতাম না। এর জন্য একবার আমাকে জরিমানা দিতে হয়েছে। কুলার দু'টি আমি দেখেছি। আমাদের রাজস্ব মন্ত্রীও বলেছেন, তিনিও জরিমানা দিয়েছেন। বাকী এয়ার কুলার কোথায় আছে বলতে পারছি না। তবে খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন দিল্লী ভবনকে নূতন করা হচ্ছে এবং কলকাতা ভবনকে একস্টেনশান করা হচ্ছে। আমার প্রশ্নটা প্রসঙ্গত আসছে, এই যে দিল্লী ভবনের ভার কার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কলকাতা ভবন যখন কেনা হয়, তখন তার প্রপার এষ্টিমেট করা হয়েছিল কিনা ? কারণ আমাদের জানা আছে কলকাতা ভবন কিনতে গেলে, একটা বাজে ফার্ম সেখানে এষ্টিমেট করে কলকাতা পি. ডব্লিউ. ডি. এবং আদার সোর্স-এর কাছে পাঠিয়ে, একটা চড়া দামে এটা কেনা হয়েছিল। তার জন্য কোন তদন্ত হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, দিল্লী ভবনটি সম্পর্কে আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে কলকাতা ভবন সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। কাগজ-পত্রে যে দামে ভবনটি কেনা হয়েছে বলে বলা হয়েছে, সত্যি সত্যি বাড়ীর মালিক সে টাকা পেয়েছে কিনা এবং সেই টাকা-পয়সার কত অংশ তার পকেটে গিয়েছে, এই সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ আছে। কেন না আমরা যত দূর জানি প্রশ্নটা তদন্ত কমিশান বা তদন্ত অথরিটির কাছে আসবে, কাজেই এই সম্পকে এখানে বিস্তৃত আলোচনার কোন সুযোগ নেই।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ—কলকাতার প্রিটরিয়াস ষ্ট্রীটে ত্রিপুরা ভবন থাকা সত্ত্বেও, আগের গোলপার্কের ভবনটির জন্য ভাড়া সরকার দিয়ে যাচ্ছেন, এটা সত্য কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---না এটা সত্য নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে ঐখানকার কর্মচারীরা কলকাতায় থাকতে পারেন না, তাঁরা ৮।৯ মাইল দূর থেকে ভোর বেলা এসে কাজে যোগ

দিতে হয় তার জন্য ভীষণ অসুবিধা হয়। তাদের এই অসুবিধা দূর করার জন্য কাছাকাছি থাকার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা, সেটা মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কাছাকাছি না। আমরা চেষ্টা করছি বাড়ীর ভিতর তাদের জায়গা দেওয়া যায় কিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২২।

শ্রীদীনেশ দেববর্মাঃ --মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে গাঁওসভার শতকরা কতটি আসন তপশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত ?	গাঁওসভাতে তপশিলী জাতির জন্য কোন আসন সংরক্ষিত নাই।
২। তপশিলী জাতির জন্য এই আসন সংখ্যা কিসের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে তার বিবরণ ?	দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন আসে না।

শ্রীনকুল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা শুনেছি ত্রিপুরা রাজ্যে গাঁওসভাগুলিতে তপশিলী জাতির জন্য আসন সংরক্ষিত আছে, তাই আমি এ কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না ত্রিপুরা রাজ্যের গাঁওসভার শতকরা কতটি আসন তপশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত আছে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আইন অনুসারে তপশীলভুক্ত উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। উত্তর প্রদেশ পঞ্চায়েৎ রাজ আইনে ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরায় সম্প্রসারিত ১।১২ নং ধারায়, ৭নং উপ ধারায় বিধান অনুযায়ী পঞ্চায়েৎ-এ তপশীলভুক্ত জাতি এবং তপশীলভুক্ত উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল এবং উক্ত গাঁও পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা উক্ত সংরক্ষিত আসন সংখ্যার অনুপাতে মোট আদিবাসীর সংখ্যা তপশীলিভুক্ত জাতি এবং তপশীলভুক্ত আদিবাসীর সংখ্যার অনুপাতে যথাসম্ভব তুল্য। বর্তমানে সমগ্র ত্রিপুরায় মোট ৭,১৬৮টি গাঁও পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে তপশীলভুক্ত জাতি এবং তপশীলভুক্ত উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা যথাক্রমে ১ হাজার ৫৪টি এবং ২,৮১৮টি।

শ্রীনকুল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে তপশিলী জাতির জন্য এই যে আসন সংখ্যা সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং সেই অনুপাত অনুযায়ী ত্রিপুরার তপশিলী জাতির লোক সংখ্যা কত ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা জনসংখ্যা অনুপাতে সেই সংখ্যা সংরক্ষিত করা হয়েছে।

শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত ঃ---মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে এই তপশীল উপজাতি সংরক্ষিত আসন বা দেশী ত্রিপুরী সম্প্রদায়রা এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর যে সার্টিফিকেট, সেই সার্টিফিকেটে তাদেরকে তপশীল উপজাতি হিসাবে বলা হয়েছে, এটা কি সত্য ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা পঞ্চায়েত সেক্রেটারী অর্থাৎ একর্ডিং টু এডাল্ট রেজিস্ট্রেশান সেই রেজিস্ট্রেশানের সংখ্যা ভিত্তিক সেখানে করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই, দেশী ত্রিপুরীদের তপশীল উপজাতি হিসাবে গণ্য করেছেন কিনা, সেটা এখনও একটা বিতর্কের বিষয়। আগেকার সরকার তাদের তপশীল উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে অনেক জেলা মেজিষ্ট্রেট তাদের তপশিলী উপজাতি সার্টিফিকেট দিয়েছেন এবং সেই সার্টিফিকেট বলে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী হয়তো কোন কোন জায়গায় তাদের তপশিলী উপজাতি বলে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকতে পারেন। আমাদের সরকার এই সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, বামফ্রন্ট তাদের তপশীল উপজাতির মধ্যে গণ্য করেন না। কিন্তু সরকারীভাবে এই সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ফলে, আগে যে সমস্ত মেজিষ্ট্রেট এই সমস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, সেগুলি এখন পর্য্যন্ত অবৈধ হচ্ছে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বামফ্রণ্ট সরকার দেশী ত্রিপুরীদের সিডিউল কাষ্ট হিসাবে গণ্য করেন না, অপর দিকে সরকার তাদেরকে সিডিউল কাষ্ট হিসাবে গণ্য করছেন, এটা ঠিক বুঝা যাচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বামফ্রণ্ট সরকার বলিনি, আমি বলেছি বামফ্রণ্ট সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার ফলে আগেকার ডিষ্ট্রিক মেজিষ্ট্রেট যে সার্টিফিকেটগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি অবৈধ হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ--- কোয়েশ্চান নং ১২৬ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— কোয়েশ্চান নং ১২৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কতজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে পেনসন পাচ্ছেন?

২। ইহা কি সত্য এই পেনসন প্রাপকদের মধ্যে কিছু ভুয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী আছেন?

৩। সত্য হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কি?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট ৪২৬ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে পেনসন পাচ্ছেন।

২। এই সম্পর্কে নানা প্রকার অভিযোগ সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন।

৩। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসন ভারত সরকার মঞ্জুর করেন। এই সম্পর্কে তারা রাজ্য সরকারের সুপারিশ জানতে চান। আগে এই ধরণের সুপারিশের ভিত্তিতে বা সরাসরি কিছু কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন পাচ্ছিলেন। তার একটা অংশের পেনসন দেওয়া বর্তমানে বন্ধ রাখা হয়েছে। আর একটা অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামী রয়েছেন---যাদের দরখাস্ত এখনও বিবেচনা করা

হয়নি। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার আমাদের কারা-মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছেন। কারা সত্যি সত্যি স্বাধীনতা সংগ্রামী সেটা বিচার বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নাম সুপারিশ করবেন। যদি এরকম কেউ থাকে যে সত্যি সত্যি স্বাধীনতা সংগ্রামী নয়, মিথ্যা বা ভুল তথ্য এর উপর তারা ভাতা পাচ্ছেন সেগুলি এই কমিটি বিচার করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলবেন এগুলি বন্ধ করার জন্য। এবং এই কমিটি তাদের কাজ শুরু করেছেন।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী :--- সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হিসাব দিয়েছেন যে ত্রিপুরায় বর্তমানে ৪২৬ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী রয়েছেন এবং এটাও স্বীকার করেছেন যে কিছু ভুয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীও রয়েছেন। এই ৪২৬ জনের মধ্যেই কি ভুয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার মাননীয় সদস্যকে এ সম্পর্কে আমি পরে তথ্য দিতে পারব। কারণ আমার এখানে যে তথ্য আছে, তাতে কার কার পেনসন বন্ধ রাখা হয়েছে, তা নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে কিছু ভুয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী রয়েছেন। এই সম্পর্কে কোন কমিটি ছিল কিনা এবং থাকলে কমিটির মাধ্যমে রিকমণ্ডেশান করা হত কিনা? করলে সেই কমিটির বেসিস অব সিলেকশান কি ছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ১৯৭৫ এর অকটোবর মাসে একটি রিভিউ কমিটি হয়। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন চীফ সেক্রেটারী। আর মেম্বার ছিলেন---- এডিশানাল চীফ সেক্রেটারী, ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, ডিস্ট্রিকট মেজিস্ট্রেট, সম্ভবতঃ ওয়েস্ট ত্রিপুরা। এই কমিটি ২২০টি কেসে পেনসন পাওয়ার উপযুক্ত মনে করেন নি। কারণ প্রয়োজনীয় দলিল পত্র তাঁরা দেখাতে পারেন নি এবং সেই ভাবে কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান। জানাবার ফলে কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেন-সন সাসপেণ্ডেড হয়। তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২৫৯।

শ্রীসুবল রুদ্র :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বর্তমানে মন্ত্রী সভার মধ্যে কতজন স্বাধীনতা সংগ্রামী আছেন এবং উনারা পেনসন নেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকারের অনুমতি নিয়ে আমি বলছি মন্ত্রীসভায় যারা আছেন, আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত করেছেন যে উনারা কেউ পেনসন নেবেন না। সেই হিসাবে এই মন্ত্রীসভায় আমরা যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী আছি, তাঁরা পেনসন নেই না।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমিও একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমি আগে পেনসন নিতাম। মন্ত্রীত্বে আসার পর থেকে আমি পেনসন নেই না এবং যতদিন মন্ত্রীত্বে থাকব ততদিন আমি পেনসন নেব না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ৪২৬ জন কত টাকা করে

পেনসন নিচ্ছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- আলাদা প্রশ্ন করলে জানাব।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি যে, উত্তর ত্রিপুরায় বর্তমানে যতজন স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন পাচ্ছেন, আমার কাছে সংবাদ আছে যে ১৯ বৎসরের একটি ছেলে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে পেনসন পাচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় সদস্য নাম বলুন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ--- নাম এবং পুরোপুরি তথ্য আমি পরে জানাব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- নাম না বললে তো জবাব দেওয়া আমার পক্ষে মুস্কিল।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— কোয়েশ্চান নং ২০২ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- কোয়েশ্চান নং ২০২ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৮ সালের মার্চ অবধি ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং ত্রিপুরার বর্তমান কোন লোক সভার সদস্য দিল্লীতে অবস্থিত ত্রিপুরা হাউসের গাড়ী ব্যবহার করছেন কিনা ?

২। করলে কে কে ব্যবহার করেছেন তাঁদের নাম এবং কত কিলোমিটার গাড়ী চড়েছেন তার হিসাব ?

৩। গাড়ী ব্যবহারের জন্য তারা ভাড়া বাবদ টাকা জমা দিয়েছেন কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ করেছেন।

২। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৮ সালের মার্চ অবধি ত্রিপুরার প্রাক্তনমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং ত্রিপুরার বর্তমান লোকসভার সদস্য যাহারা দিল্লীতে ত্রিপুরা হাউসের গাড়ী ব্যবহার করেছেন তাদের নাম ও কিঃ মিঃ নীচে দেওয়া হইল :

নাম ও পদবী		কিঃ মিঃ পথ
১) শ্রী পি. কে. দাস	প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী	৫৯৫৬ কিঃ মিঃ
২) ” আর. গুপ্ত	ঐ	১০৫৬ ”
৩) ” এন. চক্রবর্তী	প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী	২০২৯ ”
৪) ” জে. কে. মজুমদার	প্রাক্তন মন্ত্রী	৭২২ ”
৫) ” বি. কুকী	প্রাক্তন উপমন্ত্রী	৬১৬ ”
৬) ” এস. সেনগুপ্ত	প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী	১৭৯ ”
৭) ” বি. দেববর্মা	প্রাক্তন মন্ত্রী	৪০৩ ”

১		২	
৮) শ্রী এম. আলী	প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী	৬৯৫	কিঃমিঃ
৯) শ্রীমতী লক্ষ্মীনাগ	ঐ	১১০১	"
১০) শ্রী এস. বর্মন	প্রাক্তন মন্ত্রী	৬২৭৫	"
১১) " এস. এল. সিংহ	এম. পি.	৬২২৫	"

৩। না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— যাঁরা যাঁরা গাড়ী ব্যবহার করেছেন, যে হিসাব দিলেন, তাতে তাদের কাছে কত পাওনা আছে, প্রত্যেকের নামে নামে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মন্ত্রীরা যখন যান তখন সরকারী কাজে তাঁরা গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন, তাঁদের কাছে কোন টাকা পাওনা থাকে না। কিন্তু পার্লামেন্টের মেম্বরার শ্রী এস. এল. সিংহ, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই টাকা পাওনা আছে, আমি মাইলেজ দিয়েছি, টাকার পরিমাণটা দেওয়া একটু অসুবিধা হচ্ছে। এটা ৫০ পয়সা পার কিলোমিটার, হিসেব করে নেবেন কত টাকা পাওনা আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মন্ত্রীরা গেলে ওখানে গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন। এটা অফিসিয়াল ডিউটিতে পরে। কিন্তু যখন মন্ত্রী থাকছেন না, যেমন সমীর বর্মণ এবং রাধিকা গুপ্ত, তারা ১৭. ১১. ৭৭ এ মন্ত্রী ছিলেন না। এখানে লগ বুকে লেখা আছে ৯,৯৯৫ থেকে ১০,০৩০ কিমি, ১৬. ১১ ৭৭ এ ৯,৯৫৩ কিমি, থেকে ৯,৯৯৫ কিমি, গাড়ী ব্যবহার করেছেন। রাধিকা গুপ্ত ১৫. ১১. ৭৭এ ৯,৮৬৩ থেকে ৯,৮৯৫ কিমি গাড়ী ব্যবহার করেছেন। আমি অসংখ্য দিতে পারি। এরা তখন মন্ত্রী ছিলেন না। আমি দুচারটা দিলাম, অসংখ্য আছে। আমি দেখেছি যে তিন মাসে কোন কোন এক্স মন্ত্রী ২,০০০, ৩,০০০ কিলোমিটার পর্য্যন্ত ব্যবহার করেছেন। মন্ত্রী থাকলে তারা পারেন। কিন্তু মন্ত্রী না থাকলে তারা গাড়ীর সুযোগ পায় কিনা, যদি না পান তাহলে এইগুলির টাকা তারা দিয়েছেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এটা ঠিক যে যারা প্রাক্তন মন্ত্রী তারা গাড়ী ব্যবহার করেন এবং খুব সম্ভবতঃ তারা কোন ভাড়া এখনও দেননি। এই সম্পর্কে হাউসের কাছে আমি পরবর্তী সময়ে বিস্তৃত তথ্য রাখব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— এটা হচ্ছে এক বছরের ব্যাপার, ১৯৭৭-৭৮ সালের। আমি জানতে চাই যে গত পাচ বছরে, অনেক সময় মন্ত্রী ছিল বা ছিল না, এইরকম কোন তথ্য নেওয়া হবে কিনা এবং যদি দেখা যায় প্রচুর টাকা পাওনা আছে, যেমন বাড়ী ভাড়া বা আসবাব পত্রের টাকা পাওনা আছে, এই সমস্ত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, দিল্লীতে গাড়ী ব্যবহার আগে কিভাবে হত সেটা এই সরকার কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করছেন। দেখা যাচ্ছে আমাদের সরকারী তিনটা গাড়ী থাকার পরেও প্রাইভেট একটা বিশেষ কোম্পানী থেকে

গাড়ী ভাড়া করা হত এবং এক একখানি গাড়ী দৈনিক তিন চারশ' টাকাও তারা সরকারকে দিতে হয়েছে এবং সেইসব গাড়ী শুধু দিল্লীতেই নয়, উত্তরপ্রদেশেও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছে সরকারী টাকায়। আমাদের এই সরকার আসার পরেও সব টাকা এখনও দেওয়া হয়নি। এর পুরো তদন্ত সরকার করছেন। বের করার চেষ্টা করেছেন যে কি কি কাজে তারা এই সমস্ত গাড়ী ব্যবহার করেছেন, মন্ত্রীরা শুধু নয়, কোন কোন অফিসারেরাও ব্যবহার করেছেন, প্রচুর টাকা সরকারকে দিতে হয়েছে। আমি বলেছি যে তিনখানি গাড়ী থাকার পরেও হাজার হাজার টাকা গাড়ী ভাড়ার জন্য দেওয়া হয়েছে, কলকাতায়ও ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছি যে গাড়ী যদি তারা ব্যবহার করেন তাহলে কেন ভাড়া করেছেন, কি কাজের জন্য সেগুলি চেয়ে তাদের দিতে হবে। এইরকম সুযোগ দেওয়া হবে না যে যেমন খুশী তারা গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে রাত্রি দুইটা তিনটা পর্যন্ত তারা গাড়ী ব্যবহার করেছেন। সরকারী কাজে রাত্রি তিনটার পরে কি কাজ হচ্ছে এটা আমাদের জানা নেই। কাজেই এই সমস্ত আমরা বন্ধ করেছি, এখন এই সমস্ত ঘটতে দেওয়া হয় না। কিন্তু অতীতে আমাদের সরকারী টাকার এইভাবে অপচয় হচ্ছিল। আমি যতটুকু জানি প্রশ্নটা তদন্ত কমিশনের কাছেও আসতে পারে।

মিঃ স্পীকার :--- শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :--- প্রশ্ন নাম্বার ২০৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :--- প্রশ্ন নাম্বার ২০৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের সচিবদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সরকারী গাড়ী ব্যবহারের জন্য প্রায় দুই বৎসর পূর্বে প্রত্যেককে মাসিক দুইশত টাকা হারে জমা দিতে নির্দেশ দেন?

২) সত্য হলে নির্দেশের তারিখ হতে অদ্যাবধি কোন্ কোন্ সচিব কত টাকা জমা দিয়েছেন তার হিসাব।

৩) নির্দেশটি বাতিল হয়ে থাকলে বাতিল করার নির্দিষ্ট তারিখ এবং কারণ-সমূহ।

উত্তর

১) ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য কোন সচিবকে কোন গাড়ী দেওয়া হয় না। যে সমস্ত অফিসারের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ী বরাদ্দ আছে তাদের মাসিক একশ টাকা করে দেবার জন্য ১৯৭৬ এর নভেম্বর একটি আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আদেশটি বের হবার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লিখিতভাবে জানান যে ওভাবে টাকা আদায় না করে বিষয়টি অন্যভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হোক। তাই আদেশটি কার্যকর করা হয়নি।

বর্তমান সরকার সমগ্র ব্যাপারটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সরকার শীগ্‌গীরই সিদ্ধান্ত নেবেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ঠিক যে এখনও সরকারী গাড়ীর অপব্যবহার চলছে এবং কিভাবে এটাকে বন্ধ করা যায় তার কতগুলো সূত্র আমরা বের করবার চেষ্টা করছি।

২) প্রশ্নটি উঠে না, টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং

৩) প্রশ্নটির জবাব দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে মেমোরেণ্ডামটা ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয়েছিল, সেই মেমোরেণ্ডামটাকে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট অকেজো করে রেখেছিলেন এবং তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কোন নির্দেশ ছিল কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা চীফ মিনিষ্টারের আদেশে করা হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—প্রশ্ন নং ২১৭।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ- -প্রশ্ন নং ২১৭, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ হইতে ৩১শে মে পর্যান্ত কয়টি রিং-ওয়েল ও টিউব-ওয়েল মেরামত করা হইয়াছে ?	১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ থেকে ৩১শে মে পর্য্যন্ত ৩৫২টি রিং-ওয়েল এবং ৭৯২টি টিউব-ওয়েল মেরামত করা হইয়াছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি ঠিক যে সব টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল মেরামত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে তৎকালীন কংগ্রেসী মাতব্বরদের চাপে পড়ে সেগুলি যেখানে জল উঠে না, সেখানে বসানো হয়েছিল। কাজেই এই যে মেরামতের জন্য অতিরিক্ত টাকা সরকারকে খরচ করতে হল, তার পরিমাণ কত, তা মন্ত্রীমশাই জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---স্যার, এই সব টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল মেরামত করতে কত টাকা খরচ হয়েছে, তার তথ্য এখুনি আমার কাছে নাই। তবে মাননীয় সদস্য যদি ভিন্ন প্রশ্ন করেন, তাহলে আমি পরে জবাব দেব।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রীমশাই বলবেন কি যে ১৯৭৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতগুলি টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল অকেজো হয়ে পড়েছিল ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---স্যার, ৩৫২টিরিং-ওয়েল এবং ৭৯২টি টিউব-ওয়েল অকেজো অবস্থায় পড়েছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রীমশাই ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল আছে জানতে পারি কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---স্যার, ৩,৯০০টি রিং-ওয়েল এবং ৪০০০টি টিউব-ওয়েল আছে।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ---স্যার, টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল-এর যে প্রশ্ন এসেছে তাতে আমি দেখছি শতকরা সেভেন্টি পার্সেন্ট টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল অকেজো

অবস্থায় পড়ে আছে। আমার পানিসাগর এলাকায় ৩৫টি আছে, তার মধ্যে ২০টিই অকেজো হয়ে আছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইর কাছে জানতে চাই এই ব্যাপারে একটা তদন্ত করা হবে কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---এটা তদন্ত করে দেখা হয়েছে যে, পানিসাগর এলাকায় মোট ৫৬টি রিং-ওয়েল এবং ২৮টি টিউব-ওয়েল আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---প্রশ্ন নং ২৭৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, প্রশ্ন নং ২৭৭।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর (হোমগার্ড) শ্রীতড়িত মোহন দেববর্মাকে আইন মোতাবেক কোন পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকই গত ১৩-১২-৭৭ইং তারিখে সেই দিনে স্বাক্ষরিত আদেশ বলে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তাকে এভাবে আকস্মিকভাবে কর্মরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করানোর কারণ কি ?

উত্তর

১ ও ২। অধুনালুপ্ত ফার্ষ্ট ত্রিপুরা রাইফেলস্ হইতে চাকুরী যাওয়ার পর শ্রীতড়িত মোহন দেববর্মা রাজ্য সরকারের পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হন। সৈন্য বাহিনীর প্রদত্ত ডিস্‌চার্জ সার্টিফিকেট অনুসারে তাহার জন্মের তারিখ ১৯১৭ইং সনের ১৮ই মার্চ, উক্ত জন্মের তারিখ পুলিশ বিভাগে তাহার সার্ভিস বুকে রেকর্ড করা হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে সার্ভিস বুকে উক্ত জন্মের সন কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে পরিবর্তন করিয়া ১৯২৭ইং করা হইয়াছে, এই পরিবর্তনের বিষয়টি গত ১৩-১২-৭৭ইং তারিখে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রকৃতপক্ষে তাহার চাকুরীর মেয়াদ তাহার বয়স ৫৮ বৎসর পূর্তি হওয়ায় সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বহু পূর্বেই অর্থাৎ বিগত ২৮-৩-৭৫ইং তারিখে শেষ হইয়া গিয়াছিল। কাজেই উক্ত ১৩-১২-৭৭ইং তারিখে তাহাকে অবসর গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মন্ত্রীমশাই, আগে সার্ভিস বুকে যে বয়স রেকর্ড করা হয়েছিল, পরে সেটাকে ১০ বছর কমিয়ে দেওয়ার জন্য একটা তদন্ত করে দোষীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, তদন্ত করেই এটা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---প্রশ্ন নং ৯১২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---প্রশ্ন নং ৯১২, স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ২৩শে আগষ্ট ১৯৭৪ সালে স্থানীয় বিশেষ একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে বিগত সরকার রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার করেছিল ?

উত্তর

১) না, মহাশয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আমি যতদূর জানি যে এখানকার জনপদ পত্রিকার সম্পাদককে নকশালি কাজকর্মের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল? এটা কি সত্য?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, যদি তিনি ঠিক ভাবে প্রশ্নটা করতেন, তাহলে জবাব দেওয়া যেত। এখন তিনি যেভাবে প্রশ্নটা করেছেন, সেটা যদি আগে করতেন, তাহলে তার জবাবটা সংগ্রহ করা যেত। যা হউক সত্যি ঐ নামে কোন সম্পাদক গ্রেপ্তার হয়েছেন কিনা, তা জেনে আমি পরে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৭৫, পঞ্চায়েতরাজ ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৭৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিলোনীয়া মহকুমার বড়াইয়া গ্রামে বি. এস. এফ. ক্যাম্প খোলার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিবেন কি?	১) বি. এস. এফ. ক্যাম্পের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা কয়েকটা জায়গা সম্বন্ধে অনুরোধ করেছিলাম। এই জায়গাটা ছিল না। আর কিছু কিছু বাড়ী আছে বি. এস. এফে'র কাজেই এটা সুপারিশ করার প্রশ্ন আসেনি এবং ত্রিপুরা সরকার তার একটা পুলিশ ফাড়ি খুলতে পারে কিনা সে জন্য চেষ্টা করছেন এবং এর মধ্যে টহলদার সেখানে রাখা হয়েছে এবং যদি আমরা দেখি বি. এস. এফ. ক্যাম্পের দরকার হয়, তাহলে বি. এস. এফ. মোভ করাতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে সেটাই যথেষ্ট।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২২৫। অ্যাডমিনিসট্রেটিভ রিফর্মস ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২২৫।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার প্রথম কোয়ালিশন সরকারের আমলে বর্তমান লোকসভার সদস্য শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে সরকারী ফাইল নিয়ে যাওয়া হত কি না ?

২) যদি হয়ে থাকে তবে সরকারের পতনের পর সব ফাইল ফেরত আনা হয়েছে কি না ?

উত্তর

১) সরকারের নিকট এমন তথ্য নাই যে রাজ্য সরকারের ফাইল শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথম কোয়ালিশন সরকারের সময় পাঠান হইয়াছে।

২) সব ফাইল ফেরত আনা হয়েছে কি না, আমরা সরকারে আসার পর দেখছি অনেক ফাইল নাই। কাজেই অন্য কোন জায়গাতে খোয়া গেছে। আজকে যখন তদন্ত কমিশনের ব্যাপারে আমরা ফাইল খোঁজছি তখন দেখছি যে ফাইল বিভিন্ন দপ্তর থেকে খোয়া গেছে। এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ফাইল কি করে খোয়া গেল জমা হল না কেন এগুলি খুঁজে বের করার জন্য সরকার সচেষ্ট হবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৩৯, সেক্রেটারিয়েট অ্যাড্‌মিনিসট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৩৯।

প্রশ্ন

১) কলিকাতা এবং দিল্লীতে ত্রিপুরা ভবনে থাকা ও খাওয়া বাবদ আজ পর্য্যন্ত মন্ত্রী, এম.এল.এ. ও অফিসারদের কার কাছে কত টাকা সরকারের পাওনা আছে ?

উত্তর

২) মন্ত্রীদের নিকট মোট ৫৯২ টাকা, এম.এল.এ'দের নিকট ৭৫৩'৫০ এবং অফিসারদের নিকট ২২৭'৫০ পাওনা আছে দিল্লী ভবনের জন্য। বামফ্রন্ট সরকার টাকা জমা দেওয়ার জন্য অফিসারদের বলেছেন। এছাড়া, মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার এম. পি. শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ, উনার কাছে পাওনা আছে ৮১৮'৭৫। কার কাছে কত টাকা পাওনা আছে তা নিম্নে দেওয়া হল।

(ত্রিপুরা ভবন)

১) শ্রী এস. কে. সেনগুপ্ত
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী — ১,১৪০-০০

২) শ্রী এস. আর. বর্মণ
প্রাক্তন মন্ত্রী — ১৩৫-০০

মোট—১,২৭৫-০০

অফিসার

১) শ্রী ডাঃ বি. মজুমদার, তেলিয়ামুড়া — ৬৮-০০
২) শ্রী ডি. এন. বরুয়া, ডি. সি — ১০৫-০০
৩) শ্রী এ. সিংহা, প্রাক্তন সি. এস — ১৯৫-০০
৪) শ্রী ও শ্রীমতী এ. বি. বোস, এস. পি. স্পেশাল ব্রাঞ্চ — ২৯-০০
৫) শ্রী বি. কে. চৌধুরী, অধ্যাপক, সি.পি.সি. — ৪৫-০০
৬) শ্রী এম. এম. দেববর্মণ, চীফ লেবার অফিসার — ৩৩৬-০০
৭) শ্রী ও শ্রীমতী এ. কে. দত্ত, স্পেশাল অফিসার রাজ্য লটারী — ৬০-০০
৮) শ্রী কে. ভট্টাচার্য্য,
শিক্ষক বি. কে. গার্লস স্কুল — ৯০-০০

মোট—৯০৬ টাকা

সরকারী কর্মচারী

১) শ্রী বি. কে. দেবনাথ, সি.টি.টি.আই — ২৭০-০০
২) শ্রী ও শ্রীমতী সি. এল. দাস, সহঃ শিক্ষক — ৪৮০-০০

মোট---৭৫০-০০

জনসাধারণ ও অন্যান্য

১) শ্রী বি. কে. চক্রবর্তী
সেক্রেটারী জনতা পার্টি — ১৩৫-০০
২) শ্রী এম. এম. দেববর্মণ
সভাপতি টি.পি.সি.সি — ২৫-০০
৩) শ্রী এ. গুপ্ত, সেক্রেটারী টি. পি. সি. সি — ৫৫-[illegible]
৪) শ্রীমতী টি. এস. মুর্তি (মুখ্যসচিবের স্ত্রী) — ২১৫-০০
৫) শ্রী আর. দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া — ১৩৫-২৫
৬) শ্রী জি. সি. রায়, সম্পাদক, গণসংবাদ — ১৭-৫০
৭) শ্রী আর. চক্রবর্তী, ছাত্র — ৮-৫০
৮) শ্রী এম. কে. দেববর্মা, কাঠাল বাগান — ১,৫৯০-০০
৯) শ্রী এস, কে. সেনগুপ্ত — ৮-২৫

মোট টাঃ ২,১৮৫-৭৫

ত্রিপুরা ভবন

মন্ত্রী

১) শ্রীআর. গুপ্ত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী	৩৫৩-৫০
২) শ্রী এস. আলী, প্রাক্তন মন্ত্রী ...	৫০.০০
৩) শ্রী এস. আর. বর্মণ, প্রাক্তন মন্ত্রী ..	৯৭.৫০
৪) শ্রীমতী লক্ষী নাগ, প্রাক্তন মন্ত্রী ...	৯১.০০
মোট টাঃ	৫৯২.০০

এম. এল. এ.

১) শ্রী পি. কে. দাস	৯৮.০০
২) শ্রী এ. কে. ভট্টাচার্য্য	৬৫৫.৫০
মোট টাঃ	৭৫৩.৫০

অফিসার।

১) শ্রী কে. পি. দত্ত, স্পেশাল অফিসার ...	১২১.০০
২) শ্রী এস, আর, দাসগুপ্ত, এল, এম, ই, পি ...	১০৬.৫০
মোট টাঃ	২২৭.৫০

সরকারী কর্মচারী।

১) শ্রী কে. দাস, পি. এ. টু প্রাক্তন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ...	৯.০০
২) শ্রী এম. পাল, পি. এ, টু, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ...	৫১.০০
৩) শ্রী পি. সি. দাস, পি, এ, টু, প্রাক্তন এডভাইসার ...	৮৪.০০
মোট টাঃ	১৪৪.০০

এম. পি.

১) শ্রী এস, এল. সিংহ .. ৮১৮.৭০ পঃ

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কলিকাতা এবং দিল্লী ভবনে সরকারের কত টাকা আয় হয়?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি এটাকে ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে পাঁচ বছরেই সব খরচের টাকা উঠে যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তরপত্র টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--- এই জিরো আওয়ার'এ আমি একটি প্রস্তাব এই বিধানসভায় রাখতে চাই। গতকাল যে পৌর নির্বাচন হয়েছে এই আগেরতলা শহরে এই পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৫ বছর পরে। গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার এই গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে এনেছেন। সারা আগরতলা শহরে পৌর নির্বাচনে বামফ্রন্ট

প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন, বামফ্রন্টের যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচীর জন্যই। ১০টি আসনে ১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলেন, বামফ্রন্টের সকলেই জয়লাভ করেছেন। আমরা সকলে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জয়ে।

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ--- আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকারের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর ঃ---

"গত একমাস যাবত ক্রমাগত ও অবিরাম বর্ষণের ফলে হরিণাখলা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় গৃহগুলি একেবারে ধরাশায়ী হওয়া ও তদ্‌জনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- ২৮/৬/৭৮ তারিখে এই কলিং এটেনশনের উত্তর আমরা দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ--- আমি পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর কাছ থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ---

"গত দুইদিন অবিরাম বৃষ্টিপাতের দরুণ চড়িলাম, বিশালগড়, সোনামুড়া এলাকায় এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা ও পাহাড়ী ঢলে জনজীবনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ---আমি ২৮।৬।৭৮ ইং তারিখ এই কলিং এটেনশন উপর উত্তর দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হোল ঃ— উদয়পুর শহরের তিনটি এলাকায় সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে ১৮।৬।৭৮ ইং পর্যন্ত বাড়ী ঘর জলমগ্ন হয়ে থাকা সম্পর্কে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশে উদয়পুর শহরের যে তিনটি এলাকা জলমগ্ন হইয়াছিল বলা হইয়াছে—সেই তিনটি এলাকায় নামের কোন উল্লেখ নাই। আমাদের হাতে যে তথ্য আছে তাহার ভিত্তিতে জানা গিয়াছে যে সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে উদয়পুর শহরের নিম্নোক্ত তিনটি এলাকা জলমগ্ন হইয়াছিল ঃ

১) জগন্নাথ দিঘীর দক্ষিণ পূর্ব কোণ হইতে অমরসাগর পর্য্যন্ত রাস্তার দক্ষিণাংশ ;

২) তালতলা অঞ্চল ঃ— ডাঃ ইন্দ্ররায়ের বাড়ীর পশ্চাত ভাগে নিউ টাউন রোড এবং সেন্ট্রাল রোডের মধ্যবর্ত্তী অংশ ;

৩) ধনীসাগরের উত্তরাঞ্চল এবং পুরাতন উদয়পুর-অমরপুর রাস্তার মধ্যবর্ত্তী নিম্নাঞ্চল ।

উপযুক্ত জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থার অভাবই বর্ণিত অঞ্চলগুলির জলমগ্ন হওয়ার মুখ্য কারণ। উদয়পুর শহরে কোন পৌরসভা অথবা এ জাতীয় কোন সংস্থা না থাকাতে জনসাধারণ যদৃচ্ছভাবে যেখানে সেখানে, জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থার কথা চিন্তা না করিয়াই, নিম্নাঞ্চলে বাড়ীঘর তৈরী করিয়াছেন, কতকগুলি পুষ্করিনীও খনন করিয়াছেন এবং স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা ব্যাহত করিয়াছেন। অনেক জায়গায় দেখা যায় বর্ষাকালে পুষ্করীনির অতিরিক্ত জল নিম্নাঞ্চল গুলিকে জলমগ্ন করিয়া দেয়। তালতলা অঞ্চলে এই রকম একটি ক্ষেত্রে গত বৎসর জল নিষ্কাশনী কাঁচা নালা খনন করিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু পুষ্করিণীর মালিক ঐ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় নালাটি খনন করা সম্ভব হয় নাই। ইদানিং কালে উদয়পুর শহরকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই শহরের জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থার জন্য সামগ্রিকভাবে শহর জরীপ করিয়া একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরী করার বিষয় সরকার কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব জায়গা গুলিতে জল দাঁড়াচ্ছে সেগুলি নিচু এলাকা। মানুষ বাড়ীঘর তৈরী করার জন্য সেখানে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়' তালতলা অঞ্চলে যেটা আছে। কিন্তু আমি জানি মধ্যপাড়া অঞ্চল যেটা আছে, যেটা জগন্নাথ দিঘীর কোণ পর্য্যন্ত গেছে, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এই অঞ্চলে গত ৫০ বছর ধরে লোক বসবাস করছে। সমস্যাটা হচ্ছে যে, সেখানে মানুষ বসবাস করছে, কিন্তু সেখানে পাম্প এর ব্যবস্থা নেই, পুকুর নেই কিচ্ছু নেই। সেখানে ড্রেনেজের যে ব্যবস্থা ছিল, সেটা একজন লোক বন্ধ করে দিয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বলেছেন যে একটা প্ল্যান তৈরী করা হচ্ছে এবং এই প্লেনের সাহায্যেই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আমরা এই প্লেনেও মাষ্টার প্লেন এর কথা জানি। আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে সেটা দীর্ঘ দিনের ব্যাপার, কিন্তু এখন যে লোক জলমগ্ন অবস্থায় বাড়ী ঘরে আটকে আছে, সে সম্পর্কে তড়িঘড়ি কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা। মানুষ যে বাড়ী ঘরে আটকে আছে, তাদের রান্নাঘরে পর্য্যন্ত জল ঢুকেছে এরকম অবস্থায় 'এর থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়ার মত সাম্প্রতিকালে কোন কিছু করা যায় কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওখানে পূর্ত্ত দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তাদেরকে খবর পাঠানো যাতে করে কিছু করা যায় কিনা

দেখতে। কিন্তু ত্রিপুরাতে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে এখানে বাড়ীঘরগুলো এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যার ফলে নালা করতে গিয়ে প্রায় একই সমস্যা এবং নানা রকম জায়গার প্রশ্নও থাকে, যার ফলে দখল করা যায় না। তার একটি ইনস্টেন্স আমি উল্লেখ করেছি, তথাপি সরকারের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা নেব কিছু করা যায় কি না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— অতিবৃষ্টির ফলে উদয়পুর বিভিন্ন মাঠগুলিতে এখন বালি ভর্তি হয়ে গেছে এবং তার ফলে কৃষকরা কাজ করতে পারছেনা। এই ব্যাপারে সরকার অবগত আছেন কিনা এবং এটার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না?

শ্রীবৈদনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার জবাব অবশ্য এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের দেওয়ার কথা, তাহলেও অমি বলছি যে মাননীয় সদস্য এর নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা আছে যে ত্রিপুরার নদী ও ছড়াগুলি ডিফরেস্টেশনের ফলে এত ভাংছে এবং ধানী জমিগুলিও ভেঙ্গে যাচ্ছে বালি ব্যাপক ভাবে ত্রিপুরার সব সাব্-ডিভিশনগুলিতে চাষের জমি নষ্ট করছে। এটা একটা প্রবলেম হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের কাছে। অবশ্য কিছু কিছু কাজ আমরা করেছি কোন কোন জায়গায়। সরকারের পক্ষে এত বালি সরানো স্বভাবতঃই একটা কঠিন সমস্যা।

মননীয় অধ্যক্ষ ঃ— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন ঃ নোটিশের বিষয়-বস্তু হলো ঃ—

"গত ১৭ ই জুন কমলাসাগর দেবীপুর বাজারে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে কর্মীদের উপর জনতা পার্টির সমর্থনকারী দুষ্কৃতকারীদের সংঘবদ্ধ হামলা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— গত ১৭ই জুন ১৯৭৮ ইং তারিখ রাত প্রায় ১১টার সময় কমলাসাগর গাঁওসভার প্রধান শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবনাথ ডজন আহত ব্যক্তিকে নিয়ে বিশালগড় থানায় উপস্থিত হয়ে এক লিখিত অভিযোগ প্রদান করেন। অভিযোগে বলা হয় তাহারা কমলাসাগর গাঁওসভার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিট প্রফুল্ল দেবনাথের সভাপতিত্বে এক মিটিং করিতেছিলেন। এমন সময় কেনানীয়া নিবাসী শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীনৃপেন্দ্র দাশগুপ্ত ২০/২৫ জন গুণ্ডা নিয়ে তাহাদের পার্টি অফিসে দা, লাঠি ইত্যাদি নিয়া মারধোর শুরু করে এবং বেশ কিছু লোককে প্রচণ্ডভাবে আহত করে। তারপর এই আক্রমণকারীদল কমলাসাগর বাস সার্ভিসটি আটক করে গাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহাদের লোকজন যাহারা গাড়ীতে ছিল তাহদিগকেও প্রচণ্ড মারধোর করে। এই অভিযোগ লিপিতে শ্রীনৃপেন্দ্র দাশগুপ্ত সহ মোট ৯ জনের নাম প্রকাশ করে, তাহারা হলো ১) শ্রীনৃপেন্দ্র দাশগুপ্ত ২) শ্রীঅজিত কুমার দত্ত ৩) শ্রীনেপাল সরকার ৪) শ্রীনিরোদ সিংহ ৫) শ্রীসুনল চন্দ্র ভৌমিক ৬) শ্রীবিধুভূষণ দত্ত ৭) শ্রীব্রজেন্দ্র দত্ত ৮) শ্রীহরেন্দ্র সরকার ৯) শ্রীমনোরঞ্জন দাশগুপ্ত।

এই অভিযোগ পত্র পাওয়ার পর বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮-১৪৯-৩২৫-৩৪ নং ধারায় বিশালগড় থানায় ১৬(৬)৭৮ নং মোকর্দ্দমা নথিভুক্ত করা হয় এবং সাথে সাথেই প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। পরবর্তী সময় এই কেসটিতে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৪৮ নং ধারা যোগ করার জন্য আদালতে আবেদন করা হয়। ঐ দিনই অর্থাৎ ১৬ই জুন ১৯৭৮ইং রাত প্রায় ১১-১৫ মিনিটের সময় বিশালগড় থানার অধীন কেনানীয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীপ্রবোধ কুমার সিং বিশালগড় থানায় উপস্থিত হয়ে এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে বলা হয় যে, অভিযোগকারী শ্রী প্রবোধ কুমার সিং বিকাল ৪টার সময় দেবীপুর বাজারে গিয়া প্রাণকৃষ্ণের চায়ের দোকানে চা খাইয়াছেন। অনুমান বিকাল ৬টায় বাজারের উত্তরে গণ্ডগোল শুনিতেছিলেন। তখন তাহাকে কয়েকজন লোক আক্রমণ করে ভীষণ ভাবে মারধোর করে এবং মাথায় রক্তাক্ত জখম করে। আক্রমণকারীদের হাতে কাঁধের ভার (লাঠি) এবং লোহার রড ছিল। আক্রমণকারীদের মধ্যে ৩ জনকে সে চিনিতে পারিয়াছিল। তাহারা হল--- (১) রাজেন্দ্র কুমার দাস (২) কালীচরণ দাস (৩) প্রভু। এই অভিযোগের মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারায় বিশালগড় থানায় ১৭-৬-৭৮ নং মোকদ্দমা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অভিযোগকারীকে বিশালগড় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জখম খুব গুরুতর নয়।

প্রথম ঘটনার তদন্তে দেখা যায় গত ১৬-৬-৭৮ ইং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় দেবীপুর বাজারের এক মুদী দোকানের মালিক শ্রীরাজেন্দ্র কুমার দাস কেনানিয়া গ্রামের শ্রীঅজিত কুমার দত্তকে তাহার দোকান হইতে যে সমস্ত জিনিস পত্র নিয়াছিল সেইগুলির দাম পরিশোধ করিতে বলে। অজিত দত্ত দাম পরিশোধ করিতে অস্বীকার করায় তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হয়। তারপর শ্রী রাজেন্দ্র দাস শ্রী অজিত দত্তকে ঘুষি মারে। ঐদিনই রাত্রে শ্রী দাসের বড় ভাই শ্রী নারায়ণ দাস শ্রী অজিত দত্তের বাড়ীতে গিয়ে তার ছোট ভাইয়ের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং এই ভাবেই ঘটনাটি এখানে সমাপ্ত হয়।

পরের দিন অর্থাৎ ১৭-৬-৭৮ ইং রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় কেনানিয়া গ্রামের সর্বশ্রী (১) নৃপেন্দ্র দাসগুপ্ত, (২) অজিত দত্ত, (৩) নেপাল সরকার, ৪) নিরোদ সিং (৫) সুবল চন্দ্র ভৌমিক, (৬) বিধুভূষণ দত্ত, (৭) রাজেন্দ্র দত্ত, (৮) হরেন্দ্র সরকার, (৯) মনোরঞ্জন দাসগুপ্ত আরও ১৫-১৬ জন লোক সহ দাও, লাঠি, ডেগার নিয়ে দেবীপুর বাজারে আসে। এই সময় শ্রী রাজেন্দ্র দাস দেবীপুর বাজারে সি, পি, এম অফিসে ছিলেন। আগত লোকদের মধ্যে একজন শ্রী রাজেন্দ্র দাসকে সি-পি-এম অফিস হইতে বাহিরে আনিয়া তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে বলে। বাহিরে আসার সাথে সাথেই শ্রী অজিত দত্ত বেল্ট দিয়ে শ্রীদাসকে মারিতে আরম্ভ করে। শ্রী দাস দৌড়ে সি-পি-এম অফিসে প্রবেশ করে। তাহাকে অনুসরণ করে শ্রী নৃপেন্দ্র দাস এবং আরও কয়েকজন উক্ত পার্টি অফিসে ঢোকে দেবীপুরের সর্বশ্রী হরিমোহন সিং, গোপাল দাস, এবং কালীচরণ সরকার সহ শ্রীদাসকে চড়, থাপর এবং লাঠি দিয়ে মারধোর করে। তারপর

কেনানিয়া গ্রামে ফিরে যাওয়ার পথে দেবীপুরে সার্ভিস গাড়ীটি জোর পূর্বক থামায়। বাসে প্রবেশ করে তাহারা দেবীপুর নিবাসী সর্বশ্রী নিরঞ্জন দেবনাথ, বলাই দাস, সাধন চন্দ্র দেবনাথ, অরুন চন্দ্র ধরকে মারধর করে। তদন্তে জানা যায় ঐ আক্রমণকারী যখন গাড়ীতে জোর পূর্বক প্রবেশ করেছিল তখন তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে দাও ছিল। গাড়ীর আরোহী বি-এস-এফ এর একজন জোয়ান ঐ সময় আক্রমণকারীর হাত হইতে দাওটি ছিনাইয়া নেয়। এই ঘটনায় মোট ছয়জন আহত হয়। তাহারা দেবীপুরের সর্বশ্রী নিরঞ্জন দেবনাথ, হরিমাধব শীল, গোপাল চন্দ্র দাস, কালীচরণ সরকার, নেপাল দেবনাথ, বলাই চন্দ্র দাস। আহত এই ছয়জনকেও বিশালগড় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। তাহাদিগকে রাত ১১-৪০ মিনিট থেকে রাত্র ১২টার মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। জখম সাধারণ বিধায় প্রাথমিক চিকিৎসার পরেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

অভিযোগে বর্ণিত আসামীগণ পলাতক সেইজন্য কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। যতটুকু খোঁজ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জনা যায় ঐ সমস্ত আক্রমণকারী ব্যক্তিরা জনতা পার্টির সমর্থক।

ঘটনাস্থল দেবীপুর, বিশালগড় থানা হইতে ১৫ (পনর) কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। গোলযোগ প্রশমনের নিমিত্ত দেবীপুর বাজারে একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসান হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখানে আর একটি কলিং এটেনশান ছিল। মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী আজ উত্তর দেবেন বলেছিলেন। কলিং এটেনশানটি ছিল সুবল রুদ্র মহাশয়ের। বিষয় হচ্ছে---মেলাঘর উদ্বাস্তু মৎসজীবী সমবায় সমিতির পরিচালনায় প্রবল অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে গত ১৮ই জুন ও ১৯শে জুন তিন চার শতাধিক শেয়ার হোল্ডারের বিক্ষোভ প্রকাশ সম্পর্কে। আমি মাননীয় সমবায় মন্ত্রীকে উনার রিপ্লাই দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মেলাঘর উদ্বাস্তু মৎসজীবী সমবায় সমিতির পরিচালনায় প্রবল অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে গত ১৮ই ও ১৯শে জুন তিন চার শতাধিক শেয়ার হোল্ডারের বিক্ষোভ প্রকাশ সম্পর্কে যে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাবটি এখানে আনা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, সেটা বর্তমানে ট্রাইবুনেল ও হাই-কোর্টে মামলা বিচারাধীন আছে। এই অবস্থায় এখানে বিবৃতি দেওয়াটা ঠিক হবেনা। তবে আপনার অনুমতি পেলে বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ---হাইকোর্টে কোন বিষয় যদি বিচারাধীন থাকে তাহলে সে সম্পর্কে কোন বিবৃতি প্রকাশ করা যায় না।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ---স্যার, এই সম্পর্কে মেলাঘরে যে মৎসজীবি উদ্বাস্তু তাদের মামলা বিচারাধীন থাকা সত্বেও এই যে বিক্ষোভ প্রকাশ হচ্ছে তার কারণ জানতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি রুলিং দিয়েছি তারপর আর কোন কথা উঠেনা। আমাদের এখানে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আছে। সুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয়ের। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এব্যাপারে রিপ্লাই দিতে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—"শ্রীনগর (করিমা টিলা) শঙ্কর মল্লের বাড়ীতে ১৮ই জুন রাত্র ৩টা ও সাম্প্রতিক শ্রীনগরে ডাকাতির ঘটনা সমূহ সম্পর্কে।" এখানে ৪টি ঘটনা আছে। আমি এক এক করে সবগুলি বলে যাব।

১৯৭৮ ইং সনের মার্চ মাস হইতে জুন মাসের বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত সাব্রুম মহকুমার শ্রীনগরে শ্রী শঙ্কর মল্লের বাড়ী সহ মোট ৪টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ।

শ্রীনগর গ্রামের করিমা টিলার শ্রীশঙ্কর মল্লের বাড়ীতে গত ১৮ই জুন ১৯৭৮ ইং রাত ২টায় এক ডাকাতি সংঘটিত হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ১৫-১৬ জনের এক দুর্বৃত্তদল লাঠি, দাঁও ইত্যাদি নিয়ে শ্রীমল্লের বাড়ীতে চড়াও হয়। ডাকাত দল শ্রীমল্ল এবং তাহার ছোট ভাইকে মারধোর করে। তাহাতে তাহারা দুইজনই সামান্য আহত হয়। ডাকাত দল কিছু কাপড় এবং নগদ অর্থ সহ আনুমানিক মং ৩৪২ টাকা নিয়ে যায়। আক্রান্ত বাড়ীটি সীমান্তের নিকটবর্তী একটি নির্জন টিলার উপর অবস্থিত। যদিও গ্রাম রক্ষী বাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনী এই এলাকায় ছিল। কিন্তু তৎসত্বেও বাড়ীটি নির্জন স্থানে অবস্থিত বিধায় দুষ্কৃতকারী দল ডাকাতি করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশ নাগরিক এক রিক্সা চালককে সাক্ষীগণ চিনিতে পারিয়াছিল বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ রাইফেলস্ বাহিনীর কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—শ্রীশংকর মল্লের বাড়ীতে ডাকাতির ঘটনার পূর্বে আরো তিনটি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয় যথাক্রমে গত ১১-৩-৭৮ইং, ১৪-৫-৭৮ইং এবং ১২-৬-৭৮ইং। এই ঘটনাগুলির বিবরণ প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী নিম্নরূপ।

গত ১১ই মার্চ ১৯৭৮ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১১টার সময় ১৫/২০ জনের এক বাংলাদেশী দুবৃত্তকারী দল লাঠি, দাঁও এবং টর্চ লাইট নিয়ে আমলিঘাট গ্রামের শ্রীকেশব চন্দ্র দাসের বাড়ীতে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে। দুষ্কৃতকারী দল লুঙি এবং কালো রং-এর কোট-সার্ট পরিহিত ছিল। শ্রীকেশবচন্দ্র দাসকে ঐ দুষ্কৃত-কারী দল দড়ি দিয়ে বেধে লাঠির আঘাতে আহত করে এবং তারপর নগদ অর্থ সোনার গহনা, কাপড় (আনুমানিক প্রায় ১৪০০ টাকা মূল্য) নিয়া চলিয়া যায়। বাড়ীর মালিক শ্রীকেশব চন্দ্র দাসের অভিযোগ ক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারায় সাব্রুম থানায় ৭(৩)৭৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়। ঐ দুষ্কৃত দলের একজনকে বাংলাদেশের ছাগলনাইয়া থানার চম্পকনগর গ্রামের বাংলাদেশ নাগরিক আবদুল হোসেন বলে একজন সাক্ষী সনাক্ত করিয়াছেন। ঘটনাস্থল আমলীঘাট সাব্রুম থানা হইতে ৪২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে, আমলীঘাট সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ফাঁড়ি হইতে ৪ ফার্লং উত্তর পূর্বে এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হইতে ৪ ফার্লং উত্তরে অবস্থিত। পূর্বের একটি ঘটনায় উক্ত আসামী আবদুল হোসেন একবার গ্রেপ্তার হইয়াছিল। তাহাকে কোর্ট হেপাজত হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। মুক্তি পাওয়ার পর সে বাংলাদেশে ফিরে যায় এবং পুনঃ এই অপরাধজনিত ঘটনা সংঘটিত করে।

দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত হয় শ্রীনগর গ্রামের করিমাটিলায় শ্রীদুলাল ভৌমিকের বাড়ীতে গত ১৪ই মে ১৯৭৮ইং তারিখ। উক্ত তারিখে রাত ৯-৩০ মিঃ-এর সময় ১০/১২ জনের এক দুষ্কৃতকারী দল ছোরা এবং মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রী ভৌমিকের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়া ডাকাতি করে। দুষ্কৃতকারীগণ শ্রীদুলাল ভৌমিককে দড়ি দিয়ে বাঁধিয়া মুখে চাপা দিয়ে রাখে। দুষ্কৃতকারীরা দুলাল ভৌমিক এবং শ্রীনিখিল দত্তের বাড়ী হইতে সোনার গহনা, কাপড়, হাতঘড়ি অন্যান্য জিনিষপত্র এবং নগদ টাকা (আনুমানিক মং ৩৩০০) টাকা নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল শ্রীনগর করিমাটিলা সাব্রুম থানা হইতে ৪২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে, আমলীঘাট সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ফাঁড়ি হইতে ২ কিঃ মিঃ উত্তরে, শ্রীনগর সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ফাঁড়ি হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত হইতে ৩ ফার্লং পূর্বে অবস্থিত। তদন্তের সময় সাক্ষীগণ দুষ্কৃতকারী দলের দুই জনকে বাংলাদেশের ছাগলনাইয়া থানার চম্পকনগর গ্রামের বাংলাদেশ নাগরিক রহিমউল্লা এবং মোকা মিঞা বলে সনাক্ত করে শ্রীদুলাল ভৌমিকের অভিযোগ ক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারায় সাব্রুম থানায় ৫(৫) ৭৮নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

তৃতীয় ডাকাতির ঘটনাটিও সংঘটিত হয় শ্রীনগরে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১২ই জুন ১৯৭৮ ইং রাত প্রায় ১টার সময় ৮/১০ জনের একটি অপরিচিত দুষ্কৃতকারী দল শ্রীনগেন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া ডাকাতি করে। ঐ ডাকাত দলের কাছে লাঠি, ছোড়া প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাহারা শ্রীদেবনাথের বাড়ী হইতে নগদ অর্থ, সোনার গহনা, কাপড় ও অন্যান্য জিনিষপত্র (মূল্য প্রায় মং ৫২৪০ টাকা) লুঠ করিয়া নিয়া যায়। ডাকাতির সময় শ্রীনগেন্দ্র দেবনাথের স্ত্রী ও ছেলে ডাকাতদের হাতে আহত হয়। তদন্তের সময় সাক্ষীগণ ডাকাত দলের কয়েকজনকে বাংলাদেশের নাগরিক বলিয়া সনাক্ত করে।

তাহারা হল বাংলাদেশের ছাগলনাইয়া গ্রামের সামসু মিঞা, আবু তাহের ও জালাল মিঞা। এই ঘটনার ব্যাপারে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের বি, ডি, আর বাহিনীর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। সেই সূত্রে বাংলাদেশ পুলিশ সামসু মিঞা ও জালাল মিঞাকে চোরাই মাল সহ গ্রেপ্তার করে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কর্তৃপক্ষ ঐ মালগুলি ফেরৎ পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের বি, ডি, আর বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীনগেন্দ্র দেবনাথের অভিযোগ ক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারা অনুযায়ী সাব্রুম থানায় ৪(৬)৭৮নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

পর পর কয়েকটি ডাকাতি এই অঞ্চলে সংঘটিত হওয়ায় ডাকাতি প্রতিরোধকল্পে শ্রীনগরে একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। পুলিশ বাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর টহলদারি বিশেষ জোরদার করা হইয়াছে। এছাড়াও গ্রামরক্ষী বাহিনীকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করা হইয়াছে এবং আমরা আশা করছি এই এলাকায় নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

ভোটিং অন্ ডিমাণ্ডস্ ফর গ্রান্টস্
ফর দি ইয়ার ১৯৭৮-৭৯ইং

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্তী বিষয় হলো :—

"১৯৭৮-৭৯ইং সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ।"

আজকের কার্য্যসূচীতে ১২ (বার)টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে যথা :— ডিমান্ড নং ৬, ডিমাণ্ড নং ১৪, ডিমাণ্ড নং ২০, ডিমাণ্ড নং ৩৫, ডিমাণ্ড নং ৩৬, ডিমাণ্ড নং ৩৯, ডিমাণ্ড নং ৪৩, ডিমাণ্ড নং ২১, ডিমাণ্ড নং ৩০, ডিমাণ্ড নং ৪১, ডিমাণ্ড নং ১৮, এবং ডিমাণ্ড নং ১৯।

এখন উপরোক্ত ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ শেষ করতে হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের সভার কার্য্যসূচী এবং তার সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আমি যখন নাম ডাকব তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একের পর এক উত্থাপন করবেন। ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি উত্থাপিত হওয়ার পর, যেসব ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তারপর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাব এর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মুল ব্যয় বরাদ্দের দাবী একটি একটি করে ভোটে দেব।

এখন আমি মাননীয় পূর্ত এবং পরিবহন বিভাগের মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে এই সভায় উত্থাপন করতে।

Shri Baidyanath Majumder :—Hon'ble speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 52,58,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 6 (Major head 24 Taxes on vehicles Rs. 1,65,000) (Major Head 344—other Transport & Communication Services 50,93,000).

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,62,15,000 exclusive charged expenditure of Rs. 5,00,000 (inclusive of the sums specified in column of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 14 (Major Head 259-Public Works Rs. 6,49,60,000) (Major Head 277-Education Rs. 6,43,000) (Major Head 278 Art & Culture Rs. 1,000) (Major Head 280-Medical Rs. 4,21,000) (Major Head 282-Public Health, Sanitation & Water Supply Rs. 50,000) Major Head 287-Labour & Employment (Craftsman Training)

Rs. 50,000), Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 20,00) Major Head 321—Village & Small Industries Rs. 70,000).

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,04,38,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979, in respect of Demand No. 20 (Major Head 283 Housing (Govt. residential buildings) Rs. 35,69,000) (Major Head 284—Urban Development (Town & Regional Planning) Rs. 2,40,000) (Major Head 337—Roads & Bridges Rs. 1,66,29,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,98,07,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 35 (Major Head 306—Minor Irrigation Rs. 13,03,000) (Major Head 331—Water and power Development Schemes Rs. 36,15,000) (Major Head 333—Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Projects -Rs. 28,89,000) (Major Head 334—Power Projects—Rs. 1,20,00,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,62,77,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 36. (Major Head 477—capital outlay on Education, Art & Culture—Rs. 28,00,000), (Major Head 459—Capital outlay on Public Works —Rs 70,10,000) Major Head 480—Capital outlay on Medical—Rs. 43,00,000) (Major Head 482—Capital outlay on Public Health, Sanitation & Water Supply—Rs. 1,76,00,000) (Major Head 510—Capital Outlay on Animal Husbandry—Rs. 16,57,000) (Major Head 511—Capital outlay on Diary Development—Rs. 7,60,000) (Major Head 521—Capital outlay on village & Small Industries—Rs. 21,50,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,22,70,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 39 (Major Head 483-Capital outlay on Housing—Rs. 13,70,000) Major Head 499—Capital outlay on Special & Backward Areas (N.E.C. Schemes for Roads & Bridges)—Rs. 1,54,00,000) (Major Head 537—Capital outlay on Roads & Bridges—Rs. 4,55,00,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,78,97,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 43 (Major Head 506—Capital outlay on minor Irrigation, Soil conservation & Area Development—Rs. 1,04,97,000) (533—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood control Projects—Rs. 1,07,00,000) (Major Head 534—Capital outlay on Power Projects—Rs. 4.57,00,000)

মিঃ স্পীকার ঃ আমি মাননীয় পশু প্রতিপালন এবং কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে হাউসে উত্থাপন করতে

Shri Baju Ban Riang :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,49,86,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No 29 (Major Head 299—Special & Backward Areas (N. E. C. Schemes for Agri., Soil Conservation & Fisheries)—Rs. 21,02,000) (Major Head 305—Agriculture—2,70,31,000) (Major Head 306—Minor Irrigation (Agri.)—Rs. 30,12,000) (Major Head 307—Soil & Water Conservation (Agri) Rs. 66,19,000 (Major Head 312—Fisheries—61,22,000) (Major Head 314—Community—Development—Rs. 1,00,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,38,13,000(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 30 (Major Head 299—Special & Backward Areas (N. E. C. Schemes for Animal Husbandry & Dairy Development)—Rs. 11,30,000) (Major Head 310 – Animal Husbandry—Rs. 96,06,000) (Major Head 311—Dairy Development—Rs. 30,77,000.)

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,22,60,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 41 (Major Head 505—Capital outlay on Agriculture—Rs. 1,20,60,000) (Major Head 705—Loans for Agriculture—2,00,000).

মিঃ স্পীকার—এখন আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এই সভায় উত্থাপন করতে।

Shri Bibekananda Bhowmik—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,69,32,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 18 (Major Head 265—other Administrative Services (Vital Statistics) Rs. 1,25,000) (Major Head 280—Medical Rs. 2,28,68,000) (Major Head 282—Public Health, Sanitation & Water Supply—Rs. 39,39,000).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,21,000 (inclusive of the sums specified

in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 19 (Major Head 281—Family Welfare—Rs. 13,21,000).

মিঃ স্পীকার—এখন আমি ডিমাণ্ডগুলি এবং কাটমোশান আলোচনার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮ এর উপর একটা কাটমোশান এনেছি। "গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে আরো অধিক পরিমাণে ঔষধ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে"।

আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত হস্‌পিটাল এবং ডিস্‌পেনসারী রয়েছে, সেখানে আমরা প্রয়োজন মত ঔষধপত্র পাচ্ছি না। যার ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ রোগে অসহায় হয়ে পড়ছে। ডিস্‌পেনসারীগুলোতে রোগীরা দলে দলে যাচ্ছে কিন্তু ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশান দিচ্ছেন দোকান থেকে ঔষধ কিনে আনতে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ প্রশ্ন করে যেখানে সরকারী হস্‌পিটাল, বিনামূল্যে ঔষধ পাওয়ার কথা, সেখানে আমরা পাচ্ছি না কেন? ডিস্‌পেনসারী এবং হস্‌পিটালে আমরা দেখেছি ডাক্তররা প্রায় সব জায়গাতেই অনিয়মিত। এই হাউসেও আলোচনা হয়েছিল যে সাব্রুমের শিলাছড়িতে ডাক্তার অনুপস্থিত থাকার জন্য একজন লোক মারা গেছে। এমন বহু কেস আছে যে সমস্ত অশিক্ষিত মানুষ হাউসে বলতে পারেনা বা খবরের কাগজেও তুলতে পারেনা। যেখানে মাসে ১৫/১৬ দিন ডাক্তররা অনুপস্থিত থাকেন, সেখানে রোগীদের কি অবস্থা সেটা বলে বুঝানো যায় না। আমরা গ্রামে দেখেছি ১০০।২০০ মানুষ লাইন করে বসে আছে। কাছে পিঠে এমন কোন চিকিৎসার আর ব্যবস্থাও নেই যে বেসরকারী ভাবে তারা চিকিৎসা করবে। আর যেমন অম্পি হস্‌পিটালে আমরা দেখেছি সেখানে বেড পর্যন্ত নেই। যেগুলি আছে সেগুলিও নোংরা, আর ভেঙ্গে গেছে। রীতিমত খাদ্য পরিবেশন হয় না। সেখানে কর্মচারী সমন্বয় কমিটির নাম করে কাজ করতে যাচ্ছে না এবং নানা রকম অসুবিধা দেখিয়ে রোগীদের রান্না পর্যন্ত করে না। আমি এই বিষয়ে মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, সে বিষয়ে কিছু হয়েছে কিনা জানি না। অ্যাম্বুলেন্সের অভাব একথাও আমি বলেছি। মাত্র ১৮।১৯টা অ্যাম্বুলেন্স কাজেই যে সমস্ত রোগী আসে হস্‌পিটালে, হয়ত ডাক্তার রেফার করলেন। কিন্তু তাকে নিয়ে যাওয়ার কোন সুবিধা পাওয়া গেল না। আর অম্পিনগর এমন একটা জায়গা, সেখানে হয়ত ডেলিভারী কেসের চিকিৎসা গ্রামাঞ্চলে হয় না বললেই চলে। তাছাড়া আজকের মত দুর্দিনে হয়ত রাস্তা আটকে গেল, ঔষধ গেলনা এবং রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এরকম অবস্থা আমরা ফেস করছি। গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত ডিস্‌পেন্সারী রয়েছে সেগুলোতে আরও ঔষধ সরবরাহ না করলে যে সমস্ত হস্‌পিটাল রয়েছে সেগুলিকে যদি আন্তরিকতার সঙ্গে, মনোযোগের সঙ্গে না দেখা হয় তাহলে শুধু অর্থ বরাদ্দ করে গ্রামাঞ্চলে সুখ ও সমৃদ্ধি আনা সম্ভব হবে না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২০শে আমরা রাস্তা মেরামত সম্পর্কে একটা কাটমোশান এনেছি আজকের মত দিনে এটা অর্থপূর্ণ যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাস্তা তৈরী হল, অথচ এক আধটুকু বৃষ্টি হলেই গাড়ী চলে না। আগরতলা আজকে বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা বছরের পর বছর দেখছি কিছুই হচ্ছে না। বৃষ্টি হলেই আসাম-আগরতলা রোডে গাড়ী চলে না। সব কিছুই আটকে যায় কাজেই রাস্তা এবং ব্রীজ টাকা খরচ করে করা হয় ঠিকই। কিন্তু আমরা এগুলি পারমানেন্ট করতে পারি না। অনেক সময়েই আমরা দেখেছি, অতীতেও এইরকম হয়েছে ঠিক, কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও দেখেছি, গ্রামোন্নয়ন কমিটি কিংবা গণ কমিটি, এই সমস্ত কমিটি দ্বারা কাজ কর্ম হচ্ছে, টাকা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তেমন কাজ হচ্ছে না। অথচ কাজ শেষ না করার আগেই টাকা দিয়ে দেওয়া হয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে বৃষ্টি হলেই, আমি দেখেছি যে সেদিনও অম্পি এবং তেলিয়ামুড়া রোড বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেখানে একটা কাঠের পুল দেওয়া হয়েছিল, সেটা ভেঙ্গে গেছে। আজ পর্যন্ত সরকারের উদ্যোগ নেই সেটা মেরামত করার জন্য। আমি দেখেছি কর্মচারী এবং ছাত্রেরা আটকে গেছে। সাধারণ বৃষ্টিতে যেখানে রাস্তা অচল হয়ে পড়ে এবং শুধু একটি মাত্র ব্রীজ দিলেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হয় সেখানে একটি মাত্র ব্রীজ দেবে না এবং ভেঙে গেলেও মেরামত করে না। আমি শুনেছি যে তেলিয়ামুড়ার রাস্তাটা ভাঙা অবস্থায়। আমরা শুনেছি ধর্মনগর, সাব্রুম, কমলপুর রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে টাকা খরচ করা হল এই টাকা দিয়ে নূতন করে একটা সমস্যা সৃষ্টি করা হল। যোগাযোগ সমস্যা তো রয়েছেই তদুপরি যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তার দিকে নজর দেওয়া আমার মনে হয় বাঞ্ছনীয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর যাওয়ার রাস্তাই নয়, আমি দেখছি যে মফঃস্বল এরিয়াতে যে সমস্ত ব্রিজ তৈরী করা হয়, সেগুলি দুই বছর না যেতেই ঘুণে ধরতে শুরু করে এবং সাধারণ ভাবে একটু বৃষ্টি হলেই সেগুলি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এই রকম রাস্তা এবং এই রকম পুলের উপর নির্ভর করা যায় না।

মিঃ স্পীকার--- মাননীয় সদস্য, আপনার সময় হয়ে গিয়েছে। আপনি আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ২৯ এর উপর আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হচ্ছে "উদয়পুর মহকুমার হদ্রাগ্রামে ৩টি পাম্প সেটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।" এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একটু আগে যে তথ্য পরিবেশন করলেন, তার থেকে জানতে পারলাম যে অনেকগুলি পাম্পসেট অচল হয়ে পড়ে আছে। কাজেই পাম্পসেট কেনা হল, অথচ তার দ্বারা কোন উপকার হল না, বা জলের অভাবে কৃষকেরা তাদের জমিতে জলসেচ করতে পারল না এবং তার জন্য কৃষিজাত ফসল হল না, এই অবস্থাকে আমরা মানতে রাজি নই। আমরা চাই যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে যেন অনতিবিলম্বে পাম্পসেটের ব্যবস্থা করা হয় এবং যে সমস্ত পাম্পসেট অচল অবস্থায় পড়ে আছে, সেগুলিকে অনতিবিলম্বে মেরামত করে চালু করার ব্যবস্থা করা হউক। আমি আরও দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত ছোট ছোট ছড়া এবং নদী আছে, সেগুলির জল যদি ঠিকমত ব্যবহার করা যায়, তাহলে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়। জনসাধারণও এইরকম দাবীই করছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই সমস্ত ছড়াগুলিতে বা নদীতে বাঁধ দিয়ে সেগুলির জলকে সেচের কাজে লাগানোর কোন ব্যবস্থাই দেখতে পারছি না। তারপরে আমরা দেখছি ফ্লাড কন্ট্রোল করার মতো কোন ব্যবস্থা না থাকায়, যে বাঁধগুলি আছে, সেগুলিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এভাবে জনগণের টাকা বাজেটে বরাদ্দ করে, সেটা যাতে জনগণের কাজে লাগতে পারে তার চেষ্টা করার জন্য আমি এই বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য, আমাদের হাতে অনেক বিজনেস আছে, যেগুলি ট্রেন্জেকশান করতে অনেক সময়ের দরকার। কাজেই আমি আপনাকে

আপনার বক্তৃতা এখানে শেষ করতে অনুরোধ করছি। তাছাড়া আপনাকে অনেক সময়ও দিয়েছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখানে দেখলাম যে বিরোধী গ্রুপের সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া একটা কাটমোশানের তাঁর বক্তব্য রেখেছন। কিন্তু হাউসে এই কাট মোশান এনে, উনি এমন কোন ধারণার সৃষ্টি করতে পারেন নি, যে সত্যি উনার এই কাট মোশানটা আনার একান্ত দরকার ছিল। আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রথম থেকে এই হাউসের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে উনারা বিরোধীতা করছেন, তাতে মনে হচ্ছে যে একটা বিরোধীতা করার জন্যই তাঁরা শুধু শুধু বিরোধীতা করে যাচ্ছেন। কারণ তা না হলে এই হাউসের বাইরে যারা আছেন, যারা তাদের পরিচালনা করছেন, তাদেরকে মুখ দেখানো যাবে না। সে জন্যই ডিমাণ্ডের উপর একটা কাট মোশান এনে যে আলোচনা করলেন, তার মধ্যে তাঁরা এমন কিছু দিতে পারলেন না যে কেন এই কাট মোশানটা আনা হল। কাজেই তাদের কথাগুলির সঙ্গে আমিও একমত হয়ে বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক চাহিদা ছিল, কিন্তু গত ৩০ বছর এর মধ্যে সেই সব চাহিদার পূরণ হল না কেন এবং তার জন্য কি বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করা চলে? না। এই সরকার এসে তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যে বাজেট তৈরী করেছেন এবং যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে পেশ করা হয়েছে তা কি আউট-লুক নিয়ে করা হয়েছে, তাঁরা কি একবারও ভাবতে পেরেছেন? তা তাঁরা করতে পারেননি। কারণ তাঁদের নেরো আউট-লুক, তা দিয়ে তাঁরা অনেক কিছুই ভাবতে পারেন না। আজকে পৃথিবীর দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন যে আমরা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু আমাদের পাশের যে রাষ্ট্র চীন সে আমাদের দুই বছর পরে স্বাধীনতা পেয়েছে এবং আমাদের দুই বছর পরে স্বাধীনতা পেয়েও, তারা স্বাস্থ্যের দিকে যে ভাবে নজর দিয়েছে তা ভাবলে আমাদের অবাক হতে হয়। সেই প্রতি ৩ জন রোগীর জন্য একজন করে ডাক্তার আছে এবং প্রতি ২ জন রোগীর জন্য একজন নার্স আছে। এই হল তাদের দেশের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতবর্ষ তাদের দুই বছর আগে স্বাধীনতা পেয়েছে এবং সেই স্বাধীনতা পাওয়ার পর আপনাদের যাঁরা গুরুদেব অর্থাৎ কংগ্রেসের হাতে যে ক্ষমতা ছিল, তাদের শাসনে, শোষণে এবং জুলুমে ভারতবর্ষকে ছারখার করে দিয়েছে। আর এর থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যও বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে আমাদের সরকার দেশকে সেই দিকে নিয়ে যাবেন না। কারণ বামফ্রন্ট সরকারকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষই ক্ষমতায় বসিয়েছে, কাজেই ত্রিপুরার এই ভাঙ্গাচুড়া অবস্থাকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার যে সংকল্প আমরা জনগণের কাছে ঘোষণা করেছি তাকে সামনে রেখে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু কাজ করার বা যে কাজ হচ্ছে, সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা সদা সর্বদাই সচেষ্ট থাকব। কাজেই আমরা আশা করব যে এই হাউস সর্বসম্মতভাবে আমাদের দাবীগুলিকে পাশ করিয়ে দেবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ১৯টা এ্যাম্বুলেন্স আছে এবং এর মধ্যে নাকি ১১টাই অচল হয়ে আছে। এই যে ১১টা অচল হল, এটা কি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হয়েছে, না তার অনেক আগেই হয়েছে, সেটা

আমাদের দেখা দরকার। আমি এখানে শুধু স্বাস্থের কথাই বলতে চাই, কারণ আপনারা বিভিন্ন আলোচনার সময় বলেছেন যে হাসপাতালে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না এবং রোগীর জন্য সীট পাওয়া যাচ্ছে না। আমিও এই ব্যাপারে আপনাদের সংগে এক মত। আপনারা তো এটা অভিজ্ঞতা দিয়ে লাভ করেছেন, কিন্তু আমি সেদিকে যাচ্ছি না, এখানে আমরা ১০ হাজার লোকের জন্য একটা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার পর্য্যন্ত করতে পারছি না। তবুও আমরা একটা কনষ্ট্রাকটিভ ওয়েতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। এখানে আমরা মেজর হেড—২৮০ মেডিক্যাল; তাতে দেখছি যে ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য বলার সুযোগ পাবেন। এখন আমাদের রিসেসের সময় হয়ে গেছে। হাউস বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তীকে অনুরোধ করছি উনার অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করার জন্য।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ত্তমন্ত্রী কর্ত্তৃক আনীত ডিমাণ্ড নং ২০কে সমর্থন করছি। তার কারণ, ফ্লাড কনট্রোল, আমরা দেখেছি বিগত ১৯৭৬ সালে ত্রিপুরাতে যে বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেল যার ফলে একমাত্র উত্তর ত্রিপুরায় এক কোটি টাকার উপর ক্ষতি হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার শস্য ভাণ্ডার ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তার সাথে সাথে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, ঘর বাড়ী, রাস্তাঘাট নষ্ট হয়েছে। এটা হচ্ছে ১৯৭৬ সালের ঘটনা। তখন দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরার সাথে রাজধানী আগরতলার যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেখানে টেলিগ্রাম পাওয়ার তিন দিন পর তখনকার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী গেলেন। কিসের জন্য গেলেন আমরা বুঝতে পারলাম না। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গেলেন, না জলের সুখ উপভোগ করার জন্য গেলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। সেখানে কি ব্যবস্থা নিলেন ফ্লাড কনট্রোলের ব্যাপারে কিছুই বুঝা গেল না। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্য তার সীমিত ক্ষমতার দ্বারা ফ্লাড কনট্রোল করা সম্ভব নয়। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের আমলে কেন্দ্রের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করা হয় নি, ফ্লাড কনট্রোল করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখবো তাঁরা যেন আমাদের সরকারকে সমর্থন করেন। কারণ বন্যা যখন আসে তখন কম্যুনিষ্ট, ত্রিপুরা উপজাতিরা অন্যান্য দলের জন্য আসে না। বন্যা হলে সকলেরই ক্ষতি হয়। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন তাকে যেন তাঁরা সমর্থন করেন। তারপরে মাইনর ইরিগেশন, এখানে যতগুলি ডিমাণ্ড আছে তার প্রত্যেকটার চাইতে এই ডিমাণ্ডে বেশী টাকা ধরা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরাতে রাস্তা-ঘাটের যে অবস্থা হয়েছে সেটা এক দিনে হয় নি। গত ৩০ বৎসর যাবত কংগ্রেসী সরকারের অপদার্থতার দরুণ এই অবস্থা হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার একশোর উপর রাস্তাঘাট করেছে এবং ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে আরও বেশী রাস্তাঘাটের প্রয়োজন সেগুলি চিন্তা করে এখানে এই ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে, ব্রীজের কনষ্ট্রাকশনের জন্য সেখানে টাকা ধরা হয়েছে। তারপর আছে নর্থ ইষ্টার্ণ কাউ-ন্সিল এর ষ্ট্র্যাটেজি রোড সেগুলির কথা স্মরণ রাখতে হবে। কাজেই বিরোধী দলের

মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব তাঁরা যেন অন্ধের মত এটার বিরোধিতা না করেন। কারণ বিরোধিতা করতে হলে একটা যুক্তি থাকা চাই। তাদের স্মরণ রাখা উচিত এই যে বামফ্রন্ট সরকারের পেছনে পিপলস এর সাপোর্ট আছে। কাজেই তারা যেন একটু বাস্তবমুখী হন এবং এই বামফন্ট সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন তাকে যেন তারা সমর্থন করেন এবং সেখানে এক শ্রেণীর আমলা যে বাধার সৃষ্টি করছে সেটা যেন তারা তুলে ধরেন। এই বলে আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে পেশ করেছেন, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের এই হাউসে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি এবং বিরোধী দল থেকে যে কাটমোশান এসেছে তার তীব্র বিরোধিতা করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে যে ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসে আনা হয়েছে, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী নয়। তবে আমরা মনে করি যেটুকু ব্যয় বরাদ্দ এখানে দাবী করা হয়েছে, সরকার সেই বরাদ্দের সবটুকুই ত্রিপুরার মানুষের জন্য খরচ করবেন। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এই হাউসে কাট মোশানের পক্ষে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, সরকারী কর্মচারী তথা সমন্বয় কমিটিতে যারা আছেন, তারা সরকারের কাজকমে গাফিলতি করছেন। কিন্তু আমরা এটা পরিষ্কার মনে করি যে ত্রিপুরায় ৩০ হাজার শিক্ষক কর্মচারী যারা সমন্বয় কমিটিতে আছেন, তারা সরকারের কাজকর্মের রূপায়নে সাহায্য করছেন। তারা বামফ্রন্ট সরকার হয়ে কাজ করছেন এটা আমরা মনে করি না। এই প্রসঙ্গে আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কর্মচারীর মধ্যে এখনও একটা অংশ আছে, যারা মনে প্রাণে এই সরকারকে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং এই সরকারের কাজকমকে সেবটেজ করার চেষ্টা করছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি—গত ২৯শে মে যখন ফলাড হয়েছিল, তখন কুলাই বাজারের দক্ষিণ পাশে ব্রিজটির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এবং এটা খবরা খবর হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে এটার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এরপরে ২৭শে মে আবার ফলাড হয়। এবার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কুলাই যে ব্রিজটি আছে, সেখানে বিজন ছড়ার জল ওই ব্রিজ এর নিচে দিয়ে নামে। সেদিন রাত্রি ১০টা থেকে সেখানে লোক জন আটকে থাকে ওই বৃষ্টিতে এবং জনৈক কনট্রাকটরবাবু আমবাসাতে যে ভারপ্রাপ্ত ওভারসিয়ার আছেন, শংকর ভট্টাচার্য্য ওনাকে খবর দেন, কিন্তু তিনি এই খবরটাকে পাত্তাই দেননি এবং আমরা শুনেছি যে স্থানীয় লোকের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ খবরটা বলেছেন, কিন্তু এই দিকে দৃষ্টি পাত করেন নি। এর ২ থেকে আড়াই ঘন্টা পরে কুলাই ব্রিজটি ভেঙ্গে যায়। দুঃখের বিষয় ব্রিজ ভাঙ্গার দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা পরেও পূর্ত দপ্তরের লোক সেখানে আসেনি এবং আমরা জানি এই শংকর ভট্টাচার্য্য শনিছড়া

এলাকার এবং আমরা মনে করি যে ইচ্ছা করেই সে সরকারের কাজকর্মকে সেবটেজ করার জন্য এই রকম গাফিলতি করেছেন যার ফলে সারা শহর থেকে এই অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ডাল, তেল, লবণ, মরিচের একটা ভীষণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যার ফলে দুর্ভোগ বেরে যায় সাধারণ মানুষের। কাজেই সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা অংশ বামফ্রন্ট সরকারকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। এবং এটা মনে করে তাদের কাছে অনুরোধ রাখছি যে গত ৩০ বছরে, ত্রিপুরায় বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে যেভাবে চলছিল, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ নিশ্চয়ই তাদেরকে এই কাজে আর সমর্থন করতে চান না। তাঁরা একটা পরিবর্তন চায় এই পরিবর্তনের সংগে। সুতরাং তাদেরকে অনুরোধ করি তাঁরা যেন তালে তাল মিলিয়ে চলেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৩০ বছরের কংগ্রেস আমলে দেখেছি ডাক্তারখানা আছে, কিন্তু ডাক্তার নেই, হসপিটাল আছে, এম্বুলেন্স নেই। আজও কমলপুর হসপিটালে একটা এম্বুলেন্স নেই, কিছুদিন আগে একটা পুরানো এম্বুলেন্সকে মেরামত করে পাঠানো হয়েছিল, সেটাও আজ অকেজো হয়ে গেছে। হালাহালির ডিস্পেনসারীতে ডাক্তার নেই। ছানামাটির ডিসপেনসারিতে ডাক্তার আছেন, কিন্তু তিনি নিয়মিত ডিসপেনসারিতে আসেন না। এই ভাবেই চলছে! আমরা আশা করবো তারা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার মানুষ যে রায় দিয়েছেন, বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে, শতকরা ৯০ জন মানুষের স্বার্থে যে রায় দিয়েছেন, শতকরা ৯০ জন মানুষের যাতে ভাল হবে, এই আশায় যারা বামফ্রন্ট সরকারকে গদীতে বসিয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করবেন এবং তার ব্যতিক্রম তারা যদি করতে চান আমি আশা রাখি ১৭ লক্ষ মানুষ এটা বরদাস্ত করবেনা, তাদের এই কালো হাত ভেংগে দেবে। সর্বশেষে এই ব্যয় বরাদ্দকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ----শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে কমিউনিষ্ট সরকার তথা বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক সদস্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন এবং আমরা এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যখনই সমালোচনা করি তখনই উনারা বলেন যে আমাদের শক্তি সীমিত এবং এই বাজেটে আমরা নূতন কিছু করতে পারি নাই। কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি ডিমাণ্ড ও আইটেম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং নিরাশ হয়েছি এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান আমরা পাইনি। বিশেষভাবে ওনারা বলে থাকেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৯০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এবং কৃষিতে উন্নতি করতে গেলে জল সেচের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া দরকার, সেটা না করে ওনারা অন্যান্য বাজে আইটেম এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু মাইনর ইরিগেশন ও নেভিগেশন এর দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। আমরা দেখছি মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে প্রায় ১·৯০ লক্ষ টাকা যদিও বরাদ্দ করা হয়েছে, এতে বেতন, ভাতা, বাড়ী ভাড়া কিংবা পুরাতন বাঁধের কমপ্লিট স্কিম বাবদ যদি খরচ ধরা হয়, তাহলে

সামান্য অংশই এতে ধরা হয়েছে। যদিও ওনারা বলে থাকেন এখানকার শতকরা ৯০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল অথচ তারা মাইনর ইরিগেশনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা দেখছি এই যে সামান্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে খুব একটা কিছু হবে বলে আমরা মনে করিনা। কারণ গত ৫ মাসে বামফ্রন্ট সরকার তথা গণকমিটির লোকদের দ্বারা যে ভাবে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হয়েছে এটা যদি বলি, তাহলে ওরা বলেন এটা কোন যুক্তিসংগত সমালোচনা নয়। এছাড়া বাজেটের একটা নুতন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা হোস্টেল নির্মাণের মধ্য দিয়ে। আমরা জানি ভারতবর্ষে নানা ভাষাভাষি ও নানা সম্প্রদায়ের বাস, তাদের জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করছেন ইমোশানেল ইনটিগ্রেশনেগ জন্য। এই ইমোশেনল ইনট্রিগেশন এর জন্য এর মধ্যে উপজাতি আবাসের মধ্যে সিডিউল কাস্ট ও বাঙ্গালীদের জন্য স্থান করে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার তথা সি, পি, এম কোথায় নুতন দৃষ্টিভঙ্গী আমদানি করেছে। মুসলমানদের জন্য আলাদা হোস্টেল নির্মাণ করার যুক্তি দেখিয়ে? তাঁরা এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে উপজাতি যুব সমিতি নাকি খুবই সাম্প্রদায়িক এবং এই বিধানসভা প্লাটফরমকে তাঁরা ব্যবহার করছেন, আমাদের উপর কুৎসা রটনা করার জন্য। তবে আমরা এইটুকু বামফ্রন্ট তথা সি. পি. এম সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে তাদের মধ্যে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ, সেখানে কি কোন বাঙ্গালীর প্রবেশ অধিকার আছে? ভারতে সকলের জন্য একটা বিরাট পার্টি করেছে, এই বিরাট পার্টির মধ্যে শুধু উপজাতিদের জন্য যে গণমুক্তি পরিষদ করেছে, এই পাহাড়ী সংগঠন তারা কি করে রাখলো?

আসলে এই বামফ্রন্ট সরকার তথা এই কমিউনিস্ট সরকার জন্ম থেকে বাঙ্গালী ও পাহাড়ীদের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি করে আসছে এবং এই বিধানসভাকে তাঁরা এর প্লাটফরম হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন: কারণ তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে উপজাতি যুব সমিতি ৪ দফা দাবীর মধ্যে স্বায়ত্ব শাসন এর দাবীর মধ্যে নাকি একটি সাম্প্রদায়িকতার বীজ লুকানো আছে। কিন্তু তাঁরা যদি সেই ৪ দফা দাবী করে, তার মধ্যে নাকি কোন বীজ নেই। গত ইলেকশানে আমরা দেখেছি যে পঞ্চায়েত ইলেকশানের মাধ্যমে।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---মাননীয় সদস্য, মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছেন, ওনাকে বলতে দিন।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি ডিমাণ্ড এর উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে, মূল ডিমাণ্ড থেকে শত গজ দূরে গিয়ে তিনি জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার মত উপজাতি যুব সমিতি ও সি. পি. এম'এর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখছেন। এটা আমি মনে করি না ঠিক।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি ডিমাণ্ড এর উপর বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---আমি ডিমাণ্ড এর উপর বলছি।

ফ্রন্ট সরকারকে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে যেতে অনুরোধ জানাই। এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীশ্যামল সাহা।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড উপস্থিত করেছেন, সেই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশনগুলি উপস্থিত করা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি। আমরা দেখেছি গত ৩০ বছরে ত্রিপুরাতে কংগ্রেসী শাসনে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে হলে এবং সমস্যার সমাধান করতে হলে এই যে ডিমাণ্ডগুলি চাওয়া হয়েছে তা খুবই প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। কারণ আমরা ৩০ বছরে দেখেছি যে টিউবওয়েল তৈরীর ফলে রাস্তাঘাটের যে অবস্থা--কোথাও রাস্তা আছে ত ব্রীজ নাই এবং গ্রামীণ রাস্তার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে গত ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার গ্রামের রাস্তার উন্নতির ক্ষেত্রে মানুষের চলাচলের উপযুক্ত করার জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি এবং পারার সদিচ্ছা ছিল এটা বলতে পারি না। যদি আমরা দেখতাম তাঁদের করার ইচ্ছা ছিল, তাহলেও আমরা তাঁদের এই ইচ্ছার কথা স্বীকার করে নিতাম। কিন্তু আজকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গাতে গাড়ী, ঘোড়া চলাচলের ব্যাপারে, সেখানে যানবাহন চলার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কংগ্রেস সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই বিগত ৩০ বছরের শাসনে এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন জায়গায় বন্যার যে অবস্থা, এই অবস্থার ফলে আজকে জনজীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়ার পথে। এটা কি করে রোধ করা যায়, গত ৩০ বছরের মধ্যে কোন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী তারা গ্রহণ করেননি। যারফলে আজকে বন্যার তাণ্ডবে মানুষের জনজীবন বিধ্বস্ত হচ্ছে। হাজার হাজার একর জমির ফসল বিনষ্ট হচ্ছে বালি চাপা পড়ে। এই সমস্ত কথা চিন্তা করেই আজকে এই ডিমাণ্ডগুলি চাওয়া হয়েছে। এই ডিমাণ্ডগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। এই অবস্থা নিরসন করার জন্যই ডিমাণ্ডগুলি প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এগ্রিকালচারের হেডে যে ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে সেটার খুবই প্রয়োজন। কারণ ত্রিপুরায় শতকরা ৯০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং সেই কৃষির উন্নতি যতদিন পর্যান্ত না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। গত ৩০ বছরে দেখেছি কৃষির ক্ষেত্রে যতগুলি বাজেট ধরা হয়েছিল কংগ্রেস সরকার থেকে, সেখানে কোটি কোটি টাকা ধরা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে সে টাকা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খরচ করা হয়নি। সে টাকাগুলি নিজস্ব দলীয় স্বার্থে এবং গ্রামের মোড়ল ও আমলাদের পকেটস্থ হয়েছে। তাই আমি মনে করি এই অবস্থা থেকে রেহাই পেতে হলে এবং কৃষির উন্নতি আনতে হলে এই যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটার প্রয়োজন আছে। কারণ ইরিগেশানের ব্যাপারে আমরা দেখেছি, আমার অমরপুর সাবডিভিশনের মধ্যে ৪টা লিফ্‌ট ইরিগেশনের সেন্টার আছে এবং সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, কিভাবে এই ইরিগেশানগুলি দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখানে আমি আরো দেখেছি কামারটিলায় একটা লিফ্‌ট

ইরিগেশান সেন্টার ছিল। সেখানে গ্রামের যে মোড়ল, সেই মোড়ল নিজস্ব জমিতে সারা বৎসর জল সেচের ব্যবস্থা করেছে এবং সেখানে অন্যান্য কৃষিজীবী যারা ছিলেন তাদের জমিতে জল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কোনদিন অনুভব করেননি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ঐখানে আরো দেখা গেছে, যে জমি বোরো চাষের অনুপোযোগী, সেই জমিতে সে ইচ্ছাকৃতভাবে বোরো চাষ করে নিজের জমিতে সারা বৎসর লিফ্‌ট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করেছে। আমি নির্বাচিত হওয়ার পর অমরপুরে যে লিফ্‌ট ইরিগেশানের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মশায় এই ৪টা লিফ্‌ট ইরিগেশানের সেন্টার আছে তা কোথায় কোথায় দেওয়া হয়েছে সেটা কি বলতে পারেন। তিনি বলেন, আমি একদিনও গিয়ে সেই জায়গাগুলি দেখি নাই। আমি আবার বলেছি, ঐ জায়গাতে যেখানে জল দেওয়া হচ্ছে সেই জমি বোরো ফসলের যোগ্য কিনা, এবং এতে গভর্ণমেন্টের কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কত ফেমিলি বেনিফিটেড হয়েছে, তার হিসাব আপনার কাছে আছে কিনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা তিনি দিতে পারেননি এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করেছেন, তিনি একদিনের জন্যও গিয়ে সেটা দেখার প্রয়োজনীয়তা পর্যান্ত অনুভব করেননি।

অতএব এই যে অবস্থা, এই অবস্থাকে দূর করার জন্য এবং ইরিগেশানকে আরো ব্যাপকভাবে যাতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং সেটা যাতে কৃষির স্বার্থে লাগে, তারই জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তাই এই ব্যয় বরাদ্দ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি।

হাসপাতালের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, হাসপাতালের ব্যাপারে পাবলিক হেল্‌থ-এর যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটাও আমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করি। কারণ আমরা দেখেছি গত ৩০ বছরে হাসপাতালগুলির কি চেহারা ছিল। হাসপাতাল আছে তো ঔষুধ নেই, ঔষধ আছে তো ডাক্তার নেই, ঠিক এমন একটা অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতালগুলি চলছিল। সাব-ডিভিশনের

(রেড লাইট)

হেড কোয়ার্টার অমরপুরে ১০টি শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ছিল, কিন্তু আমরা দেখেছি ১০০ থেকে ১৫০ জন রোগীকে ডাক্তার ভর্ত্তি করাতে বাধ্য হন। কারণ সারা অমরপুর সাব-ডিভিশনের মধ্যে একটিমাত্র সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল আছে, সেখানে নার্সের সংখ্যা অত্যন্ত কম, মাত্র ৪ জন নার্স আছে। এই যে অবস্থা এই অবস্থা দূর করতে গেলে এই ব্যয় বরাদ্দ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যে টাকা এখানে চাওয়া হয়েছে, সেই টাকা আমি মনে করি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খরচ হবে, সেটা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে লাগবে! ত্রিপুরার যে সমস্যা, সে সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ হবে না, তবুও আমরা সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীমন্দিদা রিয়াং।

শ্রীমন্দিদা রিয়াং ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী, পূর্ত্তমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। বিরোধী বন্ধুরা যে এই ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

কারণ আমরা দেখেছি গত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বিভিন্ন ব্যাক-ওয়ার্ড এলাকাতে যেমন কাঞ্চনপুর, দামছড়া এবং ছামনু এই সমস্ত এলাকায় উপযুক্ত রাস্তাঘাট কোথাও নেই, মানুষকে দিনে ৩০।৪০ মাইল পায়ে হেটে চলাফেরা করতে হত, এমন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তাদের দিন-যাপন করতে হয়েছে, এই অবস্থায় আমরা দীর্ঘদিন ভুগেছি। কংগ্রেস শাসনে আমরা দেখেছি নির্ব্বাচনের আগে তাঁরা রাস্তাঘাট মেরামতের কথা বলতেন, কিন্তু নির্ব্বাচনের পর সেই সুযোগ মানুষ পেত না। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন জায়গাতে এমন কি ব্যাক-ওয়ার্ড জায়গাতে গ্রামের রাস্তাই হোক, পি. ডবলিউ. ডি রাস্তাই হোক কিছু কিছু হচ্ছে। আমি এই হাউসে আগেও বলেছি দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বে কাঞ্চনপুর পাকা রাস্তা হয় নি, পেচারথল থেকে কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার পাকা রাস্তা করেছে। কাঞ্চনপুরে যে ব্রীজ দীর্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার করেন নি, দশদা থেকে দীর্ঘ ৩০।৩৫ মাইল সীমানা পর্য্যন্ত মানুষ পায়ে হেটে চলেছে, এখনও পর্য্যন্ত সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ। তাই আশা করছি ব্যাক-ওয়ার্ড এলাকায়, যারা দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বঞ্চিত হয়েছে, তারা যাতে কিছু কিছু সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা এই বাজেটে রয়েছে।

এগ্রিকালচারের ব্যাপারে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘ ৩০ বছর বঞ্চিত হয়েছি। ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাই কৃষির উন্নতি না হলে ত্রিপুরার আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। কৃষির উন্নয়নের জন্য ৩০ বছর কংগ্রেস সরকার কোন কিছু করেন নি। আমরা দেখেছি কাঞ্চনপুর এলাকায় জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই, কোন বাঁধের ব্যবস্থা নেই এবং কোন কিছু উন্নয়নের ব্যবস্থা নেই। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে আমরা দেখছি যে কাঞ্চনপুর এলাকায় বোরো ফসলের জন্য ১৭টি সিজন্যাল বাঁধ হচ্ছে, যারা কৃষক তারা এই সিজন্যাল বাঁধ দেওয়ার ফলে কিছু বোরো ফসল উৎপাদন করতে পারবে এবং কৃষি উন্নয়নের কাজে আমরা অগ্রসর হতে পারবো।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে কাঞ্চনপুরের মত এলাকায় গত ৩০ বছরে একটা হাসপাতাল থাকলেও সেখানে এম্বুলেনসে কোন রোগী আনার ব্যবস্থা নেই, তার জন্য এই সমস্ত জায়গাতে চিকিৎসার অভাবে অনেক ছেলেমেয়ে মারা যেত। আমরা আশা রাখবো এই বাজেটে আমরা সেই সমস্ত জায়গাতে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব-জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যয়-বরাদ্দের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এই কারণে যে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে দেখে এসেছি যে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামের রাস্তার যে অবস্থা, কোন জায়গায় রাস্তা থাকলেও সেখানে পুল নেই এবং সেটা এক দিনে সৃষ্টি হয় নি, দীর্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার মানুষের জন-জীবনে যে একটা বিপর্যয় ছিল সেটা

রোধ করতে পারে নি। সে দিক থেকে বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে বিল পেশ করেছেন, সেই বিলকে সমর্থন করছি।

কারণ আমি বিশ্বাস করি এই ৬ মাসের বামফ্রন্ট সরকার সাধ্যানুযায়ী রাস্তা, পুল ইত্যাদি করে দিয়ে দীর্ঘদিন বঞ্চিত জনমনে আশার সঞ্চার করতে পেরেছে। উনারা ভাবতেও পারছেন না যে বিগত ৩০ বৎসরের কর্মপদ্ধতির চেয়ে ৬ মাস বয়স্ক বামফ্রন্ট সরকারের কর্মপদ্ধতি কিভাবে ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়দিগকে অনুরোধ করব উনারা যেন এই বিলটাকে স্বাগত জানান। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালগুলির অব্যবস্থা আমরা লক্ষ্য করে এসেছি। সেখানে রোগী আছে ডাক্তার নেই, ডাক্তার আছে নার্স নেই, ঔষধ নেই, একটা দুঃসহ পরিবেশের মধ্যে বিগত ৩০ বৎসর ধরে মানুষ কাটিয়েছে। কাজেই সেই দিক থেকে আজকে যে বিল মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাউসে পেশ করেছেন, সেটাকে আমি স্বাগত জানাই। দীর্ঘ বঞ্চিত অন্ধকারে নিমজ্জিত ১৭ লক্ষ জনমনে আশার আলো সঞ্চার করবে এই বিল। বন্যা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলছি। ত্রিপুরাতে প্রতি বৎসরই বন্যা হয়। কিছু দিন বৃষ্টি হলেই ত্রিপুরার প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই প্লাবন দেখা দেয়। সেই দিক থেকে পূর্বতন সরকার তিন দশক ধরে বন্যারোধের কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি। বরঞ্চ বন্যা হলে সুখময়বাবু হেলিকপ্টারে করে বন্যা দেখতে যেতেন। এটা ছিল একটা বিলাসিতা। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আজকে এখানে যে বিল পেশ করেছেন, সেটা বাস্তবে বাস্তবায়িত হবে। তজ্জন্যই এই বিলকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীরশিরাম দেববর্মা।

শ্রীরশিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি আজকে হাউসের সামনে রেখেছেন, সেগুলিকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে এ কথা বলতে চাই যে ৩০ বৎসর ধরে একচেটিয়া রাজত্বকালীন কংগ্রেস ত্রিপুরার জনগণের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরতেন, সেই ব্যয় বরাদ্দ সত্যিকারে জনস্বার্থে তারা প্রয়োগ করতে পারেন নি। প্রতি বৎসরই বাজেটে ঘাটতি দেখিয়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুনাম অর্জনের জন্য টাকা ফেরৎ দিতেন। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার এসে যেসব টাকা আগে কেন্দ্রে ফিরে যেত, সে টাকা আটকে যে কাজগুলি করেছে, তাতে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ নিশ্চয়ই বামফ্রন্ট সরকারকে স্বাগত জানাবে। সেই দৃষ্টিভংগী নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার আজকে যে পূর্ণাংগ বাজেট এখানে পেশ করেছেন, আগামী এক বছরের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সে টাকা তুলনামূলক ভাবে হয়তো কিছু কম হতে পারে, কিন্তু সে বরাদ্দকৃত টাকা যদি বাস্তব দৃষ্টিভংগী নিয়ে খরচ করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে ত্রিপুরা হয়ে উঠবে সমৃদ্ধিশালী। বিরোধী সদস্যরা এখানে ডিমাণ্ডগুলি যে সমর্থন করেন নি, তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধ তারা কামনা করেন না। এই হাউসে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কাছে

চেলেঞ্জ জানিয়ে আমি বলতে পারি যে আমরা গত ৬ মাসে যে সমস্ত কাজ করেছি বা রাস্তাঘাট করেছি, গত ৩০ বৎসরের তুলনায় আমরা ভালই কাজ করেছি। কোন কাজে আমরা ফাঁকি দেই নি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে গত ৩০ বৎসর ধরে যে অব্যবস্থা ছিল, উনারা সেই পূবাবস্থাতেই থাকতে চান, তা না হলে আজকে চিকিৎসার সম্প্রসারণের জন্য যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলিব উনারা বিরোধিতা করতেন না। কৃষিক্ষেত্রে যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে সেই ব্যয় বরাদ্দ যাতে আমরা সত্যিকারে কাজে লাগাতে পারি, বিভিন্ন এলাকাতে যেখানে জলের অসুবিধা, সেখানে জলের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে সত্যিই উন্নতি হবে এবং কৃষকদের মুখে হাসি ফুটবে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা গত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেসের যে প্রশাসন পদ্ধতি ছিল ; সে পদ্ধতিকেই উনারা আবার সামনে নিয়ে আসতে চান। কিন্তু উনারা জানেন না যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ পরিবর্তনের আশায় উনাদেরকে আবর্জনার স্তুপে নিক্ষেপ করেছেন। আজকের এই পরিবর্তনটাকে বিরোধী সদস্যদের বিবেচনা করে দেখা দরকার। কারণ আজকের দিন গত ৩০ বৎসরের দিন নয়, আজকের দিন হল পরিবর্তনের দিন। কাজেই আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণকে অনুরোধ করছি উনারা যেন ত্রিপুরার উন্নতিকল্পে বামফ্রন্ট সরকারের বাস্তব দৃষ্টিভংগীকে সমর্থন করেন এবং ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য যাতে আমরা এক সাথে কাজ করে যেতে পারি, তজ্জন্য উনাদেরকে আমি আহ্বান করছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ --শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার দুটো কাটমোশন ছিল। একটা ছিল ডিমাণ্ড নাম্বার থারটিন, হস্‌পিটেলের জন্য আরও অধিক পরিমাণে ঔষধপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাড়ানো সম্পর্কে। আর ডিমাণ্ড নাম্বর ৩৬ এখানে কাটমোশন ছিল অমরপুরে আগুন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ব্লক খোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। আমরা আজকে হাউসে যে কাটমোশন এনেছি, সেই কাটমোশন আমি সম্পূর্ণ-রূপে সমর্থন করি। তার কারণ পশু চিকিৎসালয় যা ত্রিপুরাতে আছে সেগুলি জনস্বার্থে ঠিক ঠিকমত কাজে লাগছেনা, সেজন্য আমি এটা সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই হাউসে একটা প্রশ্ন এসেছিল, সেটা ছিল গো-মড়ক সম্বন্ধে। সারা ত্রিপুরাতে যেভাবে গো-মড়ক লেগেছিল এবং ছোট ছোট গরু মারা গিয়েছিল, তার কোন প্রতিষেধক এই বামফ্রন্ট সরকার নেননি যার ফলে ত্রিপুরাতে কৃষকেরা মার খেয়েছে। চাষের বলদ তারা হারিয়েছে, সময়ে তারা চাষ করতে পারেনি। এই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির জন্য তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে এখানে রাখেন নি। তারজন্য আমরা দুঃখিত, এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা। যদি আগে থেকে এই সমস্ত গো-মড়ক রোধের ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করতেন তাহলে কৃষকেরা এইভাবে মার খেত না। আর একটা জিনিষ আমি দেখেছি শুধু গরু নয়, পশু, মোরগ, হাঁস, এই সমস্ত চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে এত বিপুল পরিমাণে মারা গিয়েছিল যার ফলে সেই সমস্ত মোরগ, হাঁসকে রক্ষার জন্য কোন প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়নি। বিধানসভা চলার

কয়দিন আগে একজন ভ্যাক্সিনেটার আমার গ্রামে গিয়েছিল, তার সঙ্গে আমার দেখা। তিনি বললেন আপনার বাড়ী যাচ্ছি। কেন ? টিকা দেব। কিসের টিকা ? মানুষের টীকা না কিসের টীকা ? উনি বললেন যে, না হাঁস মুরগীর টিকা। আমি বললাম মোরগ যখন মরে শেষ হয়ে গেল সারা ত্রিপুরাতে তখন আপনারা এসেছেন টিকা দিতে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কাজেই যে সময়ে এই সমস্ত মড়ক লেগেছিল ব্যাপকভাবে তার আগে প্রতিষেধক ঔষধ দিয়ে এইসমস্তকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার নেন নি। এইমাত্র বামফ্রন্ট সরকার বাজেট উত্থাপন করেছেন, কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে এর আগে এইসমস্ত কথা বলার সময় পাইনি। তাঁরাও কিছু করবার জন্য নাকি সময় পাননি। কারণ তাঁরা বলেন সীমিত সময়ের মধ্যে তাঁরা কি করবেন ? আমি জানতে চাই, যেদিন তাঁরা শপথ গ্রহণ করেছিলেন, জানুয়ারীতে তাঁরা শপথ গ্রহণ করলেন, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কোন ব্যবস্থা তাঁরা নেন নি, তাতে সামনের বৎসরগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ বাজেট তাঁরা রেখেছেন সেই বাজেটের অর্থ কিভাবে বামফ্রন্ট সরকার কাজে লাগাবেন এই বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। তাই আমরা এইসমস্ত বাজেটের প্রতিটি আইটেমের উপর বিরোধিতা করেছি।

আর আমার কাটমোশন আর একটা ছিল, সেটা হল অমরপুরে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র খোলা সম্বন্ধে। অমরপুরে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র নেই, যার ফলে সেখানে যখন আগুন লাগে, তখন সেখানে আগুন নেভানোর কোন ব্যবস্থা হয়না। অনেক দূরে উদয়-পুর থেকে ফায়ার সার্ভিস ডেকে নিয়ে যোগাযোগ করে তারপর যখন সেখানে গিয়ে ফায়ার সার্ভিস পৌঁছে তখন ঘরবাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন সেটা কোন কাজে লাগেনা। এইভাবে একটার পর একটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আমি দেখেছি এবার চৈত্র-মাসে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিলেন বিশালগড়ের কয়েকটা দোকান অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে যোগাযোগ করে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর সমস্ত দোকানপাট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কাজেই অমরপুরে ফায়ার সার্ভিস করার জন্য আমরা দাবী রেখেছি। এই সমস্ত ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের বাজেটের মধ্যে রাখেননি। তাই আমরা তার বিরোধীতা করেছি। সরকার বলছেন আমরা ৬ মাস হল এসেছি। কিন্তু এই ৬ মাস এই সমস্ত ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল করার মত যথেষ্ট সময়।

আর একটা জিনিষ হল হসপিটাল অথবা স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সরকার পক্ষের অনেক সদস্যও, যেমন তপন চক্রবর্তী এবং মিসেস গৌরী ভট্টাচার্য বলেছেন যে অনেক হসপি-টাল আছে, ডাক্তার আছে, অথচ সেখানে ঠিকমত সুচিকিৎসা হচ্ছেনা। ডাক্তাররা ঠিকমত রোগীদের দেখাশুনা করছেন না। অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। ঔষধপত্র ঠিকমত পাচ্ছেনা। কাজেই তাঁদের সংগে আমাদের বক্তব্যও মিলে গেল। কাজেই এখানে যে বড় বড় টাকার অংক রাখা হয়েছে তার আমরা বিরোধীতা করছি। তবে ঔষধপত্র যদি আনা হয়, ডাক্তার বাড়ানো হয়, সেইদিক দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কারণ মানুষ বাঁচুক মানুষকে রক্ষা করতে হবে এতে আমরা সম্পূর্ণ আগ্রহী। তবু যেভাবে অপচয় ঘটছে ত্রিপুরাতে, এইযে হসপিটালের নামে টাকা বরাদ্দ করে রোগীদের

ঠিকমত পথ্য দেয়া হবে না, ঔষধপত্র দেয়া হবেনা, এইসমস্ত অনর্থক খরচ হবে, সেটা আমি সমর্থন করতে পারিনা। বিশেষভাবে আমি উল্লেখ করতে চাই বিশালগড়ের গঙ্গাচরণ দেববর্মা যখন মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলেন একটুখানি সাহায্যের জন্য, ঔষধপত্র কিনবার জন্য, কারণ তাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল, তাকে ঔষধ দেওয়া হয়নি, তাকে বলা হয়েছিল তুমি বাজার থেকে কিনে নাও। কিন্তু বাজার থেকে কিনবে কি করে ? তার পয়সা নেই, সেজন্য তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাকে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়নি যার ফলে গঙ্গাচরণ দেববর্মা সম্পূর্ণভাবে ডাক্তার এবং চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছিল, সেটা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি। এমনকি উইনটার সিজনেও বিধানসভা অভিযানে আমাদের যুবকেরা যখন আগরতলা এসেছিল তখন উদয়পুরে আসবার পথে বাগমার কাছে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে বাথুং চন্দ্র ত্রিপুরা আহত হয়। তাকে উদয়পুর হাসপাতাল থেকে জি, বি, হাসপাতালে ঐদিন পাঠানো হয় এবং রাত সাড়ে নয়টায় সে মারা যায়। জি, বি, হাসপাতালে আসবার পরেও সে সম্পূর্ণ হাঁটতে পারত এবং হেঁটে সে পায়খানায় গিয়েছিল। কিন্তু তার সুচিকিৎসা হয় নাই। যার ফলে সে মরে প্রমাণ করে দিয়ে গেছে যে যদি সে ভাল চিকিৎসা পেত তাহলে সে বাঁচতে পারত। কিন্তু চিকিৎসার অভাবে সেই বাথুং ত্রিপুরা মারা গেছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দু মিনিট সময় চাইছি! মাননীয় সরকার পক্ষের বিধায়ক গৌরী ভট্টাচার্য তার বাজেটের ভাষণে কয়েকদিন আগে বলেছিলেন যে এ উপজাতি যুব সমিতি সমাজদ্রোহী। কিন্তু মিসেস্ গৌরী ভট্টাচার্যকে আমি বলতে চাই সমাজদ্রোহী কাকে বলে ? যে জাতি, যে লোক সমাজে বাস করে সমাজের কাঠামোকে ভাঙবার জন্য আন্দোলন করে তখন তাকে বলা হয় সমাজদ্রোহী। মিসেস ভট্টাচার্যকে তাঁর বক্তব্যের বিষয়টি চিন্তা করবার জন্য, বিবেচনা করবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ এই যুব সমিতি কোনরকম সমাজ বিরোধী কাজ করছেনা, তারা যেটা চাইছে, সেটা হচ্ছে সাংবিধানিক অধিকার। ভারতের সংবিধানে উপজাতিদের জন্য যে শতকরা ২৯ ভাগ চাকুরী সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, অথবা যে শায়ত্ব শাসন অথবা কক্‌বরক ভাষার উন্নতির জন্য, তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় সমস্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভের যে সাংবিধানিক অধিকার, সেই অধিকারের দাবীগুলি আদায় করতে গিয়ে, তাদের যদি আন্দোলন করতে হয় বা সরকার যদি তাদের শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে অথবা সরকার যদি তাদের আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে তাদের দাবীগুলি পূরণ না করেন, তাহলে সমস্ত মানুষকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে নামতে বাধ্য করবে। এটাকে কখনও সমাজদ্রোহী বলা হয় না। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, কাজেই আমি যে কাটমোশান এনেছি, তাকে সমর্থন করছি আর মাননীয় মন্ত্রীরা যেসমস্ত ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছেন, সেগুলিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কাজেই এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমি পূর্তমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী

এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং তার সাথে সাথে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সকল কাটমোশন আনা হয়েছে, সেগুলির বিরোধিতা করছি। আমি প্রথমে বলতে চাই, এখানে মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং এক জায়গায় বলেছেন উনার বক্তব্যের মধ্যে যে এই ব্যয় বরাদ্দ দেখে তিনি নিরাশ হয়েছেন। তাঁর এই কথার উত্তরে আমি যা বলতে চাই, তাহল ত্রিপুরায় গত ৩০ বছরে যা দেখেছি, এবং ত্রিপুরার মানুষ যা দেখেছেন এবং সারা ভারতের মানুষ যা দেখেছেন, তা হচ্ছে, এই যে, রাস্তাঘাটের নামে টাকা খরচ করা হয়েছে, অথচ রাস্তাঘাট হয়নি। ব্রিজ করার নামে অনেক কাজ করা হয়েছে, হয়তো সেই ব্রিজে যে কাঠ দিতে হবে, সেটা না দিয়ে অন্য কাঠ দিয়েছে, সস্তায় কাঠ দিয়েছে, অর্থাৎ অনেক রকমের ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। আমরা বিগত ৩০ বছরে এই রকম বহু নজীর দেখেছি---যেমন লিফট ইরিগেশান, ডিপ টিউবওয়েল বা রিংওয়েল ইত্যাদি করার নামে যা কিছু করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে সেগুলির অনেক এখন অচল হয়ে আছে। সেগুলি করার পেছনে শুধু রাজনীতি ছিল বৈজ্ঞানিক কোন দৃষ্টিভঙ্গি তার পেছনে ছিল না। এভাবে ত্রিপুরার মানুষকে শুধু ধোকাই দেওয়া হয়েছে। কজেই ত্রিপুরার মানুষ এই সব কাজের মাধ্যমে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, সেই তিক্ততা যাতে পুনর্বার না আসতে পারে, তার জন্যই ত্রিপুরার মানুষ একটা পরিবর্তন এনেছে এবং তাদের এই পরিবর্তন আনার মাধ্যমে বিগত ৩০ বছর তারা যা দেখেছিল, সেটা যাতে আর ফিরে না আসতে পারে, সেই হতাশা বা নিরাশা যাতে আবার ফিরে না আসতে পারে, সেই পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা একটা নুতন পথে আসতে চাইছে। সেই নুতন পথে এসে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ আজকে মনে সাহস পাচ্ছে, বল পাচ্ছে এবং উৎসাহ পাচ্ছে আর সে জন্যই মাননীয় সদস্য নিরাশ হচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের বহিঃপ্রকাশ এর সঙ্গে তার কোন মিল তিনি নিজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন না। কাজেই উনারা আরও নিরাশ হবেন, যখন মানুষ আরও এগিয়ে যাবে, একটার পর একটা ব্যয় বরাদ্দ কার্যকর হবে, তার মাধ্যমে মানুষ নুতনভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তখন মানুষ এক দিকে উৎসাহিত হবে, অন্যদিকে বামফ্রন্ট বিরোধী যে শক্তি আছে, তারা আরও নিরাশ হয়ে যাবেন। আর এটাই হচ্ছে ইতিহাসের নিয়ম এবং ইতিহাস তার নিজের পথে চলবে, তাকে বাধা দেয়ার কেউ নাই। আর কাজ কর্ম সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, তাতে আমরা দেখছি যে আগে যখন ত্রিপুরা বন্যায় বিধ্বস্ত হত, তখন সেই বন্যার ছবি দেখার জন্য ত্রিপুরার মন্ত্রীরা হেলিকপ্টারে উঠে ঘুরে বেড়াতেন এবং বন্যার দৃশ্য দেখতেন। তারা হয়তো মনে মনে ভাবতেন যে কি মজা, বন্যা যদি এভাবে আরও বেশী করে হয়, তাহলে আমরা আরও ভাল করে সেই বন্যার দৃশ্য দেখতে পারতাম। আর ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট আসার পর আজকে যে বন্যা এসেছে, তার মোকাবিলা করার জন্য তারা সমস্ত প্রশাসন নিয়ে ঐ সমস্ত মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষদিগকে সেই বন্যার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য। বন্যায় যাতে রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গিয়ে জনজীবনকে অচল না করতে পারে, আর যে সব মানুষ বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে, সেইসব মানুষ যাতে আবার নুতন আশা নিয়ে তাদের কাজে নামতে পারে, তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এই ব্যয়

বরাদ্দের দাবীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, কাজেই আমি এই ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। ত্রিপুরার মানুষকে আরও সুনির্দিষ্ট গ্যারান্টি দিতেই এই বামফ্রন্ট সরকার এসেছে বন্যার হাতে ত্রিপুরার মানুষকে আর অসহায়ভাবে ঐ গত ৩০ বছর যেভাবে ফেলে রাখা হত, এই সরকার আর তা হতে দেবেনা। অর্থাৎ অতীতে আমরা যা দেখেছি, তা আর দেখব না। অতীতে আমরা কি দেখেছিলাম? আমরা দেখেছিলাম যে এখানে জমিতে সেচের জল দেওয়ার জন্য অভার ফ্লো বসানো হত। কিন্তু সেই অভার ফ্লোর দ্বারা জমিগুলি তার প্রয়োজনীয় সেচের জল পেত না। যেখানে যেখানে অভারফ্লো বসালে পরে আরও অধিক জমি জলসেচের আওতায় আসত, তা করা হয়নি, শুধু কিছু টাউটদের খুসী করার জন্যই এগুলি করা হয়েছিল। ফলে ওভার ফ্লোর দ্বারা যে পরিমাণ কৃষক উপকৃত হওয়ার কথা, তা হয়নি। এই রকম বহু নজীর আছে। কাজেই এই বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সাথে পরামর্শ করে, ঐ গাঁওসভার সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে যেখানে যে জিনিসটা দরকার, সেখানেই সেটা করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ গণ-উদ্যোগকে এই বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণ করে জনকল্যানমূলক কাজে এই অর্থ যাহাতে যথাযথভাবে ব্যয় হয় তার জন্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। তারপরে আমরা এখানে দেখেছি যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে একটা ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে, সিজন্যাল বাঁধের জন্য এই সীজন্যাল বাঁধগুলির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আগে যেভাবে সীজন্যাল বাঁধ দেওয়া হত এবং যেভাবে টাকা পয়সা খরচ করা হত, তা ঐ বাঁধ দেওয়ার নাম করে লুঠপাটই করা হত। কিন্তু এবার উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে যে সব সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়েছে তার যদি পুরো তথ্য নেওয়া যায়, তাহলে আমি বলতে পারি যে এবার বহু টাকা বেঁচে গেছে এবং আগের মত এই টাকা আর লুঠপাট করা সম্ভব হয়নি। কাজেই এই যে কাজ করার পদ্ধতি এবং এই যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, তা নিয়েই এই ব্যয় বরাদ্দগুলি এখানে পেশ করা হয়েছে এবং তার জন্যই আমি এগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছি। আর কৃষিঋণ, দুস্থ কৃষক, গরীব কৃষক এবং বর্গাদার, যাদের বর্গা সত্ব আছে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই কৃষিঋণ দেওয়ার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন। কাজেই যে জিনিস ইতিপূর্বে ছিল না, তা দেখেই কি আমাদের বিরোধী সদস্যরা নিরাশ হচ্ছেন? তাই আমি বলব যে এই ব্যয় বরাদ্দের বাস্তব কার্যকারিতা দেখে আমাদের ত্রিপুরার মানুষ আরও উৎসাহীত হবেন এবং নূতন আশা নিয়ে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের কাজগুলিকে রূপায়িত করার জন্য এগিয়ে আসবেন আর যারা বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতি চান না, তারা এইসব দেখে আরও নিরাশ হবেন। এই কথাগুলি বলে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের আনীত কাট মোসনগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

ককবরক

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ঃ মানগানাও বুবাগ্রা; ডিমাণ্ড নং-২০ অ আনি কাট মোশন 'কিল্লা থেকে ফোটামাটি পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ারীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে' কারণ,

উদয়পুর মহকুমানি কিল্লা থেকে ফোটামাটি পর্যন্ত যে লামা খাইনানি বাস্তা, বন গত সুখময় সেনগুপ্তনি আমল দাবী জানক-জাকখা। আ এলাকানি হাজার হাজার বরক যে দাবী খাইমানি সে দাবী তাবুক পর্যন্ত পুরণ অঙ-ইয়া। সাধারণ বরক আশা খাই-মানি, আরনি এলাকানি বরকরগ আমা খাইমানি, খা কা-মানি যে বামফ্রন্ট সরকার ফাইলাহা হিনকেন, বরগ সরকার গঠন খাইলাহা হিনকেন ই লামানি সুযোগ সুবিধা মাননাই। আরনি ব-ন কেন্দ্র খালাই-ন গত ৯৬-৬-৭৮ তারিখ অ বিধান সভা মিটিং গ প্রশ্ন কাছাখা যে ফোটামাটি থেকে কিল্লা জরা লামা খাইনাদা খায়া,--- অরনি মন্ত্রী তিমা ছাকা ? ম-ন পরিস্কারভাবে ছা-অয় রিখা আর কাতাল লামা খাইনা বাগয় অ সরকারনি কোন পরিকল্পনা কুরুই। আমার প্রশ্ন তঙগ অর-ন যে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব খাহাম-খেন ছি-অ যে কিল্লা-অ থানা কাইছা তঙগ। এই থানা-অ ফাইনা হিনকালাই হাজার, হাজার বরক বড়মুড়া থেকে, লক্ষীপতি, ফোটামাটী, দেওয়ানবাড়ী, শিমলুঙ, জয়াঙবাড়ী ব্রহ্মছড়া---বিভিন্ন এলাকানি বরকরগ আর থানাঅ তাড়াতাড়ি ফাইনানি সুবিধা কুরুই। কিন্তু কুছুফান খাইলিয়া। যদি ছিকক, ডাকাতি লুঠপাট খাইলাহা হিনকালাই, আর সহসা লামা কুরুইনি বাগয় যোগাযোগ খালাই মায়া, বিশেষ খালাই আষাঢ় মাস থেকে আরম্ভ খালাই-অয় ভাদ্রমাস-অ সময়-অ অ লামা হারপেক অঙ তঙমাবাই আসা যাওয়া খাইনাদি সুবিধা খাই মায়া! মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার অর তেব কক তঙগ, কাজেই আরনি এলাকানি চুরি ডাকাতি-ন নিরসন খালাইনা মীথকরিনা হিনকালাই, আরনি যোগাযোগ ব্যবস্থা তেছা কাহাম খালাইনা হিদকালাই আরনি লামা ছাড়া আরনি সম্ভব অঙ-ইয়া। আরনি কামি কাতাল-অ প্রাইমারী ডিসপেন সারি কাইছা তঙগ, আরনি ডাক্তার, বিথি নাইনা হিনকালাই আরনি এলাকানি বরকরক আর যোগাযোগ খালাই মায়া, রাস্তাঘাট কীরুই। বিথি নানানি ফাইলাহা হিনকালাই বরগ সহসা ফাই মায়া, যেখানে লামা কুরুই। বিশেষ করে আরনি পিত্রাছড়ানি পূর্ব অংশ অ পিত্রাছড়া এলাকা যারা তঙনাইরগ বরগ অমতুই সুযোগ সুবিধা মায়া, আবনি বাগয় ন আঙ হির, অনুরোধ খাই-অ যে অরনি-অ তাবুক ডিমণ্ড নং-২০ আরনি রাঙ খরচ খাইনা নাইমানি, কিন্তু আরনি কোন বাজেত নারিক-য়া এবং গত ৯৬-৬-৭৮ তারিখ আরনি আনি প্রশ্ন সম্পূর্ণ নাকচ থালাই রিমানি,---আবন পুনর্বিবেচনা খাই-অয় আরনি লামা রিনানি ব্যবস্থা অঙথুন। নতুবা, আরনি হাজার হাজার বরকনি খরাঙ-ন কুবুলুই তিনি আঙ প্রতি াদ খাই-অ, আঙ অ ডিমাণ্ড ন গাছি না-ই মায়া।

আবনি বাগয়-ন, মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, অ্যার, আঙ হিন, এই যে হাজার হাজার কোটি কোটি খরচ খাই-অয় ডুম্বুরনি বিদ্যুৎ তুবুনানি পরিকল্পনা নাখা আ পরিকল্পনা কামি এলাকা সম্প্রসারণ খালাইনা অঙথুন। খুইপুইলুঙ, জলেমা, রায়া কামি---আ জাগারগ বিদ্যুৎ সববরাহ অর্থাৎ electricity রিনা বাগয় আও অনুরোধ খাই-অ বামফ্রন্ট সরকার-ন। যেখানে আর কোটি কোটি রাঙ খরচ খালাই-অয় বান্ধ থে-রিখা, আরনি বিদ্যুৎ গ্রাম অঞ্চল রইনানি কক,--আর ছাচালমা ছা অয় মায়া, এই টাউন শহর চীঙ তঙমানি মঝে মাঝে off অঙ থাঙগ। কাজেই অমনি বাগয় যে বাজেত তুবুই খাই-অ চুঙ ম-ন কোন প্রকারে-ন গছি না-ই মায়া। বনি সমস্ত দিক তুই-অয়, কাহামখে তুই অয় অম তিনি মবী খলাইনা

থাওকালাই বর্তমান বামফ্রন্ট শরিক দল—বরগনি তাম কক? বরগ হিন—যুব সমিতি অওখা *, বরগনি * নি অর্থন বাহাই হিনবা নুক-ইয়া, ছিয়া, মুকুমজাক মায়া। বনি সমস্ত দিক তুই-অয়, কাহামখে তুই-অয় অই তিনি দাবী খালাইনা কাজেই, অ বামফ্রন্ট সরকার-ন আনি অনুরোধ তওগ—নরগনি রাও গ্রাম অঞ্চল খরচ খালাইনা নাইয়া হিনকলাই কোন দিন ম-ন গছি না-ই মায়া। কিন্তু বনি দাবী খালাইনা থাওকা হিনকেন বরগ এই যুব সমিতি-ন হিন, ব্যক্তিগত Expunged as ordered by the chair আক্রমন খালাই-অয় বরগ হিন * , ব-ন চুও গছি না-ই মায়া। কাজেই অমহাই মনোভাব তুই-অয় অমতুই বিধানসভা বিছিওগ কিম্বা কাতার থাওগয় হে চে খাইলাহা হিনকালাই বনি দায়ী যুব সমিতি-য়া, বনি বাগয় দায়ী ১৭ লক্ষ বরক-ইয়া, বনি দায়ী বামফ্রন্ট সরকার। কাজেই এই Demand No. 35 নি রাও বরাদ্দ, মন গছি না-ই মায়া। ব-ন ছামান হিন বরগ +। 'কারণ ছানা থাওখেন * বরগ হিনমানি, হাজার হাজার বরকনি কক-ন ছামান হিন-নরগ * দল। এই রকম মনোভাব না-খাই চুও হিন, তিনি হাজার হাজার বরকনি সমর্থন রহরর চুও-ন রহকা-বনি বিছিওগ * হিনলাহা হিনকালাই বিনি উপর—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্যের মধ্যে আমি সম্প্রদায়িক কথাটি শুনেছি, এটা unparliamentary, এই শব্দটি Proceeding থেকে বাদ দেওয়া হবে।

শ্রীরতি মোহন জমাতীয়া ঃ— কাজেই, অমতুই Demand-নি উপর আলোচনা খাইনানি থাওতিনি যে কোনখান হিনদি, কোন মন্ত্রী খান হিনদি আনি আবেদন-খাতে Demand-নি উপর কাট মোশন পাশ অওনা অওথুন, অমতুই Demand কোন প্রকারে পুরো পুরিখে গছি না-ই মানগলাক, হাজার হাজার বরকনি Demand নারিক মায়া হিনকালাই ব-ন বুখাবাই গছি না-ই মায়া। আছুক-ন ছা অয় আনি কক মাথাক-খা Expunged as ordered by the Chair.

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ২-এ আমার কাটমোশান হলো—"কিল্লা থেকে ফোটামাটি পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ারীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।" কারণ উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থেকে ফোটামাটি পর্য্যন্ত উক্ত রাস্তার জন্য বিগত সুখময় সেনগুপ্তের আমলেও দাবী জানানো হয়েছিল। উক্ত এলাকার হাজার হাজার মানুষ যে দাবী করেছিল, সে দাবী এখন পর্যন্ত পূরণ হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ আশা করেছিল উক্ত এলাকার মানুষ আশা করেছিল যে বামফ্রন্ট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই, তারা সরকার গঠন করার সঙ্গে সঙ্গেই এই রাস্তার সুযোগ সুবিধা পাবে। উক্ত রাস্তাটিকে কেন্দ্র করেই গত ১৬।৬।৭৮ তারিখে এই বিধানসভায় প্রশ্ন উঠেছিল যে; ফোটামাটি থেকে কিল্লা পর্য্যন্ত রাস্তা করা হবে কি না। প্রশ্নোত্তরে মন্ত্রী মহোদয় কি বলেছিলেন? তিনি পরিষ্কারভাবে উত্তরে বলেছিলেন—সেখানে নূতন রাস্তা করার কোন পরিকল্পনা নেই। এখানে আমার প্রশ্ন যে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভালভাবেই জানেন যে কিল্লাতে

একটা থানা আছে এইং সেই থানায় আসতে হলে হাজার হাজার মানুষ, যেমন বড়মুড়া থেকে লক্ষীপতি, ফোটামাটি, দেওয়ান বাড়ী, শিমলুং, জয়াংবাড়ী, ব্রহ্মছড়া ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকার মানুষ সেই থানায় তাড়াতাড়ি আশার কোন সুবিধা নেই। কিন্তু এরজন্য কিছুই করা হচ্ছে না। যদি চুরি, ডাকাতি, লুটপাট হয় তাহলে সেখানে সহসা যোগাযোগ করা সম্ভব হয়না, বিশেষ করে আষাঢ় মাস থেকে আরম্ভ করে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত—এই সময়টাতে উক্ত রাস্তাটি কর্দমাক্ত থাকার ফলে আসা যাওয়ার ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এসম্পর্কে আরো বলার আছে এবং সেটা হলো, সেই এলাকার চুরি ডাকাতির উপদ্রব নিরসন করতে হলে, সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা একটু ভালো করতে হলে—এই রাস্তা না হলে সম্ভব হবে না। সেখানকার "কামি কৌতাল" এ একটা প্রাইমারী ডিসপেনসারী আছে, সেখানকার ডাক্তার আনতে হলে, ঔষধ আনতে হলে এলাকার মানুষেরা কোন যোগা-যোগ করতে পারে না, যেহেতু সেখানে রাস্তা নেই। ঔষধের প্রয়োজন হলে সহসা সেখানে যেতে পারে না, যেহেতু সেখানে রাস্তা নেই। বিশেষ করে পিত্রাছড়ার পূর্ব অংশ, —সেখানে যারা আছে তারা এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কাজেই আমি বলতে চাই, আমি অনুরোধ রাখছি—এখানে যে ডিমাণ্ড নং ২০-তে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেখানে ওটার জন্য কোন বাজেট রাখা হয়নি এবং গত ১৬।৬।৭৮ তারিখে সেই সম্পর্কে আমার প্রশ্নটিতে যেটা নাকচ করা হয়েছে—সেটাকে পুনর্বিবেচনা করে উক্ত রাস্তা তৈরীর ব্যবস্থা করা হোক।

নতুবা, সেখানকার হাজার হাজার মানুষের দাবীর সাথে একমত হয়ে আজকে আমি প্রতিবাদ করছি, এই ডিমাণ্ডটিকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই কারণেই আমি বলতে চাই, এই যে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা খরচ করে ডুম্বুরের বিদ্যুৎ আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনাকে গ্রাম এলাকার সম্পসারণ করা হোক। খুম্পুইলুঙ, জলেমা, রায়া কামি---এই সমস্ত জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করছি। যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখানকার বিদ্যুৎ গ্রাম অঞ্চলে সরবরাহ করার কথা—কিন্তু সেটা অনেক দূরের কথা, হবে কিনা বলা যায় না। এই টাউন শহরের আলোও মাঝে মাঝে অফ হয়ে যায়। কাজেই এটার জন্য যে বাজেট বরাদ্দ আনা হয়েছে, আমরা সেটাকে কোন প্রকারেই সমর্থন করতে পারি না। এই সমস্ত দিক দিয়ে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা ভাবনা করে যদি আজকে দাবী করতে যাই তাহলে বর্তমান বামফ্রন্ট শরিক দল —তাদের বক্তব্য কি? তারা বলেন--যুব সমিতি হলো *, তাদের *, র কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই, কারোর বোঝার উপায় নেই, সবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। কাজেই, এই বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমার অনুরোধ হচ্ছে, আপনাদের এই বাজেটের টাকা যদি গ্রাম অঞ্চলে খরচ করতে না চান, তাহলে কোনমতেই সমর্থন করতে পারবো না। কিন্তু এই দাবী করতে গেলেই তারা এই যুব সমিতিকে এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বলেন *। এটাকে আমরা স্বীকার করে নিতে পারি না। কাজেই এই রকম * মনো-

ভাব নিয়ে এই বিধানসভার ভিতরে কিম্বা বাইরে গিয়ে হৈ চৈ করলে এটার জন্য ১৭ লক্ষ মানুষ দায়ী নয়, এটার জন্য দায়ী হবেন বামফ্রন্ট সরকার। কাজেই এই ডিমাণ্ড নং ৩৫ এ যে টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। এটা বলতে গিয়েই তারা বলেন *। কারণ, কোন কিছু বলতে গেলেই তারা যে বলছেন *, হাজার হাজার মানুষের কথা বলতে চাইলেই আপনারা বলছেন — তোমরা * দল। এই যদি আপনাদের মনোভাব হয়, তাহলে আমরা বলতে চাই— আজকে হাজার হাজার মানুষের সমর্থন নিয়ে আমরা এসেছি. এর মধ্যে যদি আমাদের বলা হ *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্যের মধ্যে আমি সাম্প্রদায়িক কথাটি শুনেছি, এটা unparliamentary. এই শব্দটি proceedings থেকে বাদ দেওয়া হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া — কাজেই, এই demand এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে যে যাই বলুন, কোন মন্ত্রী যাই কিছু বলুন, আমার অনুরোধ যাতে demand-এর উপরে আনীত cut motion–টি গৃহীত হয়, এই demand কে কোনমতেই পুরোপুরি সমর্থন করতে পারি না। হাজার হাজার মানুষের demand-কে যদি না রাখতে পারি তাহলে এটাকেও মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারিনা। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। * expunged as ordered by the chair.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

কক বরক

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে মুখ্যমন্ত্রী বাজেত খাই-মানি, বা শিক্ষামন্ত্রী বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বাজেত খাইমানি, ব-ন আও সমর্থন খাইকা। তিমানি জারই হিনমালে, যে ৩০ বছর কংগ্রেস-নি শাসন কোন উপকার অঙমা কুরুই, তাবুক ই সরকার যে বাজেত বরাদ্দ খাইমানি, আব বাই চুঙ উপকার অঙনানি আশা খাইঅ। যে ৩০ বছর বরগ যে বাজেত খালাই থাঙমানি আব ঠিক ঠিকভাবে অঙমা-তালাই তাবুক যে বন্যা অঙ-ইয়া অঙখামু। তাবুক কতক জাগা কাঁর্য খাইনাই রগনি বাগয় তুইনি ব্যবস্থা, কতগুলি মাই-চুলুই মানানু হিনায় চুঙ আশা খালাই-অ। যে সাধারণ ভাবে অ বাজেত বাই চুঙ আনন্দ অঙখা, আও বাঁন বাগয় ব-ন সমর্থন রিখা। তিনি বিরোধী গ্রুপ-তি ৪ জনা ই বিধান সভা-অ তঙমানি আব-যে ৬ মাসনি বিছিঙগ বরগ প্রথম-অ রাজ্যপালনি ভাষন-ন সমর্থন খালাইয়া, সাপ্লিমেন্টারী বাজেত-ন সমর্থন খায়া। কতগুলি বাজেত খাই নামানি, সাধারণভাবে রক্ষানি বাগয় বাজেত খাইমানি — কোনটা স্কুল নক অঙথুন, রাস্তা অঙথন বরগ মানি মায়া। তামানি মানি মায়া? যে ৪ জন বিরোধী গ্রুপনি ফাইনাই-রগ বরগ অঙখা খারা বুর্জোয়া-নি প্রতিনিধি, সাধারণ বরকনি কক ছানা খাঙকালাই বরগনি আঘাত তঙগ, তিমানি বাগয় ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, চোর— বরগ বরগনি প্রতিনিধি, যে কারণেই বরগ ই বাজেত-ন মানি মায়া। কিন্তু সাধারণ বরক-ন চুঙ বাচি-রিনা বাগয়, স্কুল অঙথুন, রাস্তাঘাট অঙথুন, হসপিটাল অঙথুন চুঙ

খালাইনা নাইঅ। প্রত্যেকটি বড় বড় ডাক্তারখানা খুলকনা বাগয় যে প্রোগ্রাম নাখা চুঙ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বাজেত তুবুখা বা কতগুলি তিনি ডিপ টিওব-ওয়েলনি বাগয়, জল সেচনি বাগয় পরিকল্পনা নাখা। অ পরিকল্পনা নামানি দলে, শতকরা ৫ জন ধনী তওগ ত্রিপুরা রাজ্য-অ, বরগনি আঘাত খাই-অ। যে আঘাত বরগনি ছাগ আঘাত কালাই-অ। সে কারণেই কোন জিনিষ-ন বরগ সমর্থন রি-অয় মায়া। বরগ অওখা ধনী, যারা বড় বড় ধনী, বড় বড জোতদারনি প্রতিনিধি, সাধারণ বরকনি প্রতিনিধি-য়া। সেই কারণেই তিনি যে সমস্ত চিনি মন্ত্রীরগ বাজেত খাইমান বরগ সমর্থন খাই মায়া, বরগ কোন দিন কোন জিনিষ-ছে সমর্থন খাই মায়া। পুলিশ বরগ হিন পুলিশনি বাগয় তিমা রাঙ কুব'ওমা? ছিকক মাওখও বাওলাহা—ব-ন রক্ষা খালাইদি। পুলিশ দরকার নাও-লাহা। নরগ নিজি নিজি থাও রক্ষা খালাইদি। বাজেত ব-র রাও ছারা অওনাই ব-র রাও ছারা ছামুও অও মাননাই পুলিশ হিনয়-বা? সেই জিনিষ-ন আপনিহুও-ব চিন্তা খাইনা বান্তা অওলাহা। কিন্তু চিনি কক তওগ, বুরারগ-নিকক। বাহাই কক হিনমালে, বুছা খা ছিয়া—হিন, ওসাছুওগ মাইয়ুও দা-অয় রিদি। বু-ছে বুচিলিয়া অম ৪ জপা-রগ। কোন বুচিলিয়া, কোন বুচি মায়া। ৫ জন-ন মাইয়ুও পা-ই রিনাই, করাই পা-ই রিনাই, গাড়ী পা-ই রিনাই, দালান তিছাই রিনাই—উঃ আনন্দ স্ফুর্তি অওখামু। আও তিনি যে মন্ত্রীরগ যত বরাদ্দ খাইমান; আও সমর্থন খাই-অ। আছুক ছাঅয়-ন আনি কক পাইখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ এনেছেন এবং শিক্ষামন্ত্রী বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন—সেগুলোকে আমি সমর্থন করছি। কেন সমর্থন করছি? কারণ ৩০ বছরের কংগ্রেসের শাসনের আমলে মানুষের কোন উপকার হয়নি। আমি আশা রাখি, বর্ত্তমানে এই সরকার যে বাজেট বরাদ্দ করেছেন এর দ্বারা আমাদের উপকার হবে। যে ৩০ বছর যাবত তারা বাজেট করে গিয়েছেন সেগুলো যদি ঠিক ঠিক ভাবে হতো তাহলে আজকের এই রকম বন্যা হতো না। এখন জায়গায় জায়গায় কৃষির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা হচ্ছে, এবং আমরা আশা করছি, জায়গায় জায়গায় বীজধান ও সময় মত সরবরাহ করা হবে। সাধারণ ভাবে এই বাজেটের জন্য আমি আনন্দ প্রকাশ করছি, কাজেই আমি এটাকে সমর্থন করছি। আজকে বিরোধী গ্রুপের ৪ জন সদস্য এই বিধানসভায় আছেন, এই ৬ মাসের মধ্যে প্রথমে তারা রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করেননি, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকেও সমর্থন করেননি, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যেমন, স্কুলঘর তৈরী করা, রাস্তাঘাট তৈরী করা ইত্যাদি—কোনটাই তারা সমর্থন করতে পারছেন না। কেন সমর্থন করতে পারছেন না? যে ৪ জন বিরোধী গ্রুপের সদস্য হিসাবে এসেছেন তারা হচ্ছেন যারা বুর্জ্জোয়া তাদের প্রতিনিধি, সাধারণ মানুষের কথা বলতে গেলে তাদের উপর বাধা আসে। কেন না, যারা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার যারা চোর, তারা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন, যার জন্য তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে রক্ষা

করার জন্য, স্কুল বলুন, রাস্তাঘাট বলুন, হসপিট্যাল বলুন—আমরা করতে চাই। সমস্ত জায়গায় বড় বড় ডাক্তারখানা খোলার জন্য যে প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে এবং এই উদ্দ্যেশ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাজেট বরাদ্দ এনেছেন, কিংবা ডিপ টিউব-ওয়েল বসানোর জন্য এবং জলসেচের জন্যও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়ার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে শতকরা ৫ জন ধনী, তাদের উপরে আঘাত আসে। সেই কারণেই, কোন জিনিষকে তারা সমর্থন করতে পারছেন না। তারা হচ্ছেন যারা বড় বড় ধনী, বড় বড় জোতদার, তাদের প্রতিনিধি, তারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি নন। সেই কারণেই, আজকে আমাদের মন্ত্রীরা যে সমস্ত বাজেট বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন, সেগুলো তারা সমর্থন করতে পারছেন, তারা কোন দিন কোন জিনিষকেই সমর্থন করতে পারছেন না, পুলিশ —তারা বলেন---পুলিশ খাতে এত বেশী টাকা কেন? চোর জুচ্চুরের সংখ্যা বেড়েছে---সেটা রোধ করার প্রয়োজন আছে। কাজেই, পুলিশের দরকার পড়েছে। আপনারা নিজেরা গিয়ে রক্ষা করুন তো, পারেন কিনা। বাজেট কোথায় টাকা ছাড়া হয়, টাকা ছাড়া কোথায় কাজ হয়? হোক না সে পুলিশ বিভাগ। সেই জিনিষকে আপনাদেরও চিন্তা করার প্রয়োজন পড়েছে। কিন্তু আমাদের একটা প্রবাদ আছে, বুড়োদের কথা। প্রবাদটা হচ্ছে যে অবুঝ সন্তান যদি হয় সে বলে---চোঙার ভেতরে হাতী ভরে দাও। এই ৪ জনও কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না। বুঝেন না, বুঝতেও চান না। এই ৪ জনকে যদি হাতী কিনে দিতে পারতাম, যদি ঘোড়া কিনে দিতে পারতাম, যদি গাড়ী কিনে দেওয়া যেত, যদি দালানবাড়ী তুলে দেওয়া যেত, তাহলে তাদের ভীষণ স্ফুর্তি আনন্দ হতো। আজকে মন্ত্রীরা যে সমস্ত বাজেট বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন, সেগুলোকে আমি সমর্থন করছি। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীকে তার জবাবী ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনারা এখানে যারা সদস্য আছেন, তারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যখন বাজেট পেশ করেন, তার মুখ বন্ধে উনি বলেছিলেন যে এই বাজেট এমন একটি বাজেট নয় যে এটা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা রেডিক্যাল চেঞ্জ নিয়ে আসবে, এমন একটা কিছু নয়। মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যখন বলেন সমগ্র বাজেটের উপর এবং ডিমাণ্ডের উপর, তখন তিনি একথা বলেছেন যে আমাদের এ্যাপ্রোচটা কি। আমরা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে এ কথা এই হাউসে কখনই উপস্থিত করিনি বা সারা দেশে এমন কথা প্রচার করার চেণ্টা আমরা করিনি যাতে করে এই বাজেটের ব্যয় বরাদ্ধের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য একটা সোনার রাজ্যে পরিণত হবে, একথা আমরা কখনই বলিনি। বলিনি কারণ, সারা দেশে একটা পুজিবাদি সমাজ ব্যবস্থা চলবে, শোষণ চলবে, টাকা পয়সা কেন্দ্রিভুত হবে অল্প সংখ্যক লোকের হাতে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হবে অল্প সংখ্যক লোকের জন্য, এই রকম একটা

সমজে ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ভারত সরকার অথবা ত্রিপুরা সরকার বা অন্যান্য রাজ্য সরকার পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে মৌলিক যে সব সমস্যা আছে, দেশের লোকের বা ত্রিপুরা রাজ্যের এই ১৭ লক্ষ মানুষের মৌলিক সমস্যার বড় একটা সমাধান হবে না।

আমাদের যে প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী ইস্তাহারে আমরা দিয়েছি, সেই নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি আমরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সীমিত ক্ষমতা ও সীমিত সংগতি হাতে নিয়ে আমরা এই প্রতিশ্রুতি পালন করার চেষ্টা করবো। এটা আমরা আগেও বলেছি। এখনও বলছি। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের এই যে সর্বগ্রাসী সমস্যা যা বিগত ৩০ বছরে---প্রথমত ঃ ইংরেজ ও পরবর্তী কালে রাজার আমলের শাসনে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, পরবর্তীকালে সেটা আরও বর্দ্ধিত হয়েছে কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে। সে সমস্যার সমাধান একমাত্র তখনই হবে, যখন সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হবে। তখনই প্রত্যেকটি লোকের যে সমস্যা, সেইসব সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব হবে। আমাদের এইবারের যে বাজেট এই বাজেটে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে বিগত বছরগুলোতে যে পরিমাণ অর্থ এই বাজেটে ধরা হত, তার থেকে এই বছর আমরা অনেক বেশী টাকা বরাদ্দ করেছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিগত আর্থিক বছরে পি ডব্লিউ ডি বাজেটে ছিল ২৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা এবং সে ক্ষেত্রে এই বছর আমরা যে যোজনা পেশ করেছি তাতে আমরা রেখেছি ৩১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। গত বছরের তুলনায় এটা অনেক বেশী এবং কাজের দিক থেকেও এবার কাজ অনেক বেশী হবে। বিগত বছরগুলিতে যে টাকা খরচ হোত তার একটা অংশ অপব্যয় ও স্বজন পোষণের জন্য ব্যয়িত হত। কিন্তু আমাদের মহা শত্রু যারা ও আমাদের কঠোর সমালোচক যারা, তারাও আজকে এই অভিযোগ আনতে পারবেন না, এই ৫-৬ মাসের মধ্যে আমাদের কোন স্বজন পোষণ বা দুর্নিতির কোন উদাহরণ তারা কেউ উপস্থিত করতে পারবেন না এই হাউসের সামনে। এমন হয়তো কথার ছলে বলেছেন যে বাসক্রুট সরকার এই করেছেন ওই করেছেন---কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি কোন এম এল এ বা কোন মন্ত্রী তার নিজের স্বজন পোষণ করেছেন, এমন কোন ঘটনা বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও উল্লেখ করতে পারবেন না। আর আমাদের আর একটা বক্তব্য হচ্ছে আমরা এই যে বরাদ্দ রেখেছি, এই বরাদ্দের টাকা জনসাধারণের সহযোগীতায় এবং বিরোধী পক্ষের যারা আছেন, যারা গোটা বাজেটকে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন মতামতের জন্য হাউসের সামনে নিয়ে আসছেন, তখনই নোজ নোজ বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন, তাদের সহযোগিতায় আমরা খরচ করতে চাই। আশ্চর্য লাগে যারা ওদেরকে ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন, তারা কি শুধু হাউসে এই কথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন ? আজকে যদি ধরে নেয়া যায় যে এই বাজেট এই হাউসে বাতিল হয়ে যেত, তাহলে তাদের যে অনুগামীরা আছেন, তাদের যে ভোটার আছেন, তারা তাদের আশীর্বাদ করতেন, না অভিশাপ দিতেন, এই প্রশ্নগুলি চিন্তা করে দেখা দরকার। তারা বিরোধীতা করেছেন ঠিকই কিন্তু তাদের কি রাস্তার দরকার হবে না, তাদের কি ইলেকট্রিসিটির দরকার হবে না, তাদের ওয়াটার সাপ্লাই এর দরকার হবে না ?

আমাদের মন অত্যন্ত খোলা। আমরা অত্যন্ত সততার ও নিষ্ঠার সংগে আমাদের কাজ করতে চাই। ন্যায্য যদি সমালোচনা হয়, ভুল ত্রুটি আমাদের হতে পারে, তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই। গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন বিরোধী পক্ষের সদস্য যদি কোন আলোচনা আনেন, আমরা নিশ্চয়ই সংশোধন করব এবং আমরা খোলা মনে সেটা গ্রহণ করতে রাজি। কিন্তু যদি শুধুমাত্র বিরোধীতার জন্য সমালোচনা হয়, তাহলে এই হাউস যেমন গ্রাহ্য করবে না, তেমনি ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ সেটা সমর্থন করবে না। আমি অবশ্য জানি কেন তারা বিরোধীতা করছেন, সেটা আমি পরে বলবো। কোথাও তারা কোন আশার আলো দেখতে পান না কেন, সেটা আমি পরে বলবো। এবারকার বাজেটে আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে রাস্তার ক্ষেত্রে প্রায় ৪৯৫ কি. মি আনসারফেস রোড আমরা হাতে নিয়েছি। যার একটা বড় অংশে জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে ২৫০টি রাস্তার কাজে আমরা হাত দিয়েছি এবং এবারকার বাজেটে আমরা ৪৮৭ কি. মি রাস্তার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছি। আর এই লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেই এইবারকার বাজেট তৈরী করেছেন। আমরা এই বাজেটের মধ্যে, এই বৎসরের মধ্যে চারটি স্থায়ী ব্রীজ করব এই পরিকল্পনা রেখেছি। এই আর্থিক বছরের মধ্যে আমরা ২০টা নুতন লিফট ইরিগেশন স্থাপিত করব। বর্তমান আর্থিক বছরে যেসব শহরের মধ্যে এখনও ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাজ শেষ হয় নাই, সেগুলি শেষ করব। সদস্যরা জানেন যে, কমলপুর শহর ছাড়া অন্যান্য শহরে মোটামুটিভাবে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাজ কমপ্লিট হয়েছে বা হবে। খোয়াইতে আমরা ডীপ টিউব-ওয়েল করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সাকসেসফুল হয় নি। আবার করব। তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে একদিকে আর ডাব্লিউ, এস এস এর বিরাট পরিকল্পনা আছে। আপনারা সেটা জানতে পারবেন পি ডব্লিউ ডি এর যে বাজেট রাখা হয়েছে তার মধ্য থেকে। আমরা রিং-ওয়েল প্রায় ১,৫০০ করব। তা ছাড়াও আমাদের যে এক্সিলারেটেড রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম আছে তার মাধ্যমে এবারে ৪৮টি ডীপ-ওয়েল ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে করার পরিকল্পনা আছে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমরা এই আর্থিক বছরে ত্রিপুরার ১৫০টি গ্রামে নুতন করে বিদ্যুতায়ন করব। শহরাঞ্চলেও আমরা ৩০ কি মি বিদ্যুতায়ন করব। গোমতীতে যাতে আরো বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে, তার জন্য স্টেণ্ড বাই সেট রাখার জন্য আরো উদ্যোগ নিয়েছি। এবং সেকেণ্ড সিকসটি কে ভি লাইন আগরতলার দিকে পাওয়ার আমরা আনছি। এই বারে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমরা এই পরিকল্পনা নিয়েছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এর পরে আমি বলছি গৃহ নির্মানের কথা। নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য ৯১টি নুতন গৃহ তৈরী করব। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন, এইখানে অনেক মাননীয় সদস্য আলোচনা করেছেন এবং বিরোধী গ্রুপের যারা আছেন তারাও এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আমরা এইখানে অস্বীকার করি না বরং বেশী করে বলি এই ৩০ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যেখানে চাঁদে যাচ্ছে এবং চাঁদ থেকে ফিরে

আসছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা গরুর গাড়ীর যুগে পড়ে আছি। ত্রিপুরার এই ছোট ছোট নদী এবং খরস্রোতা ছড়া আছে। এইগুলির ভাঙ্গন এবং প্লাবন রোধের জন্য এই ৩০ বছরের মধ্যে কোন মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়নি। ছোটখাট একটা বাঁধ, এইখানে একটা বাঁধ, ঐখানে একটা বাঁধ, এই রকম তৈরী হয়েছে, তাতে সমস্যার আংশিক সমাধান কোথাও হয়তো হয়েছে। আর অন্যদিকে ফ্লাড হয়ে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সামগ্রিকভাবে বন্যার কবল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করা হয়নি। যার ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে এবং সাধারণ কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। সেগুলি রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা তৈরী করা হয়নি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আমরা সেই দিকে হাত দিয়েছি। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা বুঝাতে পেরেছি---আপনারা হাসতে পারেন, কিন্তু এই ৩০ বছরেও সারা ভারতবর্ষে যখন কংগ্রেসী রাজত্ব ছিল---কেন্দ্রে কংগ্রেস ছিল, প্রতিটি রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস রাজত্ব ছিল, তাহলেও কেন হলো না? কেন এখন পর্যন্ত হয়নি? কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। সারা ভারতবর্ষে তাঁরা পুঁজিবাদ গড়ে তুলেছেন, যে সমস্ত কাজ করা হয়েছিল, তা ছিল অল্প সংখ্যক লোকের জন্য। বৃহত্তর জনতার স্বার্থে কোন কাজ করা হয়নি। কিছু কিছু হয়েছে। রাস্তাঘাট কিছু কিছু হয়েছে। সব কিছুরই নমুনা রাখা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মান উন্নয়ন করার জন্য, তাদের অর্থের অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য, কিছুই করেননি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেই উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা খোয়াই এবং গোমতী নদীর উপর দুটি বাঁধ তৈরী করে একদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করব, তার সঙ্গে সঙ্গে সারপ্লাস ওয়াটারকে স্টোর করে রেখে আমরা কৃষকের জমিতে ঐ জল দেবার ব্যবস্থা করব। কাজেই সামগ্রিকভাবে এই মোটামুটি পরিকল্পনা নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। কাজেই বিরোধীতা করার জন্য মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা যাঁরা আছেন, তাঁদেরকে আমরা চিনি। একটু আগে তাদের পক্ষ থেকে একজন বলেছিলেন যে, আমরা মুস্লিম বোর্ডিং স্থাপন করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতা আনয়ন করছি। আমার শুনে মনে হচ্ছিল যেন, "ভূতের মুখে রামনাম শুনছি।" আমরা জানি রাম নাম করলে ভূত পালিয়ে যায়। ওদের ঐ কথা শুনে আমার এই রকম মনে হচ্ছিল। আজকে যাঁদের মুল রাজনৈতিক ভিত্তিই হচ্ছে সস্তা সাম্প্রদায়িকতা। ত্রিপুরা রাজ্যে অদূর ভবিষ্যতে অত্যন্ত কঠিন সমস্যা নিয়ে আসবে। আজকে এই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে---ট্রাইবেল যারা এখানে আছেন তাদের বিশেষ সমস্যা আছে। তার জন্য বিশেষ রক্ষা কবচ সংবিধানে আছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান শরীক মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আজীবন ধরে আন্দোলন করে আসছিল, অবহেলিত উপজাতিদের ন্যায্য দাবী আদায় করার জন্য। আজকে সরকারে আসার পরেও তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ঠিক রেখেছেন। সে ক্ষেত্রে আজকে ওরা যে ভূমিকা নিয়েছেন সেটা বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করছেন এবং যে মনোভাব নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন তাতে আগামী দিনে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত অস্থিরতার সৃষ্টি হবে। আমরা খুব আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, অন্যান্য দল যারা ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষইয়ে যাচ্ছে---জনতা পার্টি, কংগ্রেস

পার্টি আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, তাঁরাই আজকে তাঁদের একমাত্র ভরসা করছে, উপজাতি যুব সমিতির মুখ দিয়ে কথা বলা, ওদের মদৎ দেওয়া। কিন্তু তাঁরা ভাবছেন না একথা যে, বিষবৃক্ষের গোড়াতে যদি জল দেওয়া হয়, তাহলে সেই বিষবৃক্ষ একদিন বড় হয়ে কোন মধুর ফল দেবে না। এবং এই বিষবৃক্ষের ক্রীয়া সকলের উপর পরবে। কোন কোন খবরের কাগজ ওদের মদৎ দিয়ে যাচ্ছে। সব খবরের কাগজ নয়। কিছু সংখ্যক বুর্জোয়া কাগজ। সেইসব কাগজকে আমরা বলে দিতে চাই তারা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। যে জিনিস ত্রিপুরাতে ছিল না, সেই জিনিস আমদানী করার চেষ্টা করছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ --পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী যখন জবাবী ভাষণ দেবেন তখন অনেক কিছু থাকবে। সেহেতু এইখানে কোন পয়েন্ট অব অর্ডার আসে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী গোষ্ঠীর এই যে মনোভাব. এই মনোভাব সম্পন্ন এই হাউসে যাঁরা আছেন এবং হাউসের বাইরে যারা আছেন, তাঁদের এই কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিবহাল। কিন্তু তাঁরা সব কিছু জেনেও ওরা যেমন জেগে ঘুমোচ্ছেন, তেমনি করে ওদের মদত দিচ্ছেন। তাঁরা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। যাই হউক এই অবস্থায় আমি আশা করব বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের সুবুদ্ধির উদয় হবে। তাঁরা বুঝতে পারবেন যত সীমাবদ্ধ ব্যয় বরাদ্দ থাকুক না কেন, তাকে যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং ওরাও যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে আমাদের দিক থেকে আমি বলছি আমাদের যদি ভুল ত্রুটি হয় তাহলে ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করলে, তা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। আপনারা এগিয়ে আসুন, এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যে উন্নয়নমূলক কাজ করতে চাই তাতে আপনাদের সহযোগিতা, জনগণের সহযোগিতা চাই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সকলের সহযোগিতা চাই। আমরাত প্রকাশ্যে বলছি যদি আমাদের মধ্যেএকটা অংশ নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহলে তাকে সক্রিয় করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যেমন চেষ্টা করতে হবে, ঠিক তেমনি জনগণের পক্ষ থেকেও চেষ্টা এবং চাপ দেওয়া দরকার। কাজেই এই দিকে অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে আমি এখানে বক্তব্য রাখছি যে, আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে উপস্থিত করেছি তাতে রেডিকাল চ্যাঞ্জ কিছু না হলেও---আমরা জানি অনেক অসুবিধা থাকবে এর পরেও, অনেক রাস্তাঘাট কমপ্লিট করতে পারব না, অনেক এলাকায় হয়তো জল সরবরাহ হবে না আগামী কয়েক বছরের মধ্যে। কিন্তু যেটা বিগত ৩০ বছরে হয়নি, সেগুলি করতে হয়তো আমাদের কিছু সময় লাগবে। কিন্তু যে ব্যয় বরাদ্দ আমরা করেছি, সেটা যদি সঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারি, দুর্নীতি মুক্ত ভাবে ব্যয় করতে পারি, সকলের সাহায্য এবং সহযোগিতা নিয়ে, তাহলে টাকা আমরা অনেক ভালভাবে খরচ করতে পারব। মানুষের অনেকটা উপকার করতে পারব। এবং সেইদিক থেকে জনসেবার যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আমরা কাজ করতে পারব। আমি আশা করব বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন

করতে এগিয়ে আসবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি এবং সর্বশেষে আবার হাউসের কাছে ডিমাণ্ডের পক্ষে সমর্থন দাবী করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- এখন আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ--- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে কৃষির উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার মোট ১০ লক্ষ, ৪ হাজার, ৪ শত একরের মধ্যে, এখন ফসল করা যায় এমন জায়গার পরিমাণ হলো ৩ লক্ষ, ৭৭ হাজার, ৫ শত হেকটার ও যেখানে সব সময় ফসল করা যায়, এমন জায়গা হলো ২ লক্ষ, ৪২ হাজার, ৫ শত হেকটার। আমরা চাই ত্রিপুরাতে যে সব জায়গাতে ফসল করা যায়, ঐ সব এলাকায় যাতে কৃষকরা সময় মত উপযুক্ত ফসল ফলাতে পারে, কোন মাটিতে কি ধরণের ফসল ফলানো যাবে সে পরীক্ষা আমাদের ডিপার্টমেন্ট করার ব্যবস্থা আছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটির সেম্পল এনে আমাদের এখানে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা এ কথা বলে দিয়েছি যে ঐ জমিতে কি ধরণের ফসল ফলানো যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে যে মাটি আছে এবং যে জমি আছে সেই মাটি এবং জমিতে আমরা যদি সঠিকভাবে ফলাতে পারি তাহলে ত্রিপুরার জন্য এখন বাইরে থেকে যে হারে ফসল আনতে হয়, সে হারে না আনলেও চলবে। কিন্তু এই ফসল ফলাতে গিয়ে প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ এবং বাধা আসে, সে বাধার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের বামফ্রনট সরকার চেষ্টা করে চলেছে। বিশেষ করে বন্যাতে প্রতি বছরই অনেক ফসল নষ্ট হয়, বন্যার ফলে অনেক উর্বর জমি বালুতে নষ্ট হয়ে যায়। বন্যার বিপরীত যে খরা, সে খরাতে অনেক জমি শুকিয়ে যায় এবং অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এ বছরও প্রথম দিকে খরাতে অনেক বোরোধান শুকিয়ে গিয়েছিল, তখন আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের যে পাম্পসেটগুলি আছে, সেগুলি সেখানে পৌছে দিয়ে এবং অচল যে পাম্পসেটগুলি আছে সেই অচল পাম্পসেটগুলি মেরামত করে যাতে ফসলরক্ষা করা যায়, সে চেষ্টা আমরা করেছি। আমাদের দপ্তর থেকে পাম্পসেটের মাধ্যমে, যে সব কৃষক পাম্পসেট কিনে নিজেরা জল-সেচ করতে পারে সে ব্যবস্থাও আমাদের আছে। এখানে একটা কাট মোশানে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র বাবু বলেছেন যে শুধু হদরাতেই তিনটি পাম্পসেট লাগবে, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তিনি কি এই বিষয়ে বলতে চান। সারা উদয়পুরে এই তিনটি পাম্পসেটেই চলবে না সমস্ত ডিপার্টমেন্টে এই তিনটি পাম্পসেট ব্যবহার করলেই চলবে। এই পাম্পসেট কি স্থায়ী ধরণের পাম্পসেট, না মোবাইল পাম্পসেট সেটা পরিষ্কার করে বলেন নি। যাই হোক এই পাম্পসেট জলসেচের প্রয়োজনে লাগে, সেটা আমরা অস্বীকার করছি না এবং সেখানে আমরা পাম্পসেট দিতে পারবো। ঐ এলাকায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, যারা ডিপার্টমেন্টের মেম্বার হবেন বা ঐ বলক থেকে প্রতিযোগিতা করবেন, তাঁরা আমাদের বরাদ্দ অনুযায়ী এই বছরে ৫০ পারসেন্ট সাবসিডিতে মোট ৬০০টি পাম্প-সেট নিতে

পারবেন এবং সেই পাম্প-সেট বিভিন্ন ব্লককে দেওয়া হবে। তবে সেই পাম্প-সেট উদয়পুর ব্লক থেকে কোথায় কোথায় দেওয়া হবে সেটা আমরা এখানে ঠিক করে দেব না, সেখানকার ব্লক ডিপার্টমেন্ট কমিটি এবং গাঁও-সভার নির্ব্বাচিত সদস্যরা তারাই সারা উদয়পুর এলাকাতে কোথায় কোথায় কি পাম্পসেট লাগবে সেটা ঠিক করতে পারবেন তার জন্য আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ধানের বীজ, গম, তৈলবীজ, আঁখ এবং পাটের বীজ এইগুলি বিভিন্ন এলাকাতে আমাদের যে ব্লকে ভি. এল. ডবালউ সেন্টার আছে, সেই সেন্টার থেকে সব সময় পাওয়া যাবে। আমাদের বি. এল. ডবলিউরা এবং সেখানকার অফিসাররা ডিউটির একটা অংশ গ্রামে গ্রামে ঘুরে কোথায় কি ধরণের ফসল হতে পারে এবং কখন কি ধরণের ফসল করা দরকার, তার জন্য কৃষকের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে কৃষকদের কিছু সুবিধা যাতে হতে পারে তাদের কি কি বীজ প্রয়োজন এবং কি ধরনের ফসল করলে কৃষকদের উপকার হবে, সেটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আগামী বছর সারা ত্রিপুরাতে মোট ৪ হাজার মেট্রিকটন ধান, ১৫ হাজার মেট্রিক টন গম, ৬ হাজার মেট্রি-কটন পাটের বীজ, ৪১ হাজার মেট্রিকটন ডালের বীজ; ৯ হাজার মেট্রিকটন নাইট্রোজেন সার বিতরণের প্রগ্রাম আমাদের আছে, এছাড়াও অন্যান্য রাসায়নিক এবং জৈব সার এবং পোকার ঔষধ-পত্র ব্যবস্থা আমাদের আছে। আমরা চাই কিছু দিন আগে যে গাঁওসভার নির্বাচন হয়ে গেল, ঐ গাঁওসভার প্রত্যেক মেম্বার এবং প্রত্যেক সদস্যরা-যেহেতু ত্রিপুরার শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে কৃষি কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য ভি. এল. ডবলিউ সেন্টার এবং বিভিন্ন জায়গাতে কারিগরি পরামর্শ এবং অন্যান্য যাবতীয় সাহায্য যেখানে আমরা দিয়ে থাকি সেটার সঙ্গে সহ-যোগিতা করার জন্য এবং কৃষি কর্মসূচীকে সফল করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

পশুপালন বিভাগে পশু চিকিৎসা, দুগ্ধ উৎপাদন এবং বিতরণ উন্নত জাতের পশু প্রজনন, হাস, মুরগীর জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ আমি চেয়েছি, এখানে মাননীয় বিরোধী দলের অনেক সদস্য বলছেন যে ঔষধে অনেক কম ধরা হয়েছে তাই আমি মাননীয় সদস্যদের জানিয়ে দিতে চাই যে গত আর্থিক বছরে নন-প্ল্যানে আমাদের ধরা ছিল ৪ লক্ষ, ২৭ হাজার টাকা, এর মধ্যে অর্ধেক অংশের টাকা বছরের দেনা সুদ করতে আমাদের চলে গিয়েছিল, তাই এ বছর আমরা ৯ লাখ, ৪০ হাজার ৮ শত টাকার ক্রয়-পত্র আমরা চেয়েছি, তাই আমরা আশা করছি যে গত বছরের তুলনায় ৪ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলা যেতে পারে এবং এই ঔষধ যখন আমরা ত্রিপুরাতে এনে পৌছাতে পারবো, তখন আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে যে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, ডিসপেন-সারি এবং হাসপাতালগুলি আছে, সেই সব জায়গাতে আগের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে এই ঔষধ দিয়ে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবো।

তবে এটা ঠিক যে গত বছর গো-মরকের ফলে অনেক গরু, মহিষ, মোরগ এবং শূকর মারা গেছে। আমাদের রাজ্যে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে, কোন পশু সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে প্রতিষেধক এর ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু যেটা

সেটা হল কোন জায়গায় কোন পশুর সংক্রামক রোগ যদি দেখা যায়, তখন খবর পাওয়ার সাথে সাথে সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য সে জায়গায় ডাক্তার পাঠাই। কিন্তু এই প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে যদি আমরা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের পশুগুলিকে ভয়াবহ মড়কের হাত থেকে রক্ষা করা যেত। কিন্তু সেটা করতে গেলে সারা ত্রিপুরায় যত সংখ্যক গরু মহিষ এবং অন্যান্য পশু আছে, সমস্ত পশুগুলিকে বছরে একবার করে এই প্রতিষেধকের টিকা দিতে হবে। কিন্তু সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমাদের আর্থিক সংকুলান না থাকার দরুণ আমরা সেটা করতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে মোরগের খামার আছে। সেই খামারে বিদেশ থেকে অনেক জাতের মোরগ আমরা এনে রেখেছি। ত্রিপুরার জনসাধারণ যারা উন্নত জাতের মোরগ পালতে চান, তারা এখান থেকে কিনতে পারেন। এবং বেশী ডিম দেয় এমন জাতের মোরগও আছে। গান্ধীগ্রামের মোরগের সংগেই শুকরের খামার আছে। সেখানে উন্নত জাতের শূকরও আছে এবং ইচ্ছুক ক্রেতাগণ সেখান থেকে শূকর নিয়ে পালতে পারেন। তাছাড়া দুর্গা চৌমুহনীতে ক্যাটেল ফার্ম আছে। এই ক্যাটেল ফার্মে উন্নত জাতের গরু প্রজনন করা হচ্ছে এবং উন্নত জাতের গরুর বীজ যাতে সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন গো-প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে সে ব্যবস্থা করেছি। ইচ্ছুক গো-পালকেরা সেই উন্নত প্রজনন বীজ নিয়ে উন্নত জাতের গরু উৎপাদন করতে পারেন। এছাড়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের কমিশনের সাহায্য নিয়ে আমরা এখানে একটি হাঁসের খামার করেছি। এই হাঁসের খামার থেকে উন্নত জাতের হাঁস যারা পালতে চান তারা এখানে থেকে উন্নত জাতের হাঁস কিনে নিয়ে পালতে পারেন। এবং আমরা এই চিন্তাও করেছি ডম্বুর জলাশয়ের ফলে সেখানে যে সমস্ত কৃষকরা জমি হারিয়েছেন এবং আয় অনেক কমে গেছে তাদেরকে হাঁস পালা মোরগ, ছাগল পালার সুযোগ দিয়ে এবং মৎস চাষের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার ব্যয় বরাদ্দ মৎস্য চাষ সম্পর্কে কিছু বলছি। আমরা জানি ত্রিপুরার মানুষ অধিকাংশই মাছ খেতে ভালবাসেন। কিন্তু বাজারে মাছের এত দাম যে যারা বিত্তবান এবং মধ্যবিত্ত তারাই কিনে খেতে পারেন। তাই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আগামী বছরের জন্য অনেক স্কীম নিয়েছেন। যদি এই স্কীম সঠিকভাবে কার্য্যকরী করতে পারে, তাহলে বছরে গড়পরতা ১০ কে. জি. করে মাছ প্রতিটি মানুষকে যোগান দিতে পারব। আমাদের সরকারের হাতে অনেক জলাশয় আছে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীনেও অনেক জলাশয় আছে। যে সমস্ত জলাশয়ে আমাদের মৎস্য বিভাগের সহযোগিতায়, যেখানে প্রতি হেক্টরে ৫০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হত, সেখানে কি করে ১০০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আর ডম্বুর জলাশয়ে আগের থেকে অনেক বেশী মাছ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। সেখানে আমরা সিলভার কাপ ইত্যাদি অনেক উন্নত জাতের মাছ আমরা ছেড়েছি এবং স্থানীয় অনেক জাতের মাছও আছে। আমরা

আশা করছি অফ্-সীজন শেষ হবার পর, জুলাই মাসের পর, ডম্বুর জলাশয় থেকে অন্ততঃ আগরতলা পর্য্যন্ত মাছ আমরা আনতে পারব। আগরতলা পৌর বাজারে মাছ বিক্রি করার জন্য কয়েকটি কাউন্টার খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে যেমন—বটতলায়, গোলবাজারে, লেক চৌমুনীতে, দুর্গা চৌমুনীতে। সেই সমস্ত কাউন্টার থেকে ডিম, মোরগ, শূকরের মাংস আমরা বিক্রি করব। 'আগে আগরতলাতে দুধের ভীষণ অভাব ছিল। কিন্তু এখন আমাদের ডেয়ারীতে প্রচুর দুধ আছে। যাদের দুধ প্রয়োজন, তারা কার্ড করে দুধ নিতে পারেন। দুধ আমরা' বিক্রি করতে পারছি না বলে এই দুধ থেকে মাখন, ঘী, আমরা তৈরী করছি। আমি আশা করছি আমার এই ব্যয় বরাদ্দ হাউস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার—-মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—-মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আমি যে ব্যায় বরাদ্দগুলি হাউসের সামনে রেখেছি, তার উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কাটমোশান রেখে বিরোধিতা করেছেন। এই কাটমোশানটা উনারা বিধানসভায় রেখেছেন, কিন্তু কোন উপজাতি এলাকায় গিয়ে উনারা এই কথা তুলতে পারবেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৩০ বৎসর-এর কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থাকে আমি ৩৫ নম্বরের এডমিনিস্ট্রেশান বলে মনে করি এবং সেই দিক থেকে তাকে বিচার করে এসেছি। আমি দেখেছি একই অফিসের মধ্যে যদি কোন কেরাণীবাবু নূতন আসে এবং তাকে যদি কোন বিষয়ে নোট লিখতে বলা হয়, তখন ও. এস. সাহেবের কাছে গেলে বলে—তুমি এই ব্যাপারে একটা ফাইল আছে, সেটা দেখে নাও। এবং ঐ ফাইল দেখে উনি নোট লিখেন। আমরা দেখলাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লুটেরা যখন ভারতবর্ষে এল এবং তাদের হাত থেকে কুইন ভিকটোরিয়া যখন শাসন ব্যবস্থা হাতে নিলেন, তখন ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার সমস্ত নীতিগুলি রূপায়িত হলো এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লুটেদের ভিত্তিতে। দ্বিতীয় ফাইল ওপেন করলেন কুইন ভিকটোরিয়া আগের ফাইলের রেফারেন্স নিয়ে। আমরা দেখলাম ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো ১৯৪৭ সনের ১৫ আগষ্টে। স্বাধীন ভারতের আইন কানুনের ক্ষেত্রে ঐ কুইন ভিকটোরিয়ার আমলের যে শাসন ব্যবস্থা ছিল, সেই রেফারেন্স নিয়ে নীতিগুলি বহাল রেখে দিলেন। আমি এই কথা বলছি এই কারণে—-ঐ যে ফাইলের পরিবর্তন করার ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার এখানে এবং পশ্চিমবাংলাতে করছেন, সেই পরিবর্তনকে রোখবার জন্য যারা মদত দিচ্ছেন, তারা এই পরিবর্তনকে বিশ্বাস করতে পারছেন না বলেই মদত দিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধীর আসনে যারা বসে আছেন, যারা এই পরিবর্তনের কাজে সহায়তা করতে পারছেন না, তারা ভয় পাচ্ছেন এই কারণে যে আগের রাজত্বে আমরা যে ভাবে ছিলাম, পরিবর্তিত রাজত্বে হয়তো আমরা সংখ্যালঘু হয়ে যাব। গ্রেজুয়েলী তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। কারণ শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হলে জনগণের হাতে সে ক্ষমতা এসে যাবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটা গল্প বলছি—- আলাউদ্দীনের কাছে দুইজন শিষ্য বাজনা শিখবার জন্য গিয়েছিল। একজন গিয়ে

বললেন---স্যার, আমি গৎ সম্পর্কে অনেক লেখাপড়া করেছি, অনেক গৎ শিখেছি। তখন আলাউদ্দীন বললেন তোমাকে ২০০ টাকা দিতে হবে। আর একটি ছেলে গিয়ে বললেন স্যার, আমি গান বাজনার কিছুই জানি না। আমাকে কত টাকা দিতে হবে? তার চেয়ে বেশী দিতে হবে কি? তখন উনি বললেন, না তোমাকে মাত্র ১৫ টাকা দিতে হবে। তখন ঐ আগের ছেলেটি বললেন—কি ব্যাপার আমি গৎ শিখেছি, তার চেয়ে অনেক বেশী জানি, আমাকে বেশী দিতে হবে কেন? তখন আলাউদ্দীন বললেন --বাপু হে তুমি যা শিখেছ, সেগুলি ভুলিয়ে আমার ব্যবস্থায় শিখাতে হবে। আর দ্বিতীয় ছেলেটি কিছু শিখেনি বলে তাকে অনায়াসে আমার নিজের ব্যবস্থায় শিখাতে পারব। কাজেই আপনারা বিগত ৩০ বৎসর ধরে যা শিখে এসেছেন, সেই ধরণেই সমালোচনা করছেন। সুতরাং আপনাদেরকে সেই সমস্ত ভুলিয়ে, তারপর নতুন ব্যবস্থায় শিখাতে হবে। সেই জন্যই আমি এই কথা বলেছি। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে ৪ মাসের জন্য আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছিলাম সেই বরাদ্দ আমার সম্পূর্ণ খরচ করতে পারি নি বাজেট এনেছি এই কারণে। নৌকা বাইতে গেলে জল লাগে। এই যে ৩০ বৎসরের ৩৫ নম্বর এডমিনেষ্ট্রেশান যে কায়দায়, চলেছিল, আমরা সেই প্রশাসনকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে চাই। নূতন কায়দায় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করতে চাই। হাসপাতালের ব্যাপারে জমাতিয়া আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, চিঠির উত্তর তিনি পাবেন। আমরা মন্ত্রিসভায় এসে দেখলাম যে গত ৩০ বৎসরের আবর্জনার স্তূপের মধ্যে এসে বসেছি। আমার বিভাগ সম্পর্কেই আমি বলছি-- হাসপাতালে ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত নাই। এটা কাদের জন্য হয়েছে? ঐ ৩০ বৎসর ধরে যারা ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, তারাই এটা করে গেছেন।

কিন্তু মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি যে আবর্জনা সাফ করবার চেষ্টা করছি, ঐ আবর্জনা পাহারা দেবার জন্য কিছু লোক রাখা হয়েছে। তাই ঐ আবর্জনা তারা পরিষ্কার করতে দিচ্ছেন না, বাধা দিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি, হস্পিটালে যে পরিমাণ ঔষধের প্রয়োজন, আমি সে পরিমাণ ঔষধ দিতে পারছি না। যে পরিমাণ ডাক্তারের প্রয়োজন সেই পরিমাণ ডাক্তার আমি দিতে পারছি না। কিন্তু এটা আমাদের আমলে সৃষ্টি হয় নি। আমরা চেষ্টা করছি, সারা ভারতবর্ষ থেকে চেষ্টা করছি এখানে ডাক্তার দেবার জন্য এবং যেখানে যেখানে আমরা ডাক্তার পাচ্ছি আমরা ডাক্তার আনার চেষ্টা করছি। আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমি তাঁদের কাছে রাখতে চাই। আমার যে ডিমাণ্ড, সেই ডিমাণ্ডে আমি মাত্র সাড়ে সাইত্রিশ লক্ষ টাকা রেখেছি শুধু ঔষধের জন্য। তাই সেখান থেকে একশ' টাকা কমাতে চেয়েছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের বাঙালী নিয়মে একটা ব্যবস্থা আছে। আপনারা দেখবেন যে বাড়ীতে ভিক্ষুক যখন ভিক্ষা পায় সে ভিক্ষা পাত্র থেকে একটা চিমটি দিয়ে দেয়। এটা ভিক্ষাবৃত্তি। ওরা ভিক্ষাবৃত্তি চায়। আমি যে টাকা মঞ্জুর

চেয়েছি তারা সেটা থেকে ভিক্ষাবৃত্তি চান। আমরা ভিক্ষাবৃত্তি চাই না। আমরা দাবী করতে চাই এবং এই দাবীর জন্য ১৭ লক্ষ মানুষ আন্দোলন করবে ত্রিপুরার সমস্ত বরাদ্দ আদায় করার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু এরা ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করতে চায়। চিমটি কমাতে চায়। তাতে ব্যয় বরাদ্দের কোন অসুবিধা হবে না।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমরা যখনি কোন ব্যয় বরাদ্দের দাবী রাখছি তখনি তাঁরা 'না' বলছেন। এই ব্যাপারে মনে হয় মাননীয় সদস্যদের শুনতে ভাল লাগবে - একটা গল্পের কথা বলতে চাই। মিঃ স্পীকার, স্যার, মহারাজের কাছে মন্ত্রী গিয়ে বললেন যে বৌকে ভয় করে না এমন কোন পুরুষ মানুষ নেই। তখন এটা পরীক্ষা করার জন্য আমরা দেখলাম এলাকার সমস্ত স্বামীদের একত্র জড় করা হল। তখন মিনিষ্টার বললেন তোমরা যারা বৌকে ভয় পাও তারা সবাই বল 'হ্যা'। সবাই বললো 'হ্যা'। কিন্তু একটা লোক বললে 'না'। এরপর আবার বলা হল যারা তোমরা বৌকে ভয় পাও না তারা বল 'না'। সবাই বললে 'না', ঐ ব্যক্তিও বললে 'না'। তখন মহারাজ বললেন যে একটা লোক বারে বারে 'না' বলে, তার কারণটা কি? তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি বারে বারে 'না' বল কেন? তখন সে বললে, মহারাজ, আমি আসার সময়ে আমার স্ত্রী বলে দিয়েছে যা কিছুই আলাপ হোক না কেন সব সময় 'না' বলবে। তাই তারাও 'না' বলছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ওরা যে 'না' বলছেন সেটা ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে বলছেন না। ওদের বাড়ীতে বলে দেওয়া হয়েছে তোমরা গিয়ে 'না' বলবে। সেজন্যই তারা 'না' বলছেন।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের যে বাজেট মুখ্যমন্ত্রী রেখেছেন, তাতে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে এই বাজেট জনগণের, ১৭ লক্ষ মানুষের যে বৈপ্লবিক চাহিদা, তা পুরণের সামান্য চেষ্টা মাত্র। পরিপুর্ণ প্রতিফলন এতে ঘটে নি। আমরা চেষ্টা করছি আরও বেশী করে মানুষের চাহিদাকে পুরণ করবার। কিন্তু কমরেড, গত ৩০ বছর ধরে ত্রিপুরার জগাই মাধাই আর তার কিছু গুণধর পুঙগবেরা জগন্নাথের রথ মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, আমরা এই রথকে চালাতে চাই, সামনের দিকে নিতে চাই। কিন্তু তাঁরা তা করতে দেবেন না। যেখানে তাঁদের বলা উচিত ছিল যে আরও বেশী দাবী রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেখানে তাঁরা বলছেন এই দাবী অনেক বেশী হয়ে গেছে। অথচ আমি নিজেই বলেছি যে এইবার আমরা যে দাবী রেখেছি—সাড়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা, ২১---মেডিকেলে, এটা আমরা রেখেছি অনেক কম। আমাদের পরিকল্পনা আছে যে রিভাইজড বাজেটে আমরা এর পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেব এই কারণে যে, কংগ্রেসী

আমলে যে সমস্ত হস্পিট্যালগুলি হওয়ার কথা ছিল, এইগুলি তারা করে দেয় নি বলে আমরা এইগুলি করতে পারব কিনা সন্দেহ আছে এই কারণে যে, ১১টি সাব-সেন্টার আমরা দিয়েছি, কিন্তু এই বছরের মধ্যে সবগুলি কম্‌প্লিট হবে কিনা, সেখানে রোগী ভর্তি ধবে কিনা, সেই সংশয় আছে বলেই আমরা এইখানে বাজেট কিছু কম রেখেছি। যদি আমরা পূর্ণ করতে পারি, আমার বিশ্বাস এই বাজেট আরও অনেক বেশী বেড়ে যাবে। আমি লক্ষ্য করেছি উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা বার বার বলছেন যে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এরাই একমাত্র গ্যারান্টীড প্রহরী। অথচ এই উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা ৩০ বছর যে কংগ্রেসের সেবা করে এসেছেন, সেই কংগ্রেস উপজাতিদের হস্পিটালের প্রশ্নে কিভাবে বঞ্চিত করে রেখেছেন তা সকলেই জানেন। পঞ্চম পরিকল্পনায় ত্রিপুরার জন্য ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল সিক্‌স রেডেড ডিস্পেনসারীর জন্য। এমনভাবে পরিষ্কার ভাষায় রাখা ছিল যে এই ডিস্পেনসারীগুলি হবে ট্রাইবেল এরিয়ায়।

মিঃ স্পীকার, স্যার, ঐ কংগ্রেসের, যে কংগ্রেস, গাউন পড়ে তারা বিরোধী আসনে বসে আছেন, সেই কংগ্রেস ২৪টি ডিস্পেনসারীর মধ্যে একটিও ট্রাইবেল এলাকায় করেন নি, তার প্রত্যেকটি করেছেন অন্য এলাকায়, অনেক বেশী টাকা খরচ করেন। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা যারা উপজাতিদের হয়ে লড়াই করছেন এবং দাবী করেছেন যে উপজাতিদের স্বার্থই তারা এক মাত্র দেখছেন, এতদিন তারা কোথায় ছিলেন, যখন ঐ কংগ্রেস ২৪টি ডিস্পেনসারীর মধ্যে একটিও ট্রাইবেল এলাকায় না করে সবগুলি অ-উপজাতি এলাকায় করেছিলেন? আজকে আমরা যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসি, আমরা সেই উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বেশী করে চেষ্টা করছি, শুধু তাই নয়, যে স্বার্থ ঐ কংগ্রেসীরা গত ৩০ বছর ধরে পদদলিত করে আসছিল, সেই স্বার্থকে আমরা আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। অথচ তারা এই বিধানসভায় দাড়িয়ে তার বিরোধীতা করে যাচ্ছেন। এবং ঐ কংগ্রেস আমলের গুণগান ওরা গেয়ে যাচ্ছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসের সামনে এই বক্তব্য রাখতে চাই যে ঐ ২৪টি ডিস্পেনসারী, যেগুলি হওয়ার কথা ছিল, সেগুলির মধ্যে একটি হয়েছে তিলথৈ এবং তার জন্য খরচ হয়েছে ৩,৯৩,২৩১ টাকা, একটি ডিস্পেনসারী হয়েছে কাঞ্চনবাড়ীতে, একটি হয়েছে মরাছড়াতে, একটি হয়েছে আনন্দ নগরে একটি হয়েছে বক্সনগরে এবং আর একটি হয়েছে শ্রীনগরে এবং এগুলির জন্য যা খরচ হয়েছে, তার সম্পূর্ণ হিসাব আমরা এখনও পাই নি, তবু যেটুকু হিসাব আমাদের কাছে এসে পৌছেছে, তাতে দেখছি যে ১৬ লক্ষ টাকার বেশী এগুলির জন্য খরচ করা হয়েছে। মাত্র ৬টি করা হয়েছে ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করে। কথা ছিল ২৪টি ডিস্পেনসারী করা হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথাটা এই জন্য বললাম যে ওরা আজকে এই

বিধানসভায় দাড়িয়ে কিছু বক্তব্য রেকর্ড করে প্রমাণ করতে চান যে একমাত্র উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের জন্য কল্যাণ আনিতে পারে। কিন্তু এই রেকর্ড প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা উপজাতিদের স্বার্থে কাজ করছেন না বরং ওরা ঐ কংগ্রেসের গাউন পড়ে কংগ্রেসেরই স্বার্থে কাজ করছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ব্যয় বরাদ্দের উপর ওরা যে কাট মোশান এনেছেন, আমি এই ব্যাপারে সেপসিফিক বলতে চাই যে ১৯৭৫-৭৬ সনে এই হেডে আমাদের খরচ ছিল ২২,৭৬,৭০০ টাকা এবং ১৯৭৬-৭৭ সনে সেটা বেড়ে হয়েছে ২৫,০৯,৫২৯ টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালে খরচ হয়েছিল ২৬,৬৯,৪১৯ টাকা। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে মানুষের জন্ম হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছি এবং এটা খুব কম হারেই বেড়েছে। তবু ঔষধপত্রের জন্য আমাদের খরচ কিছু বেড়েছে। আমরা এবার ১৯৭৮-৭৯ সনের জন্য ২০,৫০,০০০ টাকা বাজেটে ধরেছি, আমাদের এই খরচটা কিছু কম রাখতে হল, তার কারণ আপনারা জানেন যে ট্রাইবেল এলাকায় মোট ১০টি সাব-সেন্টার খোলার যে কথা ছিল; সেই সাব সেন্টারগুলির অনুমোদন ছিল, কিন্তু কংগ্রেস আমলে এই উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা এ' কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহযোগীতা করা সত্বেও সেই কাজগুলি এ' আমলে হয় নি। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসা পর্য্যন্ত ১টি সাব সেন্টারের মঞ্জুরীও তারা দিয়ে যান নি যেটা আগের বছরই হওয়ার কথা ছিল। এবং কারণে আমাদের বহু লক্ষ টাকা এই হেলথের খাতে ফিরত দিতে হয়েছে। অথচ এই কাজটা করার দায়িত্ব ছিল ঐ কংগ্রেস সরকারের, কিন্তু তারা সেটা করে যান নি। তাই আমরা চেষ্টা করছি তাদের বাকেয়া পাপগুলি দুর করার জন্য, আমরা ১১টি ডিসপেনসারী/প্রাইমারী হেলথ সেন্টার/সাব সেন্টার করবার চেষ্টা করছি এবং এর সংগে সংগে আরও চেষ্টা করছি যাতে আগামী দুই বছরের মধ্যে আমরা যাতে মোট ২০টি করতে পারি এবং তাহলে পরে আমাদের ব্যয় বরাদ্দও আরও বেড়ে যেতে পারে। তাই এই সম্পর্কে আমি আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না, কারণ আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা শুধুমাত্র একটা হেডে কিছু টাকা কমাবার দাবী প্রমাণ রেখে প্রমাণ করলেন যে আমাদের এবং সমস্ত দাবীগুলির প্রতিও তাদের সমর্থন আছে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে এবারে আমার এই দাবীর প্রতিও তাদের সমর্থন থাকবে কারণ তারা বুঝতে পারছেন যে তাদেরকে কিভাবে এতদিন ঠকানো হয়েছিল এবং আমরা তাদের সেই বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আমি আর একটা কথা বলতে চাই, কারণ এখানে অমরপুর সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়েছে, অমরপুর হাসপাতাল সম্পর্কে আমাদের কমঃ শ্যামল সাহা বলেছেন। সেখানে আপাততঃ ২০টি বেড আছে, সেটাকে আমরা ত্রিশটি করবার চেষ্টা করছি। এটা করার মঞ্জুরী থাকা সত্বেও আমরা করতে পারছি না, কারণ হাসপাতালের জন্য কনস্ট্রাকশান হবে, সেই জায়গাটা উপযুক্ত হবে না। কাজেই ঐ জায়গায় আমরা এখন কনস্ট্রাকশান করতে পারছি না। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে এই জায়গাটা বাছাই করেছিল কংগ্রেস আমরা নই। মিঃ স্পীকার, স্যার,

আমার ব্যয় বরাদ্দ দাবীগুলির উপর যে আলোচনা হয়েছে এবং যে প্রশ্নগুলি সম্পর্কে বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা বলেছেন, আমি মনে করি তাঁরা তার উত্তর পেয়েছেন এবং তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এভাবে কাটমোশান এনে, তাঁরা বোধহয় ঠিক কাজ করেন নি, কারণ কাট মোশান এনে তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে গিয়েছেন।

আরেকটা প্রশ্ন এখানে বলতে হয়। কারণ আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া তিনি বলেছিলেন, সমন্বয় কমিটির লোকদের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, একমাত্র সমন্বয় কমিটির লোকেরা চেষ্টা করছেন এই বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে রূপায়ণের পথে এগিয়ে নেবার জন্য এবং আজকে একে যারা বাধা দিচ্ছে তারা আজকে এই পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ঐ পোষ্ট অফিস চৌমুহনীতে একটা দোতলা দালানে সেখানে অনশন করাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে হাসপাতালে ডাক্তার নেই। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে হাসপাতালে যে ডাক্তার আছে তিনি ভাল চিকিৎসা করতে পারেন না। আমার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার প'র ১৯৭৮ সনে যখন মেধার ভিত্তিতে ত্রিপুরার ভাল ছাত্রদের মেডিকেল পড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেই, তখন সিনিয়রিটির অজুহাতে তারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এরা মানুষের কল্যাণ চায় না। এরা রাজনীতির মুনাফা লুঠতে চাই এই বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে। কাজেই আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখব যে এই বিধানসভার ভিতরে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগী না নিয়ে, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত এখানে নেওয়া হবে, তাকে সমর্থন করুন। তাহলে আপনাদের বিরোধ পক্ষের যে ভূমিকা সেটা ম্লান হবে না বরং ১৭ লক্ষ মানুষ আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মনে করি যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে যে বাজেট এখানে রাখা হয়েছে, এই বাজেট শুধু মেডিকেলে নয়, প্রতিটা ক্ষেত্রে যে ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি, এর সংগে পুরাতন সরকারের বাজেটের কোন মিল নেই। যারা নাকি উপন্যাস পড়ে শুধু আনন্দ পান, তাদের কাছে মৌলিক প্রশ্নের কোন রসবোধ থাকে না। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের অবস্থাও তাই। সেজন্য এই বাজেটে তারা কিছু খোঁজে পাচ্ছেন না।

আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করব আপনারা এই বাজেট ভাল করে পড়ুন এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা কি কাজ করেছি তার মূল্যায়ণ করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, আমি আবার তাদের কাছে আবেদন রাখবো যে মানুষের স্বার্থে এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করুন এবং আমি আশা করি এই সমর্থন করলে পরে ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণ হবে এবং সেই কল্যাণের অংশীদার আপনারাও হবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—ডিমাণ্ড এবং কাট মোশানের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি ডিমাণ্ডগুলির একটির পর একটি ভোটে দেব। অবশ্য যে সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান আছে সে ক্ষেত্রে প্রথমে আমি কাট মোশান ভোটে দেব।

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 6 to vote. The question before the House is the Demand No. 6 moved by the Hon'ble PWD Minister that a sum not exceeding Rs 52,58,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 6 (Major Head 241—Taxes on vehicles Rs. 1.65,000) (Major Head 344 -Other Transport & Communication Services—50,93 000)

Then the Demand was put to voice Vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 14 to Vote The question before the House is the Demand No. 14 move by the Hon'ble PWD Minister that a sum not exceeding Rs. 6,62,15,000 exclusive charged expenditure of Rs. 5,00,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to dafray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979, in respect of Demand No. 14 (Major Head 259—Public Works Rs 6.49,60,000) (Major Head-277 Education Rs 6 43.000) (Major Head 278 Art & Culture Rs 1,000) (Major Head 280 Medical Rs. 4,21,000) Major Head-282 Public Health, Sanitation & Water Supply Rs 50,000) (Major Head-287 Labour & Employment(Craftsman Training)Rs 50,000), Major Head 310 Animal Husbandry Rs 20,000) Major head 321 Village & Small Industries Rs. 70,000).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Cut Motion in respect of Demand No 20 Now the question before the House is that the cut motion raised by Shri Nagendra Jamatia that the Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর রাস্তার মেরামতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

Than the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :- Now, I am putting the cut motion in respect of Demand No. 20 Now the question before the House is that the cut motion raised by Shri Ratimohan Jamatia that the Demand be educed by Rs. 100/- to discuss on কিল্লা থেকে ফাটোমাটি পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ারীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 20 to vote. The quation before the House is the Demand No. 20 moved by the Hon'ble PWD Minister that a sum not exceeding Rs. 2,04, 38.000/- inclusive of the sums, specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on account bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 20 (Major Head 283—Housing Govt. residential buildings Rs. 35,69,000 (Major Head 28—Urban Development (Town E Regional Planning) Rs 2,40,000 (Major Head 337—Roads & Bridges Rs. 1,66,29,000).

Than the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting the cut motion is respect of Demand No. 35. to Vote. Now the question before the House is that the cut motion raised by Shri Ratimohan Jamatia that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on খুম্পুইলং জলেসা ও রায়া গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr Speaker :—Now I am putting the Demand No. 35 to vote. The question before the House is the Demand No. 35 moved by the Hon'ble PWD Minister that a sum not exceeding Rs. 1,98,07,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on account) bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 35 (Major Head 306—Minor Irrigation Rs 13,03,000,) (Major Head 331—Water & Power Development schemes—Rs. 36,15,000) (Major Head 333—Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Projects Rs 28,89,000) (Major Head 334—Power Projects Rs. 1,20,00,000).

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting the cut motion in respect of Demand No 36 to Vote. Now the question before the House is that the cut motion raised by Shri Harinath Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on.

অমরপুরে আগুন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ব্রাঞ্চ খোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

Then the cut motion was put to voice vote and lost

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand No. 36 to Vote. The question before the House is the Demand No. 36 moved by the Hon'ble Home Minister that a sum not exceeding Rs. 3,62,77,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) bill. 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979. in respect of Demand No. 36 (Major Head 477—Capital outlay on Education, Art and Culture Rs. 28,00,000) (Major Head 459—Capital outlay on Public Works Rs. 70,10,000) (Major Head 480—Capital outlay on Medical—Rs. 43,00,000) (Major Head 482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 1,76,00,000) (Major Head 510—Capital outlay on Animal Husbandry Rs. 16,57,000) Major Head 511—Capital outlay on Dairy Development Rs. 7,60,000) (Major Head 521—Capital outlay on village and Small Industries Rs. 21,50,000).

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand No. 39 to vote. The question before the House is the Demand No. 39 moved by the Hon'ble PWD Minister that a sum not exceeding Rs. 6,22,70,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 39 (Major Head 483—Capital outlay on Housing Rs. 13,70,000), (Major Head 499—Capital outlay on special & Backward areas/NEC schemes for Roads & Bridges Rs. 1,54,00,000) (Major Head 537—Capital outlay on Roads and Bridges, Rs. 4,55,00,000).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now I am putting the demand No. 43 to vote. The question before the House is the demand No. 43 moved by the Hon'ble PWD Minister that a sum not exceeding Rs. 6,78,97,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on account) bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 43, Major Head 506—Capital outlay on Minor Irrigation, Soil conservation and Area Development Rs. 1,04,97,000 (Major Head 533—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood control Projects Rs. 1,07,00,000) (Major Head 534—Capital outlay on Power Projects Rs. 4,67,00,000).

Then the Demand was put to voice vote and passed

Mr. Speaker—Now I am putting the cut motion in respect of Demand No. 29 Now the question before the House is that the cut motion raised by Shri Nagendra Jamatia that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

উদয়পুর মহকুমার, হদ্রা গ্রামে ৩টি পাম্পসেট এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand No. 29 to vote. The question before the House is the demand No. 29 moved by the Hon'ble Agricultural Minister that a sum not exceeding Rs. 4,49,86,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on account) bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 29 (Major Head 299—Special & Backward Areas (NEC Scheme for Agri., Soil conservation & Fisheries Rs. 21,02,000) (Major Head 305—Agricultural Rs. 2,70,31,000) (Major Head 306—Minor Irrigation (Agri) Rs. 30,12,000) (Major Head 307—Soil & Water Conservation (Agri) Rs. 66,19,000) (Major Head 312—Fisheries Rs. 61,22,000) (Major Head 314—Community Development Rs. 1,00,000).

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now I am putting the cut motion is respect of Demand No. 30 to vote. Now the question before the House is that the cut motion raised by Shri Harinath Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on---

গৃহপালিত পশুদের জন্যে আরও অধিক পরিমাণে ঔষধ পত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ।

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Animal Husbandry Minister that a sum not exceeding Rs. 1,38,13,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 30 (Major Head 299—Special & Backward Areas (N. E. C. Schemes for Animal Husbandry & Diary Development) Rs. 11,30,000) (Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 96,06,000) (Major Head 311—Diary Development Rs. 30,77,000).

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now I am putting the demand No. 41 to vote. The question before the House is the demand No. 41 moved by the Hon'ble Agriculture Minister that a sum not exceeding Rs. 1,22,60,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 41 (Major Head 505—Capital outlay on Agriculture Rs. 1,20,60,000) (Major Head 705—Loans for Agriculture Rs. 2,00,000).

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now I am putting the cut motion in respect of demand No. 18. Now the question before the house is that the cut motion raised by Shri Nagendra Jamatia that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

"গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে আরও অধিক পরিমানে ঔষধ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।"

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand No. 18 to vote. The question before the House is the demand No. 18 moved by the Hon'ble Health Minister that a sum not exceeding Rs. 2,69,32,000 [inclusive of the sums

specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vo on Account Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 18 (Major Head 265—other administrative services (Vital statistics) Rs. 1,25,000) (Major Head 280—Medical Rs. 2,28,68,000) (Major Head 282—Public Healih, Sanitation & Water supply Rs. 39,39,000).

Then the demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now I am putting the demand No. 19 to vote. The question before the House is the demand No. 19 moved by the Hon'ble Health Minister that a sum not exceeding Rs. 13,21,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March,1979 in respect of Demand No.19 (Major Head 281—Family Welfare Rs. 13,21,000/-).

The Demand was put & passed by voice vote.

মিঃ স্পীকার—হাউস আগামী ২৭শে জুন ১৯৭৮ ইং মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'A'

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 113

By—Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A. R. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত কিছু সংখ্যক উপজাতি কর্মচারীদের নিয়ে "ইন্টিগ্রিটি ডাউটফুল" চিহ্নিত একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে "ইন্টিগ্রিটি ডাউটফুল" চিহ্নিত করার কারণ কি ?

উত্তর

১। উপজাতি কর্মচারীদের "ইন্টিগ্রিটি ডাউটফুল" বলে কোন তালিকা প্রস্তুতির খবর রাজ্য সরকারের কোন দপ্তরে প্রকাশ পায় নাই। রাজ্য সরকার এই ধরণের কোন মন্তব্য লেখার নির্দেশ কোন দপ্তরকে দেয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 236

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার বর্তমানে কোন রুল অনুযায়ী শিক্ষক কর্মচারীদের টি. এ. দিয়ে থাকেন।

২। টি. এ. হার সাধারণ শিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থে নুতন ভাবে পরিবর্তনের বিষয় সরকার কি কি বিবেচনা করছেন।

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকারের Supplementary Rules রাজ্য সরকার ২৯.৯.৭২ইং তারিখ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে অর্থ দপ্তরের মেমো নং F. 5 (16) Fin(G)/75 তাং ৩০. ১. ৭৬ এবং F. 5(16)-Fin(G)/75 তাং ৩. ১১. ৭৭ দ্বারা উক্ত রুলের কিছু ধারা সংশোধিত হইয়াছে। তদনুযায়ী অন্যান্য সরকারী কমচারীদের মত সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের T. A. দেওয়া হয়।

২। ত্রিপুরা পে কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা ক্রমে কিছুদিন পূর্ব্বে মাত্র T. A. হার পরিবর্তন করা হইয়াছে। উক্ত T. A. হার পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা সরকারের বর্তমানে নাই। যখন পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা হইবে তখন শিক্ষক কর্মচারী সহ সকল সরকারী কর্মচারীর কথাই বিবেচনা করা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 289

By—Shri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ব্লকের মাধ্যমে যে সকল পাঠাগার দেওয়া হয়েছিল তার সংখ্যা কত ? ব্লক ভিত্তিক তার হিসাব।

উত্তর

১। রাজ্য সরকার যে সকল গাওসভার পাঠাগারগুলিতে অনুদান দিয়েছেন তাহার সংখ্যা---১৭। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১। বিশালগড়	২টি	১৩,০০০'০০ টাকা
২। মেলাঘর	৪টি	২৬,০০০'০০ টাকা
৩। অমরপুর	২টি	১৩,০০০'০০ টাকা
৪। পানিসাগর	২টি	১৩,০০০'০০ টাকা
৫। কমলপুর	১টি	৬,৫০০'০০ টাকা
৬। তেলিয়ামুড়া	২টি	১৩,০০০'০০ টাকা
৭। উদয়পুর	১টি	৬,৫০০'০০ টাকা
৮। রাজনগর	২টি	১৩,০০০'০০ টাকা
৯। খোয়াই	১টি	৬,৫০০'০০ টাকা

Annexure—B

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted Unstarred Question No. 40

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Government Administrative Reforms Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পাঁচ বছরের বেশী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছে অথচ স্থায়ী হতে পারেনি এবং তিন বছরের বেশী কাজ করেও কোয়াসী পারমানেন্ট হতে পারেনি এমন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা কত তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

২। এই সমস্ত কর্মচারীদের স্থায়ী ও অর্ধস্থায়ী করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। পাঁচ বছরের বেশী কাজ করেও স্থায়ী হতে পারেনি এবং তিন বছরের বেশী কাজ করেও কোয়াসী পারমানেন্ট হতে পারেনি এমন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সম্বলিত স্টেটমেন্ট দেওয়া হইল (ক্রোড়পত্র—"ক")।

২। হ্যাঁ।

ANNEXURE—A

Sl. No.	Name of Department	Government Employes who have served for more then 5 (five) years, but not yet been declared permanent.			Government employes who served for more then 3 (three) years but not yet been declared Quasi-permanent.			REMARKS.
		Class--III	Class--IV	Total	Class--III	Class—IV	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Education Department.	6730	729	7459	—	—	—	
2.	Statistics Department.	19	—	19	2	—	2	
3.	Tribal Welfare and Welfare of Scheduled Castes Department.	22	6	28	40	30	70	
4.	Co-operation Department.	16	—	16	58	8	66	
5.	Chief Minister's Sectt. Tripura, Agartala.	2	2	4	—	—	—	
6.	Forest Department.	85	145	230	170	293	463	
7.	Labour Department.	4	3	7	7	9	16	
8.	Panchayat Department.	69	4	73	98	1	99	
9.	Tripura public Service Commission.	3	—	3	8	6	14	
10.	Home Department.	48	151	199	154	507	661	
11.	Administrative Reforms Department.	—	—	—	2	—	2	
12.	Health & Family Welfare Department.	643	518	1161	121	231	352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Political Department.	3	—	3	—	—	—	
14.	Transport Department.	10	3	13	8	1	9	
15.	Public Relations and Tourism Department.	11	7	18	32	4	36	
16.	Agriculture Department.	514	184	698	32	11	43	
17.	Animal Husbandry Deptt.	198	9	207	370	89	459	
18.	Law Department.	42	54	96	—	—	—	
19.	Community Development Deptt.	3	1	4	8	—	8	
20.	Secretariat Administration Department.	70	28	98	80	21	101	
21.	Food & Civil Supplies Deptt.	76	25	101	19	10	29	
22.	Revenue Department.	333	251	584	72	35	107	
23.	Industries Department.	74	39	113	11	2	13	
24.	P. W. Department.	352	118	470	238	105	343	
25.	Rehabilitation Department.	22	19	41	19	18	37	
26.	Printing & Stationery Deptt.	30	6	36	30	14	44	
		9,379	2,293	11,672	1,579	1,395	2,974	

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 50.

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the S. A. Department be pleased to state—

প্রশ্ন—

১। ১৯৭২-৭৮ সময়ে-রাজ্যের সচিবগণের সরকারী বরাদ্দে প্রাপ্ত গাড়ীর তৈল মোবিল ইত্যাদি বাবদ এবং গাড়ী মেরামত বাবদ বৎসর ভিত্তিক খরচের হিসাব?

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৮ ইং সময়ে রাজ্যের সচিবগণের সরকারী কার্য্যে ব্যবহারে গাড়ীর তৈল মোবিল ইত্যাদি বাবদ এবং মেরামত বাবদ যে পরিমাণ অর্থ খরচ হইয়াছে তাহার আর্থিক বৎসর ভিত্তিক হিসাব সংকেত "ক" তে দেওয়া হইল :—

সংকেত—"ক"

আর্থিক বৎসর	তৈল/মোবিল	রিপেয়ার	মোট খরচ
১৯৭২-৭৩	৫,৯৫২/৯৩	১,৪০৮/৮০	৭,৩৬১/৭৩
১৯৭৩-৭৪	৩২,৭০৪/৪৭	৯,৯১৭/৯৭	৪২,৬২১/৬৪
১৯৭৪-৭৫	৪০,৫৭৮/০৩	১৮,৭৩৬/৭৪	৫৯,৩১৪/৭৭
১৯৭৫-৭৬	৪৪,৮৫২/৮৪	১৮,৪২৬/৭৮	৬৩,২৭৯/৬২
১৯৭৬-৭৭	১৮,৬০৫/৩৯	২০,০৯০/৮৫	৩৮,৬৯৬/২৪
১৯৭৭-৭৮	১৩,৩৬২/৯০	২০,০৯৮/০০	৩৩,৪৬০/৯০
মোট ঃ	১,৫৬,০৫৬/৫৬	৮৮,৬৭৮/৩৪	২,৪৪,৭৩৪/৯০

Admitted Un-started Question No. 49

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-১৯৭৮ মে মাস পর্যন্ত সময়ে রাজ্যের সচিবালয়ে মন্ত্রী ও সচিবদের বৎসর ভিত্তিক এনটারটেনমেন্ট বাবদ খরচের হিসেব।

উত্তর

১। সচিবালয়ে মন্ত্রী এবং সচিবদের এনটারটেনমেন্ট বাবদ আর্থিক বৎসর ভিত্তিক খরচের হিসাব নীচে দেওয়া হইল ঃ---

আর্থিক বৎসর	মন্ত্রীদের	সচিবদের
১৯৭২-৭৩	টাঃ ২৪,২৩৮/২০ পঃ	টাঃ ৯,৭৬২/৮৫ পঃ
১৯৭৩-৭৪	টাঃ ২০,২৩৬.০৫ পঃ	টাঃ ১২,৭৬৯/৪৫ পঃ
১৯৭৪-৭৫	টাঃ ৩৩,৬৩৩/৯০ পঃ	টাঃ ১৭,১৭৬/৩০ পঃ
১৯৭৫-৭৬	টাঃ ৪২,১৪৮/৮৫ পঃ	টাঃ ২৮,১৭৯/৭৪ পঃ
১৯৭৬-৭৭	টাঃ ৫৯,৮২৮/৬৯ পঃ	টাঃ ২৮,১৫৭/৮০ পঃ
১৯৭৭-৭৮	টাঃ ৪৮,০৪৭/৯০ পঃ	টাঃ ৬,৯৩৬/৫৫ পঃ
১৯৭৮ (মে পর্যন্ত)	×	×
মোট ঃ	টাঃ ২,২৮,১৩৩/৫৯ পঃ	টাঃ ১,০২,৯৮২/৬৯ পঃ

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 51

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S. A. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের মহাকরণে ১৯৭২---৭৮ সময়ে মোট কত সংখ্যক টাইপ রাইটার এবং ডুপ্লিকেটর মেশিন ক্রয় করা হয়েছে এবং তাহাদের মূল্য কত ?

২। এই সময়ে টাইপরাইটার এবং ডুপ্লিকেটর মেসিন সমূহ রিপেয়ার সারভিসিং বাবদ কোন বৎসর কত টাকা খরচ করা হয়েছে। এবং এইজন্য কয়বার টেণ্ডার কল করা হয়েছে ?

৩। প্রত্যেকবারের রিসিভড টেণ্ডারগুলির মধ্যে হাইয়েণ্ট এবং লোয়েস্ট রেট সমূহ এবং কোনটাকে একসেপ্ট করা হয়েছিল।

উত্তর

১। ১৯৭২--৭৮ সময়ে আর্থিক বৎসর ভিত্তিতে যতগুলি টাইপ রাইটার এবং ডুপ্লিকেটর ক্রয় করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ও মূল্য নীচে দেওয়া হইল ঃ—

আর্থিক বৎসর	টাইপ রাইটার		ডুপ্লিকেটর	
	সংখ্যা	মূল্য	সংখ্যা	মূল্য
১৯৭২-৭৩	২৪	৩৩,২৭১.১৫ পঃ	×	×
১৯৭৩-৭৪	×	×	×	×
১৯৭৪-৭৫	১৯	২৪,৫৮৯.৫৩ পঃ	১	১০,৫৪৭.৭০ পঃ
১৯৭৫-৭৬	১০	২৯.২১৪.৬২ পঃ	×	×
১৯৭৬-৭৭	×	×	×	×
১৯৭৭-৭৮	২	৬,১৫৭.৪২ পঃ	×	×
মোট ঃ	৫৫	৯৩,২৩২'৭২ পঃ	১	১০,৫৪৭.৭০ পঃ

২। ১৯৭২--৭৮ সময়ে আর্থিক বৎসর ভিত্তিক টাইপ রাইটার এবং ডুপ্লিকেটর মেশিন সমূহ রিপেয়ার, সারভিসিং বাবদ যত টাকা খরচ করা হইয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেখানো হইল ঃ

আর্থিক বৎসর	টাইপ রাইটার	ডুপ্লিকেটর
১৯৭২-৭৩	টাঃ ২,১৫৫.৬৭ পঃ	×
১৯৭৩-৭৪	টাঃ ৪,৪০৭.৫৯ পঃ	টাঃ ২৯৯.৩১ পঃ
১৯৭৪-৭৫	টাঃ ৫,৩২২.৫৮ পঃ	×
১৯৭৫-৭৬	টাঃ ৪,৫৬৭.৩৪ পঃ	টাঃ (৪৮.৪৩ পঃ
১৯৭৬-৭৭	টাঃ ৩,৯৩০.৯২ পঃ	×
১৯৭৭-৭৮	টাঃ ৪,৫৪৫.৩১ পঃ	টাঃ ৬৬৩.৯১ পঃ
মোট ঃ	টাঃ ২৪,৯২৯.৪১ পঃ	টাঃ ১,৪১১.৬৫ পঃ

টাইপ রাইটার ও ডুপ্লিকেটর মেসিন রিপেয়ার ও সারভিসিং এর জন্য কোন টেণ্ডার কল করা হয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 59

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S. A. Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১) কলকাতা এবং দিল্লীতে ১৯৭২-৭৮ বর্তমান সময় পর্যন্ত ত্রিপুরার মন্ত্রী ও অফিসারদের জন্য কত টাকা ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ খরচ হয়েছে (মন্ত্রী ও অফিসার প্রত্যেকের আলাদা হিসাব) ।

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৮ বর্তমান সময় পর্যন্ত কলিকাতা ও দিল্লীতে ট্যাক্সি (Taxi) ভাড়া বাবদ ত্রিপুরার মন্ত্রী ও অফিসারদের জন্য মোট যত টাকা খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল ঃ—

যাহাদের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করা হইয়াছে	কলিকাতা	দিল্লী
১। মন্ত্রীদের জন্য	টাঃ ২৫,৫০৯.১৫	টাঃ ৩৬,৬২৩.৪৯
২। অফিসারদের জন্য	টাঃ ২৭,৬৫৩.৮১	টাঃ ৫২,৭২২.১৩
মোট :	টাঃ ৫৩,১৬২.৯৬	টাঃ ৮৯,৩৪৫.৬২

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 60

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to sate :—

১। ১৯৭২-৭৮ সময়ে সরকারী অফিসারগণ মোট কত পরিমাণ পথ সরকারী কাজে এয়ার ট্রেভেল করেছেন, তার বছর ভিত্তিক হিসাব।

২। এর জন্য বছর ভিত্তিক খরচের পরিমাণ,

৩ এই খরচ কমানোর সরকারী কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা,

৪ থাকিলে তাহা কিরূপ ?

ANSWER

১, ২ } তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

৩, ৪ } বিমানে ভ্রমণের খরচ কমানোর ব্যাপারে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত নির্দ্দেশে ইহাও বলা আছে যে জরুরী প্রয়োজনে কলিকাতা হইতে দিল্লী ইত্যাদি স্থানে যাওয়ার সময় শুধু এয়ার ট্রেভেল করার জন্য এবং ফেরত আসার সময় যেন ট্রেনে আসা হয়। কিন্তু এখনো এই নির্দ্দেশ ভালভাবে কার্যকরী করা যায় নাই। তবে ইহাও উল্লেখ করা যায় যে আগরতলা হইতে কলিকাতা আকাশ পথই একমাত্র সাধারণ আসা যাওয়ার পথ।

STATEMENT SHOWING THE DEPARTMENTWISE EXPENDITURE INCURRED IN CONNECTION WITH TRAVELLED BY AIR (YEARWISE) FOR THE PERIOD FROM 1972—78

Sl. No.	Name of Department	Period	Total Number of miles travelled by Air	Expenditure incurred for Air travelled purpose (year wise)	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Printing & Stationery Department.	1972-73	186 (KM)	Rs. 250/-	—
		1973-74	186 (KM)	Rs. 250/-	—
		1976-77	186 (KM)	Rs. 250/-	—
		1977-78	300 (KM)	Rs. 285/-	—
2.	Health & Family Welfare Department.	1972-73	—	Rs. 2,414/-	—
		1973-74	—	Rs. 3,985/-	—
		1974-75	—	Rs. 11,450/-	—
		1975-76	—	Rs. 4,200/-	—
		1976-77	—	Rs. 4,556/-	—
		1977-78	—	Rs. 9,800/-	—
3.	Rajya Sainik Board	1976-77	—	Rs. 595/-	—
		1977-78	—	Rs. 630/-	—
4.	Office of the Commissioner of Taxes.	1976-77	6,193 (KM)	Rs. 2,340/-	—
		1977-78	1,364 (KM)	Rs. 540/-	—

1	2	3	4	5	6
5.	Election Department.	1972-73	—	Rs. 250/-	—
		1974-75	—	Rs. 2,230/-	—
		1975-76	—	Rs. 750/-	—
		1976-77	—	Rs 1,480/-	—
		1977-78	—	Rs. 1,980/-	—
6.	Office of the Evaluation organisation.	1977-78	—	Rs. 740/-	—
7.	State Planning Machinery organisation.	1975-76	—	Rs. 415/-	—
		1976-77	—	Rs. 500/-	—
		1977-78	—	Rs. 1,990/-	—
8.	Directorate of Employment Services & Manpower Planning,	1972-73	641 (KM)	Rs. 392/-	—
		1973-74	982 (KM)	Rs. 543/–	—
		1974-75	300 (KM)	Rs. 150/-	—
		1975-76	682 (KM)	Rs. 750/-	—
		1976-77	682 (KM)	Rs. 500/-	—
		1977-78	341 (KM)	Rs. 250/-	—
9.	District and Sessions Judge.	1975-76	198 (KM)	Rs. 80/-	—
		1976-77	449 (KM)	Rs. 300/-	—
10.	District Registrar, West.	1975-76	396 (KM)	Rs. 250/-	—
11.	Enforcement & Anti-Corruption Organisation.	1974-75	1,680 (KM)	Rs. 500/-	—
		1976-77	1680 (KM)	Rs. 250/-	—
12.	Directorate of Prisons.	1973-74	720 (KM)	Rs. 250/-	—
		1975-76	720 (KM)	Rs. 250/-	—
		1977-78	1,440 (KM)	Rs. 500/-	—
13.	Public Works Department.	1974-75	—	Rs. 2,198.85	—
		1975-76	—	Rs. 1,128.20	—
		1976-77	—	Rs. 1,142.40	—
		1977-78	—	Rs. 1,006.90	—
14.	Statistical Department.	1972-73	—	Rs. 384.00	—
		1973-74	—	Rs. 1045.00	—
		1974-75	—	Rs. 1,000.00	—
		1975-76	—	Rs. 2,365.00	—
		1976-77	—	Rs. 2,680.00	—
		1977-78	—	Rs. 1,490.00	—
15.	Directorate of Panchayat.	1976-77	—	Rs. 740.00	—
		1977-78	—	Rs. 1,000.00	—
16.	D. M. & Collector, South.	1976-77	3,240 (KM)	Rs. 1,125.00	—
		1977-78	4,680 (KM)	Rs. 1,525.00	—
17.	Directorate of Co-operation.	1972-73	—	Rs. 1,400,00	—
		1973-74	—	Rs. 750.00	—
		1974-75	—	Rs. 2,230.00	—
		1975-76	—	Rs. 1,980.00	—
		1976-77	—	Rs. 1,730.00	—
		1977-78	—	Rs. 6,920.00	—
18.	Directorate of Animal Husbandry.	1972-73	2,687 (KM)	Rs. 1,323.00	—
		1973-74	2728 (KM)	Rs. 3,531/-	—
		1974-75	2490 (KM)	Rs. 4,680/-	—
		1975-76	4774 (KM)	Rs. 9,620/–	—
		1976-77	—	Rs. 26,375/–	—
		1977-78	—	Rs. 2,250/-	—

1	2	3	4	5	6
19.	Forest Department	1972-73	—	Rs. 3,560/-	
		1973-74	—	Rs. 4,270/-	
		1974-75	—	Rs, 4,220/-	
		1975-76	—	Rs. 5,630/-	
		1976-77	—	Rs. 8,495/-	
		1977-78	--	Rs. 11.000/-	
20.	Office of the Inspeetor General of Police.	1972-73	—	—	
		1973-74	—	Rs. 14,306/-	
		1974-75	—	Rs. 3,614/-	
		1975-76	—	Rs. 3,530/-	
		1976-77	—	Rs. 6220/-	
		1977-78	—	Rs. 1,800/-	
21.	Public works Depast-ment Office of the Supdt, Enginser (1st Circle.)	1972-73	—	Rs. 1.920/-	
		1973 74	—	Rs. 1,970/-	
		1974-75	—	Rs. 3,435/-	
		1975-76	—	Rs. 7,770/-	
		1976-77	—	Rs, 19,323/-	
		1977-78	—	Rs, 10,598/	
22.	Chief Minister's Secretariat.	1972-73	—	Rs. 30,127/-	
		1973-74	—	Rs. 46,330/-	
		1974-75	—	Rs. 39,941/-	
		1975-76	—	Rs. 40,990/-	
		1976-77	—	Rs. 36,450/-	
		1977-78	—	Rs. 19,500/-	
23.	Directorate of Tribal Research.	1972-73	—	—	
		1973-74	—	Rs, 250/-	
		1974-75	—	Rs. 500/-	
24.	Fisheries Directorate.	1972-73	1,200 (KM)	Rs. 694/-	
		1973-74	2,800 (KM)	Rs. 1,284/-	
		1974-75	—	—	
		1975-76	2,500 (KM)	Rs. 1,350/-	
		1976-77	—	—	
		1977-78	4,400 (KM)	Rs. 2,384/-	
25.	Public Works Department (office of the Chief Engineer).	1972-73	—	Rs. 9,751/-	
		1973-74	—	Rs. 14,698/-	
		1974-75	—	Rs. 12,283/-	
		1975-76	—	Rs. 20,498/-	
		1976-77	—	Rs. 22,842/-	
		1977-78	—	Rs. 22,291/-	
26.	Directorate of Industries.	1972-78	80,600 (KM)	Rs. 31,761/-	
27.	Department of Welfare for Sch. Castes and Sch. Tribes.	1972-73	—	—	
		1973-74	—	Rs. 440/-	
		1974-75	—	—	
		1975-76	—	Rs. 250/-	
		1976-77	—	Rs. 250/-	
		1977-78	—	Rs. 1,730/-	

1	2	3	4	5	6
28.	Education Department.	1972-73	15,400 (KM)	Rs. 12,833/-	
		1973-74	12,600 (KM)	Rs. 17,234/-	
		1974-75	7,700 (KM)	Rs. 7,895/-	
		1975-76	980 (KM)	Rs. 5,264/-	
		1976-77	6,400 (KM)	Rs. 4,912/-	
		1977-78	22,600 (KM)	Rs. 9,980/-	

Admitted Unstarred Question No. 65.

By Shri Gopal Chandra Das.

Will the hon'ble Minister-in-charge of Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ফুড ফর ওয়ার্ক গ্রাম ও শহরের বেকার কৃষি মজুর ও দিন-মজুরদের সারা বৎসরের কাজের ব্যবস্থা করার জন্য ?

২। যদি সত্য হয় অধিকাংশ বেকার দিনমজুর যে কাজ পাচ্ছে না সে খবর সরকার রাখেন কি ?

৩। ফুড ফর ওয়ার্ক-এ দৈনিক কতজন শ্রমিক নিযুক্ত হয়----মহকুমা ভিত্তিক তার সম্ভাব্য হিসাব ?

উত্তর

১। এই পরিকল্পনা শুরু হয় দেশের সঞ্চিত গমের সদ্‌ব্যবহারের জন্য। ত্রিপুরা সরকার Food for Work হাতে নিয়েছেন প্রধানতঃ দিনমজুর ও কৃষি মজুরদের কাজ যোগানের জন্য এবং তারই মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্য্য সম্পাদন করার জন্য।

২। যেখানেই কাজ নেওয়া হচ্ছে, সেখানে সব মজুর নিয়োগ করা হচ্ছে।

৩। দৈনিক নিযুক্তির সংখ্যা সব সময় সমান থাক্‌তে পারে না। দপ্তরের কাছে যে তথ্য আছে তারই ভিত্তিতে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংলগ্ন হল।

গড় পড়তা দৈনিক শ্রমিক নিযুক্তির মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ঃ---

মহকুমার নাম	সম্ভাব্য দৈনিক মজুর নিযুক্তির সংখ্যা
১। ধর্ম্মনগর - - - - - -	৯১০
২। কৈলাশহর - - - - - -	৯০০
৩। কমলপুর - - - - - -	৯২৪
৪। খোয়াই - - - - - -	৯৮৫
৫। সদর - - - - - -	২৩০০
৬। সোনামুড়া - - - - - -	৩০১
৭। উদয়পুর - - - - - -	১৫১
৮। বিলোনিয়া - - - - - -	৪৯৮
৯। সাব্রুম - - - - - -	৯৫
১০। অমরপুর - - - - - -	৪৯৪
মোট---	৭৫৫৮

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

TUESDAY, JUNE, 27, 1978.

The Assembly met in the Assembly Chamber, Agartala on Tuesday, the 27th June, 1978 at 11 A. M.

PRESENT

The Hon'ble Sudhanwa Deb Barma, Speaker, Chief Minister, 9 Ministers, Deputy Speaker and 43 Members.

QUESTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়-ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীহরিনাথ দেববর্মা এবং শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস। ষ্টেরেড্।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ--- কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

শ্রীদশরথ দেব--- কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে এ পর্যন্ত যতগুলি ফিডিং সেন্টার খোলা হয়েছে ইহার মধ্যে কয়টি উপজাতি এলাকায় এবং কয়টি অ-উপজাতি এলাকায় অবস্থিত, এবং

২) ইহাদের মধ্যে কয়টি সুষ্ঠভাবে চালু অবস্থায় আছে?

উত্তর

১) রাজ্যে এ পর্য্যন্ত ৬২৪টি ফিডিং সেন্টার খোলা হয়েছে। ইহার মধ্যে ৩৫১টি উপজাতি এলাকায় এবং বাকী ২৭৩টি অ-উপজাতি এলাকায় অবস্থিত।

২) ইহার মধ্যে সব কয়টিই ঠিকভাবে চালু আছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা---যে সমস্ত ফিডিং সেন্টার উপজাতি এবং অ-উপজাতি এলাকায় অবস্থিত, সেই সমস্ত ফিডিং সেন্টারের খরচ কি জেনারেল ফাণ্ড থেকে হয়, না ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে হয়?

শ্রীদশরথ দেব---সবটাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নয়। সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব, ব্যাকওয়ার্ড কম্যুনিটির জন্য একটা ফাণ্ড থাকে। সেটা সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড ট্রাইব যেখানে সংখ্যায় বেশী আছে সেখানেই সেই টাকাটা খরচ করা হয়।

শ্রীবিমল সিন্‌হা--- যে কয়টা সুষ্ঠু অবস্থায় চালু আছে, তার মধ্যে প্রচণ্ড দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ আছে, সেইগুলি কি তদন্ত করে দেখবেন বা এমন কোন তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব--- স্পেসিফিকেলী যদি কোন অভিযোগ পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস— ফিডিং সেন্টারের যে বরাদ্দটা, চাল, ডাল---এটার বরাদ্দটা কত এবং এটা দিয়ে সত্যি সত্যি ফিডিং সেন্টারের যে উদ্দেশ্য সেটা সফল হয় কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব--- এটার হিসাব পরে দেওয়া যাবে। তবে বেশী সংখ্যক কাভার করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই যে টাকাটা আছে সেই টাকার মধ্যে দিয়ে সংকুলান করতে হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া--- এই ব্যাপারে কত টাকা বরাদ্দ আছে ?

শ্রীদশরথ দেব--- ওটা বাজেট ফিগারে পাওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার--- শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, শ্রীমতিলাল সরকার শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা। ব্রেকেটেড।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা--- স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

শ্রীদশরথ দেব--- স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কয়টি বিদ্যালয় ভগ্ন অবস্থায় আছে তার সংখ্যা,
২) এর মধ্যে কয়টির অবস্থা বিগত নির্বাচনের পূর্ব থেকেই এইরূপ ছিল,
৩) ঐ সকল বিদ্যালয় বসার মত কিরূপ বিকল্প ব্যবস্থা চালু আছে ;
৪) ঐ সকল বিদ্যালয়গুলিকে পুনর্নির্মাণের কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) ২৯৩টি।
২) ২২৯টি স্কুল।

৩) স্কুলঘরগুলি মেরামত করা সাপেক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার কাজ সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট স্কুল ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নির্মিত অস্থায়ী ঘর, স্কুল সংলগ্ন প্রতিবেশীদের বাড়ীতে এবং ক্লাব ঘরে চালানো হইতেছে। কোথাও কোথাও ভগ্ন স্কুল ঘরেই ক্লাশ চলিতেছে।

৪) কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ২৪১টি স্কুলঘর সংস্কারের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। বাকী স্কুলঘরগুলি সংস্কারের কাজও ক্রমে ক্রমে হাতে নেওয়া হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা— যে সমস্ত স্কুল অন্য বিদ্যালয়ে চলছে, নিজের স্কুলে নয়, বহুদিন ধরে এক, দুই বা আড়াই বৎসর ধরে ভেঙে পড়ে আছে, মেরামত হয়নি আর অন্য স্কুল এ চলছে সেই স্কুলের সংখ্যা কয়টি এবং ঐ স্কুলগুলিকে মেরামত করে তার নিজের জায়গায় ঐ স্কুলগুলিকে কবে আনা হতে পারে ?

শ্রীদশরথ দেব— যেসব বিদ্যালয়গুলির নিজেদের স্কুলঘর নেই, অন্যদের জায়গায় হচ্ছে এই তথ্য পরে পরিবেশন করা যাবে। তবে সরকারের এটাই হচ্ছে লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই স্কুলঘরগুলি তৈরী করা যাতে সেখানে স্কুল চালু করা যায় সেজন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে, যেখানে স্কুল ঘর নেই বলে কোন কোন স্কুল অন্য স্কুলে চালাতে হচ্ছে, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের সকালবেলা দুই আড়াই মাইল হাঁটতে হয়, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের, যেমন রাজবাড়ী স্কুল ভেঙে পড়ে আছে প্রায় দুই বছর, স্কুল ঘর নেই। কামেশ্বরের ছেলেরাও সেখানে যাচ্ছে সকাল বেলা। এতে ছাত্র–ছাত্রীদের অসুবিধা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানেন এবং সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীদশরথ দেব— স্পেসিফিক এই ধরণের কোন ঘটনা আমাদের জানা নেই। তবে স্বভাবতই স্কুল যখন ভেঙে পড়ে, যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে যেতে হয়। সুতরাং এইরকম ঘটনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। তার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন তাড়াতাড়ি স্কুলঘরগুলি তৈরী করে তাদের অসুবিধা যাতে দূর করা যায়।

মিঃ স্পীকার— শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা— প্রশ্ন নং ৩৯।

শ্রীদশরথ দেব— প্রশ্ন নং ৩৯, স্যার,

প্রশ্ন	উত্তর
১) কক-বরক ভাষাভাষী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের কক-বরকের মাধ্যমে শিক্ষাদান পর্যায়ক্রমে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত উন্নত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।
২) কক-বরকের পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনের জন্য কোন পাঠক্রম তৈরী হয়েছে কি ?	ত্রিপুরার প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলগুলির জন্য অনুমোদিত পাঠক্রম কক-বরক ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রনয়ণ এর পথ অনুসরণ করা হয়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা— মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে প্রাথমিক স্কুল থেকে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত কক্-বরক ভাষার উন্নতি করার প্রয়োজনীয়তা সরকার কি মনে করেন না?

শ্রীদশরথ দেব— প্রয়োজনীয়তা মনে করা, আর বাস্তবে চালু করা, এই দুইটা এক জিনিস নয়। সরকার এই সম্পর্কে অত্যন্ত কীন যে কক্-বরক ভাষা মাধ্যমে চালু করবে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে; একটা অ-উন্নত ভাষাকে নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত নি-ত গেলে, কিভাবে সেই ভাষাকে বিকশিত করার যে স্তর পাঠ্য পুস্তক লেখার অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। এখন সরকার সেই কাজগুলিই হাতে নিয়েছেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা — যে সমস্ত প্রাথমিক স্কুলে কক্-বরক ভাষার বই আছে; সেই সমস্ত বইগুলি কার লেখা এবং সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন বই কক্-বরক ভাষায় লিখিত আছে কিনা; মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব— স্যার, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন। তবে কক্ বরক ভাষা যারা জানেন, তারাই কক-বরক ভাষায় লিখতে পারেন। তবে প্রথমতঃ চেষ্টা করা হচ্ছে যে কক-বরক ভাষাতে, কক্-বরক (দ্বিতীয় খণ্ড) একটা অংক পুস্তক আছে এবং সেটা চালু আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস – স্যার, প্রশ্নটা ছিল ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত কক্-বরক ভাষাকে পর্য্যায়ক্রমে উন্নত করা সম্পর্কে। কাজেই কক্-বরক ভাষার উন্নতি করতে হলে, তার জন্য একটা ডিক্শানারী লেখা দরকার এবং এই ভাষাকে উন্নত করার ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, সেটা আমরা জানতে চাই?

শ্রীদশরথ দেব— এখানে কক্-বরক লেঙওয়েজ সেল একটা করা হয়েছে এবং তার মধ্যেই সব কাজগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে কক্-বরক আসার আগে অভিধান হয়নি বা ব্যয়করণ এবং তারপরে অভিধান হয়। কাজেই এটা মাননীয় সদস্যদের জানা উচিত যে ব্যয়করণ আর অভিধান না করে একটা ভাষাকে ব্যবহার করা যায় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মন্ত্রী মহোদয়, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্য আমি যতদূর জানি এই ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ে কন্দরে অনেক লেখক আছেন এবং তাদের লিখিত সেই সব রচনাগুলি সংগ্রহ করা হবে কিনা এবং তাদের লেখাগুলি পাঠ্যপুস্তকের ভিতর পরিবেশন করা হবে কিনা সাইন্টিফিক্স ওয়েতে?

শ্রীদশরথ দেব— সাইন্টিফিক্স ওয়েতে লেখার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। একটা ভাষার যে ক্রমবিকাশ হবে, সেটা তো আর এক দিনে হবে না! তবে আমাদের গ্রামাঞ্চলে কক্-বরক ভাষায় যদি কেউ বই লিখে থাকেন বা সাহিত্য লিখে থাকেন, তাহলে তারা যদি আমাদের সেইগুলি দেন, আমরা খুসীই হব।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীমতিলাল সরকার, শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

(ব্রেকেটেড)

শ্রীমতিলাল সরকার— প্রশ্ন নং ৪৯।

শ্রীদশরথ দেব— প্রশ্ন নং ৪৯, স্যার।

QUESTIONS & ANSWER

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরায় এক শিক্ষক বিশিষ্ট কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ?	৮৩৫টি
২) উদ্বৃত্ত শিক্ষক আছে. সারা রাজ্যে এরূপ কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ?	১৭০টি ।
৩) শিক্ষক সংখ্যা পুনর্বিন্যাসের জন্য সরকার কিরূপ ব্যবস্থা নিবেন ?	প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক আছেন এরূপ বিদ্যালয় থেকে বদলির মাধ্যমে শিক্ষক সংখ্যা পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

শ্রীকেশব মজুমদার - এখানে মন্ত্রীমশাই বলেছেন, যে সব স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা বেশী আছে, সেখান থেকে নিয়ে এর অভাব পূরণ করা হবে। কিন্তু এমন সব জায়গা আছে যেখানে অনেকদিন ধরেই শিক্ষকেরা আছেন, তাদের প্রথম চাকুরীর থেকেই রিটায়ার করার সময় পর্যন্ত সেখানে আছেন, সেই সব জায়গা থেকে শিক্ষকদের নাড়া-চাড়া করে, একটা সার্বিক পুনর্বিন্যাস করে, এই অভাবটা পূরণ করা হবে কিনা, আমি জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব--- সেটা আমাদের আছে যে যেখানে অতিরিক্ত শিক্ষক আছেন, তাদেরকে বদলি করে, তদুপরি মাননীয় সদস্যারা অবগত আছেন যে আমরা গভর্ণমেন্ট আসার পর প্রায় ১৬ শত টিচার নেওয়া হয়েছে। আর ১০০০ (এক হাজার) ৩৫০ জন প্রাইমারী শিক্ষক এবং বাকী সাবজেক্ট টিচার নেওয়া হয়েছে। কাজেই শুধু বদলীর দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান করা হবে, তা নয়, আরও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে এটা করা হবে।

শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বদলির মাধ্যমে পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা করবেন বলে বলেছেন। কিন্তু আমি জানতে চাইছি এই বদলির নিয়মটা কি ?

শ্রীদশরথ দেব---সরকারের যা নীতি আছে, তাই হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার---কতগুলি বিদ্যালয়ে রেসিওর বাইরেও শিক্ষক রয়েছে এবং তারা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই রয়েছে এবং এতে পূর্বতন সরকারের আমলে একটা সুবিধাবাদী শ্রেণীর সৃষ্টি করার জন্যই এটা করা হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেন কি ?

শ্রীদশরথ বে---স্যার, আমার উত্তর ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক ছিল। কাজেই এই অবস্থায় কিছু সুবিধাবাদী লোক থাকবেই। কিন্তু বদলি নীতির মধ্য দিয়ে আমরা সেটাকে পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার---প্রশ্ন নং ৫০।

শ্রীদশরথ দেব---প্রশ্ন নং ৫০, স্যার।

প্রশ্ন

১) নিয়োগপত্র পাওয়ার ১৫ বছর পর পর্য্যন্ত একই এলাকাভুক্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন, এরূপ সরকারী শিক্ষকের সংখ্যা কত (১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত)?

২) এর মধ্যে আগরতলা সহ বিভিন্ন মহকুমা শহর ও শহরতলীর বিদ্যালয়ে কর্মরত এরূপ শিক্ষকের সংখ্যা কত? এবং

৩) দুর্গম এলাকায় এরূপ কর্মরতদের সংখ্যাই বা কত?

উত্তর

১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর—সমস্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার---শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---প্রশ্ন নং ৫৫।

শ্রীদশরথ দেব---প্রশ্ন নং ৫৫, স্যার,

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুর ব্লক এর পি, ই, ও লুসাইদের পুনর্বাসন প্রাপ্ত খেদাছড়ার জমি রিয়াংদেরকে পুনর্বাসনের জন্য রিয়াংদের লোনের টাকা দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন?	ঠিক নয়।
২) যদি সত্য হয় তবে কত টাকা লোন দেওয়া হইয়াছে?	২য় প্রশ্ন উঠে না। তবু আমি পরিষ্কার করে বলছি যে কাঞ্চনপুর ব্লক অধীন খেদাচড়া এলাকায় উপজাতিকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই রকম ভুমি খরিদ করিয়া কাহাকেও পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই। জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীমের নমুনায় খেদাছড়া এলাকায় খাস রক্ষিত বনে মাত্র কয়েক জনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসন প্রাপ্ত কয়েক জন উপজাতি স্বচেষ্টায় পুনর্বাসন প্রাপ্ত ভুমি ছাড়া চাষাবাদের জন্য অন্য উপজাতির নিকট হইতে কতক জোত ভুমি খরিদ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---স্যার, আমি স্পষ্টতঃ জানি যে খেদাছড়াতে কিছু লুসাইদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং কয়েক বছর পর তারা সেখান থেকে চলে যায়। তাদের ফেলে যাওয়া জমি আবার রিয়াংদের মধ্যে বিলি করা হয় এবং এর জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা রিয়াংদের মধ্যে লোন দিয়ে ঐ জমিগুলি কেনা হয়েছে। এই সম্পর্কে খেদাছড়ার যে সুপার-ভাইজর, তিনি আমাকে এই সমস্ত কথাগুলি বলেছিলেন। কাজেই এই সম্পর্কে তদন্ত করা হবে কিনা, আমি জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব---লোন দিয়ে তো এই সব কেনা যায় না। আচ্ছা, ঠিক আছে আমরা খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---খেদাছড়ায় ৪৯ জন রিয়াংদের জমি ক্রয় করে অন্য রিয়াং ভুমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সরকারী টাকায় আরও ৪৯ জন রিয়াং পরিবার ভুমিহীন হয়ে পড়েছে, এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি?

শ্রীদশরথ দেব---আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে তিনি এই ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে আমাদের দৃষ্টিতে আনেন এবং তাহলে আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার---শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা---প্রশ্ন নং ৬০।

শ্রীদশরথ দেব---প্রশ্ন নং ৬০, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বর্ত্তমানে ১৯৭৮-৭৯ সালের আর্থিক বছরে সদর বি'র অন্তর্গত গাবর্দি সিনিয়র বেসিক স্কুলটিকে আপ-গ্রেড করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	এই সম্পর্কে এখনয় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি।

মিঃ স্পীকার---শ্রীহরিনাথ দেববর্মা, গৌতম প্রসাদ দত্ত। (ব্রেকেটেড)

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৬৩, ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৬৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা হতে বিশালগড় পর্যন্ত টি. আর. টি. সি বাস সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কি ? এবং	১) রাস্তায় বাস চালাবার মত বাসের স্বলপতা।
২) ইহা আবার চালু করা হবে কি ?	২) রাস্তায় চালাবার উপযুক্ত বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে বিবেচনা করা হবে।

৩) বর্তমানে কোন কোন রাস্তায় কয়টি টি. আর. টি. সির বাস চলাচল করছে এবং বাস বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩) বর্তমানে রোডভিত্তিক দৈনিক বাস চলাচলের সংখ্যা আগরতলা—ধর্মনগর ১০টি, আগরতলা—কৈলাসহর ২টি, আগরতলা—কমলপুর ৪টি, আগরতলা—খোয়াই ৯টি, ধর্মনগর—সারুম ২টি, আগরতলা—বিলোনীয়া ২টি, ধর্মনগর—মনু ১টি, ধর্মনগর—কুমারঘাট ২টি, ধর্মনগর—কমলপুর ২টি, ধর্মনগর—কাঞ্চনপুর ১টি, আগরতলা—অমরপুর ২টি। বাস বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে টি. আর. টি. সির বাসের স্বল্পতার জন্য বিশালগড়ে বাস সার্ভিস চালু করা হচ্ছে না, তাহলে আমি জানতে পারি কি যে, আগরতলা থেকে শেকেরকোট পর্য্যন্ত যে টাউন বাস চালু আছে সেই টাউন বাস সার্ভিসকে বিশালগড় পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ করে জনগণের যে অসুবিধা, সে অসুবিধা দূরিভূত করবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা খুব তাড়াতারি কতকগুলি বাসের পার্মিট দিব, প্রাইভেট বাসের পারর্মিট দিব, তখন আমরা বিশালগড় পর্য্যন্ত পার্মিট দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তার অন্তবর্ত্তী সময়ে আমাদের নূতন ৫টি বাস আসছে, সেই বাসের মধ্যে অন্ততঃ একটা আপাততঃ বিশালগড়ে দেওয়া যায় কি না দেখবো যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাইভেট বাসের লাইসেন্স না দিতে পারছি। আর টাউনবাস সেকেরকোট পর্য্যন্ত এক্সটেনশন করার যে প্রশ্ন, সেটা বাস সিনডিকেটের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবো ওদেরকে রাজী করানো যায় কি না। সব সময় বাস সিনডিকেটকে সব ব্যাপারে রাজী করানো যায় ন। তবে আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টি. আর. টি. সির বাস যে সমস্ত রাস্তায় চলছে না, প্রাইভেট বাসও যেখাতে নাই, সে সমস্ত রোডে বাস দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কোন্ রাস্তার কথা বলছেন, সেটা যদি উল্লেখ করে বলেন তাহলে সুবিধা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, অম্পি রোডে টি. আর. টি. সির বাস চলছে না এবং প্রাইভেট বাসের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক ঐ রাস্তার অবস্থা খারাপ, রাস্তাটাকে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি নাই এবং বাসের স্বল্পতার জন্য সেই রোডে আপাততঃ বাস দেওয়া হচ্ছে না। তবে এটা সম্পর্কে আমরা চিন্তা করে দেখছি কি করা যায়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৯৪, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৯৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্রিপুরী ভাষায় চালু করা হবে ?	১। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট ৯১১টি স্কুল ককবরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান হচ্ছে এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরও ৫০টি বিদ্যালয় কক্-বরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা আছে।
২। সমস্ত বিদ্যালয়ে কক্‌বরক শিক্ষক হিসাবে নবম ও দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ উপজাতি বেকারদের নিয়োগ করা হবে কি এবং	২। বিষয়টি সরকারের বিবেচনা-ধীন আছে।
৩। না হলে, তার কারণ ?	৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১১১টি স্কুল কক্‌বরক ভাষায় চালু হয়েছে। বাকী স্কুলগুলিতে যে সমস্ত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা রয়েছে, তাদেরকে ককবরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষা সাধারণতঃ বাংলায় হবে বাঙলা মাধ্যম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যাতে শীঘ্র পারা যায় সেটা আমরা দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি উপজাতি এলাকায় যে সমস্ত উপজাতি শিক্ষকরা আছেন তারা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার দরুন থাকতে চান না, যার ফলে এই স্কুলগুলি চলছে না। এই অবস্থা আর কতদিন চলবে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কক্‌-বরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলেও বাঙলা ভাষা বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ এদেরকে বাঙলা ভাষা শিখতে হবে, রিজিওন্যাল ল্যানগুয়েজ কাজেই বাংগালী শিক্ষকরা থাকেনা এ কথা ঠিক নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে লেপ্ট ফ্রন্ট সরকার আসার আগে গত ৩০ বৎসর কংগ্রেস সরকার কক্‌বরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা করেছিলেন ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১২৮, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১২৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। খাস জমি উন্নয়ন কার্য্যসূচীর অধীনে ১৯৭৭-৭৮ সালে আদিবাসী জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য কি পরিমাণ জমি উন্নয়ন করা হয়েছে ?	১। খাস জমি উন্নয়ন কার্য্যসূচীর অধীনে ১৯৭৭-৭৮ সালে আদিবাসী জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য মোট ১০৩৩.৫২ শতক খাস জমি উন্নয়ন করা হয়েছে।
২। কি পরিমাণ জমিতে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য নতুন ফলের বাগান গড়ে তোলা হয়েছে ?	২। ১৯৭৭-৭৮ সালে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য মোট ৩০৩.৭০ শতক নতুন খাস জমিতে ফলের বাগান গড়ে তোলা হয়েছে।
৩। ১৯৭৭-৭৮ সালে জুমিয়া পুনর্বাসন কলোনীর কি পরিমাণ জমি এই উন্নয়ন কার্যসূচীর অধীনে আনা হয়েছে ?	৩। ১৯৭৭-৭৮ সালে ২১৫৭.৬৯ শতক জমি এই উন্নয়নের কার্য্যসূচীর অধীনে আনা হয়েছে।
৪। এই উন্নয়ন কর্মসূচীর সমস্ত খরচ কি সরকার বহন করেন ?	৪। হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ও শ্রীতপন চক্রবর্তী। (ব্রেকেটেড)

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৮৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৮৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কৃষ্ণনগর, আগরতলাস্থিত টি. আর. টি. সি.র যে ভবন তৈরী হচ্ছে, এই ভবনের পরিকল্পনা কোন সালে তৈরী হয়?	১৯৭৫ইং সনে।
২। এই ভবনের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে।	(ক) জমির উন্নয়ন ও ক্রয় ছাড়া প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ---২৬,৭৯,০০০ টাকা। (খ) বর্তমান সময় পর্যান্ত ব্যয় মং ২০,৮৪,৮৭৪·২৫ পয়সা।
৩। ইহা কি সত্য যে, ১৯৭৭ সালের আগষ্ট মাসের ২৫ তারিখে বিল নম্বর ৫৫০ অনুযায়ী টি. আর. টি. সি.র তৎকালীন ম্যানেজার এর জন্য একটি চেয়ার ১৬০০ টাকায় কেনা হয়?	হ্যাঁ, তবে চেয়ারের মূল্য মং ১,৪৯০·৩৫ পয়সা।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—এই যে প্রায় ১৫০০ টাকা দিয়ে যে ময়ূর সিংহাসন কেনা হলো, এই ময়ূর সিংহাসনের অধিকারী কে ছিলেন এবং সেই মহামান্য ভদ্রলোকটির নাম কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—ভদ্রলোকটি শ্রীঅমল ভট্টাচার্য।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—ইহা কি সত্য যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা এই ভবনের জন্য খরচ করা হচ্ছে, উপরতলায় ভি. আই. পি.দের জন্য স্প্যাশাল রুম করা হচ্ছে সর্বসুবিধাযুক্ত এবং টি. আর. টি. সি. এর যে কাজ, তা নীচের তলায়ই সারছে, উপরতলায় কোন দরকারই পড়ছে না। এতে সরকারের অনেক টাকা অপচয় হচ্ছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খোলাখুলি বলতে চাই যে, যদি আমাদের হাত দিয়ে এই পরিকল্পনা গ্রহন করা হতো, তাহলে কক্ষনো আমরা এই রকম একটা প্রাসাদ তৈরী করার পরিকল্পনা নিতাম না। যে ক্ষেত্রে যাত্রীরা বাসের অভাবে রাস্তায় বসে থাকেন, এই প্রাসাদ তৈরী করতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হবে। এটাও সত্য যে উপরতলায় ভি. আই. পি.দের জন্য রুম করা হয়েছে। এর ফলে অনেক বাড়তি খরচ করা হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি যে ঐ উপরতলার রুমগুলি ভি. আই. পি.দের জন্য ব্যবহার না করে, আমাদের যে শিবনগরের অফিস আছে সেটা এখানে নিয়ে আসব। নীচের তলায় যাত্রীদের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ—আচ্ছা এটা কি সত্য, ঐ ভি. আই. পি.দের যে রুম, সেখানে দেশীয়দের জন্য এবং ইউরোপীয়দের জন্য আছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---হ্যাঁ, এটা ঠিক।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীখগেন দাস, শ্রীমতিলাল সরকার, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (ব্রেকেটেড)।

শ্রীখগেন দাস ঃ---কোয়েশ্চান নং ৯৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ৯৫।

প্রশ্ন

১। গত ৩১শে মার্চ, ৭৮ইং পর্য্যন্ত টি. আর. টি. সি. মোট কয়টি গাড়ী ক্রয় করেছে ?

২। এর মধ্যে কয়টি গাড়ী বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে এবং কয়টি অচল অবস্থায় আছে ?

৩। টি. আর. টি. সি.র অচল গাড়ীগুলো মেরামতের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

উত্তর

১। (ক) বাস---৮৫টি। ইহার মধ্যে ১০টি বাস বডি তৈরী হইয়া এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

(খ) ট্রাক---৮৫টি। ইহার মধ্যে ১৫টি বাসে রূপান্তরিত, একটি বিক্রয় ও ৯টি কনডেমণ্ড করা হয়।

(গ) জীপ ইত্যাদি
হাল্কা গাড়ী---৫টি।

২।	চালু	অচল
(ক)	বাস---৪০টি	৪০টি।
(খ)	ট্রাক---২৮টি	৪০টি।
(গ)	হাল্কা গাড়ী---৩টি	২টি।

৩। কর্পোরেশনের নিজস্ব কারখানায়, স্থানীয় প্রাইভেট মালিকানায় কারখানায় এবং ত্রিপুরার বাহিরের কারখানায় বিভিন্ন রকমের মেরামতির কাজ হইতেছে।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদা ঃ---গাড়ীগুলি কেনার কত বৎসর পরে অচল হয়েছে তার আনুমানিক হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মোটামুটিভাবে গাড়ীগুলি শুরু থেকেই। গাড়ীগুলি কেনার সময়ে কোম্পানী থেকে বলা আছে যে, এক কিঃ মিটার রান করলে পর গাড়ীগুলি চেকিং করতে হবে। কিন্তু দেখা গেছে একটা গাড়ী ২৫।৩০,০০০ হাজার কিঃ মিঃ রান করার পরেও গাড়ীগুলি চেকিংয়ের জন্য পাঠানো হয় নি। এর ফলে প্রতি মাসে ৩।৪টা গাড়ী বসে যাচ্ছে। সেই গাড়ীগুলি মেনটেন্যান্সের জন্য ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত করা হয় নি। যার ফলে আমরা যখন সরকারে এলাম, তখন বস্তুত কতগুলি ভাঙ্গা গাড়ী হাতে পেলাম। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারছি না। তবে আশা করছি ২।৩ মাসের মধ্যে আমরা একটা ভাল পজিশনে যেতে পারব। গাড়ীগুলি মেরামত করা হচ্ছে। নূতন যে গাড়ী আসে, সেগুলি ঠিক করতে আমাদের বাইরে ইঞ্জিন পাঠাতে হচ্ছে। এই কারণেও অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এইসব কারণে আমার ত্রিপুরাবাসীদের আরো কিছুটা দিন কষ্ট করতে হবে। তবে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---কোয়েশ্চান নং ৯৬।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- ৯৬।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর, উদয়পুর ও খোয়াইতে সরকারী উদ্যোগে ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? এবং

২। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজগুলির ক্লাস চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে কি ?

৩। ধর্মনগরের হুরুয়া গ্রামে জন উদ্যোগে ক্রীত ২৬ একর পরিমিত ভূমিখণ্ড সরকার গ্রহণ করে সেখানে ধর্মনগর কলেজ স্থাপনের জন্য কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি ? ---না নিয়ে থাকলে, তার কারণ ?

৪। উদয়পুর কলেজটি কোথায় করা হবে ?

উত্তর

১। ধর্মনগর, উদয়পুর ও খোয়াইতে সরকারী উদ্যোগে ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থা সকল গ্রহণ করা হইতেছে।

২। না।

৩। না। ইহা এখনও পরীক্ষাধীন আছে।

৪। বর্ত্তমান পুলিশ লাইন অথবা ইহার কাছাকাছি জায়গায়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিন নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ইহা পরীক্ষাধীন আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, কলেজ কমিটি যেটা সেখানে করেছিলেন তারা ঐ জমিটি---প্রায় ২৬ একর জমি এবং কিছু টাকাও সংগ্রহ করেছিলেন সেটা সরকারের কাছে অর্পন করবেন সরকারী কলেজ মহলে ? এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত তারা করেছেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। তবে টাকাগুলি সরকার থেকে পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। জমি দান করবেন, টাকা দেবে এটা খুবই ওয়েল কামের বিষয়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আগামী শিক্ষা বর্ষে কলেজগুলির কাজ সারানো সম্ভব নয়। কিন্তু মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে আমরা দেখেছিলাম যে কলেজগুলি নির্মাণ করার সাপেক্ষে অন্যত্র সাপ্লিমেন্টারী ব্যবস্থা করা হবে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আগামী শিক্ষা-বর্ষে এই কলেজগুলি নির্মাণ না হওয়ার সাপেক্ষে সাপ্লিমেন্টারী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ--ধর্মনগরে প্রাইভেটলী চালানো হচ্ছে। আর অন্য দুইটি ডিভিশানে এখনও কোথাও হয়নি। তবে এটার কোন প্রয়োজন পড়বে না। কারণ এবার দ্বাদশ ক্লাশে ১ হাজারের কম ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে এবং পাশের সংখ্যা যদি ৭০ পার্সেন্ট ধরা যায় তাহলে ৬।৭ শত এর বেশী ছাত্রছাত্রী কোন মতেই হবে না। ত্রিপুরায় যে কলেজ আছে, একমাত্র এম. বি. বি. কলেজ-এ এক হাজারের মত সীট আছে; সুতরাং কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তির কোন সমস্যাই দেখা দিবে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সমস্ত ডিগ্রি কলেজ, যেগুলি স্থাপন করা হবে এগুলি চালাতে গেলে, একাদশ-দ্বাদশ কলেজ নিয়ে, অন্ততপক্ষে যেখানে কলেজ আছে, সেগুলি সুষ্ঠুভাবে চালাবার কোন চিন্তা সরকার করছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কলেজে সীটের অভাব না থাকলেও দূরের ছেলেমেয়েরা আগরতলায় এসে কলেজে পড়বে, তাতে তাদের কিছুটা অসবিধা হবেই। আগে যেমন করেছে এখও তেমন কিছুদিন করতে হবে। আর পরবর্ত্তী প্রশ্নটা আমরা বিবেচনা করে দেখব। তবে খন এ আমরা ১১ ক্লাশ স্টার্ট করছি না। তার কারণ হলো আমরা ঘরটাকে তৈরী করতে চাই। তৈরী করার পর খোয়াই এবং উদয়পুরের জন্য কলকাতা ইউনিভার্সিটির অনুমোদনের জন্য আমরা চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৮৯ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৮৯ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমান আর্থিক বৎসর হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের সবাইকে স্কুল ড্রেস দেওয়ার এবং দুপুরের জলযোগের ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	১। না।
২। যদি হ্যাঁ হয়, তবে কখন হইতে তা চালু হবে ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী, এজ অথারাইজড বাই শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৯০ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৯০ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খোয়াই বিভাগের নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহগুলি সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার ফলে পাঠদান বিঘ্নিত হইতেছে ও সরকারী সম্পত্তির প্রভুত ক্ষতি হইতেছে ?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত বিদ্যালয়গুলি আর্থিক বৎসরে সংস্কারের ব্যবস্থা হইবে কি ?

উত্তর

১। খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শকের পরিচালনাধীনে ৭৫টি স্কুলের গৃহ সংস্কারের অভাবে জীর্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার ফলে ঐ সকল স্কুলে পাঠদান আংশিকভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। তবে সংশ্লিষ্ট স্কুলের সম্পত্তির প্রভুত ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কোন রিপোর্ট নাই।

২। "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২টি স্কুলের গৃহ সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং এই বাবদ ৪৫ হাজার ৫৬৭ টাকা দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট স্কুল গৃহগুলিও সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---কোয়েশ্চান নং ২০৩ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ২০৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। আগরতলা সহ ত্রিপুরায় মোট কতগুলি সরকারী পাব্লিক লাইব্রেরী আছে ?

২। এই সমস্ত লাইব্রেরীগুলিতে কতগুলি বই আছে ?

৩। এই সমস্ত লাইব্রেরী থেকে আজ অবধি কতগুলি বই খোয়া গেছে ?

উত্তর

১। ১৯টি।

২। ২,২০,৫৪৬টি বই আছে।

৩। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ---কোয়েশ্চান নং ২১১ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ২১১ স্যার।

প্রশ্ন

১। "ফার্মারস ফাংশন্যাল লিটারেসি" প্রকল্প প্রথম কবে ত্রিপুরাতে চালু করা হয় ?

২। ১৯৭৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কয়টি সেন্টার খোলা হয়েছে ?

৩। সব সেন্টারগুলি চালু আছে কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এই প্রকল্প উত্তর ত্রিপুরায় চালু হইয়াছে।

২। বিভিন্ন বৎসরে নিম্নলিখিত সংখ্যক কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

১৯৭৪-৭৫	- - -	৬০
১৯৭৫-৭৬	- - -	৬০
১৯৭৬-৭৭	- - -	৬০
১৯৭৭-৭৮	- - -	৬০

৩। না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীশ্যামল সাহা।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ---কোয়েশ্চান নং ২২৭ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ২২৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য অমরপুর ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসটি বহুদিন পূর্ব্বে ভাংগিয়া গিয়াছে এবং মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয়, তবে সেটিকে নূতন করে তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি ?

৩। যদি নিয়ে থাকেন তবে কবে হইতে কাজ আরম্ভ হইবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ। অমরপুর ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসটি ১৯৭৮ ইং সনের মে মাসে ভাংগিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে।

২। হ্যাঁ।

৩। কাজ আরম্ভ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এষ্টিমেট দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসে কতজন কর্মচারী ছিলেন এবং তারা জীবিত আছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---জানা নেই। সাধারণতঃ আগে ত্রিপুরায় যেসব রেষ্ট হাউস হত, তার কোন কেয়ার টেকার ইত্যাদি কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। কাজেই এইগুলি অরক্ষিত অবস্থায়ই থাকত। এখন আছে কিনা আমার জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে দেখা যাচ্ছে ওখানে যারা কর্মচারী ছিলেন তারা বিনা কাজেই বেতন পেয়েছেন। এই ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসটি কত বছর পর মৃত্যু বরন করেছে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কত বছর পর সেটা জানা নেই। কিন্তু কংগ্রেস রাজত্বে এই রকম বহু ঘরের মৃত্যু হয়েছে। কারণ যে ভাবে চিকিৎসা হওয়ার দরকার ছিল, সেই রকম ঔষধ দিয়ে তৈরী করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৮৪ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৮৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য টি. আর. টি. সির প্রতি বৎসরই লোকসান হচ্ছে ?

২। সত্য হইলে টি, আর, টি, সিকে লাভজনক ব্যবসাতে পরিণত করতে রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা আগামী আর্থিক বছরে নিয়েছেন ?

৩। রাজ্য সরকারকে গত তিন বৎসরে কি পরিমাণ ভর্তুকী এই সংস্থাকে দিতে হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক) ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও মেরামতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ ও স্থাপন পূর্বক কারখানার সার্বিক উন্নতি।

৩। কেবলমাত্র কর্মীদের পরিবর্তিত বেতন বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ১৯৭৭-৭৮ ইং আথিক বৎসরে মোট ১০ লক্ষ টাকা ভর্তুকী হিসাবে দেয়। সাবসিডি একবারই দিয়েছে সেটা হল গেল বার ১০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া আর একটা জিনিষও আমি এখানে দিচ্ছি ১৯৭১-৭২ হইতে ১৯৭৬-৭৭ আথিক বৎসরে কর্পোরেশন এর আয় ও ব্যায়ের অনুদান হিসাব কর্পোরেশনের মূলধন খাতে সরকার কর্তৃক এখন পর্যন্ত অনুদান নিম্নরূপ—

১৯৬৯-৭০ইং—১০ লক্ষ টাকা
১৯৭০-৭১ইং—১০ লক্ষ টাকা
১৯৭১-৭২ইং—১ কোটি ৩২ লক্ষ ২ হাজার
১৯৭২-৭৩ইং—২৩ লক্ষ টাকা
১৯৭৩-৭৪ইং---৩৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা
১৯৭৬-৭৭ইং---২১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা
১৯৭৭-৭৮ইং---ওখানে কোন অনুদান নেই। গ্র্যান্ট যেটা দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে ৩০ লক্ষ টাকা।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা এখানে দেখেছি যে এই টি, আর, টি, সিতে লোকসান হচ্ছে কিন্তু পাশাপাশি আমরা দেখি যে প্রাইভেট সংস্থার বাসগুলি, দীর্ঘদিন ধরে তারা ব্যবসা করে অথচ লাভ হয় কিন্তু টি, আর, টি, সি তে লাভ হচ্ছে না এটার কারণ কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, আর, টি, সির ব্যাপার খুব সিক্রেট এটা সবারই জানা আছে। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। টি আর টি সিকে লাভজনক করার জন্য যে প্রচেষ্টা, তার কর্মচারী নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে তার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, যেমন গাড়ী মেরামত করা, যন্ত্রপাতি রাখা, ইত্যাদি যে ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল, তা কোন সময়েই নেওয়া হয় নি এবং টি, আর, টি, সিকে যে অবস্থায় হাতে নেওয়া হয়েছে, এটাকে সব ঠিক ঠাক করে জায়গায় আনতে কিছুটা সময় নেবে। সত্য কথা বলতে কি প্রাইভেট বাস যারা চালান, তারা হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে ১/২টি বাসের মালিক এবং তারা সেটা বিশেষ যত্ন সহকারে চালান এবং দেখাশুনা করেন কিন্তু এখানে ভাবটা হচ্ছে এই যে 'সরকারকা মাল দরিয়া মে ডাল'। এই রকম ভাব অনেকের মধ্যে, সবার মধ্যে নয়। কর্মচারী ও কিছু কিছু লোকের মধ্যে এই রকম মনোভাব আছে এবং একটা দরদ যে এটা কর্পোরেশনের সম্পত্তি, এর উন্নতির সংগে দেশের সমস্ত লোকের যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে, এটা দ্য সেম টাইম যারা কর্মী আছেন, তাদেরও যাতে সমস্ত উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় এই সব জিনিষটা চিন্তার মধ্যে রেখে সব হচ্ছে না। সবচাইতে অসুবিধা যেটা হচ্ছে, আগে যারা পরিচালনায় ছিলেন, বিশেষ করে জেনারেল ম্যানেজার যে ছিলেন এবং আগে যে কংগ্রেস সরকার ছিলেন, তাদের যথেচ্ছ-চারিতা টি, আর, টি, সি সম্পর্কে এবং সেটা এমন একটা পর্যায়ে এনে ফেলেছিল যে, এখন ওটাকে হাতে নিয়ে ঠিক ঠাক করে নিতে একটু সময় নেবে। এই হোল মোটামুটি অবস্থা।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---আমার একটা সাইটেল প্রশ্ন আছে স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, আগরতলা সহরে টি, আর, টি, সি'র যে বিরাট বাড়ী করা হয়েছে, তার মধ্যে ভি, আই, পিদের জন্য কটা ঘর করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার ঃ--এই প্রশ্নটা আগেই হয়ে গেছে।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---সব প্রশ্নের উত্তর যদি না পাই তাহলে কি করে চলবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আগের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই ২/৩ মাসের মধ্যে অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে এবং আমি বলছি যে সব দিকটা কাভার করে অলরাউণ্ড যে উন্নতি করা, সেটা হতে সময় নেবে। কিন্তু বাস মেরামত, বাস বাড়ানো এবং রাস্তায় আরও গাড়ী দেওয়া, সেটা আমরা চেষ্টা করছি এবং গ্রেজুয়েলী সেটা ইমপ্রুভ করছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---শ্রীস্বরাইজাম কামিনি ঠাকুর সিং।

শ্রীসারাইজাম কামিনি ঠাকুর সিং ঃ---কোয়েশ্চান নং ২৩৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--কোয়েশ্চান নং ২৩৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ইং সালে খোয়াই রোডে টি. আর. টি. সির সার্ভিসে কি পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হইয়াছে।

২। উক্ত রোডে প্রত্যহ গড়ে কতজন যাত্রী যাতায়াত করেন?

৩। এই রুটে সার্ভিস সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে কি?

৪। যদি হ্রাস করা হইয়া থাকে তবে তার কারণ।

উত্তর

১। রোড ভিত্তিক লাভ ক্ষতির হিসাব রক্ষিত হয় না।

২। ১৯৭৭-৭৮ইং সনে গড়ে প্রত্যহ ১৩৭০ জন এবং বর্তমানে গড়ে প্রত্যহ ১০২৬ জন।

৩। বাসের সার্ভিস কমানো হয়েছে।

৪। সকল রকম বাসের সংখ্যার স্বল্পতার জন্য।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেও বলেছেন লোকসান হচ্ছে এখানেও বলছেন লোকসান হচ্ছে। আগেকার সরকার কি কিছুই করেন নি। তবে একটা জিনিষ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার মনে হয় যে অফিসার যারা আছেন তাদের মধ্যে টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড নেই, সমস্তই অফিসার, ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা এরকম কিছু নেই। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিছু লোককে যেন নেওয়া হয়। খালি ব্যুরো ক্রেটস দিয়ে তো এগুলো চলে না। টেকনোক্রেটসদের যে সংগঠন সেখানে রয়েছে, বর্তমান সরকারের সেই টেকনোক্রেটস ও ব্যুরোক্রেটসদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইসব বাসের জন্য একটা ওয়ার্কসপ করার চেষ্টা করছি এবং একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাইরে থেকে আনার চেষ্টা করছি। ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার আনার পরে এই কারখানা আমরা গড়ে তুলবো এবং আশা করছি আমাদের নিজস্ব কারখানা গড়ে তুলতে পারলে, এতো দুর্ভোগ হবে না বরং আরও কমবে।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে লোকসান হচ্ছে এই লোকসান হওয়ার কারণ হোল, যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না জানিনা, অফিসাররা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে সেখানে সব সময় গাড়ী ব্যবহার করেন। একটা তথ্য আমি জানি যে ট্রাফিক সুপার-ভাইজর শ্রীঅমল ভট্টাচার্য, ওনার জন্য ডেলি তিনবার করে একটা টি. আর. টি. সি'র গাড়ী গভর্ণমেন্ট প্রেস এর সামনে সকাল ৯-৪৫ মিঃ থেকে ১০.১৫ মিঃ; দুপুর ১টা থেকে ২টা বিকাল ৫টা ৩০ মিঃ থেকে ৬টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অবশ্যই তদন্ত করে দেখব এবং যদি এটা প্রমাণিত হয় তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ৪/৫ লাখ টাকার দড়ি ও ত্রিপল কেনা হয়েছে, এই কয়েক দিনের মধ্যে। এই দড়ি ও ত্রিপল সরকারের গোডাউনে আছে না কোথায় আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দড়ি, ত্রিপল, হাতুড়ি, বাটাল যা কিছু আছে, অনেক কিছু অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না এবং টি, আর, টি, সি'র অনেক কিছুই নেই। আমরা চেষ্টা করছি যতদূর সম্ভব যেগুলো আছে, সেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে। বিশেষ করে আমরা যেগুলি ক্রয় করবো, সেগুলি যাতে যথাযথ ভাবে থাকে, তার চেষ্টা আমরা করবো।

শ্রীগোপাল দাস---টি, আর, টি, সি, সম্পর্কে সার্বিক তদন্ত হবে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---আগেই বলা হয়েছে তদন্ত চলছে।

মিঃ স্পীকার---কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্ন-গুলির লিখিত উত্তরপত্র টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার হাতে একটা চিঠি আছে, বাই পোষ্ট এসেছে। সেই চিঠিতে লেখা আছে, আমাদের বিধানসভার মাননীয় সদস্য রশিরাম দেববর্মার নাম। এটা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক লোকেরাই এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করছেন। লিখেছেন, আমি জানছি তুমি আনন্দ হইছে না (গণ্ডগোল) .....তোরও বেশী সময় নাই, কারণ তোমার ঈশ্বরের গুরু চৌদ্দগোষ্ঠীর বাবা হেমন্ত, প্রধান পদে হারছে, ভালা হইছে, তোমারও ক্ষমা নাই। স্যার, আমি আপনার কাছে এই চিঠি রাখছি, এটা অবিলম্বে তদন্ত হওয়া দরকার। পুলিশী তদন্ত হওয়া দরকার। (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে সবই লাল কালিতে লেখা।

(ভয়েস---নাম আছে ?)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---নাম যে দেন না, নিজেরাই তো জানেন।

শ্রীকেশব মজুমদার---স্যার, এম, এল, এ, দের থাকার জন্য দুটো হোসটেল আছে এবং আমরা ২নং হোস্টেলে এম, এল, এ,রা আছি। সেখানে একটা টেলিফোন এর ব্যবস্থা আমরা দীর্ঘদিন ধরে করার চেষ্টা করেছিলাম। যাও কয়েকদিন আগে সেখানে একটা ব্যবস্থা হলো, এরপর আজকে আমাদের লাইনটা কেটে দেয়। স্যার, যেহেতু আমরা জনপ্রতিনিধি, ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশ থেকে আমরা এসেছি, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজেই বিভিন্ন দপ্তর এবং মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করতে হয়। এছাড়াও আমরা যারা পার্লামেন্টারী পার্টি আছি তারাও, যদি এই ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে অসুবিধায় পড়েন। এছাড়া টেলিফোন ব্যবস্থা গোটা রাজ্যে বিভিন্ন অবস্থাতে আমরা দেখেছি যে এত খারাপ অবস্থার মধ্যে চলছে যাতে করে ইমাজেন্সীর সময়ে কোন জরুরী বিষয়ে যোগাযোগ করাটা একটা অসুবিধা হয়ে যায়।

সুতরাং আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই সভার তরফ থেকে যে, যাতে করে এই বিষয়টার কিছু উন্নতি করা যায় এবং আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশ থেকে সংবাদ আনা নেওয়ার এবং যোগাযোগ করার কাজ সুষ্ঠুভাবে যাতে করতে পারি তার-জন্য মাননীয় স্পীকার, স্যার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা খুবই গুরুতর অভিযোগ যে আজকে আমাদের বিধানসভার অধিবেশন যখন চলছে, তখন বিধায়কদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি জানিনা কারা এর জন্য দায়ী। অনেক চেষ্টা করে এই কানেকশানটা দীর্ঘদিন পরে নেওয়া হয়েছিল, টাকা জমা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর আজকে সকালে এই কানেকশান কেটে দেওয়া, এটা খুবই দুঃখজনক। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাব এবং যারা এরজন্য দায়ী; কেন্দ্রীয় সরকার যাতে তদন্ত করে এই ঘটনা যাতে তারা আর না ঘটাতে পারে আমি আশা করি তাঁরা সেই ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা--মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের অভিযোগ হচ্ছে আমা-দের পার্টি অফিসে একটা ফোন লাইন আনবার জন্য দরখাস্ত করেছে এবং টাকাও জমা দিয়েছে এবং ওয়াটার সাপ্লাই এর জন্য আমরা দরখাস্ত দিয়েছি এবং টাকাও জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রায় দুই মাস, আড়াই মাস, এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, এটাও আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে কিভাবে তাঁরা আমাদের বিধায়কদের কাজ করতে দিচ্ছেন না। এটা খুবই দুঃখজনক এবং এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনারা এই সম্পর্কে উত্তর পেয়েছেন। আমার একটি ঘোষণা আছে। আমি আপনাদের সামনে পড়ে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার---প্রবল বৃষ্টিপাত ও তজ্জনিত পরিস্থিতিতে জনজীবনে বিপর্যয়, রাস্তাঘাট নষ্ট হওয়া এবং যান চলাচলের অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের উপর সদস্যদিগের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। কিন্তু নোটিশগুলি এককভাবে অনুমোদন না করিয়া আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তিনি যেন আগামীকাল অথবা ২৯শে তারিখে প্রবল বৃষ্টি তজ্জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে হাউসে একটা বিবৃতি প্রদান করেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, আজকেই আমি এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি হাউসের সামনে উপস্থিত করতে চাই। এখুনি দিচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের যে ৪৪নং ন্যাশনাল হাইওয়ে, এটা বর্ডার রোডস্ অরগেনাইজেশান কন্ট্রোল করেন এবং এটা তাঁরা মেনটেন করেন, ইম্প্রুভ করেন এবং মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এই দীর্ঘদিনের মধ্যেও এই রাস্তাটি সমস্ত ওয়েদারের জন্য পাকাপোক্ত রাস্তা এখনও হয়নি যদিও এটা ন্যাশন্যাল হাইওয়ে বলে পরিচিত। এর অধিকাংশ কাল-

ভার্ট এখনও এস, পি, টি, অর্থাৎ স্থায়ী হয়নি ব্রীজ এবং কালভার্টগুলি। আমাদের এই এলাকাটাই হচ্ছে অতিরিক্ত বৃষ্টি এলাকা। কাজেই প্রতি বৎসর সেগুলি নষ্ট হলেই এই ধরণের বিপর্যয় হয়, রাস্তাটা অচল হয় এবং দুপাশে যে মাটি আছে তা ধ্বসে পড়ে। দুইদিক থেকেই রাস্তাটি আরও সম্প্রসারিত হওয়া দরকার ছিল। সেই কাজ কোন কোন দিকে আরম্ভ করা হয়েছে। কিন্তু সেটা এখনও পূর্ণ করা যায়নি। যদিও আমরা দেখছি বিভিন্ন সময়ে ল্যাণ্ড স্লাইডস্ হচ্ছে, যেমন এবারেও গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে ২/৩ বার ল্যাণ্ড স্লাইডস্ হয়েছে এবং যার ফলে বেশ কিছু সময়ের জন্যে রাস্তাটি বন্ধ ছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তারা এটা চালু করেন বটে কিন্তু সেই সমস্যার আমরা মোকাবিলা করি ২৪ এবং ২৫শে জুন। শুধু রাস্তায় ধ্বসই নামেনি, খুবই দুঃখজনক যে খোয়াই নদীর উপর তেলিয়ামুড়ায় যে ব্রীজটি আছে সেই ব্রীজটি ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে যায়, যার ফলে সমগ্র রাস্তাটা এখন অচল হয়ে আছে। এই যে রাস্তার যে অবনতি এই সম্পর্কে আমি নিজে যে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রী শ্রীচাঁদরামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি এবং তারপর ডিরেক্টার অব বর্ডার রোডস অরগেনাইজেশান, তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়। আমরা জানতে পারি যে এই রাস্তার শতকরা ৫০ ভাগ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেন এবং ৫০ ভাগ বাকী টাকা বর্ডার রোড অরগেনাইজেশান বহন করেন।

যদিও ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা আছে এই রাস্তাটিকে উন্নত করার জন্য বা মেরামত করার জন্য, কিন্তু বছরে ২ কোটি টাকার বেশী কেন্দ্রীয় সরকার দেন না। যার ফলে ৪ কোটি টাকার বেশী তারা কোন সময়ে খরচ করতে পারেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রধানতঃ ব্রিজগুলি এবং কালভার্টগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং সেগুলি আগেই সারানোর দরকার এবং স্থায়ী ব্রিজ ও কালভার্টের ব্যবস্থা করা দরকার। আর সেগুলি দ্রুত করতে গেলে এখন যে টাকা দিচ্ছেন, তার ডাবল টাকা দেওয়া উচিত এবং আমি দাবী করি যে ২/৩ বছরের মধ্যে সমগ্র রাস্তাটা যাতে কমপ্লিট হয়ে যায়, তার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। তার পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল বর্ডার রোডের যে ডাইরেক্টর, তিনি আমাদের এখানে আসেন এবং তিনি আমাদের সংগে সাক্ষাত করেন। কিন্তু তার পরেও এই ব্রীজ সম্পর্কে বিশেষ কিছু করা হয়নি। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে এই বিপর্যয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বর্ডার রোডস উইংসের সংগে যোগাযোগ করি, তারা মেরামত করার কিছু জিনিসপত্র সংগে রাখেন, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ৩/৪ দিনের মধ্যে তারা একটা রেলিং ব্রীজ সেখানে বসাচ্ছেন যার ফলে রাস্তাটা হয়তো ২/৩ দিনের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। আমরা এর বাইরেও যাতে নদী পারাপারের জন্য আরও বোট সেখানে উপস্থিত করা যায়, তার ব্যবস্থা আমরা নিজেদের তরফ থেকে করছি। স্যার, শুধু এই জায়গায় নয়, এই জিরানিয়াতে এই রাস্তাটা বিপন্ন হবে, খয়েরপুরে এই রাস্তাটা বিপন্ন হবে, কারণ রাস্তাটার খুব কাছাকাছি নদী চলে এসেছে এবং এই দুটো সম্পর্কেই আমরা বর্ডার রোড উইংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং এখন থেকে যাতে ডাইভার্সানের ব্যবস্থা হয় সমগ্র রাস্তাটি যাতে অন্যদিক্ দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তার জন্যও আমরা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি। মাননীয় স্পীকার

স্যার, আমাদের রাজ্য সরকারের যে সমস্ত রাস্তা বিশেষ করে মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোডস্ আছে, সেগুলির অবস্থাও খুব ভাল নয়। বিশেষ করে খোয়াইর রাস্তাটি খোয়াই নদীর সন্নিকট দিয়ে চলে যাওয়ায়, প্রতি বছরই প্রায় বিপন্ন হয় এবং এই বছরও দ্বারিকা-পুরের কাছে বন্যা হয়েছে, আমরা তার বিকল্প রাস্তা তৈরী করছি এবং একটা বিকল্প রাস্তা আছে, খোয়াই কালাছড়া রাস্তা, সেই রাস্তাটা যাতে অবিলম্বে মেরামত করা যায়, তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। আমরা আশা করছি যে খোয়াই শহর কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেনা। এছাড়া বিলোনীয়া শহরটা এর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গত ৩০ বছর থেকেছে, আমরা সরকার থেকে সেই স্ট্রেটেজিক রোডের উপর একটা ব্রিজ শুরু করি. সেটা আপনারা দেখেছেন। কিন্তু ঠিকাদারের সঙ্গে সেটা নিয়ে একটা বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সেই ব্রিজ তৈরী করার কাজ এখন প্রায় স্থগিত রয়েছে। যার ফলে আমাদের সরকার বলে একটা সিদ্ধান্ত করেন যে সেই ব্রিজের জন্য অপেক্ষা না করে একটা রেলিং ব্রিজ দিয়ে বিলোনীয়াকে যাতে যুক্ত করা যায় তার জন্য আমরা অগ্রসর হয়েছি এবং আমরা আশা করছি যে ১ বছরের মধ্যে একটা রেলিং ব্রিজ আমরা করতে পারব। এই যে গত কয়েকদিন ধরে যে বৃষ্টি হচ্ছে, দক্ষিণ অঞ্চলের যদিও কোন এলাকা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়নি, কিন্তু কয়েকটা এলাকা বিপর্যস্ত হয়েছে উদয়পুরে, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে উদয়পুরে কতগুলি বড় বড় জলা আছে, যেমন তকমাজলা, হরিজলা, সুখসাগর জলা যেখানে একটু বৃষ্টি হলেই অনেক এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায় এবং গোমতিতে জল বৃদ্ধির ফলে এবং কিছু বাধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে উদয়পুর শহরতলীতে যে কতগুলি গ্রাম আছে, সেই সব গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং অনেক জায়গা থেকে আমাদের লোক সরিয়ে আনতে হয়, প্রায় ৩/৪ শত পরিবারকে আমাদের সরিয়ে আনতে হয়েছে। আর সদর এলাকায় আগরতলা শহরতলীতে এমন কতগুলি এলাকা আছে, যেখান থেকে আমাদের লোকজন সরিয়ে আনতে হয়েছে, বিশেষ করে পুরাতন আগরতলা এবং দক্ষিণ দিকের বিভিন্ন এলাকাগুলি, গজারিয়াতে যে বাধটা ছিল, সেই বাঁধটা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে অনেক কৃষক সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা সেই সমস্ত যারা বিপন্ন হয়েছে, তাদের জন্য সহানুভূতিশীল এবং উপস্থিতমত যেটুকু সাহায্য আমরা করতে পেরেছি, সেটুকু আমরা করেছি। আমরা তাদের জন্য, যাদের ঘর নষ্ট হয়ে গিয়েছে যেমন খোয়াইতে দ্বারিকাপুরে অনেকের বাড়ীঘর খোয়াই নদীতে চলে গিয়েছে, আমরা বলেছি যে খাস জমি যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমরা তাদেরকে ঘর তৈরী করে দেব। তেমনি অন্য জায়গাতে যাদের ঘর নষ্ট হয়েছে, তাদের ঘরও আমরা তৈরী করে দেব। ফুড ফর ওয়ার্কসে আমরা তাদের ঘর তৈরীর কাজ করব এবং অন্যান্য কাজ আমরা তাদের দেব। তাছাড়া ফসল যাদের নষ্ট হয়েছে তাদের জন্য আমরা সীডস্ দেব। বালিতে অনেক জায়গায় ফসল নষ্ট হয়েছে, সেগুলি রিক্লেইম করে দেওয়া যায় কিনা, আমরা সেগুলি নজর দিচ্ছি। এগুলি রিলিফ মেয়াদ হিসাবেই আমরা নিয়েছি আর এইসব কাজ করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১০ লক্ষ টাকা চেয়েছিলাম, সেই টাকা, ওরা এখনও দেননি, মাত্র ৫০ হাজার টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আমরা পেয়েছি।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়, এবার যখন দিল্লীতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সেখানকার ফিনান্স মিনিষ্টার এইচ, এম. প্যাটেলের সংগে সাক্ষাৎ করেছেন এবং আমাদের রিলিফের টাকার যে জরুরী প্রয়োজন, সেই সম্পর্কে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারপরেও আমরা এখন পর্যান্ত তাদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্যা প্রতি বছরই আমাদের এখানে আসছে, তার কারণ হচ্ছে এই বন্যা নিরোধ করে জলকে কাজে লাগানোর দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনা আগে ত্রিপুরাতে ছিল না, আমরা এখন সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং আমরা খুব শীঘ্রই এর সার্ভের কাজ কমপ্লিট করতে পারব। খোয়াই এবং গোমতি নদীতে বাঁধ দিলে আমাদের একটা বিরাট এলাকাকে আমরা আশা করছি প্রতি বছরই বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারব।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :---মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে যাদের ঘর বাড়ী নষ্ট হয়েছে বা জমি নদীতে নষ্ট হয়েছে এবং ফসল নষ্ট হয়েছে তাদেরকে খুব শীঘ্রই সাহায্য করবেন বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাজেই যাদের ঘর বাড়ী নষ্ট হয়েছে সেগুলি যাতে প্রপারলি ইনভেষ্টিগেট করা হয় এবং সত্যি সত্যিই যাদের ফসল বা ঘর বাড়ী নষ্ট হয়েছে তারা যাতে ক্ষতিপূরণ পান, এজন্য কি রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণভাবে রিলিফ দেওয়ার মত ব্যবস্থা আছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আর একটা বক্তব্য এই হাউসের সামনে পেশ করব, সেটা হচ্ছে এই যে. শহরতলীতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, বিশেষ করে যারা বৃদ্ধ মহিলা, কিছুদিন যাবত আগরতলা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছেন, প্রবল বারিপাতের ফলে তাদের যে দৈনন্দিন কাজ, সেই কাজ তাদের জুটছিল না। কারণ মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বৃষ্টি হলে কেউ তাদেরকে কাজে নিতে চায় না এবং বৃষ্টির মধ্যে কোন কাজ করাও সম্ভব নয়, সেইদিক থেকে আমাদের সরকার তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সেদিক থেকে তারা ফুড ফর ওয়ার্কসে এই কয়দিন কাজ দিয়েছেন। কিন্তু সরকার লক্ষ্য করেছেন যে তাদের কাজ দিতে গেলে প্রধানতঃ শহরে এমন কোন কাজ নাই যেখানে ফুড ফর ওয়ার্কসে কাজ করানো যায়। দ্বিতীয়তঃ তাদের রেশন নিতে নিতে রাত্র ১২টা কিম্বা ১টা পর্য্যন্ত হয়ে যায়, তারপর ঐ ভদ্রমহিলারা রাত্র একটার সময় তাদের গ্রামের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন না এবং রেশন দোকানেও প্রচণ্ড দুর্নীতি চলছে বলেও অভিযোগ আছে। আমরা পাঁচ সিকি করে দেই, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে দোকানের মালিক ভাঙ্গতি নেই বলে সবাইকে ১ টাকা দিয়ে দেয় এবং তারা ১ টাকা করে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়। আবার এখানে আমরা দেখছি যে কিছু দালাল যারা তাদেরকে ধরে নিয়ে আসে, এই শহরে, তারাও তাদের কাছ থেকে চার আনা বা বিশ পয়সা করে সংগ্রহ করে এবং এইরকম কিছু লোককে ডি, ওয়াই, এফের ছেলেরা ধরেছেন এবং তাদের পুলিশ এর হাতে দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এইসব বন্ধ করার জন্য আমি বিশালগড়, জিরাণীয়া এবং

মোহনপুরের বি, ডি, ওকে ডাকাই এবং আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে এইসব ভদ্রমহিলারা যেখান থেকে আসেন, সেখানেই তাদের যেন কাজ দেওয়া হয় এবং সেখানে তারা যাতে কাজ পায়, তার জন্যও আমরা প্রধানদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। টাকা পেমেন্স করা হয়েছে এবং সেই টাকা তাদের হাতে পৌঁছেও গেছে।

কালকে আমরা তাদেরকে জানিয়েছিলাম যে আপনারা আগরতলা আসবেন না, আপনারা নিজ নিজ গ্রামে কাজ পাবেন। কাজেই তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে। কারা এনেছেন? আমি তা জানি না। আমি মাননীয় সদস্য-দেরকে বলব, তারা যেন তাদের প্রভাব বিস্তার করেন। এই মা বোনদের এবং শিশুদেরকে এখানে না এনে, তাদের নিজের বাড়ীর সামনে কাজ দিচ্ছে এবং সেই কাজ যাতে তারা গ্রহণ করেন তারা যেন এই ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করেন, আমি সেদিকে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, জম্পৈ, গোলাঘাটি এবং গাবরদি, বিশালগড়, আমি সেখানে ঘুরে এসেছি। গাবরদিতে ছোট একটা কালভার্ট আছে। কালভার্টটা গত ২৪/২৫ তারিখ থেকে বৃষ্টির ফলে নষ্ট হয়ে গেছে। যার ফলে টাকারজলা জম্পৈজলার যে অংশটা আছে, সেখানে রেশনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের অসুবিধা হচ্ছে। আর কলকলিয়া বাজারের যে রাস্তাটা বিশালগড় থেকে যেটা গেছে, সেখানে দীর্ঘদিন যাবত কালভার্ট নাই, ফলে সেখানে রেশন যাচ্ছে না। তারপর বিশালগড় থেকে গোপীনগর হয়ে গোলাঘাটির যে রাস্তাটা লিংক আছে, এই রাস্তাটা গোপীনগরের মাঝখানে নদীতে ভেংগে গেছে এবং সেটার উপর দিয়ে গাড়ী চলছে না এবং লোকের হাঁটাহাঁটি করতে অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এগুলি যদি সরকারের কাছে লিখে দেওয়া হয়, তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটাতো উনি বিবৃতি দিচ্ছেন। কাজেই মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব তিনি লিখিতভাবে সেগুলি দিলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করা হবে। কোন জায়গাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বা চাউল সরবরাহ ব্যাহত হবে না। কারণ আমাদের সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে মাথায় করে নিয়ে গেলেও, আমাদের চাউল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, আমরা রেশনসপে পৌঁছে দেব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাস্তা বন্ধ হওয়া সম্পর্কে যে তথ্য রেখেছেন, এতে আমরা বুঝতে পারছি যে আসাম আগরতলা রোড, এটার ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ধ্বস পড়ার ফলে আঠারমুড়া গাড়ী আটকা পড়ল এবং সেখান থেকে এই বাসের যাত্রীদেরকে উদ্ধার করার জন্য কোন ব্যবস্থা সম্ভবতঃ নেওয়া হয়নি এবং যারা আমবাসাতে আটকা পড়ল, ধর্মনগর থেকে আসছেন, সেখানে অনেকগুলি ৪/৫টা বাস আমবাসা আটকা পড়ল সেখানে তখনকার কোন কোন যাত্রী এমন ছিলেন যারা শুধুমাত্র টিকেটের পয়সাটা যোগাড় করে বাসে উঠেছিলেন। আসার সময় সেখানে ব্যাপারটা হয়েছিল। প্রায় দেড়দিনের মত যাত্রীরা সেখানে আটক ছিল। এই অবস্থায় সরকার থেকে পরবর্তী সময়ে এই রকম যদি কোন ঘটনা ঘটে কোন ব্যবস্থা এই

সম্পর্কে নেওয়া হবে কি না, যাতে এরা একটু সাহায্য পায় এবং রাস্তার মধ্যে আটকা পড়লে যাতে উদ্ধার করে আনা হয়, এই সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সত্যিই এটা দুঃখজনক। যে সাব-ডিভিশনে এই ঘটনা ঘটেছে, সেই সাবডিভিশনে আমাদের যারা কর্তৃপক্ষ, তাদের উচিত ছিল সেখানে লোক পাঠানো এবং যতটুকু সম্ভব রিলিফ যাত্রীদেরকে দেওয়া। ভবিষ্যতে যাতে এটা করা হয়, সে নির্দেশ দেওয়া হবে। বিশেষ করে কৈলাসহর এবং কমলপুর, এই দু'টা সাবডিশনের যারা কর্তৃপক্ষ, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, যে মুহুর্ত্তে তারা বুঝতে পারবেন যে, এই ধরণের ধ্বস নেমেছে বা রাস্তা বন্ধ হয়েছে, সেই মুহুর্ত্তে তারা যেন রিলিফ পার্টি পাঠান এবং সবরকমের রিলিফ উপস্থিত মত যেটুকু দেওয়া সম্ভব, সেটা যাতে দেওয়া হয়।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, গত ২৫ তারিখ বড়মুড়া টি. আর. টি. সির বাস আটকা পড়ে। বড়মুড়া থেকে যখন আমবাসা তেল আনার জন্য কিছু কর্মীকে পাঠানো হয়, তখন যাত্রীরা দাবী করেছিল যে আমরা যে রাস্তাটুকু এসেছি, তার ভাড়া রেখে আমাদেরকে বাকী ভাড়ার টাকা ফেরত দেওয়া হোক। আমরা অন্য গাড়ী দিয়ে যাব। কিন্তু ভাড়া দিল না। এইভাবে সেখানে গাড়ী আটক পড়ে গেল, গোটা ৫০টা গাড়ী এবং যাত্রীদেরকে সেখানে উপবাস কাটাতে হয়েছে। পরের দিন ওদেরকে ফেরত নিয়ে যায়। কাজেই সরকার যাত্রীদেরকে এভাবে হয়রাণী থেকে বাঁচানোর জন্য কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এটা দেখবো।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাসের কাছ থেকে একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটা হল কমলপুর মহকুমার মহারাণী এস. বি স্কুল নদী গর্ভে পতিত হওয়ায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এই হাউসে উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে এটার উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অক্ষম হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে-দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২৯ তারিখ জবাব দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ--- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"সাম্প্রতিক কালে ধর্মনগর---আগরতলা, কৈলাশহর-আগরতলা এবং সারুম আগরতলা রুটে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের ফলে যাত্রীবাহী টি আর. টি. সি মোটর বাস অচল হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ বিকালে আমি এটার উত্তর দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ--- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্য ও জন সংভরণ মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় খাদ্য ও জনসংভরণ মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো---

"গত ১৫ই জুনের দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খোয়াই মহকুমার কলাবিল ভূমিহীন কলোনীর ১২ বৎসর বয়স্কা চঞ্চলা পাল নামীয় জনৈকা কিশোরীর অনাহার জনিত মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ১৫ই জুনের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত খোয়াই মহকুমার কলাবিল ভূমিহীন কলোনীর ১২ বৎসর বয়স্ক চঞ্চলা পাল নামীয় জনৈকা কিশোরীর অনাহার জনিত মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে"। এই দৃষ্টি আকষণী প্রস্তাবটি এনেছেন শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। এই দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি চাওয়া হয়েছে। আমি এখানে তার উপর কিছু বক্তব্য রাখছি।

উপরোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত তথ্য খোয়াই মহকুমা শাসকের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, খোয়াই মহকুমার ধলাবিলি গ্রাম হবে, কলাবিল নয়। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, চঞ্চলা পাল---পিতা মৃত গুরুচরণ পাল। এখানে লেখা হয়েছে, পূর্ণ চন্দ্র পাল। বয়স হচ্ছে ১৫ বৎসর। ১২ বৎসর নয়। নিবাস হচ্ছে ধলাবিল কলোনী। গত ১১ জুন ১৯৭৮ তারিখে সকাল বেলা মারা যায়। তার মৃত্যুর পূর্বে চারদিন যাবৎ জ্বরে ভুগছিল। উক্ত চঞ্চলা পালের পিতা বেশ কিছু দিন আগেই মারা গিয়েছেন। চঞ্চলা তার মা ও দাদা শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র পালের সহিত উক্ত কলোনীতে বসবাস করতো। ভূপেন্দ্র চন্দ্র পালের তিন কানি টিলা ভূমি আছে এবং ছোট খাট একটা ব্যবসাও আছে। চঞ্চলা মারা যাবার ১৫ দিন আগে ১৫ টাকা ডি, আর পাইয়াছে। তাদের রেশন কাড আছে। অনুসন্ধানে আরো জানা যায় যে, চঞ্চলার মৃত্যুর পূর্বে তাদের বাড়ী হইতে এক কিলোমিটার দূরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চলতে থাকলেও তাদের পরিবারের কেহই এই প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। তদন্তকারী জানান চঞ্চলার মা ও ভ্রাতা অত্যন্ত সুস্বাস্থের অধিকারী ছিলেন। তাতে বুঝা যায় যে, চঞ্চলার মৃত্যু অনাহার জনিত নয়। জ্বরে আক্রান্ত হইয়াই মারা গিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- চঞ্চলা পাল জ্বরে ভুগছিল ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে অনাহারেও ছিল কি না তা অনুসন্ধান করা হয়েছে কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---- অনাহার জনিত নয় এটা এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ--- আমরা জানতাম কংগ্রেস রাজত্বে এই সময়ে প্রায়ই অনাহারে মারা যেত। এবং সে সব খবর আমরা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিতও করেছি। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি,. বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এমন কি ফুড ফর

ওয়ার্ক বা বিভিন্ন প্রকল্প করার সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা শহরে কোন ভিখারী দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার জন্য নানা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। এইটা কি সরকারের দৃষ্টিতে আছে। এই ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- গত ২৫ শে মে কৈলাসহরের ছাওমনু অঞ্চলে শান্তশ্রী ত্রিপুরা অনাহারে মারা গেছেন তা সত্যি কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতীয়া ঃ--- ঐ বিরাট অঞ্চলে-প্রায় ১১টি গ্রামে এখনও ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করা হয় নাই তা সরকারের জানা আছে কি ?

মিঃ স্পিকার ঃ--- এটা আলাদা ভাবে আনবেন।

শ্রী গোপাল দাস ঃ--- বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে বাঞ্চাল করার জন্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ পরিবেশিত করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা কি সরকার গ্রহণ করবেন ?

শ্রী দশরথ দেব---না। পত্রিকাওয়ালাদের স্বাধীনতা আছে, তারা যা খুশী ছাপাতে পারেন। জনসাধারণ বিচার করবেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। আমরা তদন্তের ভিত্তিতেই প্রমাণ করলাম এই চঞ্চলা পালের মৃত্যু অনাহার জনিত নয়। তবে পরিবারটি গরীব ছিল। আমি এর আগে বলেছিলাম যে, চঞ্চলার মৃত্যুর ১৫ দিন আগে পরিবারটিকে ১৫্ টাকা ডি, আর, দেওয়া হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার---এখানে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব ছিল। মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন আজ উনি বিবৃতি দেবেন। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি উনি উনার বিবৃতিটি হাউসের কাছে রাখতে। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি ছিল মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেব মহাশয়ের। দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয় বস্তু ছিল নিম্নরূপ—"গত ৭ই জুন বিশালগড় থানার অন্তর্গত বংশীবাড়ী গাঁওসভার সদস্য শ্রীনন্দলাল দেববর্মাকে রাত দুপুরে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা ডেকে নিয়ে মারধোর করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি হচ্ছে---"গত ৭ই জুন বিশালগড় থানার অন্তর্গত বংশীবাড়ী গাঁওসভার সদস্য শ্রীনন্দলাল দেববর্মাকে রাত দুপুরে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা ডেকে নিয়ে মারধোর করা সম্পর্কে।" স্যার, এটাও আমি বিকেলে একসঙ্গে দেব।

মিঃ স্পীকার---বিকেলে বিবৃতি দেবেন। এখানে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী বিবৃতি দেবেন বলেছিলেন। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করব। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি ছিল সমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত। প্রস্তাবটির বিষয় হচ্ছে---"গত ২০-৬-৭৮ ইং কলমচোরার গলাচিপা ক্যাম্পের

টি, এ, পি, হাবিলদার, কনষ্টেবল কর্তৃক মদম্মত্ত হয়ে বাজারে জনগণের উপর হামলা এবং গোপাল সরকার ও খোকন সরকারকে রাইফেল দিয়ে গুরুতর জখম করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীসমর চৌধুরীর এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি রাখছেন, "গত ২০-৬-৭৮ ইং কলমচোরা গলাচিপা ক্যাম্পের টি, এ, পি হাবিলদার কনেষ্টবল কর্তৃক মদম্মত্ত হয়ে বাজারে জনগণের উপর হামলা এবং গোপাল সরকার ও খোকন সরকারকে রাইফেল দিয়ে গুরুতর জখম সম্পর্কে।"

ঘটনা হচ্ছে এই রকম, গত ২০শে জুন, ১৯৭৮ ইং সনে রাত প্রায় ৯-৪৫ মিনিটের সময়ে শ্রীফনিভূষণ ভক্ত নামে একজন বিশিষ্ট সি, পি, এম, কর্মী কলমচোরা থানায় উপস্থিত হয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবুকে জানান যে, গলাচিপা পুলিশ ফাঁড়ির কনেষ্টেবল মদমত্ত হয়ে কলমচোরা বাজারে গোলযোগ করছে। তিনি আরো জানান, বাজারে উপস্থিত হাবিলদারকে অনুরোধ করা সত্বেও তিনি উক্ত কনেষ্টেবলকে নিবৃত্ত করেন নি। কলমচোরা বাজারের জনসাধারণ একজন হাবিলদারকে আটক করে এবং তাকে সি, পি, এম, পার্টি অফিসে বসিয়ে রাখেন। এটা দেখে হাবিলদার দিজেন্দ্র সরকার একজন কনেষ্টেবলকে ফাড়িতে গিয়ে অন্যান্য পুলিশকে খবর দিতে বলে যাতে তারা পোষাক পরে ও রাইফেল নিয়ে আসে। শ্রীভক্ত শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করে থানায় গিয়ে দারোগাকে ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা আয়ত্বে আনতে অনুরোধ করে। 'শ্রীফনিভূষণ ভক্তের নিকট হইতে ঘটনার বিবরণ জেনে ভারপ্রাপ্ত দারোগা কলমচোরা থানায় ঘটনাটি নথিভুক্ত করেন। (জি. ডি. নং। ৫৩২। ডেট ২০-৬-৭৮। এবং তৎক্ষণাৎ অভিযোগকারীকে নিয়ে কলমচোরা বাজারে রওয়ানা হন। কলমচোরা বাজারে পৌছে দারোগাবাবু শুনতে পান, কনেষ্টেবল শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবনাথ যাকে জনসাধারণ আটক করেছিল তাকে গলাচিপা ফাড়ির পুলিশগণ এসে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। এই খবর পেয়ে দারোগাবাবু কলমচোরার গলাচিপা পুলিশ ফাঁড়ির দিকে রওয়ানা হয়। পথে কলমচোরা ১নং কলোনীর বাসিন্দা শ্রীখোকন সরকার ও তার ভ্রাতা শ্রীগোপাল সরকারের সাথে দেখা হয়। গোপাল সরকার আহত। তার মাথায় রক্ত দেখা যাচ্ছে। খোকন সরকারের এই আঘাতের ফলে মুখ ফোলা। ঐদিনই রাত ১১টার সময়ে শ্রীখোকন সরকার থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ নিম্নরূপ, "আমি আপনাকে কলমচোরা বি, এস, এফ ক্যাম্পের নিকট পাইয়া এবং আপনি দারোগা, থানার দারোগাবাবু জানিয়া এই এজাহার দিচ্ছি। আমার বাম চোখের নীচে কাল দাগ, বাম গাল ফোলা। আমার ভাই গোপাল সরকারের মাথায় আঘাত গুরুতর রক্তাক্ত, বাম গাল ফোলা জখম দেখাইয়া এই মর্মে এজাহার করিতেছি, রাত অনুমান ৯টার সময় আমি ও আমার বড় ভাই গোপাল সরকার এবং গ্রামের ভবেশ ভৌমিক, পঞ্চানন্দ সরকার, শান্তি সরকার সই কলমচোরা বাজারে রওয়ানা হয়ে জামতলায় হারান সরকারের বাড়ীর কাছে পৌছলে দেখি, ৫/৬ জন টি, এ, পি, কনষ্টেবল বাজারের দিক থেকে ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে। আমাদের পেয়ে তারা বলে, কোথা থেকে আসছ, বাড়ী কই এই কথা বলেই

আমাদের দিকে আসে এবং স্বপন মজুমদার তার হাতের রাইফেল দিয়ে বারী মেরে আমার বড় ভাই গোপালের মাথা ফাটাইয়া গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। রাইফেল দিয়ে আরো আঘাত করলে তার বাম গাল ফোলে। এবং কনষ্টেবল গৌরাঙ্গচক্রবর্তী রাইফেলের বাট দিয়ে আমায়আঘাত করলে আমার বাম চক্ষের নীচে এবং গাল ফোলে।

আমাদের দুইজনকে টানিয়া ক্যাম্পের দিকে আনিতে থাকিলে আমরা চিৎকার দিলে তাহারা ক্যাম্পের দিকে পলাইয়া যায়। আমার ভাই অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর লোকজনের সহায়তায় আমরা ভাইকে নিয়ে রওয়ানা দিলে আপনাকে পাই।"

এই অভিযোগ থানার দারোগা নথিভুক্ত করে ঘটনাটি তদন্তের জন্য গ্রহণ করেন। তিনি আহত অভিযোগকারী এবং তাহার ভাইকে থানায় পাঠাইয়া দেন অভিযোগটি থানার দলিলে নথিভুক্ত করার জন্য। তারপর তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

২১শে জুন ১৯৭৮ ইং রাত ১২-৩০ মিঃ এর সময় অভিযোগটি ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩২৬ নং ধারা অনুযায়ী কলমচোরা থানায় (৭ (৬) ৭৮ নং) লিপিবদ্ধ করা হয়। আহত ব্যক্তিদের বক্সনগর প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা করা হয়। সেইদিনই খোকন সরকারকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। শ্রীগোপালচন্দ্র সরকারের অবস্থা গুরুতর বিধায় ২১ জুন, ১৯৭৮ ইং তারিখ সন্ধ্যায় তাহাকে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। জি, বি, হাসপাতালে এখন সে আরোগ্য লাভ করিতেছে।

তদন্তকারী অফিসার ২০শে জুন ১৯৭৮ ইং রাত্রিতেই গলাচিপা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী এবং চিত্তরঞ্জন দেবনাথকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য বক্সনগর প্রাথমিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করা হয়. যেহেতু তাহারা মত্ত অবস্থায় গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল। চিকিৎসক তাহাদিগকে পরীক্ষা করে অভিমত দেন যে তাহারা উভয়েই মদ্যপান করেছিল।

তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার কনষ্টেবল শ্রীগৌরাঙ্গ চক্রবর্তীকে দেওয়া একটি '৩০৩ রাইফেল এবং ৫০ রাউণ্ড গুলি এবং গলাচিপা ক্যাম্পের গার্ড বইটি আটক করে। শ্রীগৌরাঙ্গ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে সেইদিনই (২০-৬-৭৮ ইং তাং) হাজতে প্রেরণ করা হয়। তারপর সোনামুড়ার সারকেল ইন্সপেক্টার তদন্তের ভার নেন। তিনিও ২১-৬-৭৮ ইং কনষ্টেবল স্বপন মজুমদারের হেপাজত থেকে একটি রাইফেল ('৩০৩) এবং ৫০ রাউণ্ড গুলি আটক করেন এবং মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে প্রেরণ করেন (২১শে জুন ১৯৭৮ ইং)। শ্রীগৌরাঙ্গ চক্রবর্তী এবং শ্রীস্বপন মজুমদার এই উভয় কনষ্টেবলই গত ২২শে জুন ১৯৭৮ ইং কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পান। এরা ছাড়া আরও দুইজন হেড কনষ্টেবল এবং ৬ জন কনষ্টেবলকে ২৪-৬-৭৮ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা হল ১) হেড কনষ্টেবল দ্বিজেন্দ্র সরকার, ২) হেড কনষ্টেবল টেজেন্দ্র

দাস, এবং ৩) কনষ্টেবল বিষ্ণু দেববর্মা ৪) মহেন্দ্র সিং ৫) সন্তু দেববর্মা ৬) নরেন্দ্র চৌধুরী ৭) উপেন্দ্র দাস এবং ৮) চিত্ত দেবনাথ। তাহাদিগকে ২৪-৬-৭৮ইং তারিখেই কোর্টে প্রেরণ করা হয় এবং সেখান হইতে তাহারা সবাই সেইদিনই জামিনে মুক্তি পায়।

এই ব্যাপারে গলাচিপা ক্যাম্পের হেড কনষ্টেবল দ্বিজেন্দ্র সরকারও একটি লিখিত অভিযোগ কলমচোরা থানায় গত ২০শে জুন ১৯৭৮ইং তারিখ রাত্র ১১টা ৩০মিঃ এ দাখিল করে। এই অভিযোগটি ২১শে জুন ১৯৭৮ইং রাত্র ১২টা ৪৫ মিঃ এর সময় কলমচোরা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩/৩৪২/৩২৩/৩০৯ ধারায় ৮(৬)৭৮ নং মোকদ্দমা হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। লিখিত অভিযোগটি নিম্নরূপ :—

"অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে অদ্য ২০-৬-৭৮ইং তাং মঙ্গলবার আমি এবং কনষ্টেবল গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী এবং চিত্তরঞ্জন দেবনাথকে নিয়া বাজার করিতে আসি। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকায় একজন ড্রাইভারের সঙ্গে চার দোকানে বসিয়া আলাপ করিতে থাকি। এমন সময় শ্রীফনীভুষণ ভক্ত এবং কিছু লোকজন নিয়া আসিয়া বলে যে আপনার সিপাই মদ খাইয়া বাজারে হৈ চৈ করিতেছে। এই বলিয়া আমাকে অযথা গালিগালাজ করিতে থাকে ও তাহার সঙ্গের কতিপয় ব্যক্তিগণকে নির্দেশ দেয় যে তাহাকে ধরিয়া নিয়ে আস। এবং ধরিয়া নিয়া মারধোর করিতে থাকে। আমি তখন নিরুপায় হইয়া তাহার আত্মরক্ষার জন্য ক্যাম্পে খবর পাঠাই। কিছুক্ষণ পরে আমাদের কয়েকজন লোক আসিয়া চিত্ত দেবনাথকে উদ্ধার করিয়া দেয়। উক্ত ঘটনা আমি মাননীয় বি. এস. এফ. ক্যাম্পের ইনস্পেকটর সাহেবকে জানাই। আমরা ক্যাম্পে যাইবার পথে কতিপয় ব্যক্তি রাস্তায় আমাদিগকে আক্রমন করে। তখন উভয় পক্ষে হাতাহাতি হয়। আক্রমনকারী ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকিলে আমরা ক্যাম্পে চলিয়া যাই। উক্ত ঘটনা তদন্তক্রমে মহোদয় এর নিকট সুবিচারের প্রার্থনা করিতেছি।"

কনষ্টেবল চিত্ত দেবনাথ আহত হইয়াছিল। তাহাকে চিকিৎসার জন্য বক্সনগর প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছিল। চিকিৎসার পর তাহাকে চিকিৎসাকেন্দ্র হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঘটনাটি বর্ত্তমানে সোনামুড়ার সার্কেল ইনসপেক্টারের তদন্তাধীন আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টি যেহেতু তদন্তাধীন আছে, কাজেই এর উপর বেশী প্রশ্ন করব না। শুধু একটা পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান আমি করছি যে--বাজার থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে এই ক্যাম্প এবং এই ক্যাম্পের পাশেই গোপাল সরকার এবং তার ছোট ভাই খোকন সরকারকে এ বাহিনী আক্রমন করে এই ভাবে যখন করে, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগৃহীত তথ্যে আছে কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ফনী ভক্ত এখানকার সি. পি. এম. লোকাল কমিটির সেক্রেটারী। তাকে গুলি করে মারতে উদ্যত হয়েছিল এই অবস্থায় জনসাধারণ যখন হৈ চৈ করে উঠে এবং সকলে মিলে পার্টির অফিস ঘরের মধ্যে,

এটা আলাদা ঘর নয়, এটা একটা অফিস, সেই অফিস ঘরের মধ্যে যখন লোকটাকে বসিয়ে রাখা হয়, তখন সেই ফনী ভক্তই কলমছড়া থানায় প্রথম খবর দিতে যায় এবং থানায় প্রথম এজাহারকারী ফনী ভক্ত নিজে। এই তথ্যটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগৃহীত তথ্যে আছে কিনা ? আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ফনি ভক্ত এই ইনফরমেশান দেওয়ার পর কলমছড়ার দারোগা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তাদেরকে যখন ধরতে আসেন, তখন তিনি পারেন নি। বি. এস. এফ ক্যাম্প থেকে আর্মড কনষ্টেবল সমস্ত সংগ্রহ করে নিয়ে এই ক্যাম্প ঘেরাও করে তারপর তাদের এরেষ্ট করতে হয়। তখন তারা চিৎকার করছিল যে বামফ্রন্ট সরকার ধ্বংস হোক। বামফ্রন্ট সরকার এবং কংগ্রেস ক্রমী খুন করব। এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগৃহীত তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সমস্ত তথ্য দিলেন, এই সমস্ত তথ্য তদন্তের সময় বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে।

Intioduction of Government Bills.

Mr. Speaker—Next Business before the House is introduction of "The Tripura Board of Secondary Education (Second Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 7 of 1978)." Now I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. to move his motion for "Leave to introduce" the Bill.

Shri Dasharath Deb—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Board of Secondary Education (Second Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 7 of 1978 in the House.

Mr. Speaker—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Education Minister "That leave be granted introduce the Tripura Board of Secondary Education (Second Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 7 of 1978)," was put to vote and passed by voice vote.

The leave is granted and the Bill is introduced.

Mr. Speaker—Copies of the Bill have already been circulated to the members in the Members in their desk.

Next Business before the House is Introduction of "The Tripura Sales Sales Tax (Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 9 of 1978)." Now I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill to move his motion for "Leave to Introduce" the Bill.

Shri Biren Datta—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to Introduce the Tripura Sales Tax (Amenment) Bill, 1978 (Tripuia Bill No. 9 of 1978 before the House.

Mr. Speaker—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister "That leave be granted to introduce the Tripura Sales Tax (Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No, 9 of 1978)," was put to vote and passed by voice vote.

The leave is granted and the Bill is introduced.

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে বিলের কপি বিধান সভা সচিবালয়ের নোটীশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker—Next Business before the House is Introduction of the Tripura Agricultural Income Tax (Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 1978).

Now, I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill to move his motion for 'Leave to Introduce' the Bill.

Shri Biren Dutta—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to Introduce the Bengal Agricultural Income Tax (Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 1978),

Mr. Speaker—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister 'that leave be granted to introduce the Bengal Agricultural Income Tax (Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 1978).

The motion was put and passed by voice vote.

The leave was granted.

Shri Biren Dutta—Mr. Speaker Sir, I introduce the Bill.

মাননীয় অধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্য আপনারা বিলের কপিগুলি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

Voting on Demands for Grants for the year, 1978—79.

মাননীয় অধ্যক্ষ : -- সভার পরবর্তী বিষয় হলো—১৯৭৮ইং সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহন। আজকের কার্য্যসূচীতে ২১টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে যথা : ডিমাণ্ড নং ৩২, ৩৩, ৪৫, ১২, ১২, ১৩, ১৩, ২২, ২২, ২৫, ২৫, ২৭, ২৭, ২৮, ২৮, ৩৭, ৩৭, ৩৭, ৩৭, ৪০, ৪০, ৪২ ও ৪২।

এখন উপরোক্ত ডিমাণ্ডগুলির আলোচনা এবং ভোট গ্রহন করতে হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের সভার কার্য্যসূচী এবং তার সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আমি যখন নাম ডাকবো তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় তার ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একের পর এক উত্থাপন করবেন। ব্যয় বরাদ্দ'এর দাবীগুলি উত্থাপিত হওয়ার পর যে সব ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলি উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং তারপর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবী একটি একটি করে ভোটে দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— আমরা দেখছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে যারা কাট মোশান মুভ করবেন তাদের মধ্যে মুভার একজনও নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ— কাট মোশান যখন উত্থাপন করা হয় তখন যদি মুভার না থাকেন, তাহলে সেটা ফলস্ হয়ে যায় এবং সেটা আর ভোটে আনা হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— উনি এখন নেই পরে আসবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ— আমি যখন উত্থাপন করবো তখন না থাকলে হবে না। এবং সেটা ফলস্ থ্রু হয়ে যায়।

আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তার ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে এই সভায় উত্থাপন করতে।

Shri Dinesh Deb Barma :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 91,10,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1979 in respect of Demand No. 27 (Major Head 314—Community Development—Panchayat Rs. 91,10,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 50,85,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1979 in respect of Demand No. 32 (Major Head 314—Community Development Rs. 50,85,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 59,93,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1979 in respect of Demand No. 33 (Major Head 314—Community Development—Water Supply & Sanitation Rs. 59,93,000).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 14,25,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1979 in respect of Demand No. 45 (Major Head 714—Loans for Community Development Rs. 14,25,000).

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ— আমি এখন মাননীয় কারামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো তাঁর ব্যয় বরাদ্দ দাবীগুলি একটি একটি করে এই সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে কারামন্ত্রী অথোরাইস করেছেন এটা মুভ করার জন্য।

Sri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum nct exceeding Rs. 23,97,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defiay the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1979 in respect of Demand No. 12 (Majoı Head 256—Jails—Rs. 23,97.000).

মিঃ স্পীকার ঃ— হাউস বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতুবি রহিল।

(বিরতির পর)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় প্রিন্টিং এণ্ড স্টেশনারী ডিপার্ট-মেন্টের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এক একটি করে সভায় উত্থাপন করার জন্য।

Shri Braja Gopal Roy :—Hon'ble Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 21.51,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 12 (Major Head 296—Secretariat Economic Services (Evaluation Organisation)—Rs. 2,51,000) Major Head 304 —Other General Economic Services (Economic Advise & Statistical) Rs. 19,00,000.

Hon'ble Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 32,50,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 13 (Major Head 258—Stationery & Printing Rs. 32,50,000.)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে উত্থাপন করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty — Mr. Deputy Speaker, Sir. on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,58,86,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 13, (Major Head 247—Other Fiscal Services (Promotion of Small Savings) Rs. 85,000 (Major Head 265—Other Administrative Services (Addl. D. A, etc.) Rs. 1,55,00,000) (Major Head 265

—Other Administrative Services—(State Lottery—Estt. charges) Rs. 1,00,000) (Major Head 255—Other Administrative Services (Payment of Subvension to A.F.C.) Rs. 30,000) (Major Head—266—Pension & Other retirement Benefites—Rs. 53,71,000) (Major Head—268—Misc. General Servies) (State Lottery—Payment of Agent etc.) Rs. 23,00,000) (Major Head 288—Social Security & Welfare (Pension to old and invalid persons)— Rs. 25,00,000).

Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendtion of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,00,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 22 (Major Head 288—Social Security & welfare (Rajya Sainik Board) Rs. 1,08,000).

Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,50,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 25 (Major Head 268—Misc. General Services Payment of allowances to the families and dependents of ex-rulers Rs. 1,50,000).

Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,00,000 [be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 28 (Major Head 314— Community Development—State Planning Machinery Rs. 3,00,000).

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- এখন আমি মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে সভায় উত্থাপন করার জন্য।

Shri Braja Gopal Roy :—Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,90,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 25 (Major Head 288-Social Security & Welfare (Relief & Rehabilitation of displaced persons) Rs. 9,90,000).

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সমবায় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তার ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে সভায় উত্থাপন করার জন্য।

Shri Bajuban Riyan :—Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00,000 [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 37 (Major Head 511-Capital Outlay on Dairy Development—5,00,000.)

Shri Bajuban Riyan :—Mr. Deputy Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 65,87,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 40 (Major Head 498—Capital Outlay on Co-operation—Rs. 24,66,000) (Major head 698—Loans for Co-operative Societies Rs. 41,21,000).

Mr. Deputy Speaker Sir. on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 70,70,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 27 (Major head 298—Co-operation Rs. 70,70,000).

মাননীয় উপাধক্ষ্য :—এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসের সামনে উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

Shri Dasarath Deb :—Mr. Deputy Speaker, Sir. on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 30,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 40 (Major head 677—Loans for Education, Art & Culture—Rs. 30,000).

Mr. Deputy Speaker Sir, on the recommendatian of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,60,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Accunt) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 42 (Major head 509—Capital Outlay on Food and Nutrition—Rs. 6,60,00,000).

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ—এখন আমি মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়কে তার ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Anil Sarkar :—Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum net exceeding Rs. 15,97,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schednle to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], he granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979, in respect of Demand No. 28 (Major head 287—Labour & Employment—Craftsman Training— Rs. 10,66,000) (Major head 304—Other General Economic Service—Regulation of Weights & Measures-Rs. 5,31,000),

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ—এখন আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে তার ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার আমি এখন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭ হাউসের সামনে মুভ করছি।

Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exeeeding Rs. 15,18,000 [iuclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in the respect of Demand No. 37 (Major head 482—Capital Outlay Public Health, Sanitation & Water Supply Rs. 5,18,000) (Major head 499—Capital Outlay on Special & Backward Aleas (N. E. C. Schemes for construction of Pharmacy Institute Rs. 10,00,000).

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ—এখন আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে তার ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Baidyanath Majumder :—Mr, Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs, 43,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 42 (Major head 538—Capial Outlay on Roads and Water Transport Services—Rs. 43,00,000)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ—এখন আমি মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়কে তার ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Arabar Rahaman :—Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 37 (Major head 500—Investment in General Financial & Trading Institution (Forest)—Rs. 10,00,000).

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ---এখন আমি রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে তার ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি হাউসের সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta :—Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 26,07,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No.22 (Major head 283-Housing-Housing sites Minimum Needs Programme Rs. 6,00,000) (Major head 288—Social Security & Welfare Re-settlement of landless Agri. Labourers—Rs. 11,27,000) (Major head 304—Other General Economic Serviees—Improvoment of Important markets—Rs. 8,80,000),

Shri Biren Dutta :—Mr. Deputy Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 37 (Major head 482—Capital Outlay on Public Healht, Sanitation & Water Supply (L. S. G.)—Rs. 20,00,000).

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আলোচনা আরম্ভ হবে কাট মোশনের উপর। সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীদের উত্তর দেওয়ার অধিকার থাকবে ; আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

ককবরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মানগীনাও বুবাগ্রা, তিনি চুও কাট মোশন তুবুখা.-Demand No. 27 "পঞ্চায়েৎ রাজ-এর ব্যাপারে সরকারী নীতি সম্পর্ক" তে কাইছা দ্রাউ কুমার রিয়াং, ব তুবুখা Demand No. 42-অ" রাজ্যের খাদ্য সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য আরো অধিক খাদ্য বরাদ্দ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্ক"। আও অ কুনুই কাটমোশন-ন সমর্থন খাই-অ। অর Demand No 32, Community Development অরনি নানা, খতরগ তুই রিনানি ছামুওগ রাও রমজাকথা ৫০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। চুও নাই-অ যে রাঁওরগ কাহাম ছামুওগ থাওথুন। Demand No. 33. Sinking of Tube wells, অতিরিক্ত বেতন Allowance সহ ৪৮ লক্ষ ৭৭ হাজার বরাদ্দ অওখা, কিন্তু চুওনুগ কামি এলাকানি Tube well রগ অচল অও থাওবাইখা এবং অরনি-অ গছি নাখা যে ৯০০টা Tube Well চলিখা। কাজেই যেখানে বেতন রিঅয়, Allowance রিঅয় ৪৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ খাইনা-নাই তওগ--আরনি-অ-ছে সাধারণ বরকরগ, কামিনি বরকরগ আ Tube well বাই তুই-ছে মা নুও-ইয়া। আব ওয়ামা

ছিওছা। এবং চুঙ নুঙ যে কামি কামিঅ তাবুক পর্য্যন্ত কুয়া, ছড়ানি তুই নুঙ মা তঙবাই-অ। কলমমা সময়-অ হিনকে আবরগ বেবাক রানুয়া, হিনকাকে তুইনি কোন ব্যবস্থা কুরুই। আ জাগা Tube well, Ring well রগ হির্নকাকে বেবাক-ন অচল এবং আব মেরামত খালাইনানি কোন ব্যবস্থা কুরুই, আব ছামুঙ নাঙ-ইয়া। কাজেই, অ ৪৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা আবনি বিনিময়ে যদি চুঙ ছড়ানি তুই মা নুঙখা হিনকাই, কুয়ানি তুই মা নুঙখা হিনকাই, এবং কলমমা সময়-অ তুই মা নুঙ-ইয়া হিনকাই, আবথে চুঙ সমর্থন খাই মায়া। Demand No. 12, Jail Sallary, Office expenses বাবত রাঙ ১৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ১শ রমজাকঙখা। হিনকেন চুঙনুগ, আছুক রাঙ কুবাঙমা আব বাই-ছে -আসামী খা-রয় থাঙগ। অমরপুরনি একজন দাগী আসামী, বরক বুথা-রয় ফাইনাই, আব-ছে খা-রয় থাঙমান। আর, আর-অ জে জেইল নিছিঙগ তঙনাই বরগ, বরক মুনষ্য খাইয়া এরকম ব্যবহার খালাই-অ। বরক কাহাম ছুকুন হাম-ইয়া খা-অ। অনেকে বরক কাহাম অঙতুতুই রময় তুবুজাক-নাই তঙগ, কিন্তু আর এমন বরগ ব্যবহার খালাইজাগ যে আর থাঙগয় বরগ তেব হাম-ইয়া খা-অ। কাজেই অমতুই জেইলনি পরিবেশ তেছা কাহামখে খালাইনা নাঙগ, কারণ বরক অপরাৎ খাইঅ বিভিন্নভাবে এবং কতগুলি কোন অন্যায় খাইয়া আবতুই-নব রময় তুবু-অ কাজেই, বুবাগ্রা, আবনি বাগয় যে রাঙ পয়সা ফাইমানি বনি ঘাতে অন্তত আরনি-অ বরক-হাই ব্যবহার।

মাননা-তুই। Demand No. 12 পরিসংখ্যান আর-ব Sellaries and Office Expenses বাবত রাঙ রমজাকখা ৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৩শ টাকা, কিন্তু চুঙি নুগ, আছুক রাঙ খরচ খালাই ছুদুন অ যখন সেন্সাস অঙগ আফুরুখে ঠিকমত বরক লেখাজাক-ইয়া। একজন কর্মচারী থাঙকা, থাঙগয় কামি কাইছা-অ আচুগয় হাই-ন একটা মুখস্ত খালাই ছুই-অয় তুবুখা। আবতুই-খে বিশেষ করে কামি অঞ্চল খারা চুঙ-হাই পাহাড়িয়া বিছিঙগ তঙনাই আবনি হিসাব-খে চুঙ নুক-ইয়া। অনেক কম কালাই তঙগ। কাজেই, আঙ নাই-অ, এই রাঙ বাই কাহামখে লে-খানি ছামুঙ নাছি। যাতে প্রত্যেক বরকনি হিসাব মাননা-তুই, খার উপর ভিত্তি খালাই ত্রিপুরা একটা কাতাল প্ল্যান না-অয় মানানু। Demand No. 25, Rehabilitation, আরনি-অ Direction and Administration বাবত রমজাকখা রাঙ ৪৮ হাজার। অথচ নুগ, মাচ মাস-অ খাইনাই মন শরনার্থী রগ, বরগনি বাগয় কোন হিসাব কুরুই-খ। অ অফিসার—রগ অম খালাই তঙ? এমতুই যদি অঙখা হিনকাই এই দপ্তর নারিকনা চা-দে চা আব আনি প্রশ্ন তঙখির। এবং তাবুক-ব ফাতারনি বরক ছার্গ-বুম বুম ফাই-অয় তঙগ। কোন হিসাব কুরুই। বরগ-ন ফিরগ রহনাই আচ্ছা, ফিরগ রহদি—আব চুঙ গছিঅ। কিন্তু তাবুক যে ফাই-অয় তঙমানি আব হিসাব না-না নাঙনাই, এবং যারা ফাইনাই-রগ বরগ কিছু কুরুইখে ফাই-অয় তঙখা, বরগনি তঙনানি চারিনানি ব্যবস্থা তঙনাঙগ কিন্তু এই পুনবাসন দপ্তর তাবুক পর্য্যন্ত ছিয়া। সাবুম দিগি বরক ফাই-অয় তঙগ, এবং বরগ যে অত্যাচার খালাইজাগয় ফাই-অয় তঙগ, আবনি বাগয় কোন কিছু খালাইছক ইয়া।

কাজেই, যেখানে চুঙ অর নুক তঙগ যে, ৮৮ হাজার টাকা আব ছামুঙ নাঙ-ইয়া-তা সরকারনি থানি, কিন্তু চিনি বুখা নাঙগ। তারপর Demand No. 42 Total রমখা ৪৩ লক্ষ টাকা। T. R. T. C আব বিছি ছানা নাগু-ইয়া। বামফ্রন্ট রকার ফাইমা ছাকাঙ আব কমিখান, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারনি ছাকাঙ T. R. T. C যে মাননানি, বামফ্রন্ট-নি আমল তেব কমিখা এবং Strategic Road, National High-way আর-রগ প্রাইভেট বাস-ব চলিয়া, T R T. C.-নি বাস-ব চলিয়া। আর মন্ত্রী ছা-অর তঙখা বিছা নাঙগানু আর গাড়ী ফিরগ ফাইনানি। ছান-ব্রুম ব্রুম-ছে আঙলে কা-না নাঙ তঙখা, আবছে বিছা নাছিঙনানি, এই অবস্থায় তাম অঙছিনাই। হাম-ইয়ানি-বা তাম অঙছিনাই, কর্মচারীরগনি-বা তাম অঙছিনাই-গাড়ী-ছে মা-ইয়া হিনকালাই ? রাস্তা খালাই অম লাভ অঙখা ? অথচ অ রাস্তানি বাগয় কোটি কোটি রাঙ রময় তঙগ, ইয়াঙ গাড়ীছে কুরুই। তাবুক-ব Parts খক জাগয় তঙগ। তারপর Demand No. 42, Major Head, 509 Total রমজাকখা ৬ কোটি ৬০ লক্ষ রাঙ। আবনি বিছিঙগ ১ কোটি ২০ লক্ষ রাঙ রমজাকখা, মাই থাইনা বাগয়, এবং অ মাই তুবুনানি খরচ রমজাকখা ১২ লক্ষ তাই ১০ লক্ষ মোট ২২ লক্ষ রাঙ। হিনকেবা, মাইবা বুছুক মানছিনাই। কাজেই রাঙ যে বাজেত খাইমানি আব বেবাগ অরঃছে খরচ অঙ থাঙছিনাই। অর, Buffer stock-নি রমখা ১ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার রাঙ। কিন্তু তাবুক চাঁঙ তামা বাই তঙ ? তাবুক-ব চাঁঙ খীনা-অ ও Fire Service Office গানা-অ "Food for work"-নি ছামুঙ তঙনানি সবী খাইনা ফাইমানি পুলিশ তকখা, এবং তারুক খরকনুই বুরুই এবং তাল-দকনি চুরাই মাছা আন তাবুক হাসপাতাল-অ V. M. Hospital অ কিছা খবর না-অয় নাইদি। আবতুইখে Buffer stock খালাই অম অঙনাই-বা' খদি আব মা-চায়া হিনখালাই অক ছুপুং মায়া হিনকালাই ? আব কুরুইরগনি ইয়াগ থাঙ-ইয়া হিনকালাই ? আব চুঙগন মন্ত্রী খালাইনা বাগয়ছে পুলিশ C. R. P. রগ বাই তকরিখা হিনকালাই, বুরুই চুরাই-রগ-ন হসপিটল-অ রহকা হিনকালাই-অ রাঙ বাই তাম খালাই-নাই-বা ? কাজেই অমতুই-রগ অঙখা চুকু গ্রাম উন্নয়ন কমিটি-ন রিনা বাগয়-ছে। Demand No. 27, আর-ব Major Head 314, রমজাকখা ৯১ লক্ষ ১০ হাজার রাঙ। এই বরাদ্দ তুবুমানি বিছিঙগ চুঙ নুগ-আর বহু রকমের দুর্নীতি চলি তঙগ, কত জাগা ঘুষ চলি-অ, কত জাগা ঘুষ মা রি-অ। আমতুই-খে দুর্নীতি চলি তঙগ, আমতুইখে দুর্নীতি বাই কোনদিন গণতন্ত্র ফাইয়া। বরকনি যে মানথাই তঙমানি, আবতুই বাই কোনদিন ফা-ই মায়া। অনেক আশা খালাই বরক ভোট রিখা। তিনি অর যে বামফ্রন্ট সরকার তঙ-মানি, অর ৪টা দল তঙগ, কাইছা C. P. M., তে কাইছা R. S. P., তে কাইছা. কাইছা Forward Block, তে কাইছা দল হিনয় স্বীকার খাইয়া-নির্দল। এই ফাই-ব্রুই মিলি-অয় তিনি অর বামফ্রন্ট খাই-অয় তঙগ। তিনি অর ভোট রিঅয় রহকা তামনি ? গণতন্ত্র-নি বাগয়, বরকনি মানথাই মাননা হিনয়, কিন্তু তাবুক নরগ খাই-অয় পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-অ প্রথম নুকখা যে গণতান্ত্রিক মাধ্যমে যে ক্ষমতা

মাননানি অ ক্ষমতা বাই পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-অ গণতন্ত্র শেষ খালাই রিখা। কাজেই, মানগানাও বুবাগ্রা, আও তেব ছানাই-Demand No, 28, Major Head-314 salaries এবং Office expenses বাবত রাও রমখা এক লক্ষ ...State Planning Machinery—Machine বাহাই চলি তও. চুও অবে নুগয় তওগ। এমন একটা Plan অওগ—electricity আব বাই ই P. W. D, কোন যোগাযোগ কুরই, Agriculture বাই electricity কোন যোগাযোগ কুরুই---বনি বাগয় তাম অওগয় তওখা ? আবনি বাগয় তাম অওখা-যেখানে electricity থাওখা আর Agriculture-অ কোন ছামুও নাওলিয়া, কোন Irrigation-নি ছামুও নাওলিয়া। কাজেই যতগুলি elctrification আওখা, আব ছুদুমাত্র কতগুলি টাউন এবং কতগুলি বরক কতর কতর, অফিস কতর কতর-রগ ছামুও নাওখা ঠিকন, কিন্তু যেখানে Irrigation নি প্রশ্ন তওগ আরনি কোন electric মায়া, কারণ এই যে planning আব ছুকু বেতন চা-অয় তওগ। কিন্তু একটা বাই একটা যোগাযোগ খালাই-অয় সমস্ত ত্রিপুরা-ন একটা whole plan---বিভিন্ন Co-operation-নি মাধ্যমে তিছানানি আবনি কোন চেষ্টা কুরুই। কাজেই brain হয়তো কাহাম, কিন্তু plan হাম-ইয়া। Brain কাহামনি একটা plan কাহাম অওথুন আব-ন ছা-না মুচুওগ। হিনকাই বিনি বাগয়-ছে ১ লক্ষ রাও। কাজেই চুও নাই-অ, যে ছামুওনি বাগয় এক লক্ষ টাকা, মানগীনাও বুবাগ্রা, চুও হিন---অরনি-অ বিভিন্ন Department তওগ Agriculture. Electricity, P. W. D. Block office যে সমস্ত ছামুও তাওজাক-মানি সেগুলির মধ্যে একটা যোগাযোগ মা তওনাই। যার ফলে কাইছা বাই কাইছা সাহায্য খালাই মানানু। কিন্তু তাবুক চুও নুগয়তওগ কাইছা বাই কাইছা যোগাযোগ কীরীই। কাজেই এইভাবে যে একটা গোটা রাজ্য যে plan-নি দুর্বলতা, হাম-ইয়া অও তওমানি, আবনি বাগয় চুও নাই-অ ঠিক planning Machinery কীতালখে একটা লামা রমদি এবং ত্রিপুরা-ন কীতালখে তিছানাদি নাইদি। তে কাইছা পাইনানি ছীকাও আও তেব ছানামুচুওগ যে, এই যে plan তুবু তুবু-অয় মিয়াকুরু অরনি কয়েকজন মন্ত্রীব চুই-ন হিনকা--যে চুও তাবুক কংগ্রেস বাই দালজাফ, তারপর চুও কাহাম নাই-য়া, এই সমস্ত হিনমানি, চুও হিননা নাই-অ নরগ অরনি-অ আগি বিরোধী দল তওফুরু, আফুরু কক কাহা কাহাম ছাখা। ছাখা ছাঁটাই কর্মচারীরগ-ন চাকুরী রিনাই, তারপর হিনকা---বরক মা চায়া-রগ-ন থাওরি-নাই---আবতুই। তাবুক ক্ষমতা মানখা হিনকাই কীরীইখা। আফুরু নরগ তামনি বিরোধীতা খালাই ? ছুদু নরগ বিরোধীতা খাইনা বাগয় বিরোধীতা খাইকা। কিন্তু আও অরনি-অ হিননা নাই-অ চুও আবতুই বিরোধীতা খাইয়া, চুও ক্ষমতা মানীই-ব ই কক-ন-ন ছানাই, ক্ষমতা মান-ফান চুও অ লামা-ন হিমনাই। কাজেই, আফুরুনি বিরোধী বাই তাবুকনি বিরোধী ছাল বাই হর। কাজেই, তিনি যে সমস্ত অর বামফ্রন্ট খালাই তওমানি---আব বাই নরগ কিরিজাক-ইয়া, কিন্তু চুও ছাজ---চিনি যে বিরোধীতা, চিনি আদর্শনি বাগয় চুও যে বিরোধীতা খালাই তওমানি আব বিরোধীতা-নি বাগয় খাই-য়া। আও সরকার পক্ষনি বরক অওথান অমন সমর্থন খালাই মায়া অওখামু। কারণ, সরকারনি বরক অওখেন সরকার-ন সমর্থন মা

খালাই-নাই, মুকুমু-অয় সমর্থন মা খালাই-নাই আও আছৗক কবরু-ইয়া। কাজেই মানগীনাও বুবাগ্রা, আব আও অনুরোধ খাই-অ, বৗখা বাই কয়-অয় ছাঅ—নরগ-ব তে কিছা ছিচা-বাই-ছিদি, ওয়ানছকনা নাইদি, বুচিবাই ছিদি, আনি অরনি বরক-রগ, ত্রিপুরানি বরক-রগ, কাহামখে ছিচানা বাগয়, তে-ছা বৗখা কাহাম বাই ওয়ানছগয় অ বাজেট-ন ছীনাময় তিছানা নাইদি,---সমর্থন কিছা তা খাই-জাদি। আছৗক ছাঅয় আনি বক্তব্য পাইখা।

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--- মাননীয় মহাশয়, আজকে আমরা যে কাট মোশন এনেছি, সেগুলো হলো Demand No. 27---"পঞ্চায়েত-রাজ-এর ব্যাপারে সরকারী নীতি সম্পর্কে।" আর একটা হলো দ্রাউ কুমার রিয়াং আনীত Demand No. 42 এ---"রাজ্যের খাদ্য সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য আরো অধিক খাদ্য বরাদ্দ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।" আমি এই দু'টি কাট মোশনকে সমর্থন করছি। এখানে Demand No. 32; Community Development, এখানে রাস্তা জমিতে জল-সেচ ইত্যাদির বাবতে টাকা ধরা হয়েছে ৫০ লক্ষ ৮৫ হাজার। আমরা চাই, যে টাকাগুলো ভালো কাজে ব্যয় হোক। Demand No. 33, Sinking of Tube-wells, অতিরিক্ত বেতন, Alllowance সহ ৪৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই গ্রাম অঞ্চলের সমস্ত Tube-Wellঅচল হয়ে গিয়েছে এবং এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে ৯০০টা Tube-Well অচলাবস্থায় আছে। কাজেই, যেখানে বেতন, Allowance বাবতে ৪৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা খরচ করার জন্য চাওয়া হচ্ছে সেখানে সাধারণ মানুষ, গ্রাম অঞ্চলের মানুষ Tube-Well-এর জল ব্যবহার করতে পারছে না। সেটা চিন্তা করার বিষয়। এবং আমরা দেখতে পাই, গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখন পর্য্যন্ত কুয়ার জল, ছড়ার জল খেয়ে থাকে। গরমের সময় সেগুলোর জল শুকিয়ে যায়, তখন পানীয়জলের কোন ব্যবস্থা থাকে না। যেখানে সমস্ত Tube-Well, Ring-Well অচল হয়ে গিয়েছে, সেখানে সেগুলোকে মেরামত করার কোন ব্যবস্থা নেই এবং সেগুলো কোন কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে না। কাজেই, এই ৪৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার বিনিময়ে যদি আমাদেরকে ছড়ার জল খেতে হয়, কুয়ার জল খেতে হয় এবং গরমের সময়ে যদি পানীয় জলের অভাব ঘটে, তাহলে আমরা এটা সমর্থন করতে পারি না। Demand No.---12, Jail,Sallery, Office expenses বাবতে ১৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ১ শত টাকা ধরা হয়েছে। এটাতে আমরা দেখতে পাই, এত টাকা খরচ করার পরও আসামী পালিয়ে যায়। অমরপুরের একজন দাগী আসামী, মানুষ খুন করে এসেছে, সেও পালিয়ে যেতে পারে। আর, সেখানে জেলের ভেতরে যারা আছে, তাদের উপর অমানুষিক ব্যবহার করা হয়। ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যায়। অনেক ভালো মানুষকেও ধরে আনা হয়, কিন্তু সেখানে

তাদের এমন ব্যবহার করা হয় যার ফলে সেখানে যাওয়ায় তারা আরো খারাপ মানুষ হয়ে যায়। কাজেই, জেলের এই রকম পরিবেশ একটু পরিবর্তন করা দরকার, কারণ মানুষ বিভিন্নভাবে অপরাধ করে ঠিকই কিন্তু অনেক সময় যারা কোন অন্যায় করেনা তারাও ধরা পড়ে এবং তাদেরকে জেলে আনা হয়। কাজেই মাননীয় মহাশয়, এই বাবতে যে টাকা পয়সা ধরা হয়েছে, তাতে সেখানে জেলের ভেতরে যারা আছে তারা যেন অন্ততঃ মনুষের মত ব্যবহার পায়। Demand No 12 পরিসংখ্যান, সেখানেও Salaries and office expenses বাবত ধরা হয়েছে ৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৩ শত টাকা। কিন্তু আমরা দেখেছি, এত টাকা খরচ হওয়ার পরও যখন সেন্সাস হয় তখন ঠিকমত লোক গনণা করা হয় না। একজন কর্মচারী যান, গিয়ে একটা গ্রামে বসেই যাহোক লিখে নিয়ে আসেন। এইভাবে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যারা থাকে, যারা আমাদের মত পাহাড়ী এলাকায় থাকে তাদের হিসেব আমরা দেখতে পাই না। তাদের সংখ্যা অনেক কম দেখানো হয়। কাজেই, আমি চাই, এই টাকা দিয়ে লোক গনণার কাজ ভালোভাবে করা হোক, যাতে প্রতেকটি মানুষের হিসাব পাওয়া যায়, যার উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরার জন্য একটা নুতন প্ল্যান তৈরী করা যেতে পারে। Demand No 25 Rchabilitation, যেখানে Direction and Administration খাতে টাকা ধরা হয়েছে ৪৮ হাজার। অথচ, দেখতে পাই, মার্চ মাসে যে মগ শরণার্থীরা এসেছে তাদের সংখ্যার কোন সঠিক হিসেব এখন পর্য্যন্ত নেই। অফিসার যারা আছেন তারা কি করছেন? এই যদি হয় তাহলে এই দপ্তর রাখার যুক্তি আছে কিনা, এটা আমার প্রশ্ন। এবং এখনো বাইরে থেকে প্রত্যেকদিন মানুষ আসছে। সেটার কোন হিসাব নেই। তাদের ফেরৎ পাঠানো হবে, আচ্ছা তাদের ফেরৎ পাঠান, সেটা আমরা সমর্থন করি। কিন্তু এখন যারা আসছে তাদের হিসেব নিতে হবে, এবং যারা আসছে তারা নিঃস্ব হয়ে চলে আসছে, তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই পুনর্বাসন দপ্তর এখন পর্য্যন্ত খবর রাখছেনা। সারুম-এর দিকে মানুষ আসছে, এবং তারা যে অত্যাচারিত হয়ে চলে আসছে, তাদের জন্য এদিক থেকে কোন কিছু করা হচ্ছেনা। কাজেই, যেখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ৮৮ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে, সেখানে সরকার এই টাকা কোন কাজে লাগছেনা, এটা আমাদের ক্ষোভের কারণ। তারপর, Demand No 42, total ধরা হয়েছে ৪'৩ লক্ষ টাকা। T.R.T.C.-এটার সম্পর্কে বেশী বলার দরকার নেই। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে গাড়ীর সংখ্যা কমেছে ঠিকই, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে যে T.R.T.C. গাড়ী ছিল, বামফ্রন্টের আমলে তার সংখ্যা আরো কমেছে. এবং Stratagic Road National High-way যেগুলিতে প্রাইভেট বাসও চলেনা, T.R.T.C. বাসও চলেনা। এখানে মন্ত্রী বলছেন, গাড়ীগুলি ফিরে আসতে এক বছর লাগবে। প্রত্যেকদিনই গাড়ীর প্রয়োজন মানুষের, অথচ এক বছর অপেক্ষা করতে হবে, এই অবস্থায় কিভাবে চলা সম্ভব। রুগীদের কি হবে, আর কর্মচারীদেরই বা কি হবে গাড়ীই-ই যদি না পাওয়া যায়? রাস্তা করে কি লাভ হলো? অথচ এই রাস্তার খাতে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, এদিকে গাড়ী নেই। এখনো Parts রি হচ্ছে।

তারপর Demand No 42, Major Head 509, আমরা দেখেছি, Total ধরা হয়েছে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে চাউল কেনার জন্য এবং এই চাউল আনার জন্য খরচ ধরা হয়েছে ১২ লক্ষ ও ১০ লক্ষ মোট ২২ লক্ষ টাকা। তাহলে চাউল আর কতটুকু পাওয়া যাবে। কাজেই, টাকা যে বাজেট করা হয়েছে সমস্তই এইভাবে খরচ হয়ে যাবে।

আর, Buffer stock-এর জন্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু এখন আমরা কি নিয়ে আছি? এখনো আমরা শুনতে পাই, ঐ Fire Service Office এর সামনে "Food for work"-এর দাবী করার জন্য যারা এসেছিল পুলিশ তাদের পিটিয়েছে এবং দুইজন মহিলা ও ছয় মাসের একটি শিশু এখন হাসপাতালে আছে। V. M. Hospital-এ একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন। এই যদি হয়, তাহলে Buffer stock করে কি হবে, যদি সেটাকে দিয়ে ক্ষুধা মেটাতে না পারা যায়? আর যদি সেটাকে গরীবদের না দেওয়া হয়? সেটার জন্য আমাদের দাবী করে যদি পুলিশ, C. R. P. দিয়ে পেটানো হয়, মহিলা-শিশুদের হসপিট্যালে পাঠানো হয়, তাহলে এই টাকা দিয়ে কি হবে? কাজেই, এগুলি হচ্ছে, শুধু গ্রাম উন্নয়ন কমিটিকে দেওয়ার জন্য। Demand No. 27, Major Head—314, সেখানেও ধরা হয়েছে ৯১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এই বরাদ্দ আনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, সেখানে বহু দুর্নীতি চলছে, অনেক জায়গায় ঘুষের কারবার চলে, ঘুষ দিতে হয়। এই রকম দুর্নীতি চলছে, এই রকম দুর্নীতির মধ্য দিয়ে কোনদিন গণতন্ত্র আসে না। মানুষের যে পাওয়ার অধিকার, এইভাবে কোনদিন আসতে পারে না। অনেক আশা করে মানুষ ভোট দিয়েছে। আজ এখানে যে বামফ্রন্ট সরকার চলছে, এখানে ৪টা দল—একটা দল হলো C.P.M. অন্য দলগুলি হলো R. S. P, Foward Block, এবং যারা কোন দল বলে স্বীকার করেন না—নির্দল। এই চারটি দল মিলে আজকে এখানে বামফ্রন্ট সরকার চালাচ্ছে। আজকে তাদের কেন ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে? গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য,—কিন্তু এখন আপনারা আসার পর পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে প্রথম দেখলাম যে গণতান্ত্রিক পথে যে ক্ষমতা পেলেন, সেই ক্ষমতার মাধ্যমে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে গণতন্ত্রকে শেষ করে দিয়েছেন। কাজেই, মাননীয় মহাশয়, আমি আর একটু বলতে চাই। Demand No. 28, Major Head—314 Salaries এবং Office. expenses বাবতে টাকা ধরা হয়েছে এক লক্ষ—State Planning Machinery,—Machine কিভাবে চলছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এমন একটা Plan হয়, যেমন, electricity, সেটার সাথে P. W. D.-র কোন যোগাযোগ নেই। Agriculture এর সাথে electricity কোন যোগাযোগ নেই; এতে কি হচ্ছে? এটার জন্য কি হচ্ছে—যেখানে electricity গেছে, সেখানে সেটা Agriculture-এ কোন কাজে লাগছে না। কোন Irrigation—এর কাজে লাগছেনা। কাজেই, যতগুলি electrification রয়েছে, সেগুলি শুধুমাত্র কতকগুলি টাউন এবং মুষ্টিমেয় বড় বড় মানুষের, বড় বড় অফিসের কাজে লাগছে ঠিকই, কিন্তু যেখানে Irrigation-এর প্রশ্ন আছে,

সেখানে কোন elctricity পৌছেনা। কারন, এই যে Planning যারা করছেন, তারা শুধু বেতনের জন্যই আছেন। কিন্তু একটার সাথে একটা যোগাযোগ করে, সমস্ত ত্রিপুরার জন্য একটা whole Plan বিভিন্ন Corporation-এর মাধ্যমে গড়ে তোলার কোন চেষ্টা নেই। কাজেই brain হয়তো ভালো কিন্তু Plan ভাল নয়। কাজেই, ভালো brain-এর ভালো Plan হোক-এটাই বলতে চাই। আর এটার জন্যই কিনা ৯ লক্ষ টাকা। মাননীয় মহাশয়, কাজেই আমরা বলতে চাই, যে কাজের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ সেই কাজ সুষ্ঠভাবে হোক।· এখানে বিভিন্ন Department আছে; যেমন Agriculture, electricity, P. W. D., Block Office-এদের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজকর্ম হয়, সেগুলির মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন আছে। যারফলে; একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, একটার সাথে আর একটার যোগাযোগ নেই কাজেই, এইভাবে গোটা রাজ্যের প্ল্যানের ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা, খারাপ অবস্থা চলছে, এই আমরা চাই, এই Planning Machinery নূতন পথ অবলম্বন করুক, এবং ত্রিপুরাকে নূতনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা নিক। শেষ করার আগে আর একটা কথা বলতে চাই যে Plan আনা হচ্ছে, এটাকে কেন আমরা সমর্থন করছিনা। গতকাল এখানে কয়েকজন মন্ত্রী আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, যে এখন আমরা কংগ্রেসের সাথে জড়িত আছি, তারপর আমরা ভাল চাইনা। এই সমস্ত যে বলা হচ্ছে এতে আমরা বলতে চাই, এখানে আপনারা যখন বিরোধী দল ছিলেন তখন ভাল ভাল কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন--ছাঁটাই কর্মচারীদের চাকুরী ফিরিয়ে দেব, তারপর বলেছিলেন-যারা যারা খেতে পায়না, তাদের খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলব—ইত্যাদি। এখন ক্ষমতা পাওয়ার পরে সবই বেমালুম। তখন আপনারা কেন বিরোধীতা করতেন? শুধু বিরোধীতা করার জন্যই আপনারা বিরোধীতা করেছিলেন। কিন্তু আমি এখানে বলতে চাই— আমরা সেরকম বিরোধীতা করিনা, আমরা ক্ষমতা পেলেও এই কথাই বলবো। ক্ষমতা পাওয়ার পরও আমরা এই পথই অনুসরণ করবো। কাজেই, তখনকার বিরোধী এবং এখানকার বিরোধী—দিন রাত পার্থক্য। আজকে বামফ্রন্ট যে সমস্ত কাজ করছেন, এতে আপনারা ভয়ের কোন কারণ দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু আমরা বলতে চাই—আমাদের যে বিরোধীতা, আমরা আদর্শের জন্য বিরোধীতা করছি, সেটা বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা নয়। আমি সরকার পক্ষের সদস্য হলেও এটাকে সমর্থন করতে পারতাম না। কারণ, সরকারের মানুষ হলেই সরকারকে সমর্থন করতে হবে, চোখ বুজে সমর্থন করতে হবে আমি এমন পাগল নই। কাজেই, মাননীয় মহাশয়, আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি--আপনারাও আর একটু সচেতন হোন, চিন্তা করে দেখুন, বিচার করে দেখুন, আমার এখানকার জনসাধারণ, ত্রিপুরার জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আরো গভীরভাবে চিন্তা করে এই বাজেটকে নূতনভাবে তৈরী করুন।---এই বাজেটকে সমর্থন করবেন না! এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং আপনি আপনার

কাট মোশনের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশন ছিল---"রাজ্যের খাদ্য সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য আরো অধিক খাদ্য বরাদ্দ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা আশা করছিলাম যে অন্ততপক্ষে বামফ্রন্ট সরকার যখন গরীবদের কথা বেশী ভাবেন, সর্বহারাদের কথা বেশী ভাবেন, সে ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মানুষ না খেয়ে মরবে না। ও'রা বলতেন যে, কংগ্রেসীদের সময় না খেয়ে ত্রিপুরার লোক মরত। তাই আমি আশা করেছিলাম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে না খেয়ে ত্রিপুরার মানুষ মরবে না। কিন্তু আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতে পেয়েছি, এখনও পাহাড়ে জঙ্গলে কেউ কেউ না খেয়ে মরছে। অনেক সংবাদের মধ্যে মাত্র সামান্য। তবু পড়ছি। আমরা জানি; এখন পাহাড় অঞ্চলে বাঁশের করুল, আলু ইত্যাদি খেয়ে আছে। অথচ এই সরকার বলছেন যে, আমরা না খাইয়ে মারব না। বিরাট আকারের একটা বাফার ষ্টক তৈরী করব। কিন্তু আমরা দেখেছি, আজকে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য আগরতলায় যারা আসছে, কাজের বদলে বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ দিয়ে নির্দয়ভাবে, তাদের প্রহার করেছেন। এর ফলে চারজন মহিলাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই ছয় মাসের শিশুকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। তাই আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে বরাদ্দ আরো বেশী রাখুন। যাতে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ না খেয়ে মারা না যায়, কষ্ট না পায়। এইজন্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমার অনুরোধ রইল পুলিশ দিয়ে না পিঠিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আজকে যে ডিমাণ্ড তার মধ্যে পুলিশ বা.জট নেই। কিন্তু উনি পুলিশের উপর কথা বলছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আমরা জানি আজকে পুলিশ বাজেট নেই। খাদ্যের ব্যাপারে বলতে গিয়ে উনি পুলিশের রেফারেন্স টেনে আনছেন। রেফারেন্স টেনে বলা যায়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :---এরা চাইছে পুলিশ দিয়ে মানুষকে হঠাতে। কিন্তু পুলিশ দিয়ে মানুষকে হঠানো যায় না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই কমিউনিষ্ট পার্টি ফুড ফর ওয়ার্ক নিয়ে রাজনীতি করছেন। ও'রা ও'দের দলের লোক দিয়ে ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করছেন। তাদের এই কাজকর্ম দেখে মনে হয়, তাঁদের লোকই হচ্ছে জনগণ এবং অন্যান্যরা হচ্ছে অজনগণ। আর এইসব অজনগণদের পুলিশ দিয়ে লাঠিপেটা করছেন। কিন্তু পুলিশ দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যাবেনা। আমরা আশা করেছিলাম যে, খাদ্য সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নেবেন কিন্তু শুধুমাত্র কথার ফুলঝুরি দিয়ে আমাদেরকে ভুলাবার চেষ্টা করছেন। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, বামফ্রন্ট সরকার জনগণের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছেন না। চেষ্টা করছেন কি করে দলটাকে বড় করা যায়, এবং আগামী পাঁচ বছরে আবার ক্ষমতায় আশা যায়, এই প্রচেষ্টা নিয়েই কমিউনিষ্ট সমর্থন জনগণকে কাজ দেওয়া হচ্ছে, আর বাকীদের পুলিশ দিয়ে তাড়িয়ে

দেওয়া হচ্ছে। এর জন্যই এই বাজেটে বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ বরাদ্দ বেশী ধরছেন।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি উনার মোশনের উপর আলোচনা না করে আলোচনা অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---মানুষ আজকে খাদ্যের জন্য মিছিল করছে আর সেই মিছিলের উপর আপনারা পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- উনারা জনগণের কাছে একদিকে বলেছেন আমরা তোমাদের বন্ধু, স্থানীয় লোক, আর অন্য দিকে জনগণকে লাঠি পেটা করছেন। আর প্রতিবাদ করলে উনারা আমাদের বক্তৃতাকে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। এই হল ওনাদের জনসেবার নমুনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, পঞ্চায়েত সম্পর্কে এখানে ব্যায় বরাদ্দ রেখেছেন। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে ভোটার লিস্ট তৈরী করেছেন, তাতে আমরা দেখছি, স্ত্রীর নাম আছে, স্বামীর নাম নেই। ছেলের নাম আছে, বাবার নাম নেই। তারপরও উনারা বড় গলায় বলছেন আমরা জনগণের রায় পেয়ে এখানে এসেছি। ভোটে কারচুপি করে উনারা এখানে বড়াই করে বলছেন যে, আমরা জনগণের রায় পেয়ে এসেছি। আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অনুরোধ করছি পার্টির স্বার্থকে বড় করে না দেখে' জনস্বার্থের দিকে যাতে উনারা নজর দেন, এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার। আপনি ৬/৭ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার ঃ--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই হাউসে বিভিন্ন মন্ত্রীর তরফ থেকে যে ডিমাণ্ড এখানে পেশ করা হয়েছে, আমি সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাটমোশান এখানে এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে তার আলোচনা প্রারম্ভে আমি বলতে চাই যে, এই বাজেট পেশ করার সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে শোষক, মহাজন, জোতদার, যারা আছেন, সেই শোষকদের মধ্যে থেকে এই বাজেট দিয়ে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের সর্বাংগীন কল্যাণ বা ত্রিপুরার আমূল পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু না করতে পারলেও এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের যে আশা আকাংখা ফুটে উঠেছে সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। এবং সেটা লক্ষ্য করে এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা দেখেছি বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেসী শাসনে সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা হাহাকার, আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। উনারা মানুষের দুঃখ, দুর্দ্দশাতো মোচন করতে পারেনিই, উপরন্তু আরও নির্যাতন চালিয়ে বুভুক্ষু মানুষের বাঁচার সংগ্রামকে পশ্চাৎ করে দিয়েছেন। তার অনেক নজীর আমরা দেখেছি। সমাজ কল্যাণের দিকে তাঁকালে, আমরা দেখব বামফ্রন্ট সরকার যে ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছেন, সেটা অত্যন্ত জনকল্যাণমূলক এবং সেটা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালটির কোন উন্নতি হয় নি। সেখানে প্রায় লক্ষাধিক লোকের বাস আছে। প্রত্যেকদিন ৬০/৭০ জন রোগী

এই হাসপাতালে আসে। কিন্তু সেখানে শয্যা সংখ্যা মাত্র ৬টি। সেই সীট সংখ্যা বাড়ানোর দিকে উনারা কোনদিন নজর দেন নি। আজকে দেখছি বামফ্রন্ট সরকার বাজেটের মধ্যে সেই হাসপাতালটিকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার জন্য বাজেটে টাকা বরাদ্দ করেছেন। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার-এর যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা শুধু তেলিয়ামুড়াতেই নয়, বিভিন্ন জায়গার হাসপাতাল এবং রাস্তাঘাট জলসেচের ব্যবস্থা তথা সর্ব ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার একটা জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন। সেই ৩০ বৎসর কংগ্রেসী রাজত্বে এই তেলিয়ামুড়া থেকে একজন মন্ত্রী ও হয়েছিলেন, এম. এল. এ. হয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে দেখতে পারেন বর্ষণে তেলিয়ামুড়ার বাজার এবং সংলগ্ন এলাকাগুলি কর্দমাক্ত। সেখানে হাঁটা যায় না। প্রায় এক হাটু পর্য্যন্ত জল থাকে। সেটা কিসের জন্য হয়েছে? সেখানে যে কিছু কিছু ড্রেন করা হয়েছে, সেগুলি আমলা অফিসারদের স্বার্থে করা হয়েছে। যে দিক থেকে জল নীচে নামবে, সে দিকে না করে উপরের দিকে করা হয়েছে। ফলে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আদৌ হয় নি। বিভিন্ন কন্ট্রাকদের তুষ্ট করার জন্য সেই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাজার এরিয়া এবং সংলগ্ন পুকুরগুলি থেকে জল নিষ্কাশন না হওয়ার ফলে জনজীবনে একটা অশান্তি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমি আশা করি এই বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট বরাদ্দ এখানে রেখেছেন, তার পূর্ণ সমর্থনের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেবেন। আমরা দেখেছি কৃষি উন্নয়ন খাতে সেখানে একটা পাম্পিং সেট বসানো হয়েছিল, কিন্তু কিছুই করা হয়নি। এই বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন জায়গায় লিফট ইরিগেশান করে কৃষকদের সমস্ত সমস্যাকে নিরসনের জন্য চেষ্টা করছেন। এবং এই ধরণের একটা বাস্তব দৃষ্টিভংগী নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকারের সেই দৃষ্টি-ভংগীকে বানচাল করার জন্য, জনমানসে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্য, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা উঠে পরে লেগেছেন। কিন্তু উনারা এটা ভাবেন নি যে, জনসাধারণ উনাদেরকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করেছে। আমরা দেখেছি বিগত কংগ্রেসী শাসনে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে, পাহাড়ী এলাকা থেকে বুভুক্ষু মিছিল বি,ডি.ও, এস.ডি.ও অফিসে জমায়েত হত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর, এই কয় মাসের মধ্যে এই ধরণের কোন নজীর তো আমরা দেখতে পাইনি। কাজেই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে জনমনে একটা অশান্তির সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। উনারা বলেছেন এই বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ দিয়ে সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য নয়। অতীতে আমরা দেখেছি পুলিশ দিয়ে গণ আন্দোলনকে ঠেকানো হয়েছে, বুভুক্ষু মানুষের মিছিলকে প্রতিহত করা হয়েছে। আমরা মিছিল বা মিটিং করলে আমাদেরকে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ইমারজেন্সীর সময় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এখানে সুখময় সেনগুপ্ত এর নেতৃত্বে কি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল সেটা আমরা সবাই জানি। বামফ্রন্ট সরকারের নীতি সেটা নয়। এই সরকার জনস্বার্থকে রক্ষা করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করবেন। যেখানে গুণ্ডামি, সমাজদ্রোহীদের অত্যাচার

হবে, জনসাধারণের শান্তির আবহাওয়া বিঘ্নিত হবে, সেখানেই পুলিশ আসবে। আমার মনে হয় বিরোধী পক্ষের সদস্যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের মদত দেবার জন্য এই পুলিশী ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাট-মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীমোহনলাল চাকমা।

শ্রীমোহনলাল চাকমা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিভিন্ন মন্ত্রী মহোদয় আজকে হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছেন, আমি সেগুলিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে এই ব্যয় বরাদ্দগুলি ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন মানুষের কল্যাণার্থে রচিত হয়েছে। আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন মূলক কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। আমরা বিগত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেসী রাজত্বে দেখেছি হাসপাতাল, স্কুল, ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন কিছু উন্নতি হয়নি। জন সমাজকে শিক্ষার আলোক বর্জিত, অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আজকে সেইগুলির উন্নতিকল্পে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে বাজেটে যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়েছে, সেটাও যথেষ্ট নয়, আরও টাকার প্রয়োজন। আর একটি মাত্র বাজেট দিয়ে ত্রিপুরার সর্বাংগীন উন্নতি সম্ভব নয়।

আমরা যাতে কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি সেজন্য আমরা অর্থের দাবী কেন্দ্রের কাছে রেখেছি। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যে ব্যয় বরাদ্দ রচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে থেকে এইসব কাজ করতে অভাব হবে না এবং এই সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার কথা মনে রেখেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। কাজেই আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে সমথন করছি। আপনারা জানেন বিগত কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনে দেখা গেছে এমন কতগুলি এলাকা আছে, যেগুলি সমগ্র বাহ্যজগত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। যেমন ধমনগর মহকুমার দামছড়া হতে পেচারথলের মধ্যে কোন সংযোগ নেই এবং এর থেকে আরও যদি দক্ষিণে যান তাহলে দেখতে পাবেন দামছড়া থেকে নংতৈলা পর্যন্ত যেখানে ৪০ মাইল পর্যন্ত রাস্তাঘাট করা হয়নি। সেখানে অনেক লোক বসবাস করে বিগত ৩০ বছর ধরে। কিন্তু আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সেখানে যাতে রাস্তা করা যায়, তার চেষ্টা করছেন। সেই জন্য আজকে পূর্ত বিভাগের ব্যয় বরাদ্দে, এই রাস্তা করার জন্য টাকা ধরা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের মধ্যে থেকে আমাদের গ্রাম উন্নয়ন কমিটির যে কার্য্যসূচী; তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে। কিন্তু আজকে গ্রাম উন্নয়নের যে কার্য্যসূচী, যেটা তারা গতবার করলেন, তাতে দেখা গেল অনেক কাজ হয়েছে। এরা তো আর সেই কংগ্রেস আমলের লোক নয়, যারা উন্নতির নামে অনেক টাকা আত্মসাত করে সেখানে নেতাগিরি করছেন। কিন্তু আমাদের গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সেভাবে কাজ করছেন না। সুতরাং আমার জিজ্ঞাস্য যে এই উপজাতি যুব সমিতি তারা কোন দলের

দুই বিভক্ত কংগ্রেসের সাথে, না সি,এফ,ডি, না দক্ষিণ কমিউনিস্ট, না জনতার সঙ্গে ? ইদানীংকালে আরও একটি দল গঠিত হয়েছে, তারা তো মস্তান, সি,পি,আই,এম,এল, কারণ পরিষ্কার দেখা গেছে যে দামছড়াতে উপজাতি যুব সমিতির যে গাঁও প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁকে সেই নকশালরা সমর্থন করেছিল।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় সদস্য এখানে যখন কিছু বলবেন তখন চেয়ারকে এড্রেস করে বলবেন।

শ্রীমোহনলাল চাকমা—সেই গাঁও প্রধান নকশালদের সমর্থন পেয়ে মাত্র একটি ভোটে জিতেছে। কাজেই আপনারা যে বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলন করবেন এটা তার একটা নমুনা। আপনারা বার বার আন্দোলনের কথা বলছেন। কিন্তু সমস্ত ত্রিপুরার মেহনতী মানুষ আপনাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি এবং সর্বশেষে বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট সম্পর্কে যে ডিমাণ্ড উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলি সমর্থন করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়—মাননীয় সদস্য শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ—আজকে এই হাউসে যে বিভিন্ন ডিমাণ্ডগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা উত্থাপিত করেছেন, সে ডিমাণ্ডগুলিকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করছি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে, এই অল্প কিছু দিনের মধ্যে, সমস্যাপূর্ণ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে. সেই পদক্ষেপ ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয়। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেট হাজির করেছেন। আমরা দেখেছি সুদীর্ঘ ৩০ বছরে শতকরা ৯০ জন মানুষ, যারা গ্রামে বাস করেন, তাদের জীবন অন্ধকারে ঘনীভূত হয়েছিল এবং সেখান থেকে এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে একটু আলোতে আনার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এটা অত্যন্ত ধন্যবাদের বিষয়। এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি বলছি এই দীর্ঘ ৩০ বছরে গণতন্ত্র রক্ষাকারী কংগ্রেস দল, ত্রিপুরার একপ্রান্তে ধর্মনগর এলাকায় একটি মেন রাস্তার উন্নতি করতে পারেনি। এটা রাজার আমলের রাস্তা। এই রাস্তার জায়গা ধর্মনগরের মানুষ দান করেছিল, এরপরে অবশ্য বিগত সরকার এটা একোয়ার করেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত ধর্মনগরের গ্রাম অঞ্চলের মানুষ, যেটা তারা অনেক দিন ধরে দাবী করে আসছেন, কিন্তু সেই রাস্তাটি এখনও চলার মতো হয়নি। সব দিক দিয়ে আজ এই অবস্থা। আজকে যে বাজেট এখানে রাখা হয়েছে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার দিল্লীর কাছে দাবী করেছেন ৩৬ কোটি টাকা. কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দাবী মানলেন না; তাদের মঞ্জুর করলেন ২২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। দিল্লী সরকার বললেন যে ত্রিপুরার পূর্বতন সরকারকে যে টাকা দেওয়া হোত, সেই টাকা তার ড্র করতে পারতেন না, সেই টাকা ফেরত যেত এবং যে টাকা বিগত সরকার ব্যয় করেছে সেটা উৎপাদনমুখি নয়। এইভাবে বিগত কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরার মানুষকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে যে কাজ করেছিল সেটাও টাকা লুঠপাটের মাধ্যমেই করেছিল। এই অবস্থা বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে

দিয়েছেন যে এই অজুহাত বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাখা চলে না। যে সরকার ছিল কংগ্রেস সরকার, সমস্ত রাজ্যে তখন কংগ্রেস ছিল সুতরাং সমস্ত অপদার্থতার জন্য দায়ী সেই সরকার, বামফ্রন্ট সরকার তারজন্য দায়ী নয়। এবং এর পরে বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যুক্তি দিয়ে যে অর্থ দাবী করেছিলেন সে দাবী কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেন নি। কিন্তু আমরা দেখেছি নাগাল্যাণ্ডে ৫ লক্ষ লোকের জন্য ৪২ কোটি টাকা এবং মণিপুরে ১০ লক্ষ ১৫ হাজার মানুষের জন্য ৩৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, আর সেখানে ১৭ লক্ষ লোকের জন্য ৩৬ কোটি টাকার উপরে দাবী করা হয়েছিল যেটা সম্পূর্ণ ভাবে যুক্তিপূর্ণ সেটা তারা মঞ্জুর করলেন না। তাই বামফ্রন্ট সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে দিল্লীর সেই শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষমতার মধ্যে থেকে যেভাবে হোক দাবী করে এনে ত্রিপুরার জন্য ব্যয় করা হবে। তারজন্য সর্বরকম চেষ্টা করা হবে। আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা করুণ। বামফ্রন্ট সরকার এই ৫/৬ মাসের এটা ঠিক করতে পারলো না, এই অভিযোগ তারা এনেছেন। এইবারের বাজেটের ভাষণে তাঁরা বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার নিজেরা কাজ না করে, তাঁরা যেন কেন্দ্রীয় সরকারের কথা না বলেন। এইসব তাঁরা বিরোধিতার জন্য বলছেন। তাঁদের সম্বন্ধে আমি বেশী বলবো না, আমি শুধু বলবো যে উপজাতি যুব সমিতির হয়ে যারা বিধানসভায় বক্তব্য রেখেছেন, তারা উপজাতি কল্যাণের জন্য যে টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছিল, সেই টাকাগুলির কথা খোলাখুলি বলেছেন। আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার-এর যে কোন দাবীকে তারা মেনে নেবেন না। আজকে আমরা যদি বলি এই মূহুর্তে উপজাতিদের কল্যাণের জন্য সব করে দেব, তবুও তারা মানবেন না। তাই আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করতে গিয়ে বলবো যে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে, সেগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। বিগত সময়ে যেভাবে টাকা অপচয় হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তা হবেনা এবং এই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করছি সেই কর্মচারী শ্রেণীর মধ্যে একটা অংশ একটু দ্বিধা বোধ করছেন। আমরা আশা করব সেই দ্বিধাকে কাটিয়ে যেন তারা বামফ্রন্টের কাজ যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় সেই চেষ্টা করবেন। এই বলেই আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী সিং মহাশয়কে আমি এখন তার বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রী তরনী সিং---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার; আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে আনীত হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করি। এই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মুক্তি এবং সুষ্ঠ পরিবেশে বাঁচার একটা সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে এবং আরও ধন্যবাদযোগ্য যে ত্রিপুরার ৩০টা বৎসরের মধ্যে এমন বাজেট আর হয়নি এই বাজেট জনগণের কল্যাণমূলক বাজেট। এটাকে বিরোধিতা করা উচিত নয়। এটা নিয়ে বেশ কিছুদিন তর্কবিতর্ক চলেছে এবং উপজাতি যুব সমিতি গ্রুপের সদস্যরা সেটাকে বিরোধিতা করতে গিয়ে জনগণের কাছে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকলাপ নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরণের প্রচার নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। যেমন গত পরশু দিনের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনেও তারা বহু চেষ্টা করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারকে ঘা দেওয়ার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে বামফ্রন্টকে বিপুলভাবে জয়ী করে দেখিয়ে দিল যে বামফ্রন্ট সরকার দেশের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করবে বলে তারা আশা রাখে। কাজেই বামফ্রন্টকে বাধা দেওয়া যায়না, জনগণ তাদেরকেই বাধা দিয়েছে। তাই বামফ্রন্ট সরকার যে পথে অগ্রসর হয়েছে তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের নাই। এই ক্ষমতা জনগণের হাতে আছে। এটা একমাত্র আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আনীত যে বাজেট সেই বাজেটের অর্থ বরাদ্দের উপর জনগণ আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে সম্ভব হয়েছে। তারই একটা নজীর হিসাবে আগরতলা মিউনিসিপালিটির ইলেকশান। কাজেই শুধু এটাই বলা যায় যে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই এই বাজেটকে বিরোধিতা করছেন এবং কিছু হাসাহাসি করছেন। তাতে নামটা রেডিওতে বলবো, নামটা বেড়ে গেল, তাতেই সীমাবদ্ধ নয়। আমি বলছি যে বিরোধী পক্ষের জানা উচিত যে এখানে যেমন তারা হাসাহাসি করছেন বাইরে যখন আপনারা যাবেন তখন আপনাদের প্রতিও জনগণ তেমনি হাসাহাসি করবেন। দিন দিন আপনারা ছোট হতে হতে শেষ হয়ে যাবেন, আর আপনাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে স্থান দেবে না। এটা আপনাদের জেনে রাখা দরকার এবং এটা জেনে রাখা দরকার যে দেশের কাজ করতে গেলে, আপনাদের পার্টিকে বাঁচাতে গেলে আসুন আপনারা এই বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটকে সমর্থন করে দেশের কাজে অগ্রসর হোন এবং দেশের কাজে অগ্রসর না হয়ে অন্য কাজে অগ্রসর হলে তাকে দেশের কাজ বলে না। দেশের কাজে উন্নতি করার নামে দেশকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করে জাতিতে জাতিতে বিভেদ লাগিয়ে, দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা লাগিয়ে, দেশের মধ্যে উস্কানি দিয়ে দেশের উন্নতি করা যায় না। তাই বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক আনীত বাজেটকে সমর্থন করে দেশের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে এই বাজেটকে পুরোপুরি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

কক্-বরক

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়; তিনি যে ইব মন্ত্রীমণ্ডলী যে Demand নারিকমানি, অবন আঙ সমর্থন খাইঅ। আর যারা যে Demand-নি উপর কাটমোশন তুবয় ফাইমানি বরগনি অ কাট মোশন-ন আও বিরোধীতা খাইঅ। তিনি যে কাট মোশন বরগ যে তুবয় ফাইমানি কারণ অঙখা দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস বরগনি যে উদ্দেশ্য অঙ-ইয়া, আ কারণই বরগ তিনি অর বিরোধীতা খাইঅ। তিনি Ring-well, Tube-well যে সমস্ত কীরাই হিনয় যে ছামানি---কারণ ৩০ বছর

রাজত্ব বামফ্রন্ট খাইয়া; বন ছাঅই মাননা নাওগানু যে ব ৰরগ রাজত্ব খালাই যে ৩০ বছর। ৩০ বছর রাজত্ব খাইনাই ছাবনি দল, ব কংগ্রেস-দে না ছাব ? নুঙ বন যদি ছাঅয় মান-ইয়া হিনকেই নুঙ তাবুক অমতুই কক-ছানানি উচিত-ইয়া। রাঙ-ত নাওগানু, তাবুক যদি Ring-well, Tube well রগ ঠিক ঠিক মতে মেরামতি খাইনা হিনকেই। কাজেই রাঙ-পুইছানি দরকার-ন। তিনি অমুক খাইকা, ছমুক খাইকা; অপব্যয় অঙনাই, তিনি ও জাগা Ring-well কৗরৗই; ও জাগা অমুক কৗরৗই, ছমুক কৗরৗই। ৩০ বছর ই বামফ্রন্ট সরকার রাজত্ব খাইয়ানা, সরকার খাইঅ কংগ্রেস। কাজেই ই জিনিষ-ন চুঙ বুচিনা নাওগ। নরগ তিনি বিরোধীতা খাইনা থাওতিনি, ই বিরোধীতা খাইতিনি ব নিজিন নিজি বিরোধীতা খাই তঙখা হিনকেই কাহাই অঙনাই ? কাজেই ই বিরোধীতা ন ছাঅয় মানীই বিরোধীতা খাইনা দরকার। কারণ যে বিরোধীতা খাইমানি তিনি অমুক কৗরৗই, ছমুক কৗরৗউ, কিন্তু ৩০ বছর রাজত্ব খাইকা নিনি কংগ্রেস। ঐ ইন্দিরা গান্ধী তিনি ইন্দিরা গান্ধীনি লগে লুগে থাওগয় নরগ তিনি তাম খাইনাই ? কাজেই ই জিনিষ-ন চুঙ যদি ছাঅয় মা-ইয়া হিনকেই, নুঙ Demand-নি উপর যে কাট মোশন তুবয় ফাইমানি, যে বিরোধীতা খাইমানি, অ জিনিষ-ন ছ-অয় মাননা নাওনাই। যে নুঙ ছা-অয় মাইয়ানি কারণই কংগ্রেস ৩০ বছর যে রাজত্ব খাইখা, সে রাজত্বনি বরগ বুবর্তাই-খে চলিখা-অ জিনিষ-ন ছা-অয় মায়ানি বাগর তিনি নরগ বিরোধীতা খাইঅ। তিনি একমাত্র ছা-অয় মানখা যে বামফ্রন্ট সরকার অংগয়-ন তিনি Ring-well কৗরৗই; অমুক কৗরৗই, ছমুক কৗরৗই, রাস্তাঘাট কৗরাই। তিনি যে উন্নয়নমূলক কমিটি, গ্রামোন্নয়ন কমিটি যে খাইমানি, বরগনি মাধ্যমে তাকালাই যে রাস্তা অঙমানি বামফ্রন্ট সরকারনি আমল সারা ত্রিপুরা রাজ্য-অ রাস্তা অঙখা তিনি স্বীকার খাইয়া। কিন্তু যতটুকু রাস্তা অঙমানি ই কংগ্রেস ৩০ বছর রাস্তাঘাট কোন জিনিষ-খে খাইয়া। নুকখা যে ছামনু এলাকা, দীর্ঘ ৩০ বছর লামা অঙ-ইয়া। তিনি বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি সাথে সাথে আ এলাকা লামা অঙখা। আঙ ই বিধান সভা-অ ৭ বছর লড়াই খাইকা, ই সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা Assurance রৗখা, ই রাস্তা-ন পিচ খাইনাই, অমুক খাইনাই, অথচ কিছু খাইমা কৗরৗই। তিনি আছৗক বছর অঙ-ইয়া মাত্র বামফ্রন্ট সরকার 'ফাই' অয়েছে তিনি মারা ত্রিপুরা রাজ্য-অ রাস্তা তওগ। তিনি চিৎকার খাইঅ অমুক কৗরৗই, ছমুক কৗরৗই, কিন্তু আছৗক বছর ই উপজাতি যুব সমিতিরগ কিছু ছায়া। তিনি বরগনি দাবী তাম ? দাবী তে কিছু-ছে কৗরৗই-খা, যে একমাত্র Autonomous District Council, অমুক ছমুক। তিনি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরগ যদি নরগনি ই যে বক্তব্য নারিকমানি ই বিধান সভা-অ, ই বক্তব্য-ন যদি এলাকানি বরকরগ সঠিকভাবে ছাঅয় মানখা হিনকেই নরগ-ন পদত্যাগ খালাইদি হিনানু ই বরক-রগ। কাজেই যে উদ্দেশ্যে নরগ-ন জনসাধারণ অর রহকা, অ বরক-রগনি উপর নুঙ ছা-য়া। তিনি ছাকা, অমুক কৗরৗই, ছমুক কৗরৗই। কাজেই ই জিনিষটা-ন চুঙ ছিনা নাওনাই। কাজেই ই জিনিষ-ন ঠিক খাই-অয়, ঠিক খাইদি বা উদ্দেশ্যে চুঙ বিরোধীতা খাইনাই। ই জিনিষটা-ন নরগ যদি ঠিক খাইয়া হিনকেই, ভবিষ্যৎ-ন চিন্তা

খাইনা নাঙনাই যে চিনি তাম দরকার, যুব কাহাম। অম হেলা-খেলা জিনিষ-য়া, অমত বিধানসভা, ই বিধান সভা-অ নিনি সবকিছু-ন বিরোধীতা খাইনাই-অব অঙ মায়া। নরগ-ন চুঙ অনেক লক্ষ্য খাইকা, যেভাবে যে রাঙ নারিকমানি ব-ন বিরোধীতা খাইঅ। ছাঅ, চুঙ উনজাতি ছে, উপজাতিনি কক ছা-নাই, উপজাতি রাজ্য, অমুক, সবকিছু খাইনানি হিনয় ছাকা। কিন্তু যেখানে চিনি বরকনি বাগয় রাঙ-পুইছা কিছা মিছা যে রহকা-অমন বিরোধীতা খাইমানি চায়া। কংগ্রেসনি আমল খায়া, দীর্ঘ লড়াই খালাই-ব মায়া। কাজেই ই জিনিষটা-ন চুঙ যে তিনি বামফ্রন্ট সরকার ছিটেফোটা ফাইকা অমন-ব নরগ বিরোধীতা খাইঅ। যদি নরগনি গ্রামনি বরক খানখে, নরগ-ন খারা ভোট রীনাই অ বরকরগ তাম হিননাই? কিন্তু একদিন বরক-ব ছা-অয় মানানু। ছা-অয় মানখই নরগ-ন পদত্যাগ খালাইদি হিনানু। কাজেই ই জিনিষ-ন বিরোধীতা খাইনাই ও জিনিষ-ন চুঙ ঠিক খাই-অয়, না-অয় যদি বিরোধীতা নরগ-ব খাইকা হিনকাই ঠিক অঙনাই। সমস্ত জিনিষ-ন বিরোধীতা খাই-ত অঙলাগাক। কাজেই ই ৩০ বছর যে কংগ্রেস তাম খালাই কালাঙখা ই জিনিষ-ন ছা-অয় মানীই বিরোধীতা খালাইনা নাঙনাই। কাজেই আঙ বিছি কক ছা-না নাই-য়া আছাক-ন ছা-অয় আনি বক্তব্য শেষ খাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা----মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে মন্ত্রীমণ্ডলী যে Demand-গুলো রেখেছেন, সেগুলোকে আমি সমর্থন করছি। আর, Demand-গুলোর উপর যে সমস্ত কাটমোশন এসেছে, আমি সেগুলোর বিরোধীতা করছি। আজকে তারা যে এই কাটমোশনগুলো এনেছেন, তার কারণ হলো, দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত কংগ্রেসের যে উদ্দেশ্য, আজকে সেই উদ্দেশ্য আর নেই, সেই কারণেই আজকে তারা এখানে বিরোধীতা করছেন; আজকে বলা হচ্ছে Ring well, Tube well, এইসমস্ত নেই, কিন্তু বুঝতে হবে ৩০ বছর যাবত বামফ্রন্ট রাজত্ব করেনি, বুঝতে হবে ৩০ বছর কারা রাজত্ব করেছে। ৩০ বছর যারা রাজত্ব করেছে, তারা কার দল, সে কি কংগ্রেস, না অন্য কেউ? যদি সেটা না জানেন, তাহলে আজকে এই সমস্ত কথা বলা উচিত নয়। এখন যদি Ring well, Tube well এই সমস্ত ঠিক ঠিকভাবে মেরামত করতে হয়, তাহলে টাকাতো লাগবেই। কাজেই, টাকা পয়সার বরাদ্দ আছে এবং এই যে টাকা পয়সার বরাদ্দ রাখা হচ্ছে সেটা প্রয়োজনের তাগিদেই। আজকে এই করছে, সেই করছে, অপব্যয় হচ্ছে, এবং আজকে ওই জায়গায় Ring well নেই, ওই জায়গায় অমুক নেই, সেটা নেই, ইত্যাদি বলা হচ্ছে, কিন্তু ৩০ বছর এই বামফ্রন্ট সরকার তো রাজত্ব করেনি, সরকার পরিচালনা করত কংগ্রেস। কাজেই, এই জিনিষটা বুঝতে হবে। আজকে আপনারা বিরোধীতা করছেন, কিন্তু এই বিরোধীতা করতে গিয়ে যদি নিজেদেরই বিরোধীতা করেন, তাহলে সেটা কি ভাল হয়? কাজেই, কিসে বিরোধীতা করছি, সেটা বুঝে বিরোধীতা করা উচিত। কারণ, বিরোধীতা করে বলা হচ্ছে, আজকে অমুক নেই, সমুক নেই, কিন্তু ৩০ বছর যাবত রাজত্ব করেছে আপনার কংগ্রেস, ঐ ইন্দিরা গান্ধী। আজকে আপনারা ইন্দিরা গান্ধীর পেছনে পেছনে অনুসরণ করে কি করবেন? কাজেই, আমরা যদি এই জিনিষ টা বুঝতে না পারি তাহলে কি করে হবে।

আপনি যে Demand-এর উপর কাটমোশন এনেছেন, যে বিরোধীতা করছেন, সেটার ভালোমন্দ বুঝতে হবে। আজকে বুঝতে পারছেন না কংগ্রেস যে ৩০ বছর রাজত্ব করেছে সেই রাজত্বে তারা কোন্ পথে চলেছে, সেই জিনিষটা না জানার কারণেই আজকে আপনারা বিরোধীতা করছেন। আজকে শুধুমাত্র জানলেন যে বামফ্রন্ট সরকার আসার কারণেই Ringwell নেই, অমুক নেই নেই, রাস্তাঘাট নেই ইত্যাদি। আজকে যে উন্নয়নমূলক কমিটি, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি যে করা হয়েছে, তাদের মাধ্যমে এবছর রাস্তাঘাট হচ্ছে। আমি বলছিনা, বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তা হয়েছে। কিন্তু যতটুকু হয়েছে, ৩০ বছরে কংগ্রেস সেটুকুও করেনি। আমরা দেখেছি, যে দীর্ঘ ৩০ বছরে ছামনু এলাকায় কোন রাস্তাঘাট হয় নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার সাথে সাথে সেই এলাকায় রাস্তাঘাট হয়েছে। আমি এই বিধানসভায় ৭ বছর লড়াই করেছি, সুখময় সেনগুপ্ত Assurance দিয়েছিলেন, সেই রাস্তা পিচ করা হবে, অমুক করা হবে, অথচ কিছুই করা হয়নি। এত বছর যাবত হয়নি, আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার ফলেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাট হচ্ছে। আজকে চিৎকার করছেন অমুক নেই, সমুক নেই, কিন্তু এত বছর এই উপজাতি যুব সমিতি কিছুই বলেনি। আজকে তাদের দাবী কি? দাবী আর কিছুই নেই, দাবী একমাত্র Autonomus District Council, এই, সেই ইত্যাদি। আজকে এই বিধানসভায় আপনারা যে বক্তব্য রাখছেন সেটা যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানতে পারেন, তাহলে তারা আপনাদের পদত্যাগ দাবী করবে। কাজেই, যে উদ্দেশ্যে জনসাধারণ আপনাদের এখানে পাঠিয়েছে, সেই সাধারণ মানুষের জন্য আপনারা বলছেন না। আজকে শুধু বলছেন, অমুক নেই, সমুক নেই। কাজেই, এই জিনিষটা আমাদের বুঝতে হবে। কাজেই, ঠিক করা দরকার, কিসের উদ্দেশ্যে আমরা বিরোধীতা করব। আপনারা যদি এটা ঠিক করতে না পারেন যে আমাদের কি প্রয়োজন, কোনটা ভালো, তাহলে কিছুই হবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে। এটা হেলা খেলার জিনিষ নয়, এটা বিধানসভা, এই বিধানসভায় সব কিছুকেই বিরোধীতা করতে হবে, এটা হতে পারে না। আমরা আপনাদের লক্ষ্য করে দেখেছি, আপনারা যা কিছু টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে, সবটাকেই বিরোধীতা করছেন। বলছেন---আমরা উপজাতি, উপজাতিদের কথা বলব, উপজাতি রাজ্য, ইত্যাদি সব কিছু করার কথা বলছেন। কিন্তু যেখানে আমাদের মানুষের জন্য যৎসামান্য টাকা পয়সা বরাদ্দ করা হচ্ছে, এটাকে বিরোধীতা করা উচিত নয়। কংগ্রেসের আমলে কিছুই করা হয়নি, দীর্ঘ লড়াই করেও কিছুই পাইনি। অথচ, আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ছিটে-কোটা এসেছে, এটাকেও আপনারা বিরোধীতা করছেন। যদি আপনাদের গ্রামের মানুষ শুনতে পায়, যারা আপনাদের ভোট দিয়েছে, তারা কি বলবে? কিন্তু একদিন তারাও জানতে পারবে। যদি জানতে পারে, তারা আপনাদের পদত্যাগ করতে বলবে। কাজেই কোন জিনিষকে বিরোধীতা করা দরকার সেটা ঠিক করে যদি বিরোধীতা করেন তাহলে ভাল হবে। সমস্ত কিছুকেই বিরোধীতা করলে চলবে না। কাজেই, ৩০ বছরের কংগ্রেস কি করে গেছেন, সেটা জেনে বিরোধীতা করা

উচিত। কাজেই, আমি আর বেশী বলবনা। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীরাধারমণ দেবনাথ।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রীরা এখানে যে সব ডিমাণ্ড এর উপর ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, আমি তাদের সেই সব ব্যয় বরাদ্দ-গুলিকে সমর্থন করে বলছি যে ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস রাজত্বে জন স্বাস্থ্যের খাতে যে অপব্যয় করেছেন, তারই ফলস্বরূপ আজকে হাসপাতালগুলিতে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। আজকে সেখানে রোগীরা ঠিক ঠিক মত চিকিৎসিত হতে পারছে না। এমন কি হাসপাতালগুলিতে আজকে ডাক্তার নাই। কাজেই কংগ্রেস ৩০ বছর ধরে কি করেছে ? ঐ তেলিয়ামুড়াতে আমি দেখে এসেছি যে সেখানে মাত্র ১০টা সীট আছে, অথচ ৬০ থেকে ৭০ জন রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে। এজন্য দায়ী কে ? দায়ী ঐ কংগ্রেসী অপশাসন এবং সেই কংগ্রেসী অপশাসনে জনস্বাস্থ্য খাতে যে কিভাবে অপব্যয় করা হয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। তারপর ওয়াটার সাপ্লাই, হ্যাঁ, সেখানে ওয়াটার সাপ্লাইর ব্যবস্থা আছে, হাসপাতালেই ওয়াটার সাপ্লাইর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু হাসপাতাল কিন্তু সেই ওয়াটার সাপ্লাইর সুবিধা পাচ্ছে না। অর্থাৎ যেখানে ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়ার দরকার, সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। এভাবেই ওরা সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে, অথচ জনসাধারণের স্বার্থে সেই টাকা ব্যয় হয় নি। এজন্য দায়ী ঐ কংগ্রেসী অপশাসন। সে ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে কোথায় ? না, রাস্তায়। যেখানে টিওব-ওয়েল আছে; যেখানে রিংওয়েল আছে, সেখানেই ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হাসপাতালে নেই, স্কুলে নেই। তারপর আমরা ওভার ফ্লো সীষ্টেম দেখেছি, ঐ কলকলিয়া গাও সভাতে ওভার ফ্লো না বসিয়ে, ওভার ফ্লো নামে ঐ কংগ্রে-সীরা টাকা নিয়ে গেছেন। কারণ সেখানে অনেকের নামে ওভার ফ্লো বসানো হয়েছে এবং কাগজে পত্রেও সেটা ঠিক আছে, আসলে কোন ওভার ফ্লো বসানো হয় নি। কাজেই এজন্য দায়ী কে ? দায়ী একটা অংশের আমরা আর ঐ কংগ্রেসী অপশাসন। এখানে যারা উপজাতি যুব সমিতির সদস্য, তারা ঐ কংগ্রেসী অপশাসনের কথাটা দেখছেন না, তারা তো ৩০ বছর ধরে রাজত্ব করে গেছেন। তারা কি তখন গর্তে ছিলেন, তারা কি সেটা দেখেন নাই ? আজকে কিন্তু তারা সেই গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তারা বলছেন যে তারা আন্দোলন করবেন। কিন্তু কিসের আন্দোলন ? ঐ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কি তারা দেখেন নাই যে ত্রিপুরার জনসাধরণ গ্রাম থেকে তাদের উঠিয়ে দিয়েছেন---ঐ কংগ্রেসদের ? আর সেদিন পৌর সভার নির্বাচনে এই আগরতলা শহরের জনসাধারণ তাঁদের একেবারে মুছে দিয়েছেন,. ঐ কংগ্রেসী, ঐ সি. এফ. ডি. তাদের সবাইকে মুছে দিয়েছেন। কাজেই আজকে ভারত-বর্ষের মানুষদের থেকে ওঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁরাই আবার আজকে কিছু লোককে বলছেন যে তোমরা চল, তোমাদের কাজ দেব। তাঁরা কারা ? তাঁরা ভাড়া-টিয়া লোক, তাঁরা ঐ লোকগুলিকে দুই টাকা দেবে বলে এনেছে, কিন্তু পাঁচ টাকা আদায় করেছে, আর তিন টাকা তারা তাদের নিজেদের পকেটে গুছিয়ে নিয়েছে। আর

ঐ যারা অনশন করছেন, তারাই বা কারা ? তারা তাঁদেরই পেটুয়া লোক, তাঁদের বাড়ীতে চাকুরী করে। আর এক ভদ্র মহিলা, সে নিজের সিঁথির সিন্দুর মুছে আর হাতের শাঁখা ভেঙ্গে ঐ অনশনে বসে গিয়েছেন। এই তো সে দিন এই আগরতলা শহরের মানুষ তাঁদের ডাকা বন্ধ্‌কে ব্যর্থ করে দিয়েছে। নাম নাই, ধাম নাই, একটা বন্ধ্‌ ডাকা হয়েছে, আগরতলা বন্ধ্‌, অথচ জনসাধারণ তাঁদের সেই ডাকে সাড়া দেয় নি। কারণ জনসাধারণ বুঝতে পেরেছেন যে ৩০ বছর ধরে ঐ কংগ্রেসী শাসনে তারা শোষিত হয়েছেন। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে যে সব পরিকল্পনা নিচ্ছেন এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করছেন, অমনি তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আর একটা ঘটনার কথা বলছি, সেটা হচ্ছে ১৯৭৬ সালে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সেখানকার প্রার্থী ছিলেন, তখন ভোটারদের টাকা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যে দিন ইলেকশন শেষ, সেদিন তাদের টাকাও শেষ। ১৯৬৭ সালের পরে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা তখন মাদ্রাজ জেলে ছিলাম. ঐ কংগ্রেস থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে ৫ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে মোহনপুরে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা সেদিনও বুঝতে পেরেছিলাম যে সত্যি সত্যি তাদের কোন জায়গা দেওয়া হয়নি, এটা শুধু কংগ্রেসীদের একটা প্রচার মাত্র। তারপর আমরা যখন জেল থেকে ফিরে এলাম, তখন জানলাম যে মাত্র ৯০টা পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তাও কি রকম? না রামের জায়গা, শ্যামকে, শ্যামের জায়গা যদুকে, এক ভাইর জায়গা, অন্য ভাইকে। এই ছিল তাদের পুনর্বাসনের নমুনা। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোহনপুরে ২৯৪টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং তাদের পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তারা টাকাও পেয়ে গেছেন। কিন্তু আগে তাদের কোন টাকাই দেওয়া হয়নি। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কাজ করছেন, সেগুলি জনসাধারণের স্বার্থেই করছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের ৪ মাসের কাজ থেকে এই বিরোধী দল আতংকিত হয়েছে। তারা ভয় পাচ্ছে যে এই বামফ্রন্ট সরকার যদি ৫ বছর ক্ষমতায় থাকে, তাহলে জনসাধারণ এই উপজাতি যুব সমিতিকে ঘারে ধরে বের করে দেবে ত্রিপুরা থেকে। তাই আজকে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। বন্ধুগণ রাস্তাঘাট—আজকে রাস্তাঘাটের এই অবস্থার জন্য দায়ী ঐ কংগ্রেস সরকার যাঁরা ৩০ বছর শাসন করেছেন। আজকে খোয়াইতে রাস্তাঘাটের কোন ব্যবস্থা নেই। তার জন্য দায়ী ঐ কংগ্রেস সরকার। টি, আর, টি, সি বাসের এই অবস্থা কেন হয়েছে? তার কারণ ঐ আমলারা কর্মচারীদের একটা অংশ এবং টি, আর, টি, সি ম্যানেজার অমল ভট্টাচার্য্য তাঁরা কিভাবে টাকা মেরেছে এবং কি ভাবে টি, আর, টি, সিতে একটা লুঠের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ আছে। এই জন্য দায়ী কংগ্রেস সরকার। আজকে ইনকোয়ারী কমিটি হয়েছে, কমিশন হয়েছে, তার তদন্ত হবে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা আজকে ঐ কংগ্রেসীদের সংগে চলছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নীতিতে জনসাধারণের মন জয় করা যায় না। শেষে মানুষ ঠিকই

বুঝবে। কংগ্রেস আমলে ইলেকট্রিক সাপলাই দেওয়া হয়েছে। যেখানে ইলেকট্রিক সাপলাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই, সেখানে দেওয়া হয়েছে, আর যেখানে প্রয়োজন আছে, সেখানে দেওয়া হয় নাই। এই ডম্বুর প্রকল্প নিয়ে কংগ্রেস জনসাধারণকে ভাওতা দিয়েছে। যারা কংগ্রেস করতেন তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তার প্রমাণ আছে। লুঠের রাজত্ব তাঁরা কায়েম করেছিলেন। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর বরাদ্দ রেখেছেন, এই ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি এবং মাননীয় বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশন এসেছে, তার বিরোধীতা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তাব্য শেষ করলাম। ইন ক্লাব জিন্দাবাদ।

মি ঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ--- এখন জবাবী ভাষণ দেবেন মাননীয় কৃষি এবং পশু পালন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সমবায় বিষয়ে আমার ডিমাণ্ড আমি মোভ করেছি এবং আমি যে দাবী রেখেছি এই দাবী গ্রহন করার জন্য মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি। আমরা দেখছি এই সমবায় দপ্তর চালাতে গিয়ে অতীতে যে কতকগুলি সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে বেশ সময় লাগবে। এই হাউস বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে-ছেন যে হোল সেল কনজিউমারস কোঅপারেটিভ যে আছে তাতে অনেক বাকী এখনও পড়ে আছে। এখনও পুর্বতন সরকারের যাঁরা বড় বড় অফিসার এবং তাদের নেতৃবৃন্দ, তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকার মত এখনও আমরা পাওনা আছি। এ ছাড়া যে কতগুলি সমবায় সমিতি আমাদের ছিল, এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক সমিতি অচল বলা যেতে পারে এবং অনেক কো-অপারেটিভ পুরাপুরি অচল অবস্থায় আছে। আমরা চেষ্টা করছি এগুলিকে সচল করার জন্য। কো-অপারেটিভের সদস্যরা তাদের দেনা পরিশোধ করতে পারে নি এবং না পারার কতক-গুলি কারণ আছে। আমি দপ্তর চালাতে গিয়ে দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় কো-অপারেটিভ সদস্যরা--তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা আদৌ টাকা নেন নি। অথচ এই সোসাইটির সম্পাদক এবং সভাপতি মহাশয়েরা তাদের নামে টাকা দেওয়া হয়েছে কাগজে দেখিয়ে, এখন আদায় করার চেষ্টা করছেন। এই রকম বহু অভিযোগ আছে। এবং কো-অপারেটিভের আইন এত ত্রুটিপুর্ণ যার ফলে এই আইনের বলে যে কোন লোক এই কো-অপারেটিভ চালাতে গিয়ে যে কোন অন্যায় কাজ করেন, তাকে সরাসরি কোন ব্যাপারে শাস্তি মুলক ব্যবস্থা আমরা নিতে পারছিনা। যার ফলে এই পুর্বতন সরকারের আমলে যে সব বড় বড় নেতা অনেক টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, এখন ওভারডিউ রেখেছেন, তাদের টাকা আমরা আদায় করতে পারছি না। আমরা এই সরকারে আসার পর চেষ্টা করছি যে প্রত্যেকটা সো-সাইটিতে কার কত দেনা আছে এবং সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে বের করার চেষ্টা করছি এবং যারা ইচ্ছা করে দিচ্ছেন না, ডিফলটার্স যারা, তাদের থেকে জোর করে আমা-দের পাওনা টাকা আদায় করার চেষ্টা করছি। এটাও শুনেছি উইলফুল ডিফল-

টার্সদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করতে গিয়ে, কোন কোন সমিতি চক্রান্তমূলকভাবে এই সমিতির যারা ছোট কৃষক তাদের কাছ থেকে না কি জোর জুলুম করার চেষ্টা করছে। আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, যে সব কোঅপারেটিভ দেনাদার, তারা যদি ছোট কৃষক হয়, তাহলে আমি চাইবনা জোর করে আদায় করতে যারা বড় দেনাদার, দিতে পারে এবং এই সমবায় আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য তারা দিচ্ছেন না তাদের থেকে যে কোন মূল্য জোর করে আদায় করার চেষ্টা করব। আমি আশা করব হাউস সেটার অনুমোদন দেবেন এবং মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে সাহায্য আমরা পাব। হোল সেল কনজিউমাস কোঅপারেটিভের যে আন্দোলন, আমরা চেষ্টা করছি ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে, যেখানে বড় বড় মার্কেট আছে, এই সব জায়গায় তার শাখাগুলি খোলে যাতে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র আমাদের হোলসেলের মাধ্যমে বিলিবন্টন করা হয়। এই কোঅপারেটিভের কাজ এমনিতে খুববেশী বুঝা যায়না, কিন্তু ঠিকমত চালাতে পারলে ত্রিপুরার কৃষক এবং অন্যান্য অংশের মানুষকে কিছু না কিছু সুযোগ দেওয়া যাবে। যারা ট্রাইবেল, তাদের জন্য আমরা নূতন একটা সোসাইটি করব সেটা হল লার্জ এগ্রিকালচারেল সোসাইটি। এটা খুব বড় রকমের সোসাইটি এবং কৃষি ভিত্তিক হবে। এটাতে অনেকগুলি স্কীম আছে। যে সব এলাকাতে আমরা এই সোসাইটি গঠন করেছি, ইতিমধ্যে ২৯ টার মধ্যে ১৯ টাতে ম্যানেজিং ডিরেকটার নিযুক্ত করে আমরা এটার কাজ সুরু করেছি এবং এটা ঠিকমত চালু হলে ঐ এলকার কৃষকেরা স্বল্পমেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিতে পারবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এই সোসাইটির মাধ্যমে পাবেন। তাদের উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিষ এই সোসাইটির মারফতে বিক্রি করতে পারবেন। আমরা চেষ্টা করছি শুকনো মাছ-যেটা উপজাতিদের খুব বেশী প্রয়োজন আছে, সেটা কো-অপারেটিভ হেড কোয়ার্টার থেকে এবং বিভিন্ন শাখাগুলি থেকে ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে বিলিবন্টন করতে। আর শহরে যারা মধ্যবিত্ত গরীব মানুষ, তাদের সুবিধার জন্য আরবান ব্যাঙ্ক এই আগরতলা শহরে নূতনভাবে খোলবার চেষ্টা করছি। কো-অপারেটিভ ষ্টেট ব্যাঙ্কের কাজ কর্মের সুবিধার জন্য আমরা ত্রিপুরা সরকারের জায়গাতে নূতন ধরণের ব্যাঙ্ক খোলছি যাতে কৃষকরা কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাহায্য পেতে পারেন। আজকে দুধ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধ সেন্টার স্থাপন করছি। এই গ্রাম্য দুগ্ধ সেন্টারগুলিতে আমরা নূতন কায়দায় দুধ সংগ্রহের চেষ্টা করছি। আমরা চাইব যাতে গ্রামে যারা দুধ উৎপাদন করেন তারা যাতে দুধের উপযুক্ত মূল্য পান এবং যারা দুধ সংগ্রহ করে আমাদের দুগ্ধ কেন্দ্রে পৌছে দেন কো-অপারেটিভ করে, তারা যাতে উপযুক্ত পয়সা পেয়ে দুধ সংগ্রহ করেন। আমরা চাই ঐ দুধ ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতাল এবং বিশেষ করে শহরের বাসিন্দা যারা, তাদের সবাইকে আমরা উপযুক্ত মূল্যে সময়মত দুধ দিতে পারি, এইটুকু বলে আমি শেষ করব।

. **মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ** মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীকে তার জবাবী ভাষণ দেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে আমি হাউসের সামনে আমরা পঞ্চায়েৎ এবং কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্টের যে ব্যয় বরাদ্দের উপরে সমর্থন চাইছি, সেই ব্যয় বরাদ্দের উপরে একটু বলতে চাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েৎ আইন চলছিল তা ইউ পি পঞ্চায়েৎ রাজ আইন অনুসারে। তার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে ! সেই ত্রুটিগুলিকে পরিবর্তন করে, ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে, আমরা এই পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করেছি। এবং পঞ্চায়েতের যে আদর্শ পনচএর মনে হচ্ছে পাঁচ জন যেখানে বসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন, সেই পাচ নির্বাচনকে আমরা বলি পঞ্চায়েৎ নির্বাচন। এই পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের আগেও আমরা ত্রিপুরাবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, এইভাবে একটা জনসাধারণের নির্বাচিত সংস্থা চলতে পারে না। কারণ তাতে ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশীর উপর চলবে। কাজেই মানুষের যে একটা গণতান্ত্রিক অধিকার, তার যে মূল অধিকার সেটা প্রয়োগ করার চেষ্টা হবে। ত্রিপুরাবাসীর কাছে পঞ্চায়েৎ এবং মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনের আমরা প্রতিশ্রুতি সর্বাগ্রে রেখেছিলাম। আপনারা সবাই জানেন যে, আগে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন হত হাত তুলে। সেটা আমরা বাতিল করে, সংশোধন করে, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে জনসাধারণ যাতে ভোট দিতে পারে এবং গ্রামের যারা চোরাকারবারী, বড় কন্ট্রাকটার, যারা দুর্নীতি পরায়ন লোক, ঐ জমিদার, জোতদার, তারা যাতে এই পঞ্চায়েতের মধ্যে না আসতে পারে, দুর্নীতি না করতে পারে, তার জন্যই আমরা এই গোপন ভোটের ব্যবস্থা করেছি। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা একথা বলতে পারি যে, এই ইউ পি পঞ্চায়েৎ আইনে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ ছিল না। কারণ সব সময় তাদের ঐ গ্রামের মোড়লদের, মাতব্বরদের রক্ত চক্ষুর সামনে চলাফেরা করতে হত, তরে জন্য ইচ্ছা থাকা সত্বেও তাদের সামনে অন্যকে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকত না। কাজেই আমরা এই পঞ্চায়েৎ নির্বাচনকে গোপন ভোটের মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আপনারা দেখেছেন ফল কি হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে মানুষ ঐ বালোয়ারীর খিচুড়ি চুরি করে খায়, তাদের স্থান ছিলনা এই পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে। যারা টেস্ট রিলিফের টাকা চুরি করে, ঐ সমস্ত লোক যাতে পঞ্চায়েতে আশ্রয় না পায়, তার জন্য জনগণকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলাম এবং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরো দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার-এর যে আহ্বান, এই আহ্বানে আপনারা দেখেছেন কি হচ্ছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এইখানে যারা বিরোধীতা করছেন আমার এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে অনেক কিছু আছে। যেমন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ফলের বাগান, মৎস্য চাষ, কর ভিত্তিক উৎসাহজনক অনুদান, পঞ্চায়েৎ ঘর নির্মাণ, পঞ্চায়েৎ আদালত নির্মাণ, পঞ্চায়েৎ আসবাব পত্র খরিদ করা, পঞ্চায়েৎভিত্তিক বিশেষ অনুদান অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ পরিচালনাধীন বাজার উন্নয়ন প্রকল্প করার জন্য আমরা আরো কিছু টাকা চাইছি। কিন্তু আমরা জানি না, আমরা যদি বাজারকে সংস্কার করতে চাই তাতে বিরোধিতা করার কি কারণ।

একটা পঞ্চায়েৎ ঘর তুলতে চাই, তার জন্য আমাদের সরকার যে অর্থের অনুদান করেছে তাতে সরকার থেকে ২,000 টাকা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে আরো ১,000 টাকা খরচ করে যাতে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চায়েৎ ঘর করে সেখানে বসে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের কথা, সুযোগ সুবিধার কথা আলোচনা করতে পারে তাতে বিরোধীতা করার কারণ কি? আমরা এই কথা বলেছি যে বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতিমুক্ত সরকার গঠন করতে চায় এবং এই সরকারকে নির্মল পরিচ্ছন্ন সরকার করতে চায়। এই সরকারের সমস্ত কর্মসূচী:ক আমরা গ্রামে নিয়ে যেতে চাই। এই সরকার দ্রুত পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য হাউসে কিছু সুপারিশ করেছেন। কারণ আমরা জানি যে বিগত কংগ্রেস শাসনের আমলে গ্রামের যারা মোড়ল, মাতব্বর আছেন, যারা চোরাকারবারী আছেন, তাদের জন্য আজকে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকারের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। বড় বড় মহাজনদের শোষণে এবং লোভের কাছে আমাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। কাজেই এই কংগ্রেস সরকার-- সুখময়বাবু সরকার, শচীন সিংহের সরকার, এই সমস্ত চোরাকারবারীদের, মহাজন-দের বড় বড় জোতদারদের মদৎ দিত। কিন্তু আমরা চাই এই সরকার যেমন এখানে বসে কাজ করছেন, তেমনি পঞ্চায়েতরাজও গ্রামে বসে এই সরকারের যাবতীয় কর্মসূচী প্রতিফলিত করতে পারেন। কাজেই আমি যে অর্থ বরাদ্দের জন্য এই হাউসের কাছে প্রস্তবে রেখেছি, এই প্রস্তাবের যারা বিরোধীতা করছেন--একটা ডাকের কথা আছে-- অন্ধকে শুধায়োনা রংয়ের বাহার। অন্ধের কাছে রংয়ের কি স্বাদ আছে তা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কারণ তারা দেখতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে যারা রেশন সপের চাল চুরি করেছে, আটা চুরি করেছে, চিনি চুরি করেছে, আজকে তারা আর এই পঞ্চায়েতে আশ্রয় পাবে না। আমাদের পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী যারা সেই অফিসে থাকবেন তারা গ্রামে কি হয়, না হয়, কার বাগানে কি হয়, না হয় তা দেখার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই গ্রাম পঞ্চায়েতকে আরো ছোট ছোট করে, আগে যেখানে ৪৭৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল, এবার আমরা সেখানে ৬৮৯টি গাঁওসভায় পরিণত করেছি, যাতে আমরা আরো ভাল করে গ্রামের সুযোগ সুবিধা দেখতে পারি কোথায় দুর্নীতি চলছে, কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে, এই সবকে যাতে পঞ্চায়েতের সামনে উপস্থিত করে, তার সমাধানের জন্য আলাপ আলোচনা করে, এই গ্রামের যাবতীয় কাজকে করার জন্য কোন বাঁধা যাতে কেহ না দিতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা যেভাবে বাজেট রচনা করেছি গ্রামাঞ্চলে ওরাও তেমনি বাজেট রচনা করে ত্রিপুরা সরকারের কাছে উপস্থিত করবেন।

এই গ্রাম পঞ্চায়েত এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে বাজেট তৈরী করে সরকারের কাছে দেবেন এবং সরকার তা যথাযথভাবে কার্য্যকরী করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করবেন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছি, তার জন্য যে অনুমোদন চেয়েছি, আশা করি হাউস সেটা গ্রহণ করবেন এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশান এখানে রাখা হয়েছে সেটা বাতিল করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় পুনর্বাসন ও পরিসংখ্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়কে, উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে আমার তিনটি দপ্তরের পরিসংখ্যান ও মূল্যায়ন, প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারী এবং পুনর্বাসন এর অনুমোদনের জন্য আমি এখানে উপস্থাপন করেছি। এই দাবীগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রথমে ষ্টেটিসটিক ও মূল্যায়ন দপ্তর সম্পর্কে বলছি। আজকে এই দপ্তরের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আমরা যে সব চেষ্টা নিয়েছি, তার ফলে যে কাজগুলি আজকে দেখা দিয়েছে, যে গুলি আমরা করতে পারব, সেগুলি আমাদের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে চা বাগানের প্রাইস ইনডেকস দেখিয়ে দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীকে ঠকানো হয়েছে। সেই ইনডেকস সাত্যকারে জনজীবনে কতটুকু সংযুক্ত ছিল, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন সময়ে সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে এবং তার জন্য মাশুল দিতে হয়েছিল হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী ভাইদের। তাই ষ্টেটিসটিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে ঢেলে সাজাতে চাই, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে সব প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি, সেগুলি সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা যে সব কর্মসূচী হাতে নিয়েছি তার মধ্যে আমরা রেখেছি Evaluation সার্ভিস ফর দি ফলোইং সাবজেকটস, যেমন—এপ্লাইড নিউট্রেশান প্রগ্রাম, সি. ডি. প্রগ্রাম অব দি ব্লক, স্মল মার্জিনাল ফার্মার এণ্ড এগ্রিকালচারাল লেবারারস প্রগ্রাম, রুরেল ওয়াটার সাপ্লাই। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্ত কর্মসূচীগুলি নিয়েছি। ষ্টেটিসটিকসের ক্ষেত্রে আমরা নিয়েছি থার্টি থার্ড রাউণ্ড নেশান্যাল স্যাম্পল সার্ভে প্রগ্রাম এলং উইথ আদার ষ্টেটস, টিমুলেশান অব ইকনমিক সেন্ট্রাল সেট আপ। তাছাড়া নর্মেলী যে সব কাজ আছে সেগুলির মধ্যে কালেকশান এণ্ড কম্পাইলেশান অব সি. ডি. ষ্টেটিসটিকস এণ্ড প্রিপারেশান অব প্রিমেডিক্যাল প্রগ্রামস রিপোর্টস, কালেকশান অব প্রাইস কম্পাইলেশান অব কষ্ট লিমিট ইনডেকস, প্রিপারেশান অব মিউনিসিপ্যাল ক্লীয়ার বুক, কম্পাইলেশান এণ্ড পাবলিকেশান দেট ইজ ষ্টেটিসটিক্যাল আউট লাইন, ষ্টেটিসটিক্যাল আবষ্ট্রাকট, কোয়ার্টার্স টেবুলেটিং ইকনমিক ষ্টেটিসটিকস, বেসিক ষ্টেটিসটিকস, ত্রিপুরা ইন ষ্টেটিসটিকস টি ষ্টেটিসটিকস ইত্যাদি। তারপর কম্পাইলেশান অব ষ্টেটিসটিকস ইনকাম এই কাজগুলি আমরা হাতে নিয়েছি, যেগুলি করলে পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা গ্রহণ করবে। কাজেই ষ্টেটিকটিকসের জন্য যে ব্যায়ের অনুমোদন চেয়েছি, আশা করি হাউস তা অনুমোদন করবেন। এ ছাড়াও আমার প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারী দপ্তর সম্পর্কে বলতে হয়—বিগত কংগ্রেস রাজত্বে আমরা দেখেছিলাম যে একটা লুটের রাজত্ব-এ পরিণত হয়েছিল। এবং ত্রিপুরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোন ছাপার কাজ গভর্ণমেন্ট প্রেসের দ্বারা হত না। কলিকাতা ছুটাছুটি করতে হত। একটা কাজের জন্য ৫/৬ জন অফিসারকে ছুটতে হত। তাদের টি. এ., ডি. এ. থেকে আরম্ভ করে, অন্যান্য খরচ বাবদ ত্রিপুরা সরকারের বিপুল টাকা বেড়িয়ে যেত। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এই প্রেসটিকে পুর্ণাংগ রূপদানের জন্য আমরা পরিকল্পনা

নিয়েছি। তার জন্য আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছি সেই হচ্ছে, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যে সব ছাপাখানা আছে, সেগুলি সরকারী ছাপাখানার আওতাভুক্ত করবার পরিকল্পনা নিয়েছি এবং সেগুলি এক সঙ্গে করে আমরা সেই কাজ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করব এবং এটাকে একটা পূর্ণাঙ্গ ছাপাখানায় পরিণত করব এটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে দুইটা নির্বাচন আমাদের হয়ে গেছে। তার যে কাজ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজের জন্য এখন আর কলকাতায় ছুটাছুটি করতে হচ্ছে না। আমরা আগে দেখেছিলাম একটা ক্যালেণ্ডার ছাপাবার জন্য, টি-আর-টি-সি বাসের টিকিট ছাপাবার জন্য কলকাতা বা বোম্বে ছুটাছুটি করতে হয়। এই জিনিষটা বন্ধ করতে চাই। আমরা চাই একটা পূর্ণাঙ্গ ছাপাখানা এখানে প্রতিষ্ঠিত হউক। তার জন্য আমরা এই ব্যায় বরাদ্দের অনুমোদন চেয়েছি। আশা করি হাউস এই ব্যায় বরাদ্দ অনুমোদন করবেন। এ ছাড়া আমাদের পুনর্বাসন দপ্তর সম্পর্কে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন বিভিন্ন সময়ে দিল্লীর সরকারের সংগে আমরা যোগাযোগ করেছি যাতে উদবাস্তুদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন হয়। অতীতে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, আমরা মনে করতে পারি না যে তাদেরকে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই উদ্বাস্তুদের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যেটুকু অনুদান প্রয়োজন, সেটুকু আমরা এখনও বের করে আনতে পারিনি। তবে আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের বিরোধী বন্ধুদের একজন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁর মাতৃভাষায় যে আলোচনা করেছেন এবং তা থেকে আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে তিনি বলেছেন যে মগ ট্রাইবেলরা খাওয়ার পাইনি। তাহলে এই ৮৮ হাজার টাকা বাজেটে ধরে কি হবে ? কিন্তু আমি উনাকে বলছি একটু চোখ খুলতে এবং বাস্তবকে জানতে। গতদিনও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের সম্পর্কে একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন এই বিধানসভায়, সেখানেও আমরা তাদের জন্য কি করতে পেরেছি বলেছি। এটা অপপ্রচারে পর্যবসিত হবে যদি কেউ এ কথা বলে থাকেন যে তাদের জন্য কিছু করা হয় নি। আমরা টাস্ক ফোর্সের লোক পাঠিয়েছি তাদেরকে গণনার জন্য এবং তাদের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করার জন্য। কিন্তু টাস্ক ফোর্সের লোক যখন যায় তখন তারা পালিয়ে থাকে আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে। আমি গিয়েছি, তার জন্য আমি বলতে পারি তারা পালিয়ে বেড়ায়। আমরা টাস্ক ফোর্সের লোকদেরকেও বলেছি যে আপনারা সিভিল ড্রেসে যান, সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাতেও যখন আমরা পারি নি, তখন তহশীলের মাধ্যমে আমরা কিছু গণনার কাজ করিয়েছি। আমরা কতগুলি স্কুল নিয়া ক্যাম্প করেছি। সেই ক্যাম্পে যদি তারা না আসেন তাহলে কি করে আমরা তাদের কাছে সাহায্য পৌছাব। অবশ্য তারা এটা সমর্থন করতে পারেন না। কারন পুঁজিবাদ, ফ্যাসীবাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সাতপাঁকে তারা বাধা। কাজেই জনকল্যাণ মুখী বাজেট দেখলে তারা আতংকিত হবেন এবং এই বাজেটের প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা থাকবে না এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে যে ধীরে ধীরে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে।

সমালোচনার জন্য সমালোচনা করতে হবে, এই নীতি পরিত্যাগ করে, গঠনমূলক কাজে এগিয়ে আসতে হবে। যেখানে নাকি ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এবং ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য কাজে ব্রতী হয়েছিল, সেই বিপুল কর্মযজ্ঞে তারাও এসে হাত মিলান, এই আবেদনই তাদের কাছে আমি রাখছি এবং পরিশেষে আমি যে কয়টি খাতের নামোল্লেখ করলাম সেগুলির ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়ার জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন এবং সেটাকে অনুমোদন দিয়ে আমাদের চলার পথকে সুগম করবেন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ৪০ লোনস ফর এডুকেশান, আর্ট এণ্ড কালচার সম্পর্কে ৩০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে; টাকাটা প্রেকটিকেলী কেন্দ্রীয় সরকারের। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে মেধা ভিত্তিক, যারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চান, তাদের একটা ষ্টাইপেণ্ড কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়। আমাদের কাজ হচ্ছে সিলেকশান করে পাঠানো এবং সেটা কেন্দ্রের এপ্রোভড হলেই দেওয়া হয় এবং তার জন্য এই বাজেট রাখা হয়েছে। এবার সিলেকশান হয়েছে ৩৯ জন ষ্টুডেন্ট এবং টাকার পরিমাণ একটু বেশী আছে। আরও আনুমানিক ২০ জন আমরা পাঠাতে পারব। কাজেই মেধা ভিত্তিক ত্রিপুরার ছেলেরা বাইরে উচ্চ শিক্ষা করবে, সে বাজেট নিশ্চয়ই কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। হাউস তাকে সমর্থন জানাবে। দ্বিতীয় গ্র্যান্ট হচ্ছে ৪২। সেখানে আমরা ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রেখেছি। এটা সবারই জানা আছে যে খাদ্যের দিক থেকে ত্রিপুরা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে কেন্দ্রীয় খাদ্য নিগমের মাধ্যমে খাদ্য শস্য এখানে আনতে হয়। ধান, চাল, আটা এগুলি আনতে হয়। তার জন্য ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবারের বাজেটে ধরা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার খাদ্য বাইরে থেকে আমরা কিনব।

১৫ হাজার এম. টি চাল এবং ১০ হাজার এম. টি গম বাইরে থেকে কিনবো। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও খাদ্য শস্য প্রকিউর করবো, তার জন্য বাজেটেও টাকা ধরা আছে। আর কেরিং কষ্ট এর জন্য কিছু খরচ লাগবে। এবার যখন আমরা ক্ষমতায় এলাম, তখন দেখলাম দারুণ একটা সংকট। চাল, লবণ, চিনি, আটা এগুলো প্রায় ভাণ্ডার শূন্য অবস্থায় আছে। যাই হোক বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মোটামুটি এই সংকট আমরা কাটিয়ে উঠেছি। এখন আমাদের রেশন শপগুলিতে চাল কিংবা আটা পাওয়া যায় না এই ঘটনা ঠিক নয়। বৃষ্টি বাদলের জন্য হয়তো এক দু'দিন হতে পারে কিন্তু যানবাহন যদি বন্ধ হয়ে যায়, যাতে মাথায় করে সেখানে খাদ্য দ্রব্য নিয়ে যাওয়া যায় তার এরেনজমেন্ট আমরা করছি এবং তার জন্য যা খরচ লাগছে সরকার তা বহন করার ব্যবস্থা করছেন। কাজেই মোটামুটি খাদ্যের দিক থেকে আমরা একটা অবস্থায় এসেছি এবং

আশংকা বা আতংকের কোন কারণ নেই। এই সরকার সম্পূর্ণ সক্রিয়তার সঙ্গে এই কাজগুলো চালিয়ে যবেন। তবে শুধু এই কথা বললেই হবে না এই সরকারের যে অন্যান্য স্কীম আছে, যেগুলো, আপনারা বুঝতে পারবেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে যত খাদ্য আমদানি করা যায় সেটা আমাদের কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থি হবে। কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং তাদেরকে কৃষি অর্থনীতিতে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার দিকেও সরকারের লক্ষ্য আছে। কাজেই আমরা যে বাজেট বরাদ্দ করেছি, সেটা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। যে টাকা আমরা চেয়েছি, সেই টাকা এই হাউস মঞ্জুর করবেন বলে আমি মনে করি।

এখানে আমি কয়েকটা কথা বলবো। এটা আমাদের বুঝতে হবে যে কৃষক সমষ্টি সবচেয়ে বড়, তাদের কাছে গণতন্ত্র অত্যন্ত অর্থহীন এবং মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা গণতন্ত্র নিগৃহীত হচ্ছে, উনি ত্রিপুরা ভাষায় বলেছেন। কিন্তু আমরা কি কিছু সংখ্যক লোকের রায়কেই মেনে নেব। কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক যদি বলে আমরা সেটাকে মানবো না। এর প্রমাণ হচ্ছে ম্যাসিভ সাপোর্ট বা বিপুল সংখ্যক সমর্থন। রিসেন্টলি পঞ্চায়েত ও আগরতলা মিউনিসিপালিটি ইলেকশানে যে ফলাফল হয়েছে, এটাকে কি তারা গণতন্ত্র বলে ধরে নিতে পারেন না। আমার মনে হয় গণতন্ত্র কথাই উচ্চারণ করা তাদের মুখে শোভা পায় না। কারণ তাঁরা গণতন্ত্রকে মানতে চান না। জনগণের রায় এটা তাঁদের কাছে কিছুনা। তাঁরা ঠিক করে নিয়েছে, যে বামফ্রন্টের হাতে গণতন্ত্র রক্ষা হচ্ছে না। এটাই তাঁরা অনুসরণ করে চলেছেন। আরও মারাত্মক হচ্ছে, ওঁরা বলেছেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহারে মৃত্যু চলছে। কিন্তু আমরা অনাহারে মৃত্যুর খবর জানি না। একটা যে ঘটনা হাউসে উঠেছিল তার সম্পূর্ণ প্রমাণ আমরা দিয়েছি, চার দিনের জ্বরে সে মারা যায়। কাজেই এরপরে আর কিছু নেই। অসুখ তো মানুষের হবেই। আবার আজকে বলেছেন খাদ্যের বদলে কাজ এটা তারা দাবী করতে আসে, তাদের কাজ না দিয়ে, পুলিশ তাদের লাঠি চার্জ করে হসপিটালে পাঠিয়েছে। কিন্তু ঘটনা একেবারেই উল্টা এবং আদৌ সত্যের সংগে কোন সম্পর্ক নেই। আমার মনে পড়ে যে হিটলার-এর সময়ে একজন বড় জেনারেল ছিলেন, গোয়েবেলস। গোয়েবেলস এর নীতি ছিল সারা জীবন মিথ্যা কথা বলে যাওয়া এবং মিথ্যা কথা বলতে বলতে শেষে মিথ্যাটাই সত্য হয়ে গেল। এই গোয়েবেলস-এর মত বিরোধী পক্ষ আজকে বলছেন। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ আর ১৯৭৮ সাল অনেক পার্থক্য। গোয়েবেল'র নীতিও পুরো জারমানি দখল করতে পারেনি। শেষ পর্য্যন্ত গোয়েবেলস মিথ্যাবাদীর মৃত্যু হয়েছে এবং সত্যবাদীদের সেখানে জয় হয়েছে। এখানে কেউ যদি মনে করেন মিথ্যার বেসাতি দিয়ে, গোয়েবেলস-এর নীতি অনুসরণ করে, ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন, তাহলে তাঁরা মূর্খের রাজত্বে বাস করছেন। বিরোধী পক্ষের সমালোচনাকে আমরা সব সময়ই অভিনন্দন জানাবো যদি সেটা কনস্ট্রাকটিভ হয়; গঠনমূলক হয়। আমরা যদি কোথাও ভুল করে থাকি, সেই ভুল যদি আমাদের ধরিয়ে দিতে পারেন' আমরা সেটা মেনে নেব এবং সেটা সংশোধন করবো। কিন্তু এটা তো নয়; এটা হচ্ছে নানা আকারে গল্প তৈরী করা, মানুষকে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু

এতে মানুষ বিভ্রান্ত হবেনা। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ১৯ তারিখের ঘটনা দেখে নাকি বামফ্রন্ট সরকার খুবই আতংকিত হয়েছেন। হ্যাঁ, এতে তাদের আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব থাকতে পারে, কিন্তু এটাও বোঝা উচিত যে মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনা। অনেক সময় মানুষ বিভ্রান্ত হয়, প্রতারিতও হয় নানা ভাবে, কিন্তু যতদিন যাবে, বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের জন্য যেসব কাজকর্ম করবে, সেটা লক্ষ্য করবে, তারা কেউ অন্ধ নয়। সেদিন যে ছাত্র যুবরা ১৯ তারিখে উপজাতি যুব সমিতির ডাকে মিছিল করেছিল, বর্তমানে এটা তাদের বোঝানো যাবেনা যে এই ৪ দফা দাবী নিয়ে উপজাতি যুব সমিতির জন্মের আগে থেকেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ সারা ত্রিপুরাতে আলোড়ন করেছেন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন আত্মরক্ষার জন্যে। ওই দাবীগুলির মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরাকে সংগঠিত করার কথা আছে, কাজেই এই দাবী বামফ্রন্ট সরকার মানেন না এই কথা বলে কোন লাভ হবে না। এখন বলছেন তাড়াতাড়ি কর। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকলাপ যখন তারা দেখবেন তখন তাদের ১৯ তারিখের যে চিত্র সেটা ছোট হয়ে আসবে। মানুষের জ্ঞান যখন বাড়বে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, এই বামফ্রন্ট সরকারই একমাত্র সরকার, যে অবহেলিত উপজাতিদের রক্ষা করতে পারবেন। তারই নমুনা হিসাবে, কর্মচারী নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে, খাদ্যের বদলে কাজ, গ্রামাঞ্চলে বীজ ধান দেওয়া, পুনর্বাসন দেওয়া পর্য্যন্ত যতগুলি কাজ করেছি সেটা ট্রাইবেলদের পক্ষেই গেছে। এই কাজ কখনই হোত না যদি না বিরোধী দলে যারা আছেন, তাদের সুপারিশ যদি ত্রিপুরার লোকেরা শুনতেন। ওরাই তো চেয়েছেন সুখময় সেনগুপ্তকে বাতিল করার জন্য এসেম্বলিকে বয়কট করতেন। ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের পরেও সুখময় সেনের মন্ত্রিত্ব থাকত, কারণ ট্রাইবেলরা পদত্যাগ করার পরে বাকী যারা থাকতেন তারা সুখময়বাবুর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠই হতেন এবং সুখময়বাবুর হাতে যদি বিধানসভা নির্বাচন হোত তাহলে গণতান্ত্রিকভাবে এই নির্বাচন হোত না এবং বামফ্রন্ট সরকার আসতো কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যদি না আসতো তাহলে ট্রাইবেল ও সিডিউল কাস্টদের মধ্যে শতকরা ২৯টি আসনে তারা যে চাকরি পেয়েছে, সে ঘটনা কোন দিনই ঘটতো না। খাদ্যের বদলে কাজ দিয়ে এবার আমরা দারুন সংকট কে ঠেকিয়েছি এমন কি বিরোধী পক্ষের এখন যে দারুন সমর্থক, দৈনিক সংবাদ, সে দুঃখ করে বলেছে যে এই খাদ্যের বদলে কাজ থাকার ফলে গ্রামে উত্পাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হতে চলছে। কারণ লোকজন সেখানে যাচ্ছেনা, জোতদাররা লোক পাচ্ছে না। যদিও জানি দৈনিক সংবাদের চোখের জল ফেলা এটা অন্য কোন কারণে নয়, গ্রামের ভেসটেড ইন্টারেস্ট পারসন্স যারা আছেন, যারা দৈনিক ১ টাকা, ২ টাকা দিয়ে লোককে খাটাতো, সেই জোতদাররা এখন অত্যাচার করতে পারছেনা বলে তাদের জন্য মায়া কান্না। যাই হোক এর থেকে একটা বাস্তব জিনিষ বেরিয়ে আসছে এই যে বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের অভাব পূরণ করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা করছেন এবং সাধারণ মানুষকে সংকট থেকে রক্ষার জন্য সক্রিয় এবং তারা ক্ষমতা

রাখে, সে আন্তরিকতা রাখে এটা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা বলেছিলেন যে ছাঁটাই হয়েছে। আমি বলতে চাই, যে উদ্দেশ্যে তাঁরা ছাটাই কর্মচারীদের নিয়েছিলেন মিউনিসি-প্যলটি ইলেকশানকে বানচাল করার জন্য, সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং জনগণের কাছ থেকে তাঁদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে ছাটাই কর্মীদের যারা সেখানে বসিয়েছেন, এখনও মনে করেন তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, অভাবের সুযোগ নিয়ে, তাদের আবার বসাবেন বলে ভাবছেন, যাঁরা এই বিধানসভায় তাদের জন্য ওকালতি করেছেন; তাদের এই মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আগরতলায় একটা লোকও নাই তাঁদের পক্ষে এবং শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে ২৪ তারিখে হরতালের যে ডাক তাঁরা দিয়েছিলেন, একটা পাতাও নড়েনি। তবু তাঁদের শিক্ষা হবে না যে জনগণ কোনদিকে। কাজেই তাঁদের বলছি যে চোখ খুলে দেখুন। আমি আর বেশী বলব না। আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে হাউসের কাছে আশা করব যে আমার এই বাজেট যেন তারা মঞ্জুরী দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জেলের বরাদ্দের উপর কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। জেল এতদিন শাস্তিমূলক ছিল। এই জেলকে যাতে অপরাধীকে সামাজিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়, সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই পরি-চালিত হচ্ছে। অনেক দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের আমরা ছেড়ে দিয়েছি এবং তাদের আজও বেশী করে বাড়ীতে রাখতে চাই অথবা পেরোলে যাতে বাড়ীতে থেকে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে এবং আর যাতে অপরাধের রাস্তায় তারা না যায় সে চেষ্টা করছি। আমরা রাজনৈতিক কর্মী একজনও রাখি নি। বিনা বিচারে নয়, এমন কি যারা শাস্তি পেয়েছিল, তাদেরও আমরা ছেড়ে দিয়েছি। অন্যান্য কয়েদীদের জন্য খাবারের পয়সা আমরা বাড়িয়েছি। তারা যেখানে থাকবেন, সেই থাকার জায়গা যাতে ভাল হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার কয়েকটা কাজ আমরা এখনও করতে পারি নি। কিন্তু করার পরিকল্পনা রয়েছে। একটা হচ্ছে মেয়েরা যারা জেলে রয়েছেন তাদের জন্য আলাদা জেল করা, সব জায়গায় এটা আছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এটা পাঠিয়েছি। দুই কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার জেলের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন; সেখানে আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে এই কাজের জন্য অর্থ চেয়েছি।

জুভেনাইল, মানে অল্প বয়সের নাবালক যারা জেলে যায় তাদের জন্য আলাদা একটা জেল দরকার। কারণ এটা দেখতে হবে যাতে সেটা অপরাধ স্কুলে পরিণত না হয়। যাতে তারা লেখাপড়া করতে পারে এবং অনেক ছেলে ইচ্ছা করলে মেট্রিক পাশ করে আরও পড়তে পারে। সেজন্য আমরা তাদের আলাদা জেলের কথা চিন্তা করছি। তাছাড়া জেলের হসপিটালেরও উন্নতি দরকার। জেলের মধ্যে বাইরে থেকে ডাক্তার নিতে পারেন না। তাদের জীবন সরকারের হাতে থাকে। কাজেই হসপিটালে যে সমস্ত অব্যবস্থা আছে সেগুলি দূর করতে চাই। এছাড়া আগরতলা জেলে যারা পাগল, লুনাটিক, তাদের জন্য একটা জায়গা জেলে রাখা হয়। সেই সমস্ত ব্যাপারে কি

করা যায় সরকার সেই সম্পর্কে ভাবছেন। আমরা এইসব কাজ করার জন্য বিশেষ করে আণ্ডার ট্রায়াল যারা থাকে, বিচারাধীন, সাধারণতঃ সেইসব লোককে নিরপরাধ বলে ধরে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অপরাধ সাব্যস্ত না হয়। কিন্তু আমাদের এখানে নিয়ম হচ্ছে সেই আণ্ডার-ট্রায়ালদের দিয়ে নানা রকম কাজ করানো হয় এবং আণ্ডার-ট্রায়ালরা যদি ছাড়া পায়, তাদের বাড়ী যাবার পয়সা পর্যন্ত দেওয়া হয় না। এইসব অব্যবস্থা দূর করার জন্য আমরা জেল কোডের পরিবর্তন আনার কথা ভাবছি। জেলে যাতে বৃত্তি শিক্ষা করতে পারে তার জন্য বাঁশ বেতের কেন্দ্র আছে, আগরতলায় আছে, সেটা খুবই নাম করেছে। সেখান থেকে রাষ্ট্রপতির পুরস্কারও পেয়েছে। সেটা ভালভাবে চালাতে চাই এবং একটা প্রেস আছে ছাপাখানার কাজ সেখানে শিখতে পারে। অন্য কি কাজ করানো যায় তাও ভাবা হচ্ছে। অম্বর চরকা আছে। দুটো জেলায় জেল হচ্ছে। তবে ছোট ছোট জেল সেগুলি হবে। সেখানে কয়েদী বেশী থাকবে না। আর জেলের যাঁবা কর্মী তাঁদের অনেক অসুবিধা আমরা দূর করেছি। তাঁরা আগে যে বেতন পেতেন সেটা সিপাইদের বেতন থেকে কম ছিল। সেটা সিপাইদের বেতনের সমান করেছি এবং তাঁদের রেশন দেওয়া হত না, সেই রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। তাঁদের সমিতি করার অধিকার দিয়েছি, কল্যাণ সমিতি তাঁরা করেছেন এবং তাঁদের যে বক্তব্য তাঁরা সরকারের কাছে যাতে শান্তিপূর্ণ এবং বৈধভাবে রাখতে পারেন, সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে স্টেট প্ল্যানের জন্য কিছু বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এখানে একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের যেখানে স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড তৈরী হয়েছে; যেখানে প্ল্যানিং কমিশন যে গাইড লাইন দিবেন, সেটা একেবারে কপি করে হুবহু চালু করার কথা আমরা চিন্তা করছি না।

আমরা তা করব না। প্ল্যানিং কমিশন যে গাইড লাইন দিবেন, সেই গাইড লাইন কতখানি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, সেটা ত্রিপুরা স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড ঠিক করবেন এবং ত্রিপুরার অবস্থা, ত্রিপুরার জমির যে অবস্থা, ত্রিপুরাতে শিল্প গড়বার যে পরিস্থিতি, ত্রিপুরার ইনফ্রাসট্রাকচার, এই সমস্ত কাজ করার জন্য যে সমস্ত বুনিয়াদ প্রস্তুতির দরকার, সেগুলি বিচার বিবেচনা করে ত্রিপুরার প্ল্যান তৈরী হবে এবং বিচার বিবেচনা শুধু আমরা কয়েক জন মন্ত্রীই করব না, বিচার বিবেচনা যাকে মাইক্রো প্ল্যান বলা হয়, অর্থাৎ পঞ্চায়েত থেকে সেই বিচার বিবেচনার কাজ আরম্ভ হবে। গ্রামের লোক বলবে যে আগামী পরিকল্পনায় তাদের কি প্রয়োজন, গ্রামের জন্য কোথায় কি প্রয়োজন, তারা সেটা সেখান থেকে বলে দিবেন কাজেই এই সমস্ত রিপোর্টকে ভিত্তি করে আমরা আমাদের পরিকল্পনা তৈরী করব। আমাদের পরিকল্পনা বোর্ডের যারা ডিপুটি চেয়ারম্যান ইত্যাদি হবেন, তাদের জন্য আমরা গাড়ীর ব্যবস্থা করি নি, তাদের জন্য মোটা বেতনের ব্যবস্থা করি নি, আমরা খুব অল্প খরচে যাতে স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড কাজ চালাতে পারে এবং সে জন্য আমরা ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং বোর্ড যে ছিল, সেটাও আমরা তুলে দিয়েছি, সেটার কোন দরকার নেই। আমাদের সবই স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড করবে। অল্প খরচে আমরা কাজ করতে চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার,

এখানে রাজ পরিবারের জন্য কিছু ভাতার ব্যবস্থা আছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে প্রাক্তন মহারাজার সঙ্গে ভারত সরকারের এই ব্যাপারে একটা চুক্তি হয় এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী আমাদের তাদের ভাতা দিতে হয়। কিন্তু রাজ পরিবারগুলির মধ্যে এমন অনেক বৃদ্ধ আছেন, যারা মাত্র ৪০ টাকা করে পাচ্ছেন এবং তাদের অনেকের বয়স ৯০ হয়ে গেছে। ৪০ টাকায় তাদের কিছু হতে পারে না। কাজেই আমাদের সরকার ঠিক করেছেন অন্ততঃ ৪০ টাকাকে ১০০ টাকা যাতে করে দেওয়া যায়। আর তার জন্যই আমরা কিছু বরাদ্দ তাঁদের জন্য রেখেছি। তাছাড়া এখানে বরাদ্দ রেখেছি অন্য যারা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা আছেন, যারা কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছেন এবং যাঁদের খাওয়াবার মত কোন লোক নাই, এই রকম যারা নাকি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা আছেন তাদের জন্য আমরা ভাতার ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় এটা অনুভব করবেন যে একজন লোক সারা জীবন দেশের জন্য কাজ করে যায়, কারণ আমাদের মার্কস-বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি মনে করেন দেশের যা কিছু সম্পদ, তার সৃষ্টিকর্ত্তা, যারা হাতে কাজ করেন গ্রামেগঞ্জে কলে কারখানায়, তারা সারা জীবন ধরে দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করে যান, অথচ বুড়ো হলে তাদের খাওয়াবার কেউ থাকে না, কারণ তাদের অধিকাংশই গরীব পরিবার থেকে আসেন এবং তারা কর্মক্ষমতা হারালে, সমাজের প্রয়োজন, আমাদের সরকারের প্রয়োজন তাদের বাকী জীবন কয়টা বাঁচিয়া রাখা। সে দিক থেকে আমরা তাদের জন্য একটা ভাতা রেখেছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এছাড়া যারা পেনশন হোল্ডার, তাদেরও জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কিন্তু তাদের পেনশন বাড়ছে না। আমরা গতবার যখন কোয়ালিশনে ছিলাম, তখন ১০ টাকা করে তাদের পেনশন বাড়িয়ে ছিলাম, তারপর কর্মচারীরা নূতন ডি, এ, পেয়েছে কিন্তু পেনশন হোল্ডারা কিছু পান নি। আমরা ভাবছি যে অন্ততঃ পক্ষে যারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছেন, যারা ১০০ টাকাও পেনশন পান না, তাদের পেনশনটা যাতে ১০০ টাকা করা যায়, তারজন্য আমরা কিছু টাকা আমাদের বাজেটে রেখেছি এবং মন্ত্রিসভা এই সম্পর্কে পরে তাদের সিদ্ধান্ত নিবেন। আর সারা ভারতে পেনশন সম্পর্কিত যে রুল আছে, সেটা আমরা ত্রিপুরায় চালু করার কথা ভাবছি এবং সেটা চালু করব। এছাড়া এখানে টাকা রাখা হয়েছে সৈনিক বোর্ডের খরচ বাবত। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে যারা দেশরক্ষার কাজ করেন, তারা সেই কাজ থেকে চলে আসলে,—তারা অনেক লড়াইতে অংশ গ্রহণ করেছেন, যেমন বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়েও তারা লড়াইতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং দেশরক্ষার যে পবিত্র দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তারা অনেক সময়ে নিজের জীবন দান করেন এবং তা করে দেশ রক্ষার দায়িত্ব তারা পালন করেন। সেজন্য দেশের এবং সমাজের কিছু কর্ত্তব্য আছে তাদের প্রতি, সেই কর্ত্তব্য আমাদের পালন করতে হবে। তারজন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয় রাজ্য সরকারের খুব বেশী টাকা নেই, সৈনিক বোর্ডের হাতেও খুব বেশী টাকা আসে না। তারই মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি। যে সব কলোনিগুলি ছিল, সেসব কলোনিগুলি টিলাতে ছিল, সেগুলি তাদের কোন কাজেই লাগে নি। আমরা চেষ্টা করব ঐ কলোনী গুলিতে কোন ক্যাস ক্রপ করা যায় কিনা, রাবার ইত্যাদির মত করে, তাদের কিছু

সাহায্য করা যায় কিনা, অথবা অন্যভাবে তাদের পুনর্বাসন কোথায় কিভাবে দেওয়া যায়, তাদের ছেলেমেয়েদের কিছু চাকুরী দেওয়া যায় কিনা, সেই সমস্ত দিক থেকে আমরা প্রাক্তন সৈনিকদের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পালন করবার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করার চেষ্টা করেছি। আশা করি মাননীয় সদস্যরা সেই বরাদ্দ মঞ্জুর করবেন।

মিঃ স্পীকার—ডিমাণ্ড এবং কাট মোশানের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি ডিমাণ্ডগুলি একটির পর একটি ভোটে দেব। অবশ্য যে সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান আছে, সেক্ষেত্রে প্রথমে আমি কাটমোশানগুলি ভোটে দেব।

Mr. Speaker—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 50,85,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 32 (Major head 314—Community Development—Rs. 50,85,000), was put and passed by voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 59,93,000 [inclusive of the sume specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 33 (Major head 314—Community Development—Water Supply & Sanitation—Rs. 59,93,000), was put and passed by voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 14,25,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979, in respect of Demand No. 45 (Major head 714—Loans for Community Development—Rs. 14,25,000), was put and passed by voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 23,97,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of

Demand No. 12 (Major head 256—Jails—Rs. 23,97,000) was put and passed by voice vote.

The demand is passed.

Next question before tne House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exeeding Rs. 21,51,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 12 (Major head 296—Secretariat Economic Services (Evaluation Organisation)—Rs. 2,51,000) (Major head 304—Other General Economic Services (Economic Advise & Statistical Rs. 19,00,000), was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 32,50,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 13 (Major head 258—Stationery & Printing Rs. 32,50,000). was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 2,58,86,000 [inclusive of the sume specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of demand No. 13 (Major head 247—Other Fiscal Services (Promotion of Small Savings—Rs. 35,000) (Major head 265—Other Administrative Services (Addl. D. A. etc) Rs. 1,55,00,000)(Major head—255—Other Administrative Services—State Lottery—Estt. Charges—Rs. 1,00,000) (Major Head 265—Other Administrative Services—Payment of Subvention to A. F. C.,—Rs. 30,000) (Major head 266—Pension & Other retirement benefits-Rs. 53,71,000) (Major head 268—Misc. General Services (State Lottery—payment to Agent etc.)—Rs. 23,00,000) (Major head 288—Social Security & Welfare —Pension to old and invalid persons—Rs. 25,00,000), was put and passed by the voice vote.

The demands is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,08,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriatiom (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 22 (Major head 299—Social Security & Welfare (Rajya Sainik Board) Rs. 1,08,000), was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 26,07,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote ou Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 22 (Major head 283—Housing-Housing sites—Minimum Needs Programme Rs. 6,00,000) (Major head 288—Social Security & Welfare-Resettlement of landless Agri. labourers—Rs. 11,27,000) (Major head 304—Other General Economic Servicese Improvement of Important Markets—Rs. 8,80,000), was put and passed by the voice vote.

The Demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,50,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 25 (Major head 268—Misc. General Services—payment of allowances to the families and dependents of ex-rulers Rs. 1,50,000) was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 9,90,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of demand No. 25 (Major head 288—Social Security & Welfare (Relief & Rehabilitation of displaced persons—Rs. 9,90,000), was put and passsed by the voice vote.

The demand is passed.

Nezt question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 70,70,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account)

Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of demand No. 27 (Major head 298—Cooperation—Rs. 70,70,000), was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz পঞ্চায়েত রাজের ব্যাপারে সরকারী নীতি সম্পর্কে was put and lost by he voice vote.

The cut motion is lost.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 91,10,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 27 (Major head 314—Community Development--Panchayat Rs. 91,10,000), was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 3,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978/], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 28 (Major head 314—Community Development—State Planning Machinery—Rs. 3,00,000), was put and passed by the voice vote.

The Demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 15,97,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 28 (Major head 287—Labour and Employment—Craftsman Training Rs. 10,66,000) (Major head 304—Other General Economic Services—Regulation of Weights & Measures—Rs. 5,31,000) was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 20,00,000 [inclusive of the sums

specified in cloumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment durıng the year ending 31st March. 1979, in respect of Demand No. 37 (Major nead 482—Capital Outly on Public Health, Sanitation & Water Supply (L. S. G)--Rs. 20.00,000), was put and passed by the voice vote.

The Demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs, 5,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No, 37 (Major head 511—Capital Outlay on Dairy Development Rs. 5,00,000], was put and passed by the voice vote.

The Demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 15,18,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the yeaı ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 37 (Major head 482—Capital Outlay on Public Health, Sanitation & Water Supply—Rs. 5,18,000) (Major head 499—Capital Outlay on Special & Backward Areas (N. E. C. Schemes for construction of Pharmacy Institute—Rs. 10,00,000) was put and passed by the voice vote.

The Demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 10,00,000]inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Approppriaton (Vote on Account Bill), 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 37 [Major head 500—Investment in General Financial & Trading Institution (Forest) Rs. 10,00,000), was put and passed by the voice vote.

The Demand is passed

Next question before House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 30,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1978.] be granted to defray the charges which will come in course of payment

during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 40 (Major head 677—Loans for Education, Art & Culture— Rs. 30,000), was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 65,87,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 40 (Major head 498—Capital Outlay on Co-operation Rs. 24,66,000) (Major head 698—Loans for Co-operative Societies— Rs. 41,21,000), was put and passed by the voice vote.

The Demand is passed,

Next there is a cut motion on the Demand for Grant No. 42 given notice of by Shri Drao Kumar Reang. But as the mover of the cut motion was absent the motion falls through. Now, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 6,60,00,000 [inclusive of the sums speeified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 42 (Major head 509—Capital Outlay on Food and Nutrition Rs. 6,60,00,000), was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not execeeding Rs. 43,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Accout) Bill, 1978,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 42 (Major head 538—Capital Outlay on Roads and Water transport Services—Rs. 43,00,000), was put and passed by the voice vote.

The demand is passed.

Now, I would request the Hon'ble Chief Minister to move for leave to introduce the Tripura Appropriation Bill, 1978 (Tripura Bill No 2 of 1978).

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation Bill 1978 (Tripura Bill No 2 of 1978).

Mr. Speaker—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that the leave to introduce the Tripura

Appropriation Bill, 1978 (Tripura Bill No. 2 of 1978), was put and passed by the voice vote.

The Leave is granted.

Members are requested to collect, their copies from the 'Notice Office'.

Now, the Hon'ble Chief Minister will make statements on Calling Attention Notices.

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—বিধান সভার সদস্য শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মার দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্ন বিষয়ঃ গত ৭ই জুন বিশালগড় থানার অন্তর্গত বংশীবাড়ী গাঁও সভার সদস্য শ্রীনন্দলাল দেববর্মাকে রাত দুপুরে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা ডেকে নিয়ে মারধোর করা সম্পর্কে।

তদন্ত করিয়া জানা যায় যে গত ৯ই জুন বিকাল সাড়ে চারটায় শ্রীনন্দলাল দেববর্মা বিশালগড় থানায় এই মর্মে এক লিখিত অভিযোগ দাখিল করে যে গত ৭ই জুন সন্ধ্যায় তিনি যখন তুলশীমুড়া বাজার হইতে বাড়ী ফিরিতে ছিলেন তখন বিশালগড় থানার অন্তর্গত শোভা ঠাকুর পাড়ার সর্বশ্রী অখিল দেববর্মা, পিতা মৃত বাহু দেববর্মা এবং সুরেন্দ্র দেববর্মা পিতা মৃত রাজচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র শ্রী ললিত দেববর্মার বাড়ীতে যাইতে বলে। সে তাহাদের সংগে যায় এবং দেখিতে পায় যে ঐ বাড়ীতে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির একটি সভা চলিতেছে। সভার বিষয় বস্তু হলো নূতন গাঁও সভার উপপ্রধান নির্বাচন সম্পর্কিত। জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীনন্দলাল এই নির্বাচনে তাহার মত দিতে নারাজ হয়। কারণ নবনির্বাচিত গাঁও প্রধান সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ইহাতে ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির সদস্যরা জোর জবরদস্তি করিয়া সাদা কাগজে শ্রীনন্দলাল দেববর্মার সহি আদায় করে। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যখন অশ্লীল ভাষায় বামফ্রন্টের সমালোচনা করে তখন অভিযোগকারী আপত্তি জানায়। এই আপত্তি শুনিয়া জয়মঙ্গল চৌধুরী পাড়ায় মৃত নিশান চন্দ্র দেববর্মার পুত্র হরিরায় দেববর্মা তাহাকে ধরিয়া রাখে এবং ঐ গ্রামেরই অপর একজন শ্রীসচিন্দ্র দেববর্মা পিতা মৃত নিদান দেববর্মা তাহার উপর আক্রমণ চালায়। অভিযোগে ইহাও বলা হইয়াছে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থন-কারীরা বামফ্রন্ট সমর্থনকারীদের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তথায় শান্তি ভঙ্গের আশংকা আছে। অভিযোগটি বিশালগড় থানায় ৯-৬-৭৮ইং তারিখের জেনারেল ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ১৫-৬-৭৮ ইং তারিখে ঘটনার স্থলে তদন্ত করা হয়। তদন্তের সময়ে নন্দলাল দেববর্মা নিম্নলিখিত বিবৃতি দেয়ঃ—

আমার নাম শ্রী নন্দলাল দেববর্মা পিতা মৃত রঘুমণী দেববর্মা সাং বংশীবাড়ী, থানা বিশালগড়। আমি গত ৭ই জুন বুধবার সন্ধ্যায় সময় লালসিংমুড়া বাজার হইতে ফিরিবার সময় শ্রীঅখিল দেববর্মা ও সুরেন্দ্র দেববববর্মা আমাকে ললিত দেববর্মার বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেখানে যুব সমিতির মিটিং চলিতেছিল। উপ-প্রধান নির্বাচনে আমার সম্মতি ছিল না। তাহারা চাপ সৃষ্টি করিয়া একটি কাগজে আমার সই নেয়। তাহারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুতসা গাইলে আমি তাহাতে বাধা দিলে জয় মঙ্গল চৌধুরী

পাড়ার শ্রীহরিরায় দেববর্মা ও শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা আমাকে মারধর করে। এই ঘটনা আমি ৯ই জুন শুক্রবার বিশালগড় থানায় জানাই। বিবাদিরা আমাকে চড় থাপ্পড় দেওয়ায় এবং আমার শরীরে তেমন কোন জখম না থাকায় আমি হাসপাতালে যাই নাই। তদন্তে ইহা প্রমাণ পায় যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা গুণ্ডা প্রকৃতির এবং তাহারা বামফ্রন্টের সমর্থনকারীদের আক্রমণের ভংগীতে শাসায়। যারা এটা করেছেন তাদের নাম হচ্ছে ১) শ্রীহরিরায় দেববর্মা পিতা মৃত নিশান চন্দ্র দেববর্মা, বিশালগড় থানার অন্তর্গত জয়মঙ্গল চৌধুরী পাড়ার। ২) শ্রীশচিন্দ্র দেববর্মা পিতা মৃত নিদান দেববর্মা, জয়মঙ্গল চৌধুরী পাড়া থানা বিশালগড়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ এবং ১১৩ ধারায় ১৬-৬-৭৮ তারিখে ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে এবং বিষয়টির প্রতি তিক্ষ্ণ নজর রাখা হইতেছে।

আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আছে। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী এবং তপন চক্রবর্তী নোটিশ দিয়েছেন। সেটা হল সম্প্রতিকালে ধর্মনগর আগরতলা, কৈলাসহর—আগরতলা এবং সাব্রুম—আগরতলা রোডে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের ফলে যাত্রীবাহী টি-আর-টি-সি মোটর বাস অচল হওয়া সম্পর্কে।

উল্লেখিত টি-আর-টি-সির রাস্তায় কোন রূপ অন্তর্ঘাতমূলক কাজের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক এখানে বলিতে পারা যায় যে গত ২৭-৫-৭৮ইং তারিখে অতিবৃষ্টির ফলে ধ্বস নামার জন্য আমবাসা তেলিয়ামুড়া রাস্তাটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ২৮-৫ ৭৮ইং তারিখ রাত্রেই ধ্বস অপসারণ করায় রাস্তাটি পুনরায় চালু হইয়া যায়। ইহা ছাড়া ২১-৫-৭৮ইং তারিখ হইতে অতিবৃষ্টির ফলে খোয়াই, কমলপুর কৈলাসহর, ধর্মনগর এবং সাব্রুমের যোগাযোগ রাস্তাগুলি বার বার বন্যার জলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কৈলাসহরের পৈতুর বাজার পাবিয়াছড়া হইতে কুমারঘাট এবং সদর এলাকার খয়েরপুর প্রভৃতি স্থানের নিকটবর্তী নীচু অঞ্চলগুলি এই সময়ে জলমগ্ন হইয়া যায় ফলে কিছু সময়ের জন্য ঐ সব রাস্তাগুলি দিয়ে টি-আর-টি-সি বাস চালনা করা সম্ভব হয় নাই। সাব্রুমের মনু বাজারের নিকট মনুনদীর উপর সেতুটি অতিবৃষ্টির ফলে গত ৫-৬-৭৮ ইং তারিখে বন্যার প্লাবনে নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য হরিনা হইতে সাব্রুমের মনু পর্য্যন্ত রাস্তাটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যাত্রীবাহী টি-আর-টি-সি রাস্তাগুলি পথে আটক হওয়ায় মূল কারণগুলি হল ঃ—

১) বাসগুলো পুরানো হয়ে গেছে এবং সেগুলো যথাসময়ে মেরামতি হয় নাই। উপযুক্ত যন্ত্রাংশের অভাবে বাসগুলো চলতি মেরামতির অসুবিধা। যে সকল কর্মী চলতি মেরামতির কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের কিছু সংখ্যক কর্মী কাজের প্রতি অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন। যথাসময়ে মেরামতি না করার ফলে রাস্তায় চলাচল উপযোগী বাসের সংখ্যা কমে গেছে। ন্যাশনেল হাইওয়ের উপর দিয়া টি-আর-টি-সি নিম্নোক্ত পথে বাস সার্ভিস চালু করিয়াছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় ট্রেন্সপোর্ট মন্ত্রী এই ধরনের রাস্তার মধ্যে গাড়ী আটকে যাওয়া সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই এই ব্যাপারে আমি আর বক্তব্য দীর্ঘ করতে চাইনা। মাননীয় স্পীকার স্যার,

টি-আর-টি–সি বাস প্রাকৃতিক দুর্যোগেও অনেক সময় অচল হয়ে যায়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও টি-আর-টি-সির বাস অনেক সময় অচল হয়। তার অনেকগুলি কারণ আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে টি-আর-টি-সি বাসের তার বিভিন্ন পার্টস অনেক সময় টি-আর-টি সি থেকে চুরি হয় এবং টি-আর-টি-সির বাস ফিরে আসলে সেটাকে ঠিকমত চেক আপ করা হয়না। কাজেই অনেক সময় খারাপ বাস হয়তো ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পথে গিয়ে অচল হয়। যার ফলে যাত্রীদের খুব দুর্ভোগ হয়। কাজেই এই ধরনের রাস্তার মধ্যে বাস আটকে না পরে সেদিকে সরকার নজর দেবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, সম্প্রতিকালে যে সমস্ত দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এই সমস্ত পার্টস চুরি করে গণ্ডগোল বাধাঁবার চেষ্টা করছে এবং সারা ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের ইমেজকে নষ্ট করার যে চক্রান্ত করছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটুকু বলতে পারি যে কিছু কিছু কর্মী বিভ্রান্ত আছেন এবং তাদের কাজ কর্মের ফলে টি.আর.টি.সি বাসের উন্নতি করার জন্য যে কর্মসূচী আছে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে এটা আশার কথা যে কর্মচারীদের অধিকাংশ তাদের সঙ্গে নেই এবং সরকার তাদের সহযোগিতা পাচ্ছেন এবং কর্তৃ-পক্ষের সহযোগিতাও পাচ্ছেন এবং আশা করছি যারা বিভ্রান্ত তারাও টি.আর.টি.সিকে জাতীয় সম্পদ মনে করে তারা সরকারকে সহযোগিতা করবেন এবং টি,আর.টি.সির যে অব্যবস্থা আছে সেই অব্যবস্থা দূর করতে সহায়তা করবেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বাসের পার্টস চুরি যায় এবং এই জন্য বাসগুলি রাস্তায় আটকে যায় এগুলি বন্ধ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, চুরির জায়গা এতগুলি আছে যে বন্ধ করতে একটু সময় লাগবে। যেমন গাড়ীটা যখন আসে গাড়ীটা আমরা যেখানে রাখি সে জায়গাটা একটা উন্মুক্ত জায়গা। আমরা এখনও ওয়াল দিতে পারি নি। আগে সেখানে পুলিশ ছিল না এখন পুলিশ বসিয়েছি এবং সারা রাত্রি পাহাড়া থাকে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এবং যদি কেউ ঢোকে তাহলে যাতে নাম বলে যায়। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। কাজেই আমরা ওয়ালটাকে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য চেষ্টা করছি। ওয়াল হলে চুরিও কমানো যাবে এটা মামনীয় সদস্যদেরকে বলতে পারি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, টি আর টি সিতে সমন্বয় কমিটির অনেক কর্মচারী বসে। তারা থাকা সত্বেও যে পার্টসগুলি চুরি যাচ্ছে তাহলে কি এটা বলতে হবে যে এই সমন্বয়ীরা এই চুরির কাজে বা কর্মে লিপ্ত আছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে আমি জানাতে চাই যে এতদিন সমন্বয় কমিটি সেখানে ছিল না বলেই এই সমস্ত অব্যবস্থা হয়েছে এখন সমন্বয় কমিটির সদস্যরা সাহায্য করছেন এই কাজে এবং তার ফলে কিছু কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সমন্বয় কমিটির লোকেরা থাকলে গড়ীগুলি সচল থাকবে এটা কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে চান ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারি নি। এটুকু বলছি যে সমন্বয় কমিটির লোকেরা সরকারের নীতিকে সমর্থন করছেন এবং সরকারের নীতি হল টি আর টি সির বাস চালু রাখা। কাজেই সমন্বয় কমিটি থাকলে বাস এবং অন্যান্য গাড়ী চালু রাখতে গিয়ে আমাদের সুবিধা হবে এটুকু আমাদের বিশ্বাস আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আগামী ২৮শে জুন ১৯৭৮ ইং বুধবার বেলা ১১টা পর্যন্ত হাউস মুলতুবি থাকবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure A

Admitted Starred Question No. 59.
By : Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Deptt. be pleased to State :---

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের অনেক সংখ্যক বিদ্যালয়ের ভূমির কবলা (ডকুমেন্ট) পত্র নিয়ে গোলযোগ আছে ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ এবং সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

২) তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 73
by : Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :---

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার আদিবাসীদের কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের কাছে কি না ?

২। না থাকিলে, তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 80
By—Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

১। আগরতলার আশ্রম চৌমুহনীর নিকট যে Larry Weigh Bridge বসানো হয়েছিল সেটি বর্তমানে চালু আছে কি ?

২। এই Larry Weigh Bridge কোন সনে বসানো হয়েছিল ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—পরিবহনমন্ত্রী।

১। হ্যাঁ, চালু আছে।

২। ১৯৬০ ইং সনে বসানো হয়েছিল।

STARRED QUESTION No. 152
By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। কতজন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী এখনও সংশোধিত হারে বেতন পাচ্ছেন না ;

২। এঁদের মধ্যে বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা কত ;

৩। এই সকল শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে সংশোধিত হারে বেতন এবং বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩।

STARRED QUESTION No. 197
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :--

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত টি-আর-টি-সি এর বাস অনিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিতেছে ?

২। সত্য হইলে বাস সার্ভিস নিয়মিত করার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 214

By :- Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। "Associate Women Workers Scheme" ত্রিপুরাতে কখন চালু করা হয় ?

২। ইহা কি সত্য যে ১৯৭৭-৭৮ সালে এই প্রকল্পের জন্য এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। ১৯৭৬–৭৭ সালে।

২। না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 215

By :- Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :--

১। ছৈলেংটাতে যে ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেমনোস্ট্রেশান প্রজেক্ট চালু করা হয়েছে তাতে কত শিশু আছে ?

২। ইহা কি সত্য যে অনুরূপ একটি প্রকল্প চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চিঠি দিয়েছে ?

উত্তর

১। ছৈলেংটাতে ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেমনোস্ট্রেশান প্রজেক্ট নামে কোন স্কীম চালু নাই তবে সেখানে ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভলাপমেন্ট সারভিসেস্ স্কীম নামে একটি প্রকল্প চালু আছে এবং ঐ প্রকল্পের অধীনে বর্ত্তমানে ৬,৬৯৩ জন শিশু আছে।

২। ভারত সরকার দক্ষিণ ত্রিপুরার ডুম্বুরনগর ব্লকের জন্য অনুরূপ একটি প্রকল্প অনুমোদন করিয়াছেন।

STARRED QUESTION No. 226

By :-- Shri Shyamal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য হাপাইয়াবাড়ী জে. বি. স্কুল এবং পুর্ব হামপাড়া জে. বি. স্কুল (পশ্চিম করভোগ) এ দীর্ঘদিন যাবৎ কোন স্কুল ঘর নাই ; এবং

২। যদি সত্য হয়, তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হাপাইয়া বাড়ী নিম্ন বুদিয়াদী বিদ্যালয় গৃহ অগ্নিতে ভষ্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং পূর্বহাম বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 231.

By Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :---

প্রশ্ন

১। গামারিয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে আগামী আর্থিক বছরে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি ?

১। না নিয়ে থাকলে ইহার কারণ কি ?

৩। ইহা কি সত্য ১৯৭৮ সাল থেকে বেসরকারী উদ্যোগে গামারিয়া স্কুলে নবম শ্রেণী চালু করা হয়েছে ?

উত্তর

১। না।

২। এলাকাটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সত্তাবলী এখনও পূরণ করে না।

৩। হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED NO. 234.

By Shri Swaraijam Kamini Thakur Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াইতে বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে কলেজ চালু করার ব্যাপারে সরকার কতটুকু অগ্রসর হয়েছিল ?

২। বর্ত্তমান বর্ষে কলেজ গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হবে কি ?

৩। কলেজের জন্য জায়গা খরিদ করার কাজ কি সম্পন্ন হয়েছে ?

উত্তর

১। খোয়াই-এ বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে কলেজ চালু করার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। তবে আগামী আর্থিক বৎসরে কলেজ চালু করার জন্য সরকার জায়গা ও গৃহ নির্মাণ ব্যাপারে প্রারম্ভিক প্রস্তুতি আরম্ভ করেছেন।

২। গৃহ নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩। না।

ADMITTED STARRED QUESTION. NO. 250.

By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :---

প্রশ্ন

১। ১৯৭৫-৭৬ ইং এবং ১৯৭৬-৭৭ ইং সনে কমলপুরের বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্ত্তৃক কত টাকার শ্লেট পেন্সিল ক্রয় করা হইয়াছিল এবং কোন পদ্ধতিতে ?

২। ঐ শ্লেট পেন্সিল বছরের কোন মাসে ক্রয় করা হইয়াছিল এবং কোন মাসে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হইয়াছিল ?

৩। ইহা কি সত্য ঐ শ্লেট পেন্সিল ছেলেমেয়েদের ব্যবহারের উপযুক্ত ছিলনা ? এবং

৪। যদি না থেকে থাকে তবে শিক্ষা দপ্তরের কর্তৃক এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৬-৭৭ ইং সনে কমলপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃক টেণ্ডারের মাধ্যমে ১৩,৮৯৯ টাকা ৫০ পয়সার শ্লেট ও পেন্সিল ক্রয় করা হইয়াছিল। ১৯৭৫-৭৬ইং সনে ঐ খাতে কোন টাকা ব্যয় করা হয় নাই।

২। শ্লেট ও পেন্সিলগুলি ১৯৭৭ ইং সনের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ক্রয় করা হইয়াছিল এবং ঐ সনের এপ্রিল হইতে আগস্ট মাসের মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হইয়াছিল।

৩। এরূপ কোন অভিযোগ নেই।

৪। নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখা যেতে পারে।

STARRED QUESTION NO. 251.

By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৫-৭৬ইং এবং ১৯৭৬-৭৭ ইং সনে কমলপুরের বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে ছাত্রদের সরবরাহ করার জন্য পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করা হয়েছে কি ;

২। যদি হয়ে থাকে তবে কত টাকার পুস্তক ক্রয় করা হয়েছিল (সন ভিত্তিক) এবং কি পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছিল ;

৩। ঐ ক্রয়ের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের কোন নির্দেশ বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস কর্তৃক অমান্য করা হয়েছিল কি ;

৪। যদি অমান্য করা হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি ;

৫। যদি না নেওয়া হয়ে থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১।

২।

৩। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

৪।

৫।

STARRED QUESTION NO. 278
By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Miuister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা-কমলপুর রুটে টি, আর, টি, সি এর বাসগুলি নিয়মিত না চলার কারণ কি ?

২। কমলপুর বিভাগের যাত্রীদের সুবিধার জন্য দুটি বাস চালু করার চিন্তা সরকার করছেন কি ;

৩। যদি করে থাকেন তবে কবে পর্য্যন্ত দুটো বাস চলাচল করবে ?

উত্তর

১। রাস্তায় চলিবার উপযোগী প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাসের অভাব।

২। হ্যাঁ।

৩। সম্প্রতি আগরতলা-কমলপুর রুটে দুটি করিয়া বাস চালু করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 283
By Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :---

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খাদ্য শস্যের অপর্য্যাপ্ত এবং অনিয়মিত সরবরাহের ফলে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে ;

২। যদি সত্য হয় তবে এর প্রতিকারের জন্য সরকার আশু কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

৩। বর্ষার মরশুমে রেশনে নিয়মিত চাল সরবরাহের জন্য সরকার মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন কি ;

৪। যদি গড়ে থাকেন তবে তার পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার চেষ্টা হইতেছে।

৪। ১০,০০০ মেট্রিক টন পরিমাণ চাউলের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এলটমেন্ট পাইয়াছেন। খাদ্য নিগমের নিকট হইতে ঐ চাউল নেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 290

By Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সরকারী ও বেসরকারী কলেজ শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে তপশীলি জাতি ও উপজাতির কোটা পূর্ণ হয়েছে কি ?

২। যদি না হয়ে থাকে তবে শতকরা কতটি আসন শূন্য আছে ;

৩। এইগুলি কবে পর্য্যন্ত পূর্ণ হবে এবং কোন ভিত্তিতে ?

উত্তর

১। সরকারী কলেজ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত কোটা পূরণ হয়নি। বেসরকারী কলেজ শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

২। সরকারী কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি সমূহের জন্য সংরক্ষিত পদের ৪টি এবং উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদের ৬টি বর্ত্তমানে খালি আছে। বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

৩। সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সংরক্ষিত পদগুলো পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী পেলে শীঘ্রই পূরণ করা যেতে পারে। বেসরকারী কলেজ শিক্ষকের কোন পদ বর্ত্তমানে খালি আছে কি না তা নিরূপিত হলেই এ সম্পর্কে নিয়োগ নীতি অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হবে।

STARRED QUESTION NO 292

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রেলযাত্রীদের সুবিধার জন্য আগরতলায় রেলওয়ে বুকিং অফিস করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

১। আগরতলায় একটি রেলওয়ে বুকিং অফিস খোলার প্রস্তাব পরীক্ষাধীন আছে। উক্ত বিষয়টি অদ্যাবধি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত পত্রাপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ চলিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 293

by Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ত্রিপুরায় আসার ক্ষেত্রে অনেক সময় আসামের নিউ বঙ্গাই গাঁও রেল জংশনে Transhipment এ অযথা দেরী হওয়ায় ত্রিপুরাবাসী সংকটে পড়েন, এটা কি সত্য ?

২। সত্য হলে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমে ফুড্ এণ্ড এসেনসিয়েল কমডিটির মুভমেন্টকে যথাযথ রাখার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। সাধারণতঃ ইহা সত্য নহে। তবে কখন কখন অসুবিধায় যে না পড়তে হয় তা নয়

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 310

By Sri Akhil Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state---

1. Is there any proposal to up-grade the scale of pay and status of Asst. Teacher of High/Higher Secondary School of Tripura at par with College Teachers holding 2nd Class Masters Degree with Honours plus Degree in Education from Recognised University ?

ANSWER

Reply to Question No. 1 :---NO.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 311.

By Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গঙ্গানগর, চোরাইবাড়ী এবং ব্রজেন্দ্রনগর সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিকে হাই স্কুলে রূপান্তরিত করা হবে কি ?

২। যদি করা হয় কবে পর্য্যন্ত হবে ?

উত্তর

১। যথা সময়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 312

By—Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কদমতলা মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত এলাকার জনসংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যার নিরিখে স্কুলটিকে দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুলে রূপান্তরিত করা হবে কিনা।

২। যদি করা হয় তবে কবে পর্যন্ত করা হবে ;

৩। বর্তমান স্কুলের জন্য ঘর, লাইব্রেরী, লেবরেটরী ইত্যাদি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও বিগত বছরে স্কুলটিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে রূপান্তরিত না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। বিষয়টি যথাসময়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রয়োজনীয় ঘর, ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা আছে—এটাই কোনও স্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য্য বিষয় নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 313

By—Shri Akhil Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

1. Is there any scheme for Reservation of employment for the Backward communities in Tripura ?

2. If so, what is the quota ?

2. If no whether the Left Front Government has got any scheme for such reservation as in State of Bihar and States of India ?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে তপশিলী উপজাতি ও তপশিলীজাতি ব্যতিত অন্য কোন অনুন্নত শ্রেনীর জন্য চাকুরী ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন কোটা সংরক্ষিত নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি ব্যতিত অন্য কোন অনুন্নত শ্রেণীর জন্য চাকুরীক্ষেত্রে কোটা সংরক্ষণের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

STARED QUESTION NO. 314

By—Shri Akhil Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

1. What are the educational benefits given to the students of Backward Communities in Tripura ?
2. Is there any particular budget for giving stipend to the students of Backward Communities in schools and Colleges in Tripura as is for Scheduled Castes, scheduled tribes ?

ANSWER

1. Backward Communities denote Scheduled Castes and Scheduled tribes only. Students belonging to these communities are given different educational concessions upto the collegiate stage.
2. Yes, budget provision exists for stipend etc. for scheduled tribe and scheduled caste students.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 315.

By—Shri Nakul Das.

Will the Minister Hon'ble in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের যে সকল বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই সেই সকল বিদ্যালয়ের জন্য প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কিনা ?

২। যদি হয় কবে পর্যন্ত হবে ?

৩। মানিক ভাণ্ডার হরচন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ কবে পর্যন্ত হবে ?

৪। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে পূর্বের শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখ পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পরিসংস্করণ করা হবে কি ?

উত্তর

১। বে-সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করার দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিচালন কর্তৃপক্ষের।

২। সরকারের পক্ষে তাহা বলা সম্ভব নহে।

৩। মানিক ভাণ্ডার হরচন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রশাসককে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৪। বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—B

UN-STARRED QUESTION NO. 42

By—Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৭৮ সালের মার্চ অবধি ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট কত টাকা গাড়ী মেরামত বাবদ খরচ হয়েছে তার দপ্তর ও বছর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিবহণ মন্ত্রী

১) বিভিন্ন দপ্তর হইতে যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তাহা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

TOTAL EXPENDITURE FOR REPAIRS OF VEHICLES

Sl. No.	Head of Office	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bir Bikram Evening, College, Agartala.	—	—	—	1061.95	—	2186.13	
2.	Women's College 124.00 Agartala.	1223.90	—	400.00	694.00	826.94	234.85	
3.	M. B. B. College, Agartala.	969.00	554.00	1263.00	1141.00	1096.00	1706.00	
4.	Publication Unit, Agartala.	—	—	16.00	496.54	40.00	94.00	
5.	Basic Training College, Panisagar.	1455.41	3189.87	5726.07	328 00	—	—	
6.	Office of the Dy. Director of Education, South Tripura, Udaipur.	—	—	—	2348.10	1696.63	1819.18	
7.	Birchandra Public Library, Agartala.	—	—	—	—	—	—	
8.	Craft Teachers' Institution Agartala.	33,246.39	50,927 23	56,043.26	64,539.55	39,20.95	42,706.84	
9.	Principal, Basic Trg. College, Panisagar.	4985.91	4066 55	1958.72	452.50	1348.75	96.00	
10.	D Inspector of School. Kailasahar.	—	—	—	634.00	1224.00	4160.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Basic Trainig College, Agt.	—	—	696.00	2,403.00	—	—	
12.	Physical Education Section, Agt.	1917.00	1360.00	679.00	4637.00	1503.00	2968.00	
13.	West District Zonal Office, Agt. End Deptt.	—	—	—	5066 13	6694.34	6690.34	
14.	Social Education Section, Edn. Deptt.	6631.36	8443.19	1545.63	18247.05	12,439.26	6427.29	
15.	District Inspector of Social Edn. Ambassa.	7816.00	10500.00	17093.00	17333,00	11,294.00	11,336.00	
16.	Tripura Eng. College, Barjala.	4951.45	7616.72	10,946.35	3383.44	3,670.67	6,998.15	
17.	Govt. College of Edn., Agartala.	5575.90	2438.50	3698.85	9060.61	3148.91	3059.10	
18.	Chief Social Edn. Organiser, Chamanu. T. D. Block, N. Tripura.	—	—	—	—	—	—	
19.	Kakraban Basic Trg. College.	1,455.41	3,189.89	5,726.07	328,00	—	—	
20.	State Institute of Education	—	—	—	—	—	4,329.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	S. D. O.	19,40202	1,74,166.62	2,09,564.58	1,82,711.28	1,63,217.81	2,41,213.37	
22.	Commissioner of Taxes.	—	—	—	—	1,798.92	3,313.12	
23.	B. D. O. Panisagar	3,192.70	4,578.12	5,199.59	4,250 70	2,561.15	3.374.16	
24.	B. D. O. Rajnagar	5149.76	8958.60	4546.74	6740.68	1354.08	7065.55	
25.	Principal, Tripura Engg. College.	4951.49	7616.74	10926.35	3383.24	3670.87	6998.15	
26.	Dy. Chief C. F. O. Tripura.	14588.45	21268.70	37536.77	51552 37	47373.06	61,144.07	
27.	Directorate of Animal Husbandry, Tripura.	10,460.30	11477.84	31138.66	43220.86	46460.76	40586.95	
28.	Project Officer, Satchand.	—	—	3823.00	3654.00	3680.00	71.00	
29.	Director of Coop-eration.	16765.65	5989.13	18351.15	30839.73	15112.43	14340.94	
30.	Director, Public Relations and Toursim	31443.49	47010.15	33308.78	25015.49	31453.21	40427.22	
31.	D. M. West.	45941.38	66150.97	77157.63	56672.72	51673.59	80,736.98	
32.	I. G. of Police.	32472.46	81517.35	76530.08	109103.33	120517.21	157721.14	
33.	B. D. O. Bogafa.	3012.[illegible]7	8658.34	5503.94	5180.58	3480.50	4253.92	
34.	Project Executive Offi-cer Dumbur Nagar, T. D. Block	2907.00	2032.26	3998.89	2527.00	10951.75	2851.71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	S. D. O. Sonamura	2683.61	3882.53	6764.21	1161.20	1409.73	3467.22	
36.	B. D. O. Bishalgarh.	2184.00	3727.00	2312.85	6830.22	4611.92	2203.45	
37.	Senior Stat. Officer.	190 95	3435.68	934.38	6758.57	3954.91	3709.57	
38.	Directorate of Panchayat Raj.	3520.50	6089.60	5030.96	8774.32	6679.20	4022.54	
39,	B. D. O. Salema.	2405.30	1068.77	1396.70	165 00	1580.26	2211.81	
40.	Executive Engineer Southren Divn. III Udaipur.						8547.00	
41.	B. D. O. Udaipur.	3545.88	4046.38	9345.07	10206.25	5365.29	631.59	
42.	Dist. Panchayat Officer, South. Udaipur.	—	—	186 55	5147.81	1997.98	116.81	
43.	B. D. O. Mohanpur.	5235.00	5237.00	6327.00	5306.00	5562.00	4063.00	
44.	Executive Engineer. Divn. III. Agt.	7046.22	10773.92	23498.22	8821.51	11055.04	46667 09	
45.	S. D. O. Kamalpur.	2013.00	4355.00	672.00	1798.00	2635 00	5232.00	
46.	Executive Engineer, RWS Divn. Agt.	—	—	—	608.93	1070.76	507·88	
47.	S. D. O. Sabroom	—	260.00	1176.70	4464.00	4975.58	540.15	
48.	S. D. O. Sadar.	4669.66	10362.11	9581.46	2220.25	9646.89	9148.43	
49.	S. A. Deptt. Civil Sectt.	29667.00	37343.32	50813.23	107434.71	72436.05	128236.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	P. C. O. Satchand	—	—	3823.00	3654.00	3684.00	71.00	
51.	S. D. O. Amarpur	2509.51	1349.65	4322.47	402.80	514.10	146.35	
52.	Town & Country Planner, Tripura.	1030.40	185.00	201.00	152.00	—	20.00	
53.	S.D.O Khowai	3181.26	1251.46	8462.31	1875.71	514.50	3081.85	
54.	S.D.O. Belonia	933.00	1236.00	2108.00	3783.00	2360.00	1230.00	
55.	S. D. O. Dharmanagar	5205·49	2220·95	2817·50	4593·65	6137·71	5200·24	
56.	Director of land Records & Settlament, Agt	7504·70	5135·90	3903·10	7482·71	5017·16	4867·25	
57.	Director of Health Services. Agt	14657·00	23010·00	11816·00	30953·25	87076·42	44962·90	
58·	Asstt. Transport Commissioner, Tripura	—	—	199·50	444·90	665·73	34 00	
59.	Employment Services & Manpower Planning Tripura	532·00	442·10	1071·60	1663·25	3929·92	3576·94	
60	Joint Director of Fisheries	921·29	322·64	6556·07	7073·26	5752·00	8885·32	
61.	Inspector General of Prisons	2512.00	1920·00	1401·00	3321·00	2009·00	3712·00	
62.	Director of Fire Services, Agt.	11803·00	11523·36	3069·60	58315·09	24764·18	33778·40	
63.	S. P. South	4607·46	13737·59	21468·27	20214·07	30226·13	21258·69	
64.	Dy. Supdt. of Police, Anti-Corruption, Tripura	882·34	2456·95	144·65	2589·50	5321·20	100·53	
65.	Director of Civil Defence, Tripura	3153.26	6683·41	5614·52	2297·87	2125·00	9450·65	
66.	Chief Ministers Secretariat	19402·73	6435·73	10136·67	9876·16	10961·70		

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	Directorate of Small Savings	—	2558·00	982·00	1300·00	5000·19	1213·67
68.	B. D. O., Sonamura Post Stage II Block West Tripura	2452·00	3244·00	1934·00	230·00	946·00	2319 10
69.	Directorate of Industries	48310·93	36600·20	42114·02	30334·13	20478·71	26790·81
70.	Dy. Chief Electoral Officer	—	3334·00	6000·00	28·00	400·00	2000·00

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 45

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৭২ সালের থেকে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাস অবধি ৬ বৎসরে পেট্রল বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে তার বছর ভিত্তিক এবং দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ;

২। পেট্রল খরচ কমাবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 52

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Departmet be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে প্রতিমাসে গড়ে কত পরিমাণ চিনি, সরিষা তৈল, ডাল (মুগ ও মুসুর) লবণ, কেরোসিন ভোক্তাদের জন্য প্রয়োজন হয় ;

২। এ বছরের জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্য্যন্ত কত পরিমাণ উপরোক্ত জিনিষ ত্রিপুরায় আমদানী করা হয়েছে, তার মাস ভিত্তিক এবং জিনিষ ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১।

চিনি —	৮০০০	কুইন্টাল (আনুমানিক)
সরিষা তৈল—	৩০০০	” ”
মুগ ডাল —	১৫০০	” ”
মুসুর ডাল—	৩০০০	” ”
লবণ—	১০,০০০	” ”
কেরোসিন—	১৪০০	কিলোলিটার ”

২। (কুইন্টল হিসাবে)

	জানুয়ারী ১৯৭৮ইং	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ইং	মার্চ ১৯৭৮ ইং	এপ্রিল ১৯৭৮ইং	মে ১৯৭৮ইং
চিনি —	৭৩৯৯	৯৮৮৩	৫৫৭৮	৬৯০২	১০১১৮
সরিষা তৈল	২৮০২	৩০৭২	৮৭৭	১৮৯০	২১৯৫
ডাল —	১৫১৪	১০৩০	১৭৪৯	২৯৩৩	৪৯৮৯
লবণ—	৫৯২২	২২৫৭৯	৯৭৭৯	৬৫৬০	৯৩০০
কেরোসিন—	১৫৫৭ KL. (কিলো লিটার)	১৩৪৮ KL. (কিলো লিঃ)	১১৭৩ KL. (কিলো লিঃ)	১৫৪৬ KL. (কিলো লিঃ)	১০৮৩ KL (কিলো লিঃ)

UNSTARRED QUESTION NO. 68
By---Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মোট কতজন অক্ষম, পঙ্গু বা কাজ করার অনুপযুক্ত ব্যক্তি রয়েছেন (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

২। ১নং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে সহায় সম্বলহীন কতজন (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

৩। সহায় সম্বলহীন ঐ সমস্ত অক্ষম, পঙ্গু বা কাজ করার অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের মাসিক অর্থ সাহায্য করার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ;

৪। না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। এই সম্পর্কে পরিপূর্ণ কোন তথ্য হাতে নাই। তবে ১৯৬৭-৬৮ সনে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক রাজ্যের অক্ষম মূক, বধির ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের (Physically handicapped) বিষয়ে এক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। ঐ সমীক্ষা অনুসারে অক্ষম ব্যক্তিদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হল ঃ—

ধর্মনগর ৪৫৮ জন, কৈলাশহর ৬৮১ জন, কমলপুর ৪২৬ জন, খোয়াই ২২৪ জন, সদর ৮২১ জন, সোনামুড়া ২২১ জন, উদয়পুর ২১০ জন, অমরপুর ১৩২ জন, বিলোনীয়া ৩৪০ জন, সাব্রুম ১১৫।

২। এই সম্পর্কে কোন তথ্য হাতে নাই এবং এই ব্যাপারে কোন সমীক্ষাও সম্পাদিত হয়নি।

৩। মূক ও বধির শিশুদের বাক পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭১ সনে একটি এবং অন্ধ শিশুদের শিক্ষার জন্য ১৯৭২ সনে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। তাছাড়া শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম বিকলাঙ্গদের জন্য সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

৪। অক্ষম ও পঙ্গুদের মাসিক অর্থ সাহায্য করার জন্য বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই। সহায় সম্বলহীন অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য একটি আতুরাশ্রম আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 69
by—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর থেকে আগরতলা হয়ে কলিকাতা পর্য্যন্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে এরোপ্লেন সার্ভিস পুনরায় চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনার কথা রাজ্য সরকার চিন্তা করছেন কি ?

২। এই সার্ভিস চালু করার জন্য ইতি মধ্যে কোন ধরণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে কি ? নেওয়া হলে তার বিবরণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। খোয়াই, কমলপুর এবং কৈলাসহর বিমান ঘাটিগুলিকে "Third air line" মারফত যোগাযোগ স্থাপনকল্পে একটি প্রস্তাব বিগত ১৭-১১ ৭৭ইং তারিখ ভারত সরকারের অসামরিক পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হইয়াছে।

ভারত সরকারের ২১-৩-৭৮ইং তারিখের চিঠির নাম্বার এভি-১৪৯১১/১/৭৭-এ মূলে অবগত করিয়াছেন যে বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অপেক্ষায় আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উক্ত বিষয়টি উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের বিগত ৭-৬-৭৮ইং তারিখে শিলং বৈঠকে আলোচনা হইয়াছিল। Indian Air lines-এ ডাকোটা জাতীয় বিমান না থাকায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কৈলা-সহরের মত ছোট বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে যথোপযোগী ছোট বিমান চলাচলের অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 71

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত মাসিক বেতন মকুবের সিদ্ধান্তের ফলে মোট কত জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছেন? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব);

২। কবে থেকে ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে?

উত্তর

১। প্রভিশানেল সংখ্যা ১১,৩০০ জন। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহ এখনও শেষ হয় নাই।

২। ১৯৭৮ সনের এপ্রিল মাস থেকে কার্যকর করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনা-ধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO.72.

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এর পরিচালনা কমিটি গঠনের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি;

২। ব্যবস্থা গৃহীত হলে, তার বিবরণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনার জন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ আইনের কয়েকটি ধারা সংশোধন করা হইতেছে। এ কাজ সম্পূর্ণ হইলে পর্ষৎ গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 73

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে মে মাস অবধি সময়ের মধ্যে কতজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে (প্রাথমিক শিক্ষকদের আলাদা হিসাব);

২। তন্মধ্যে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর যারা নিযুক্ত হয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা;

৩। ইহা কি সত্য যে শতকরা ৭০ ভাগ সিনিওরিটি ও শতকরা ৩০ ভাগ নিড্‌কে ভিত্তি হিসাবে ধরে ঐ নিয়োগ করা হয়েছে;

৪। সত্য হলে, সিনিয়রিটি অনুযায়ী কোন মহকুমায় কতজনের চাকুরী হয়েছে এবং সিনিয়রিটি ব্যাপারটি কি ভাবে বিবেচনা করা হয়েছে;

৫। 'নিড' যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং কোন্ মহকুমায় কতজন 'নিড'-কে চাকুরী দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১-৫ ঃ-তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 74

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বে-সরকারী বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীদের রিভাইসড্ পে-স্কেল দেওয়া হয়েছে কি;

২। দেওয়া হলে কোন্ বিদ্যালয়ে কোন্ তারিখ থেকে;

৩। পে রিভিশান এর জন্য অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রাপ্য বকেয়া দেওয়া হয়েছে কি;

৪। দেওয়া না হলে তার কারণ এবং কবে তা দেওয়া হবে?

উত্তর

১। বে-সরকারী বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীদের স্কেল দেওয়ার দায়িত্ব বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালন কর্তৃপক্ষের।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Wednesday, the 28th June, 1978 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Chief Minister Ministers, Deputy Speaker, 46 Members.

STARRED QUESTIONS

(To which oral answers were given)

মিঃ স্পীকার—আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায় ক্রমে সদস্য দিকের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—২৩।

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নং ২৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বীরচন্দ্র মনু এলাকায় মার্চ মাস হইতে এ যাবৎ কতজন বাঙ্গালীকে বগাফা ব্লক থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।	১২ জনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।
২। ইহা কি সত্য যে যাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহারা ১৯৭২ সালে ত্রিপুরায় রিফিউজী হইয়া আসিয়াছিল ?	এরূপ তথ্য প্রকাশ পায় না। তবে ১২জনকে ১৩০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই ১৩০ টাকা দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী এ্যানকোয়ারী করেছিলেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—এখানে যে একটা তাঁত সমবায় সমিতি আছে আমরা জানি, ১৯৭২ সালে তারা ত্রিপুরায় এসেছিল এবং বাংলাদেশ যখন হয় তখন এখান থেকে চলে যায়। পরে আস্তে আস্তে আসে। এবং আসার পর সেখানে তাঁত সমবায় সমিতি করে সরকার থেকে সাহায্য নেন। এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত—আমার হাতে যে তথ্য আছে তাতে এইটাই আছে এবং আমি আগেই

শ্রীবীরেন দত্ত—এইটা দেখার জন্য বলা হয়েছে। আমি পরে আপনাদের জানিয়ে দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী যে হিসাব দিয়েছেন তাতে কি ৩০শে মের পর থেকে জমা পড়েছে না তার আগের গুলিও আছে?

শ্রীবীরেন দত্ত—এইটার আমাদের নামজারীর জন্য বাকী ছিল। কাজেই আগের এবং পরের দু'টোই আছে। এগুলি আমি আলাদা করি নাই।

শ্রীঅম্বর বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ৩৮,০০০ দরখাস্ত পড়ে আছে। কিন্তু আমরা জানি কংগ্রেস আমলে ২ লক্ষ নামজারী হয়েছে বলে কাগজে পত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন মাপ হয় নি। যাদের নামে নামজারী হয়েছে তারা কোন ডকুমেন্টসও পায় নি। তাহলে সেটা ৩৮ ০০০ এর মধ্যে পড়ছে না। তাহলে ২,৩৮,০০০ হবে কিনা সেটাই আমি জানতে চাইছি?

শ্রীবীরেন দত্ত—আমি বলেছি যে, অনেকগুলি কেস ইন-কর্পোরেশন হয় নাই। হয়তো কাগজে পত্রে হয়েছে কিন্তু ম্যাপে এখনও হয় নাই সেই কাজটাই আমরা ত্বরান্বিত করতে চাই। কারণ ডিভিশ্যাল অব সেটেলমেন্ট সেটা দরকার হবে। আমরা আসার পরে প্রতিটি তহশীলে এই কাজটা ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই, আমাদের দিক থেকে ত্রুটি হয়েছে। আমরা ম্যাপ দিতে পারি নাই। তবে অধিকাংশই করতে সক্ষম হয়েছি এবং বাকী গুলি জুলাই মাসের মধ্যে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। যা কাগজে পত্রে হয়েছে অথচ ম্যাপে হয় নাই সেটাকে আমরা সম্পন্ন করব।

শ্রীঅম্বর বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী কি তাহলে বলতে চান পুরানো ২ ০০,০০০ কমপ্লিট করে তারপর নূতন ৩৮ ০০০ নামজারী করা হয়েছে কিন্তু আমরা যতটুকু জানি ঐ কংগ্রেস আমলের ২,০০,০০০ নামজারীর অধিকাংশ হয়নি।

শ্রীবীরেন দত্ত—আমাদের নামজারীর কাজ শেষ করার জন্য আমরা সরকারে আসার পরেই যে সমস্ত দরখাস্ত পড়ে আছে তা ১৫ই মের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা সেটা পারি নি। তবে কোন কোন বিভাগ থেকে তথ্য পাঠিয়েছে। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ তবে এই কাজটা আমাদের দিক থেকে কিছু অসুবিধার জন্য আটকে ছিল। যেমন আমরা ম্যাপ পাঠাতে পারি নাই ইন-করপোরেশনের জন্য তখন। আমরা এই জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে শেষ করতে পারব।

মি: স্পীকার—শ্রীমতি লাল সরকার এবং অমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—কোয়েশ্চান নং ১৫৪ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নং ১৫৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) পাঁচ কানি জমি নিষ্কর ঘোষণা করার ফলে কত সংখ্যক মানুষ খাজনা থেকে রেহাই পেলেন?

২) তাতে কি পরিমাণ রাজস্বের ক্ষতি হবে?

৩) এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য সরকার কি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করছেন?

উত্তর

১) ২ ষ্টেণ্ডার্ড একর জমি নিষ্কর ঘোষণা করার ফলে প্রায় ২,২৩,০০০ হাজার পরিবার খাজনা দেওয়া থেকে রেহাই পেয়েছেন।

২) মোট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৪·৫০ লক্ষ টাকা।

৩) রাজস্ব ক্ষতির আংশিক পূরণের প্রচেষ্টা বর্তমান মন্ত্রীসভার বিশেষ বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নির্বাচনের পূর্বে আমি জানি বামফ্রন্ট সরকার সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা নিষ্কর ঘোষণা করবেন বলেছিলেন। আর এখন বলছেন ২ ষ্টেণ্ডার্ড একর তাহলে প্রথমে সাড়ে সাত কানি খাজনা মুকুবের ঘোষণাটা কি ভোট আদায়ের জন্য?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি প্রথমে ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর চাষের জমি নিষ্কর ঘোষণা করা হয়েছিল। পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে সংশোধনী আকারে বসত বাটী সহ করার ফলে যারা খাজনা থেকে রেহাই পেয়েছেন তাদের সংখ্যা কমেছে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত—এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে দেওয়া যাবে। নূতন ভাবে একটা প্রশ্ন আসে যে রিকুইজিশনের জন্য যখন জায়গা দেওয়া হয়, তখন কোন কোন বিভাগে ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর আমাদের ভূমি আইন মতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর দেওয়ার পর ১০ জমি তাদের ঘরের জন্য দেওয়া হয়। এখানে আমাদের জমির যে প্রকৃতি তাতে এই সংখ্যা আমরা যখন নিরুপন করি, তখন দেখা যায় আমাদের জমির প্রকৃতি টিলা এবং নাল সংমিশ্রিত এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসন করতে গিয়ে শুধু নাল জমি আমরা খুব কমই পেয়েছি। কাজেই এই যে রেকর্ডটা এটা আমার মনে হয় এর চেয়ে বেশী হবে, কারণ ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর মানে ১৫ কানি টিলা জমি। ভূমির হিসাব এবং সমতল ভূমির হিসাব এই দুইটা ধরলে পর এই তথ্য টা আসে সেটা কমের দিকে যেতে পারে। বাড়ার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৫ কানি নিষ্কর করার ঘোষণা করা হয়েছে। এখন ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের উপর যাদের জমি আছে তাদের ক্ষেত্রে যেমন ৪ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর যাদের জমি আছে, তাদের ক্ষেত্রে কি ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমির খাজনা মকুব এবং আর বাকী ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমির খাজনা কি দিতে হবে? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু পরিষ্কার করে জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত—না, শুধু মাত্র ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমি যার আছে তারাই পাবে। আর তার বেশী যাদের জমি আছে তারা দরিদ্র চাষার উপরের অংশ হিসাবে গন্য হবে।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের সংখ্যাটা এখানে দেওয়া হল, তার মধ্যে তপশিলী জাতি কত, উপজাতি কত এবং আদার্স কত?

শ্রীবীরেন দত্ত—আমার কাছে এখন আলাদা ভাবে হিসাব নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার সাড়ে সাত কানি জমির খজনা মুকুবের কথা চিন্তা করছেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় নীতিগত ভাবে এ কথা ঘোষণা করেছেন যে জমির খাজনা এ ভাবে থাকবে না। একটা

থাকবে কৃষি আয় কর এবং মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত জমি এক মাত্র পথ কর বা পথের জন্য যেটা নেওয়া হয় সেটা ছাড়া অন্য কোন রকমের খাজনা থাকবে না। জমির খাজনা বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা থাকবে না।

মি: স্পীকার—শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী—কোয়েশ্চান নং ১৯১ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নং ১৯১ স্যার।

প্রশ্ন

১) এ যাবত রাজ্যে কোন মহকুমায় কত সংখ্যক রায়তের উপর সিলিং এর উর্দ্ধে ভু-সম্পত্তি সরকার কর্ত্তৃক গ্রহনের জন্য হিসাব দাখিল, কারণ প্রদর্শন ইত্যাদি নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল ?

২) ১৯৭৭ ডিসেম্বর পর্যান্ত সময়ে ঐ সকল রায়তের কত সংখ্যককে অব্যাহতি দেওয় হয়েছে এবং প্রকার অব্যাহতি প্রাপ্ত রায়তের মহকুমা ভিত্তিক মোট ভুমির পরিমান।

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত কয়েক দিন ধরে কোয়েশ্চান আওয়ার এ আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে তথ্যাদি কেবল সংগ্রহাধীন। আজও শুনছি তথ্যাদি সংগ্রহাধীন। বর্ত্তমান প্রশাসন মন্ত্রীদেরকে কেমন সাহায্য করছেন বুঝতে পারছি না। আমার মনে আছে জেল থেকে লেজিসলেটিভ এ এসে দেখলাম এই সিলিং এর উপর যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তার ভিতর কত রকমের কারচুপি কংগ্রেস আমলে হয়েছিল। এই সমস্ত ভু-সম্পত্তি অধিগ্রহণ থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা, মন্ত্রীরা। আমার সন্দেহ হচ্ছে প্রশাসন এর ভিতর এমন কিছু লোক বসে আছে যারা এই তথ্যটি গোপন করতে চাচ্ছেন। মন্ত্রীদের কাছে সঠিক ভাবে তথ্য পরিবেশন করছেন না। এবং বিধানসভায় এই তথ্য আসুক, সারা ত্রিপুরার মানুষ জানুক, সেটা তারা চান না। এই সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন সেটা আমরা চাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা দুঃখ জনক যে আমরা সব তথ্য সংগ্রহ করে দিতে পারছি না। কারণ অনেক তথ্য ছড়ানো থাকে, সব জায়গা থেকে একত্র করে দিতে হয়। কাজেই কিছু সময়ের দরকার হয়। এবং আমি মনে করি না যে এটা ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ করছে। তবে কাজের আরও অগ্রগতির যথেষ্ট সুযোগ আছে এবং ভবিষ্যতে যাতে আরও তাড়াতাড়ি আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তার জন্য সরকার দেখবেন।

মি: স্পীকার—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—কোয়েশ্চান নং ২৫৪ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত :—কোয়েশ্চান নং ২৫৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা হিল ডেভলাপমেন্ট চা বাগানের তালুকের সীমানা নির্দেশ করে জরীপ বিভাগ যে নকসা তৈরী করে তা ঐ দপ্তর থেকে খোয়া গিয়েছিল ?

২) ইহা কি সত্য যে খোয়া যাওয়া নক্সাটি পরবর্ত্তী সময়ে উপরোক্ত চা বাগানের কোন প্রতিনিধি রাজস্ব অধিকারিকের নিকট জমা দিয়েছিলেন কি ?

৩) উক্ত ম্যাপটি বর্তমানে দপ্তরে আছে কি ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই উত্তরটি সম্পর্কে আমি বিশেষভাবে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টকে জিজ্ঞেস করেছি যে এটাতো আমাদের ডিপার্টমেন্টের বিষয়, তখন তারা জানায় যিনি ভুল করেছেন তিনি এখন নাই, নুতন লোক আসাতে আমরা এটা সংগ্রহ করতে পারিনি। কাল রাত্রি ১০টা পর্যান্ত এ ব্যাপারে আমি কোন কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারিনি। আজ সকাল ১০ টার মধ্যে সেটা সংগ্রহ করে দেবার জন্য বলেছিলাম, আজ সকালে তারা এসে আমাকে জানিয়ে গেল যে এই ব্যাপারে কোন কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যেটা বলেছেন, আমি প্রমাণ করব যে ৬৯ থেকে ডিপার্টমেন্টে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছেনা এটা ইচ্ছাকৃত ভাবে কংগ্রেসের একটা চক্র বাধা দিচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য সাপ্লাই করতে পারেন নি, আমি এখানে সে তথ্য দিচ্ছি—

১) এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—হাঁা মহাশয়, খোয়া গিয়েছিল এবং অফিসিয়াল কটোস্টেট কপির নাম্বার হচ্ছে ২০১৬, ডেটেড ১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৯। খোয়া যাওয়া ব্যাপারটার নাম্বার হচ্ছে—৪৬, ডেটেড ১৪, ৫, ৬৯।

Shri Ajoy Biswas :—With reference to above, I am to inform you that I had examined the Map placed by Shri Nishit Ganguly, a representative of the Tripura Hill Development Ltd. After examination the Map produced by the Representative, it appears that it is a Map of the present survey Settlement operation. Boundary of KT 87 and TT 2 of the Company by different colours, boundary of the Taluk have been imposed on the present Map by the Technical Advisor on the basis of the old Revenue Map of the last Taluk. This Map can easily prove that the Plot No. 1553 of the Badharghat is confined within the boundary of the Khatian No. 87. This is for your information.

ম্যাপ চুরি হয়েছে, সেই ম্যাপ কোম্পানির রিপ্রেজনটেটিভ সেটেলমেন্ট অফিসের দপ্তরে গিয়ে সেখানে অফিসারকে বলেছে যে এই সেটেলমেন্ট দপ্তরের ম্যাপ নিয়ে এই ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে এবং সেটা প্রডিউস করেছে দপ্তরে। পার্থক্য এই যে বাউনডারি এই ম্যাপে দেখা যাচ্ছে, সেই এরিয়াটাকে বাড়ানোর জন্য সে এই ম্যাপ করেছে, এটা চুরি করেছিল সেটেল্‌মেন্ট অফিস থেকে। কৃষ্ণদাস বাবু যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন চুরি করে নিয়ে এটাকে প্রডিউস করা হয়েছিল। সেখানে দেখানো হচ্ছে এই জমির এই যে খতিয়ান নং এটাও তার জমির মধ্যে সুতরাং এটা দিয়ে দেওয়া হোক। তারমানে অরিজিন্যাল ম্যাপটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। সেটেলমেন্ট দপ্তরের সঙ্গে কতখানি যোগ সাজস ছিল আগেকার মন্ত্রীসভার, সেটা এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ২ নং হচ্ছে আমার মনে হয় নকশাটি পরবর্তী সময়ে এই চা বাগানের কোন প্রতিনিধি এই ম্যাপটি রিভিনিউ দপ্তরে দিয়েছিল। এই লেখা থেকে তার নাম পরিষ্কার হবে এবং উক্ত ম্যাপটি বর্তমানে রেভিনিউ দপ্তরে আছে কিনা। তার নং হচ্ছে ২৩১৬

With reference to the above, I am to inform you that the map showing the boundary of 10 Kani No. 2, Taluk No. 87 of the Mouza of Pratapgarh and Badharghat was duly received by this Office, Sadar—এই ম্যাপ তৈরী করার পর রিসিভ করা হয়েছিল সদরে Subsequently this map was sent to the Badharghat C. O. for verification under the direction of the then Additional A. S. O. and C. O. Shri J. C. Chakraborty who was dealing with the Tea Garden cases of the area. Shri M. L. Das, Circle A. CO. accordingly sent the map to A. O. Badharghat to one Shri Nirmal Bhowmik, Badar Amin then attached to the Badharghat Camp against a receipt. But now it is learnt from A. O. Badharghat that the map is not traceable in this Camp. On the contrary he intimated that it is not known to him as to where Shri Nirmal Bhowmik deposited the map to his Camp. Contacted Shri C. R. Sarma, A. P. O. and Nirmal Bhowmik then attached to Badharghat Camp. It is known that the map was duly received by the Badharghat Camp and it was verified by Shri Sarma alongwith C. S. map and record during his incumbancy there.

Copy of the letter No. 862/69 dated the 25th November 1969, Badharghat তাহলে এটা পরিষ্কার যে এটা সেটেল্‌মেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর ম্যাপ। সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ম্যাপটা করলো, করার পর সেটা রিসিভ হোল তারপর সেটা কি হোল ? এটা আমাদের এখন গবেষণার বাইরে। সেইজন্য আমি দাবী করবো সার্ভে করা হোক এবং তাদের এরেষ্ট করা হোক, তাদের ঠিক মতো বিচার করা হোক এই সম্পর্কে আমি তথ্য পেশ করেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে আমি এই সম্পর্কে জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, এটা একটা গুরুতর অভিযোগ এখানে আনা হয়েছে। আমি হাউসের সদস্যদের জানাতে চাই, এই ব্যাপারে আমাদের সরকার যথাযত তদন্ত করবেন এবং সেই তদন্তের রিপোর্ট এই হাউসের সামনে রাখা হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্য কোশ্চেন এর ব্যাপারে যদি না হয় তাহলে আলোচনা চলে না। শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার :—কোশ্চেন নং ২১৮।

শ্রীবিরেন দত্ত :—কোয়েশ্চান নং ২১৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) উদবাস্তু পুর্ব্বাসন এর সময় উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে ভুমি বন্টন করা হয়েছিল, তার মধ্যে কি পরিমাণ ভুমিতে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর তাদের স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং	সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় নাই।
২) ঐরূপ কি পরিমাণ ভুমির স্বত্ব এখনও স্বীকৃত হয় নাই।	
৩) ঐ ভুমি চাষযোগ্য করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।	

এছাড়া আমাদের কাছে একমাত্র কমলপুর সাবডিভিশন থেকে কিছু তথ্য পাঠানো হয়েছে এবং তার মধ্যে আছে প্রধান প্রশ্নের উত্তর। ১৩৫টি প্রনিত বামফ্রন্ট সরকার আসার পর স্বত্ব দেওয়া হয়েছিল। এবং মোট জমির পরিমাণ ২৭৯১.৭ একর এবং এই জমি তারা কালটিভেশনের জন্য দখল করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছেনা, পরে উত্তর দেবেন বলেন। আরও আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছি যে সদস্যরা বলছেন অফিসাররা দায়ী আর মন্ত্রীরা বলছেন প্রশাসনিক গলদ আছে এবং আরও দেখছি পেছন দিক থেকে প্রশ্নের উত্তর আসছে। এই সমস্ত ব্যাপারে আমি উত্তর চাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—আপনি বসুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় সদস্য এর একটুখানি পার্লামেন্টারী জ্ঞান আছে সেটা আমরা আশা করি। যে সব ভাষা মাননীয় সদস্য ব্যবহার করছেন, এটা কোন পার্লামেন্টে ব্যবহার করা হয় না। আমি আশা করি মাননীয় সদস্য এটা প্রত্যাহার করবেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনি এটা প্রত্যাহার করেছেন কিনা, না হলে এক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এটার পরিবর্তে অন্য একটা ওয়ার্ড ইউজ করব :

শ্রীদশরথ দেব :—মি: স্পীকার, স্যার, পার্লামেন্টারী ডেকোরাম হচ্ছে স্পীকার ইজ দি কাস্টডিয়ান অব দি হাউস। তিনি মেম্বারদের অধিকার রক্ষা করবেন এটা আমরা আশা করি। এটা বিরোধী দলের কিংবা সরকার পক্ষের প্রশ্ন নয়। প্রত্যেকটা এম, এল, এর রাইট সেখানে থাকে এবং এটা প্রটেক্টেড হওয়া দরকার। কাজেই যদি কোন সদস্য এর কোন প্রশ্ন থাকে এটা কারেক্ট হতে পারে ইনকারেক্টও হতে পারে। কিন্তু সেটাকে যদি কেউ বিকৃত করতে চায় এই ধরনের সদস্যের হাউসে কি অধিকার আছে এই সম্পর্কে তার কোন চেতনা আছে বলে মনে হয় না। কাজেই প্রত্যেক সদস্যেরই—এই রাইটটা শুধু সরকার পক্ষের নয়, এই রাইটটা বিরোধী পক্ষেরও। সমস্ত সদস্যেরই একই রাইট আছে।

মি: স্পীকার :—শ্রীশ্যামল সাহা।

শ্রীশ্যামল সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৭।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৭।

প্রশ্ন

১) অমরপুর শহরে মৃতদেহ দাহর জন্য শ্মশানের স্থান নির্দিষ্ট আছে কি ?

২) যদি থাকে সেই স্থানে পাকা চুল্লি সহ টিনের শেড করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩) যদি থাকে তবে কবে হইতে কাজ আরম্ভ হইবে।

উত্তর

এখনও আমরা তথ্য পাই নি। মাননীয় সদস্যকে আমি জানাতে চাই যে আমি সংবাদ নিয়ে জেনেছি, সাউথ ডি, এম, যখন এস, ডি, ও, কে সংবাদ দেয় তখন তিনি ফ্লাডের কাজে ব্যস্ত থাকায় সংবাদটা সঙ্গে সংগে জানাতে পারেন নাই।

মি: স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৬।

শ্রীবীরেন দত্ত :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত জম্পুইজলার গরু বাজারটি (কেটেল মার্কেট) গাঁওসভাকে ইজারা দেওয়া হইয়াছিল ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কোন সালে তা দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতি গরু বা পশু পিছু সরকারী নির্দ্ধারিত হার কত ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না। তবে জম্পুইজলা কেটেল মার্কেটকে ইজারা দেওয়ার জন্য একটা নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশ দেওয়ার পর সদর মুনসেফের আদালতে একটা নালিশ দায়ের করে সেখানকার গাঁও প্রধান। সেই নালিশের মূলে ইজারা দেওয়ার কাজ আর সম্পূর্ণ হতে পারে নাই। তারপর আজ পর্যন্ত সেখানে কেটেল মার্কেটের কোন ডাক হয় নাই। কিন্তু আমরা তদন্তে জানলাম যে এই ক্যাটেল মার্কেট পঞ্চায়েত ডিরেক্টারের একটা লিখিত

নোটের ভিত্তিতে সেটা পঞ্চায়েতের কাছে দেওয়া হয় এবং সেই নোটেই প্রতি গরুর জন্য ৩ টাকা করে আদায় করার একটি নির্দ্দেশ থাকে। অথচ আমাদের কালেকটারেটের যে ইজারার হার সেটা হল প্রতি বলদে এবং ষাঁড়ের জন্য এক টাকা এবং গাভীর জন্য ৬২ পয়সা এবং ছোট বাছুরের জন্য ৩৭ পয়সা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম্মা :—রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইজারা দেওয়া হয় নি এবং পঞ্চায়েত ডিরেক্টারের নোটে সেখানে দেওয়া হয়েছে। এখন রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, যেখানে প্রতি গরুর জন্য এক টাকা হার, সেখানে তিন টাকা নেওয়া হচ্ছে। অত্যন্ত জুলুম এটা এবং পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে যে মেয়াদ দেওয়া হয়েছে তার মেয়াদ কতদিন ছিল?

শ্রীবীরেন দত্ত :—পঞ্চায়েত ডারেক্টারের যে নোট সেটা আমাদের কাছে আছে। তাতে কোন মেয়াদ দেখছি না এবং পঞ্চায়েত ডিরেক্টারের নোট মত যে কালেকশান সেটা বৈধ কি অবৈধ এই সম্পর্কে বিচার করার জন্য আমরা দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪০।

শ্রীবীরেন দত্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪০।

প্রশ্ন

১) সাম্প্রতিক বন্যায় এবং ঘুর্ণীঝড়ে খোয়াই মহকুমার কত পরিবার গৃহহীন হইয়াছে।

২) উক্ত বন্যায় এবং ঘুর্ণীঝড়ে খোয়াই মহকুমার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি?

৩) বন্যায় এবং ঘুর্ণীঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির ত্রাণের জন্য কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন?

৪) সাম্প্রতিক বন্যায় সমগ্র ত্রিপুরায় ফসলের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কি?

উত্তর

১) মোট ৬,৭৭০ জন গৃহহীন হইয়াছিল।

২) মোট ৩,৭৬,৯২০ টাকা

৩) ১১০টি পরিবারকে ২৮/৫/৭৮ তারিখ হইতে অস্থায়ী আবাসে থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি পরিবারকে ২৭/৫/৭৮ তারিখে চিড়া ও গুড় এবং ২৮/৫/৭৮ হইতে ৩/৬/৭৮ পর্যন্ত চাল, ডাল ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া অস্থায়ী আবাস ত্যাগ করার সময় ২১টি বিশেষ দুঃস্থ পরিবারকে ১০০ টাকা ও অন্যান্য সকল পরিবারকে ৩০ টাকা করিয়া আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই বন্যার ফলে কয়টা গৃহস্থ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জানতে পারি কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :—স্যার, এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই, যে খোয়াই এবারের বন্যায় জলের উচ্চতা দীর্ঘদিনের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়, ২৫.২৫ মিঃ ২৭/৫/৭৮ইং তারিখে, যেটা সমসাময়িকের মধ্যে দেখা যায় নি। ওয়াটার লেভেল খোয়াইতে যেমন ভাবে উঠতে থাকে, তাতে ২৭/৫/৭৮ তাং রাত্র ১১টার সময়ে সেখানকার জনসাধারণকে হুঁসিয়ার করে দিতে হয় যে আপনারা প্রস্তুত থাকুন যাতে আপনারা অন্য জায়গায় যে কোন সময়ে চলে যেতে

পারেন। ঐ সময়ে সেই সব জায়গাতে জল ঢুকে পড়েছে এবং পরিবারগুলিকে সরানোর কাজ আরম্ভ করা হয়। অনেকগুলি পরিবার কাঞ্চনঘাট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ঐ সব পরিবারগুলিকে সরানোর জন্য প্রভূত পরিমাণ ভলেন্টিয়াস' এবং রেক্সিউ অফিসার নিয়োগ করতে হয়। অফিসারেরা রেক্সিউ কাজ করতে থাকলো ২৭/৫/৭৮ থেকে ২৮/৫/৭৮ পর্য্যন্ত এবং এই সময়ে সারা রাত্রি কাজ করার পর সকাল বেলায় সেই কাজ শেষ হয়। পি, ডবলিউ, ডি ইঞ্জিনিয়ার ১১টার সময় আবারও বাঁধের অবস্থা খুব খারাপ এই মর্মে ঘোষণা করেন এবং সেই সময়ে সিভিল এস, ও ডি, ও, এ্যাকৃজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, তেলিয়ামুড়ার এস, ডি, ও, পি, ডবলিউ, ডি এবং ও, সি কোতয়ালী এবং অন্যান্য সমস্ত রেস্কিউ অফিসার খোয়াইর বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত অফিসে মোবাইল ফ্লাড রেক্সিউ পার্টি গঠন করেন এবং তা চলতে থাকে ২৭/৫/৭৮ পর্যন্ত, সেই সময়ে আরেকটা গণ্ডগোল হয় যে পুলিং পার্টিগুলি সেখানে গিয়ে পৌছায়। কাজেই এক দিকে সমস্তকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসা এবং তাদের সেই সব জাগায় পৌছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এতে খোয়াই বিভাগে ক্ষতির পরিমাণ ৫,৫৮,০০০ টাকা সরকার থেকে রিলিফের কাজে বিভিন্ন জায়গায় বণ্টন করা হয়। আর ত্রিপুরা ওয়েষ্টের জন্য ১,৯৭,০০০ টাকা, নর্থের জন্য ১,৯৯,০০০ টাকা এবং সাউথের জন্য ১,৬২,০০০ টাকা আমরা সংগে সংগে প্রত্যেকটি ডিভিশনের জন্য 'রলিজ করে দেই এবং ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে ২৭শে জুন তারিখে ৪ লক্ষ টাকা স্যাঙশান করা হয়, এই অবস্থা ধরে নিয়ে আমাদের বাজেটে আরও ২০ লক্ষ টাকা ধরা হয়। এই টাকাটা যাতে এ্যাড্ভান্স পাঠানো যায়, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হয় এবং এল, ও, সিতে প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্টেটের কাছে আগে ১ লক্ষ টাকা ড্র করতে পারেন, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই এই ক্যালামিটিজ, এটা সত্যিই ইদানিং কালের মধ্যে বিরাট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই বন্যায় একমাত্র খোয়াই বিভাগে ৬,৭৭০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সারা ত্রিপুরার যদি হিসাব করা যায়, তাহলে সেটা প্রায় ৩০ হাজারের মত হবে। আর এর জন্য মাত্র ৫ লাখ ৫৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি, যে সব পরিবারের ফসল এবং অন্যান্য জিনিস পত্র নষ্ট হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :—ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। তবে তারা যাতে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন, তার জন্য দপ্তর থেকে কতগুলি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের সাহায্য করা হবে।

শ্রীদ্রাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই বন্যার ফলে সেখানকার লোকদের যে ভাবে ফসল নষ্ট হয়েছে, তাতে সেখানে কোন খাদ্য সংকটের সম্ভাবনা আছে কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :—খাদ্য সংকটের কোন সম্ভাবনা বর্ত্তমানে নাই এবং সরকার এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন আছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এই যে তাদের ফসলগুলি নষ্ট হল, তার জন্য কি তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—আমি আগেই বলেছি যে ক্ষতিপূর না দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—তাহলে মন্ত্রী মশাই কি বলতে চান যে এই বামফ্রন্ট সরকার ঐ দুর্গত মানুষদের কাছে শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—স্যার ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা বিপর্য্যস্ত মানুষ জানে এবং তারা দেখছে যে সরকার তাদের ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে তাদের সাহায্য দেওয়ার জন্য কাজ আরম্ভ করছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—প্রশ্ন নং ২৫২।

শ্রীআরবের রহমান :—প্রশ্ন নং ২৫২, স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার বিভিন্ন ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকাতে অনেক ভূমিহীন ব্যক্তি এবং পরিবার বেআইনীভাবে ভূমি দখল করে রেখেছেন ?

২) সত্য হইলে এই সকল জায়গা ফরেষ্ট রিজার্ভ মুক্ত করে দখলকারী ভূমিহীনদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) বন দপ্তরের অধীন নিজস্ব কোন এইরূপ পুনর্বাসন পরিকল্পনা নাই। তবে পুনর্বাসনের কাজে সহায়তা করিতে বন দপ্তর প্রয়োজনীয় ভূমি রিজার্ভ মুক্ত করিয়া থাকে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকাতে কত ভূমিহীন পরিবার বেআইনীভাবে ভূমি দখল করে আছে ?

শ্রীআরবের রহমান :—কারণ রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে উপজাতিরা বাস করে এবং তারা জমির উপর নির্ভরশীল। তবে তারা বেশী দিন এক জায়গায় থাকে না বলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে আপনি বলেছেন ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকা মুক্ত করা হবে, এবং কবে নাগাদ এই রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা মুক্ত করা হবে এবং সেটা রেভিনিয়ু ডিপার্টমেন্টকে হস্তান্তর করা হবে ?

শ্রীআরবের রহমান :—আগামী রি—সেটেলমেন্ট যদি হয় এবং রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে রিহেবিলিটেশান করার কথা উঠে, তাহলে সেখানে কোথায় লুংগা জমি আছে, সেটা জরীপ করা হবে এবং তারপরই নির্দিষ্টভাবে এটা বলা যাবে।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এই রিজার্ভ ফরেষ্ট মুক্ত করে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দিতে গিয়ে ঐ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে এমন কিছু আমলা আছে, যারা নাকি সেটা করতে চান না। কারণ এই যোগেন্দ্রনগর এলাকায় আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটা জায়গা রিলিজ করে ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার কথা বললেও সেই কাজটা এখন পর্য্যন্ত হচ্ছে না। সেখানকার চার্জে যে ডি, এফ, ও আছেন তিনি মাননীয় মুখ্য

মন্ত্রীকে আসল জায়গায় না নিয়ে গিয়ে, অন্য জায়গার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছেন। অর্থাত তাঁকে প্রকৃত জায়গাটা দেখানো হয় নি। কাজেই সেখানে যে জায়গাটাতে ভূমিহীনরা নিজেরাই কাজ শুরু করে দিয়েছে, সেই জায়গাটা তাদের দিতে চান না। কাজেই এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে সম্ভবত: এটা ঠিক নয়। ঐ এলাকায় যে সব জায়গা আনৃঅথরাইজড অকোপেশনের প্রশ্ন রয়েছে, সেগুলি সরকার পরিক্ষা নিরীক্ষা করছেন এবং সেখানে ফরেষ্টের জমি ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠলে তাহলে ফরেষ্ট দপ্তর সেটাকে ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—প্রশ্ন নং ২৮১।

শ্রীবীরেন দত্ত :—প্রশ্ন নং ২৮১ স্যার।

প্রশ্ন

১) সদর জিরানিয়া ব্লক অন্তর্গত নগর মৌজায় কেট্‌ল ব্রিডিং ফার্মের প্রয়োজনে কত একর জায়গা একোয়ার (অধি গ্রহণ) করা হইয়াছে এবং এই বাবদে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে?

২) ইহা কি সত্য যে এই জায়গা ফার্মের প্রয়োজনে জমি অধি গ্রহণ বা একোয়ার হইবে জানা সত্বেও পরিকল্পিত ভাবে ভূমিহীন (মনিপুরী, উপজাতি ও কিছু বাঙ্গালী) কে যাহারা অধিকাংশ নাম ঠিকানা বিহীনকে জমি ও টাকা দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১ ও ২) তথ্যাদি সংগ্রাহাধীন আছে।

মি: স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৯৪, লেবার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৯৪।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের বিভিন্ন দোকান কর্ম্মচারীরা অ্যাপয়েনমেন্ট লেটারসহ নিয়তম মজুরী বোনাস, অভার টাইম অ্যালাউন্স, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতি সুবিধা পেয়ে থাকেন্ কি? না পেলে তার কারণ?

উত্তর

১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র দেওয়া হইয়াছে, ওভাওটাইম করিলে উহা দেওয়া হয় এবং না দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

দোকান কর্ম্মচারীগণকে এখনও নিয়তম মজুরী আইনের আওতায় আনা হয় নাই। প্রভিডেন্ট ফানড ২০ জন কর্ম্মচারী থাকিলে প্রযোজ্য। ও বোনাস ১০ অইন জন কর্মচারী থাকিলে প্রয়োজ্য। উক্ত সংখ্যক কর্ম্মচারী ধর্ম্মনগরে কোন দোকানে নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রভিডেন্ট ফানড এবং বোনাস আইনে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্ম্মচারী যেখানে আছেন সেখানে প্রযোজন হয়। আমরা দেখেছি স্যার এই আইনটা বহু দিন আগের। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কের কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না যাতে কম সংখ্যক কর্ম্মচারী যেখানে আছে তারাও প্রফিডেন্ট ফানডের আওতায় আসে ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এক্সগ্রেসিয়া যাতে তারা পায় তার জন্য ব্যবস্থা করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বিভিন্ন দোকান কর্ম্মচারীদেরকে দেওয়া হয় না যার জন্য দোকান কর্ম্মচারী সমিতি কিছু দিন আগে ১৬/৫/৭৮ ইং তারিখে রেভেনিউ মিনিস্টারের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানেন কি এবং এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সেই চিঠি পেয়েছি এবং আমাদের একটা অসুবিধা ছিল। সেটা হল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় লেবার অফিসার নাই যে আইনটাকে ইম্পলিমেনট করে। তার জন্য আগরতলা থেকে যদি যায়, তাহলে সে অর্ডার করতে পারে। এটা হল পজিশন। বর্তমানে এই কমপ্লেনের ভিত্তিতে আমরা যখন ইন্সপেক্টর পাঠাই, তখন তারা এটা জানান এবং দোকান সমিতির লোকেরা দেখা করেন এবং এই কথা তারা মুখে বলেছেন যে আমাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয় না। কিন্তু ইনস্পেকটার বা যে লোক যায়, এদের সামনে এবং মণিবের সামনে, সত্য কথা বললে চাকুরী যাবে এই ভয়ে তারা হয় তো বলছেন না। এই জন্য আমরা লেবার অফিসার নিযুক্ত করার পরে, স্পেসিফিকেলি ইনসপেকশন করে, কোন্ দোকানে কে আছে শুধু তাদের নাম রেজিষ্ট্রী নয়, তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা ইস্যু হয়েছে কি না সেগুলি আমাদের কাছে পাঠালে, তবে ধরা পড়বে সত্যি সত্যিই এদেরকে দেওয়া হয়েছে কি না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩০, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৩০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জায়গার গাছের জন্য বন দপ্তর ভূমিহীন পরিবারের কাছ থেকে রয়েলিটি আদায় করেন কি ?	১) বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জায়গা বলতে কি বুঝানো হইতেছে তাহা পরিস্কার নহে। তবে এলটেড বা বন্টনকৃত জায়গায় যে গাছ আছে সেই গাছের জন্য প্রদেয় রাজস্ব বন দপ্তর আদায় করিয়া থাকে।

২) ধরে থাকলে ভবিষ্যতে ঝয়েলিটি মুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) এতত সম্পর্কিয় নিয়মের ধারার সংশোধন বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

মি: স্পীকার :—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৯৪, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মানীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ২৪৯।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমিসংস্কার আইনের ১১(৩) ধারায় মামলাগুলি মিমাংসার ক্ষমতা কাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে ?

২) বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কোন মহকুমায় কতগুলি ১১(৩) ধারায় মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ?

উত্তর

১) তথ্যাদি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—একটাও হয় নাই, আমি যতটুকু জানি কালেকটরের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং সেই দায়িত্ব ভেসটেড হয়েছে, পাওয়ার ডিসেনটর্টালাইজ হয়েছে অথচ একটাও হল না। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে মন্তব্য করলেন সেটা আমরা সমপূর্ণভাবে গ্রহণ করি এবং আরও দ্রুত যাতে ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেজন্য সরকার সচেষ্ট।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ২৩৮, ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৩৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার সময়ে ল্যানড রেস্টোরেশন কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কাদেরকে নিয়ে এ কমিটি গঠন করা হইয়াছিল ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উক্ত কমিটিতে মেম্বার ছিলেন :—

১) শ্রীকে, ভট্টাচার্য্য, রাজস্বমন্ত্রী।
২) শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান, উপমন্ত্রী।
৩) শ্রীনরেশ রায়, এল, এল, এ,
৪) শ্রীমধুস্দন দাস,
৫) শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।
৬) শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।
৭) শ্রীসুখদয়াল জমাতিয়া।

এই কমিটি সরকারের কাছে আজ পর্য্যন্ত কোন রিপোর্ট পেশ করে নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, তখনকার আমলে যে ল্যানড রেসটোরেশন হয়েছিল এবং আরও হওয়ার কথা ছিল সেগুলি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর একটি কেসও তারা ফেরত দিয়েছে কিনা ?

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি এবং তারকা বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

জিরো আওয়ারে আলোচনা।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জিরো আওয়ারে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উপস্থিত করতে চাই। আমাদের পুর নির্ব্বাচন হয়ে গেছে, এবং এই পুর নির্ব্বাচন ত্রিপুরাতে ২৫ বছর পর হল এবং আগরতলা শহরে এইভাবে গণতান্ত্রীক অধিকারকে ফিরিয়ে আনা হল, বামফ্রন্ট প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করেছে, কিন্তু গত তিনদিন পার হয়ে যাওয়ার পর আজকে চারদিন চলছে, অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে একবারের জন্যও ব্রড-কাস্ট আমরা শুনতে পাইনি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি বলছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিষয়টি খুবই দুঃখজনক মনে করছি। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, যিনি ভার প্রাপ্ত আছেন, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

শ্রীনকুলচন্দ্র দাস :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাখছি। কালকে ৪১ নং রেশানশপ থেকে দুই ধরণের চাউল দেখানো হল, সম্পূর্ণ পঁচা চাউল এবং এই চাউল ক্রেতাদের জোর করে দেওয়া হচ্ছে, নিতে না চাইলেও তাদের বলা হচ্ছে যে এই চাউল নিতে হবে। সুতরাং আমাদের প্রস্তাব মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে কোথা থেকে আসছে, এফ, সি, আই থেকে কেনা হয়েছে, না রেশানশপে পুরানো চাউল ছিল, সেখান থেকে বিক্রী করা হচ্ছে, সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং আগরতলা শহরের সংলগ্ন রেশানশপ গুলিতে ভাল চাউল সরবরাহ করা হয় তার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—আমি এই প্রথম শুনলাম। এই সম্পর্কে তদন্ত করে আমি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এই চাউল আছে, আমি এখানে সেটা রাখলাম। এই চাউল মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী।

(গণ্ডগোল)

এইভাবে আমরা দেখেছি যে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্যও এই সমস্ত পঁচা চাউল দেওয়া হয়েছে—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যের মস্তীষ্ক ঠিক আছে কিনা বুঝতে হবে। কারণ ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য চাউল দেওয়া হয় না, আটা দেওয়া হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোন কোন জায়গায় চাউলও দেওয়া হয়েছে—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে আশ্বাস দিয়েছেন, আমি একথা আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই হাউসকে যে এর আগেকার সরকার, একটা বিরাট অংশ পঁচা চাউল আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন, আমরা সেটা এফ. সি. আই থেকে নিতে অস্বীকার করি, সেই চাউল আমরা নেইনি। এখন যে চাউল দেওয়া হচ্ছে রেশন সপ থেকে, সে চাউল আমি নিজেও খাই, সে চাউল পঁচা চাউল নয়। যদি কোন দোকানে পঁচা চাউল আসে, নিশ্চয়ই অন্য পথে এসেছে, সেটা আমরা তদন্ত করব। তবে মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই, রেশন শপের কোন জায়গায় আমাদের যে দপ্তর, সে দপ্তর থেকে পঁচা চাউল যাচ্ছে না।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্তের সুবিধার জন্য মাননীয় সদস্য কোন দোকান থেকে ঐ চাউল পাওয়া গেছে সেটা জানালে পরে আমাদের তদন্ত করতে সুবিধা হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত যে পুর নির্বাচনের কয়েকদিন আগে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ চালু করা হয়েছিল এবং যেই মাত্র পুর নির্বাচন শেষ, ফুড ফর ওয়ার্কের কাজও শেষ। আজকে হাজার হাজার লোককে এই সরকার কাজ না দিয়ে, পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে। তারা খাদ্যের জন্য এসেছে, তাদের খাদ্য না দিয়ে পুর নির্বাচন শেষ হওয়ার সংগে সংগে সেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে বলতে চাই যে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে এই সরকার তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য এটা করেছিলেন, এটাকে আমরা সম্পূর্ণ নিন্দা করি। হাজার হাজার ওয়ার্কাস সেখানে জমায়েত হয়েছিল, যারা, তাদের কাজের ব্যবস্থা করা হোক এবং তাদের রক্ষা করা হোক। গতকাল আমরা দেখেছি তারা ভুখা মিছিলের উপর অত্যাচার করেছিলেন, সেটাকে আমারা সম্পূর্ণ নিন্দা করি। হাজার হাজার ওয়ার্কার্স সেখানে জমায়েত হয়েছে যারা, তাদের কাজের ব্যবস্থা করা হোক এবং তাদের রক্ষা করা হোক। গতকাল আমরা দেখেছি তাঁরা ভুখা মিছিলের উপর অত্যাচার চালিয়েছেন, এখন কেউ কেউ হাসপাতালে আছে এবং আমরা জানতে পেরেছি যে একজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার, তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই ফুড ফর ওয়ার্ক কে ব্যবহার করছেন, আমরা তার নিন্দা করছি তাঁরা যে মানুষের রুটি নিয়ে রাজনীতি খেলছেন, আমরা সেটা বরদাস্ত করতে পারিনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যারা ফুড ফর ওয়ার্ক এর জন্য এসেছিলেন, তারাও গ্রামাঞ্চলের লোক, কেউ আগরতলায় ভোটার নয়। কাজেই মাননীয় সদস্য, যাঁরা বলছেন যে ফুড ফর ওয়ার্ক ভোট সংগ্রহ করার জন্য করা হয়েছিল, এটা মোটেই ঠিক নয়। মাননীয় সদস্যরা জানেন কিছুদিন আগে অতি বৃষ্টি হওয়ার ফলে, গ্রাম থেকে যারা আগরতলা শহরে আসে, তারা কাজ পায়না, কারণ বৃষ্টির সময়েতে লোক কাজে নিতে চায় না। কাজেই মানবতার দিক থেকে সেই সময়েতে কচুরী পানা তোলার কাজ, করানো হয়েছে, যদিও এটা ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ নয়, তবুও আমরা করিয়েছি এই জন্যে যে আগরতলা শহরে মশার উপদ্রব এবং যে সমস্ত ডোবা, নালা বা নর্দমা আছে সেগুলি পরিষ্কার রাখার প্রয়োজন আছে। সেই কাজ আমাদের শেষ হয়ে গেছে। আমরা তাদের পরশু বলে দিয়েছি যে আপনাদের জন্য গ্রামাঞ্চলে কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং কালকে ঐ এলাকায় যারা বি. ডি. ও. তাঁদের ডেকে আমরা বলে দিয়েছি এবং প্রত্যেক বি. ডি. ওর হাতে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়েছে যাতে এলাকার মধ্যে তাঁরা কাজ করাতে পারেন। মাননীয় সদস্যদের জানিয়ে রাখি যে ওরা কাজের জন্য আসেনি। কারণ কালকে তারা পতাকা নিয়ে এসেছে এবং কাজের জন্য কেউ পতাকা নিয়ে আসে বলে আমার জানা নেই এবং তারা এসেছে মিউনিসিপ্যাল অফিসে নয়, তারা গিয়েছে রিজার্ভের সামনে পুলিশের সংগে লড়াই করার জন্য, সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে গিয়েছে এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইন্দিরা কংগ্রেসের যে ভক্তরা, তাঁরা তাদের নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের দাবীর মধ্যেও খাদ্যের দাবীটি, কাজের দাবীটি গৌণ ছিল, মূখ্য দাবী ছিল না। তাদের নেতা, যিনি আমার সংগে সাক্ষাত করেছিলেন, তিনি পরিষ্কার আমাকে বলেছেন, আপনি যখন আমাদের সংগ্রাম করতে শিখিয়েছেন, আমরা সংগ্রাম করতে এসেছি। কাজেই সেখানে একটা উস্কানিমূলক কাজ চলছে। পরাজিত যারা, যারা হতাশায় ভুগছেন, তাঁরা মনে করছেন, ভোটের বাক্স যখন পাওয়া গেলনা, তখন একটা বিশৃংখলা সৃষ্টী করে আইন ও শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা সৃষ্টি করা যায় কিনা। আমি তাঁদের বলছি, এই পথ তাঁরা ছাড়ুন। এখানে উপজাতি যুব সমিতির যাঁরা বন্ধু আছেন, তাঁরাও ঐ একই সুত্রে গাঁথা, একই জায়গা থেকে তাঁরা শিক্ষা নিচ্ছেন। এই এ্যাসেম্বলীতে আপনারা দেখেছেন লাল চিঠি ছাড়া হয়েছে, শুধু তাই নয়, এর চেয়েও বেশী গভীর ষড়যন্ত্র চলছে সময় হলে আমি সেই সমস্তগুলি এই হাউসের সামনে উপস্থিত করব, কিভাবে কোন কোন এলাকাতে অস্ত্র সস্ত্র সরবরাহের জন্য গোপনে চিঠি তাঁরা দিচ্ছেন, সেই তথ্য হাউসের সামনে বিস্তারিতভাবে যে সময়মত উপস্থিত করতে পারব। আমি তাদের বলছি, ঐ পথ থেকে সরে আসুন, ঐ পথ আপনাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে না। আপনারা এক সময়ে মিজোরামে গিয়েছেন, একসময়ে পাকিস্তানে গিয়েছেন, আপনাদের মধ্যে যাঁরা নেতা, তাঁরা পাকিস্তানের সংগে আঁতাত করছেন। আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে যে সমস্ত ডাকাতি হচ্ছে, এবং পাহাড় এলাকায় বহু ট্রাইবেলদের বাড়ীতেও ডাকাতি হচ্ছে তার মধ্যে ঐ সমস্ত লোক অংশ গ্রহণ করেছে এবং আজকে যখন বাংলাদেশে আশ্রয় হচ্ছে না, তখন এখানে এসে, উগ্র যে

সমস্ত বিশৃঙ্খলমূলক কাজের প্রগ্রাম আপনারা নিচ্ছেন, আমি অনুরোধ করব গণতন্ত্রের স্বার্থে আপনারা সেখান থেকে ফিরে আসুন। এতে আপনারা শ্রীমতী গান্ধীর হাত শক্ত করছেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর হাত শক্ত করে তাঁকে ফিরিয়ে যে আনা যাবে না, এ ব্যাপারে গত কয়েকটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই হাউসের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য, যারা বিরোধী পক্ষে আছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখব, তাঁরা যেন এই সমস্ত উস্কানিমূলক কাজ ছাড়েন। ক্ষুধার্ত মানুষকে পুলিশের সামনে ঠেলে না দিয়ে, কাজের ক্ষেত্রেতে এগিয়ে নিয়ে যান। কাজ চান আমরা দেব। কাজ বা টাকার অভাব নেই। যারা দুঃস্থ লোক, যদি সামান্য কাজও করতে পারেন, তাহলেও টেষ্ট রিলিফের কাজ আমরা তাদের দেব, সেই প্রগ্রাম আমাদের সরকার করছেন। কালকে পুলিশ নির্যাতন হয়েছে এইটা হয়েছে। তার ফল আপনারা শুনেছেন। কোদাল এবং দা নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করেছে। সেইরকম উপজাতি যুব সমিতির মিছিল এক সময়েতে হাউসের সামনে, আমাদের সেক্রেটারীয়েটের সামনে একটা বিশৃঙ্খলা করা চেষ্টা করেছে। কিন্তু করতে পারেন নি। সম্ভবত: সেই জন্য আজকে ওরা এতটা উত্তপ্ত হচ্ছেন এইখানে। সেটা ঠিক নয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ করতে দেওয়া হবে না। কালকে যেটা করেছেন সেটা বে-আইনী। পুলিশ আইন এখানে চালু আছে। পুলিশ আইনে মিছিল করার জন্য অনুমতি নিতে হয়। কালকে আমরা কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সরকার নীরব দর্শক থাকবেন। তাঁরা আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাবেন, এইটা তাঁরা আশা করতে পারেন না। জানবেন এইখানে পুলিশ আইন আছে। তা প্রয়োগ করা হবে যদি দেখা যায় পুলিশ আইন অমান্য করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের পুলিশ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করেছে। তারা কোন রকম আক্রমনাত্মক কাজ করেনি। কাগজে দেখলাম, যারা কাগজে সাধারণত: ভুল তথ্য, অসত্য তথ্য পরিবেশন করেন, তারা এই সমস্ত সংবাদ লুফে নিয়েছেন। আমি তাদের বলতে চাই এই বিবৃতি সম্পূর্ণ অসত্য। ওরা পুলিশকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু পুলিশ কোন রকম আক্রমনাত্মক ভূমিকা নেয়নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার উপর বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার—মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার উপর কোন বক্তব্য চলে না। মন্ত্রী তাঁর উত্তর দিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— * * * *

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— * * *

মিঃ স্পীকার—আপনি বসুন। আপনি বসুন। আপনি বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— * * * *

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—আপনি নোটিশ দিন আমি জবাব দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— * * * * *

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমি বলছি আপনি বসুন। আপনি আপনার সীটে বসুন।

Expunged as ordeved by the Chaier.

শ্রীদশরথ দেব—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় স্পীকারের বার বার অনুরোধ সত্বেও উইদাউট পারমিশনে মাননীয় সদস্য এখানে যে কথা বলেছেন তা অ্যাকস্পাঞ্জ্‌ড করা উচিত। এবং কেন যাতে চেয়ারের অবমাননা না করেন তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমি মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ করব।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্যকে প্রথমেই বলেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী যে জবাবী বিবৃতি দিয়েছেন তার উপর কোন বক্তব্য রাখা চলবে না। কিন্তু আমার বার বার অনুরোধ সত্বেও মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বক্তব্য রেখেই চলেছেন। এতে হাউসকে অবমাননা করা হয়। এবং সেই সঙ্গে চেয়ারকেও অবমাননা করা হয়। এতে হাউসের ডেকরাম নষ্ট করা হয়। ভবিষতে যদি এরকম হয় তাহলে আমি কঠোর ব্যবস্থা নেব। সেই সঙ্গে আমি আরো জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির উপর যেসব বক্তব্য রেখেছেন তার সমস্তাটাই অ্যাক্স্পাঞ্জড বলিয়া গণ্য করা হইল।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির উপর আমি বক্তব্য রাখতে চাই।

মিঃ স্পীকার—আমি আগেই বলেছি এটার উপর কোন বক্তব্য রাখা চলবে না।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং—মাননীয় নগেন্দ্র জমাতিয়ার বক্তব্যকে অ্যাকড্‌স্পাঞ্জ করার প্রতিবাদে আমরা ৩০ মিনিট সময় পর্য্যন্ত ওয়াক আউট করেছি।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি রাখার জন্য আমি মাননীয় কমিউনিটি ডেভালাপমেন্ট মিনিষ্টারকে অনুরোধ করছি। প্রস্তাবটি ছিল শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয়ের। প্রস্তাবটির বিষয় বস্তু হচ্ছে, "ফুড ফর ওয়ার্কের কাজে সাতচান্দ (সাব্রুম) ২০শে জুন পি. ই. ও. এর নিকট ৩০০ শতাধিক লোকের বিক্ষোভ প্রকাশ সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট মিনিষ্টার অসুস্থ থাকায় আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার—ঠিক আছে বলুন।

শ্রীদশরথ দেব—"ফুড ফর ওয়ার্কের কাজে সাতচান্দ (সাব্রুম) ২০শে জুন পি. ই. ও. এর নিকট ৩ শতাধিক লোকের বিক্ষোভ প্রকাশ সম্পর্কে।" উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে সাতো চান্দের পি. ই. ও. এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২০শে জুন সাতচান্দ পি. ই. ও. অফিসে কোন বিক্ষোভ সংগঠিত হয় নাই। অবশ্য গত ১৬ই জুন সর্বশ্রী রথীমোহন রায়, মলিন সরকার, দুর্গা ত্রিপুরা এবং ভূপাল চক্রবর্ত্তী নেতৃত্বে ১৬।২০ জন লোক বিকেল সাড়ে তিন হইতে সাড়ে চারটার মধ্যে পি. ই. ও. এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এবং এর পর প্রায় শতাধিক লোক এই সমাবেশে যোগদান করে এবং ওদের দাবীর সমর্থনে শ্লোগান দেয়। এই সমাবেশ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং কোন পুলিশ সাহায্যের দরকার হয় নাই। বিক্ষোভকারীগণ দুঃস্থ এলাকায় কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প অবিলম্বে চালু করার দাবী জানান। পি. ই. ও. সাক্ষাতকারীদের জানান যে, ৬টি প্রকল্প ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। এবং আরো ৭টি প্রকল্প চালু করা হবে। যেখানে চালু করা হয়েছে তা হচ্ছে,

১। ভুরাতান।

২। সিন্ধুক পাথর।

৩। গার্দ্দিং।

৪। পশ্চিম জলেফা।

৫। হরিণা।

৬। দোলবাড়ী।

এই ৬টি জায়গায় চালু আছে। আর যেখানে প্রকল্প গুলি শীঘ্রই চালু করা হবে সেগুলি হচ্ছে,

১। শিলাছড়ি।

২। ঘোড়াকাপ্পা।

৩। আমহীঘাট।

৪। শ্রীনগর।

৫। মাধবনগর।

৬। মাগুরছড়া।

৭। সাতচান্দ।

সর্বমোট ১৩টি হবে। এইগুলি ছাড়াও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কর্মসূচীতে কালাডেপা একটি কলোনী এবং দক্ষিণ একটি কলোনীতে চালু আছে। অধিকন্তু সাতচান্দ ব্লকে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে পূর্ত্ত দপ্তর ২টি প্রকল্প, শিক্ষা দপ্তর ৯টি প্রকল্প, কৃষিদপ্তর ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রীকে আমি এখন শ্রীনরেশ চন্দ্র ঘোষ যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন তার উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয় হলো, "গত ১৯.৬.৭৮ ইং দক্ষিণ মহারাণীর ওয়াইমুলি গ্রামের (উদয়পুর) কর্ণহরি জমাতিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ ঘোষ কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন :—

"গত ১৯, ৬, ৭৮ ইং দক্ষিণ মহারাণীর ওয়াইমুলি গ্রামের (উদয়পুর মহকুমা) কর্ণহরি জমাতিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২০শে জুন ১৯৭৮ ইং বেলা ১০ টার সময় উদয়পুর মহকুমার ওয়াইমুলি গ্রামের শ্রীপূর্ণ সিং জমাতিয়ার পুত্র শ্রীচৈতন্য গৌড় জমাতিয়া রাধাকিশোরপুর থানায় উপস্থিত হয়ে উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে জানান যে এই দিনই সকাল ৬-৩০ মিনিটে তাহার বড় ভাই শ্রীচৈতন্যহরি জামাতিয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়া খবর দেয়

যে তাহার (অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যহরি জমাতিয়ার) জামাতা শ্রীকর্ণহরি জমাতিয়াকে ঘরে পাওয়া যাইতেছে না এবং বিছানায় রক্তের দাগ দেখা যায়। এই সংবাদ পাওয়ার পর অভিযোগ কারী এবং অন্যান্য কয়েকজন ঘটনাস্থলে গমন করেন। তাহারা রক্তের দাগ অনুসরণ করে শ্বামার বাড়ী হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে একটি অগভীর জলাশয়ে কর্ণহরি জমাতিয়ার মৃতদেহ দেখিতে পান। স্থানটি এই হইতে প্রায় ১০০ হাত দূরে অবস্থিত। মৃতদেহের গলায়কাটা দাগ ছিল। অভিযোগকারী বলে যে সে অনুমান করিতেছেন যে কোন ব্যক্তি কর্ণহরি জমাতিয়াকে হত্যা করিয়া উক্ত স্থানে ফেলিয়া গিয়াছে।

এই অভিযোগের সূত্রে রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ ধারায় ২৬ (৬) ৭৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয় এবং উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ঘটনাটি তদন্তের জন্য গ্রহণ করেন। সাক্ষীদের জেরা করার পর তদন্তকারী অফিসার ওয়াইমুলি গ্রামের শ্রীচিত্তরঞ্জন জমাতিয়ার পুত্র শ্রীজগৎকান্তি জমাতিয়াকে সন্দেহ করেন। এই জগৎকান্তি জমাতিয়া শ্রীচৈতন্যহরি জমাতিয়ার পোষ্য জামাতা। শ্রীজগতকান্তি জমাতিয়াকে গত ২০শে জুন ১৯৭৮ ইং তারিখ অর্থাৎ ঘটনার দিনই গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেপাজতে রাখা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় শ্রীজগতকান্তি জমাতিয়া দোষ স্বীকার করে। শ্রী জমাতিয়ার স্বীকার উক্তি অনুসারে আততায়ীর ব্যবহৃত কাপড় এবং অস্ত্র উদ্ধার করে আটক করা হয়। এই কাপড় এবং অস্ত্রে রক্তের দাগ ছিল। তদন্তকারী অফিসার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৪ নং ধারা অনুযায়ী আসামীর স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার জন্য আদালতে প্রার্থনা করেন। আসামী জগতকান্তি জমাতিয়া বর্তমানে আদালতের হেপাজতে আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে। সাক্ষীগণের উক্তি এবং আসামীর স্বীকারোক্তি অনুসারে ইহা প্রতীয়মান হয় যে আসামী জগতকান্তি জমাতিয়াই এই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত, কারণ আসামী এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে মনোমালিন্য এবং অবিশ্বাসের ভাব ছিল। এই ঘটনাটি আদালতের বিচারাধীন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি যে ঐ জগৎকান্তি জমাতিয়া এবং নিহত কর্ণহরি জমাতিয়ার মধ্যে কোন রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল কিনা? আমি যতটুকু জানি যেদিন ঘটনাটি ঘটে, ১৯ তারিখে সেদিন উপজাতি যুব সমিতির মিছিলও হয় এবং সেই মিছিলে উনার স্ত্রী যোগদানও করেন। যে খুন করেছে সেও উপজাতি যুব সমিতির লোক বলে ঐ অঞ্চলে পরিচিত। এই ধরনের কোন ঘটনা এই হত্যা-কাণ্ডের সাথে জড়িত আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনাটি যখন তদন্ত হবে, তখন এইসব দিকগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে।

মি: স্পীকার :—আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত একমাস যাবৎ ক্রমাগত ও অবিরাম বর্ষার ফলে হরিণখলা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় গৃহগুলি একেবারে ধরাশায়ী হওয়া ও তদ্‌জনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব :—হরিণকলা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তিনটি ঘর আছে। তিনটি ঘরই অস্থায়ী ধরনের এবং তন্মধ্যে একটি ঘর মাটির দেওয়াল যুক্ত। তিনটি ঘরই অবিলম্বে মেরামত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজের বদলে খাদ্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলঘরগুলি মেরামত করার জন্য সম্প্রতি একটি প্রস্তাব দিয়াছেন। গ্রীষ্মবকাশের পর স্কুল খোলার ২।৩ দিন পূর্বে মাটির দেওয়াল যুক্ত ঘরটির দেওয়ালের ভিটার খানেক অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শক জানাইয়াছেন। স্কুলের কাছাকাছি উপযুক্ত কোন ঘর না থাকায় স্কুলের বর্তমান গৃহগুলিতেই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার কাজ চলিতেছে।

স্কুলগৃহগুলি মেরামত করার জন্য ১৪৮৮ টাকা মঞ্জুর করা হইতেছে এবং মেরামতের কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে হইতে পরে সেইজন্য সংশ্লিষ্ট স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, স্থানীয় উন্নয়ন কমিটি ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একযোগে কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

CONSIDERATION AND PASSING OF THE TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1978 (TRIPURA BILL NO. 7 OF 1978)

Mr. Speaker :—Now the Business before the House is consideration of the Tripura Board of Secondary Education (Second Amendment) Bill 1978 (Tripura Bill No. 7 of 1978). I would request the Minister in-charge of the Education Department to move his motion for consideration the Bill.

Shri Dasharath Deb :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Board of Secondary Education (Second Amendment) Bill 1978 (Tripura Bill No. 7 of 1978) be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রথমে বক্তব্য রাখবেন, তারপর যে কোন মাননীয় সদস্য ইচ্ছা করলে এর উপর বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান বিলটা এখানে আনা হয়েছে সেটার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। কারণ এই শিক্ষা জগতে ইতিমধ্যে অনেক সমালোচনা এবং কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা আমরা দেখেছি। আমরা এই বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটু সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করতে চাই। যদিও এই শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে না হবে সেটা সর্ব ভারতীয় ব্যাপার, সামগ্রিকভাবে সমাজ ব্যবস্থার

সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালু করা এককভাবে কোন রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার নয়। দ্বিতীয়ত; শিক্ষা কন্‌কারেন্স সাবজেকট হিসাবে কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্র সেটা দেখছেন। আমরা এখানে যা করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান যেটা এখানে আছে, সেই পূর্ব্বের আইনটা একটু পরিবর্ত্তন করতে চাচ্ছি। এই পরিবর্ত্তন আমরা কিভাবে করতে চাই? আমাদের সামনে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বোর্ডের কাজকর্ম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালু করতে চাই। এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালু করতে গেলে কতগুলি জিনিষের কিছু পরিবর্ত্তন এর প্রয়োজন হয়। প্রথমে আমরা বোর্ডে যারা নির্বাচিত হবেন, তাদের টার্ম অব পিরিয়ডটা কমাতে চাই। দ্বিতীয়ত: এই বোর্ডের মধ্যে ছাত্রদের প্রতিনিধি রাখতে চাই। কারণ দীর্ঘদিন ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটা দাবী ছিল যে যেহেতু সমস্যাটা ছাত্রদের সংগে সম্পর্কিত, সেইহেতু ছাত্রদের তরফ থেকে যদি কোন প্রতিনিধি নেওয়া যায় তাহলে বোর্ডের মধ্যে ছাত্রদের পক্ষের বক্তব্য সেখানে হাজির করার একটা সুযোগ থাকবে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা ছাত্রদের সেই আকাঙ্কাটা পূরণ করতে চাই এবং আমরা মনে করি বোর্ডের মধ্যে যদি ছাত্রদের প্রতিনিধি থাকে তাহলে ছাত্রদের সমস্যাগুলি সেখানে রিপ্রেজেন্টেড হবে এবং তাতে বোর্ডের কাজকর্ম যারা চালাবেন, তাদেরও ছাত্রদের সমস্যাগুলি আরও কাছাকাছি থেকে জানার চেষ্টা হবে। তৃতীয়ত: আমরা যেটা বলেছি, আগের যে আইনটা ছিল, সেই আইনের মধ্যে হয় তপশিলী জাতি হবে, নয় তপশিলী উপজাতি হবে। আইদার অর। একটা অর আছে। কিন্তু আমরা তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি এই দুইটা সম্প্রদায়কেই অনগ্রসর বলে জানি। তপশিলী উপজাতির ট্রাইবেলদের সমস্যা এবং তপশিলী জাতি সিড্যুয়েলকাষ্টদের সমস্যা এক সমস্যা নয়। অনেক পার্থক্য আছে। সেইদিক থেকে এখানে সিড্যুয়েল কাষ্ট এবং সিড্যুয়েল ট্রাইবদের একই ব্রেকেটে কোন দিনই আমরা করিনি। এবং আমরা করবও না। কাজেই এখানে আগের ধারাটা পড়লেই আপনারা দেখবেন যে হয় সিড্যুয়েল কাষ্ট, না হয় সিড্যুয়েল ট্রাইব এবং বোর্ডে সিড্যুয়েল ট্রাইবের কোন প্রতিনিধি নাই। আমরা বলছি একজন সিড্যুয়েলকাষ্ট থাকবে বাধ্যতামূলক এবং একজন সিড্যুয়েল ট্রাইব থাকবে বাধ্যতামূলক। সেই কারণে এই পরিবর্ত্তনটা আমরা এখানে আনছি। আর একটা পরিবর্ত্তন এখানে আনছি সেটা হচ্ছে এই যে সাব-সেকশান (১) অব সেকশান ৪ অব দি ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান এ্যাক্ট ১৯৭৩, তার মধ্যে প্রিন্সিপাল ওয়ান, পেজ ৩, এখানে ক্লজ (১৬) এর মধ্যে বলা আছে Persons, interested in Education, numbering not more than four, nomfnated by the State Government, one of them being Woman, one Advocate as defined in the Advocates Act, 1961, and at least one person belomging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, এখানে আমরা দুটো এ্যামেণ্ডমেন্ট চেয়েছি কারণ এখানে নট মোর দ্যান ফোর-এর জায়গাতে ফাইভ হবে। কারণ সিডিউল কাষ্ট ও সিডিউল ট্রাইব যদি এই উভয় সম্প্রদায় থেকে ২ জন নিতে হয়, তাহলে এখানে পাঁচ জন হবে। এটা আমরা সাজেষ্ট করছি। আগে সিডিউল কাষ্ট অথবা সিডিউল্ড ট্রাইব এর যে কোন সম্প্রদায় থেকে একজন নেওয়া হোত। এই জন্য এখানে এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। Word "four" occured in the second line within the words "than" and "nomi-

nated" and the word "or" occured in the last line within the words "Sch. Caste" and "scheduled Tribe" shall be substituted by "five" and "and" respectively. In Clause 16 of sub-section 1 of Section 4 of the Tripura Board of Secondary Education Act, 1973 hereinafter referred to as the principal Act. তারপর আসছে The following new Clause shall be added : যেমন ১৭ পরে ১৮ যোগ হবে, সেখানে one representative of Students, State Govt. nominate করবে।

In sub-section 1 of section 5 of the Tripura Board of Secondary Education Act, 1973 herein-after referred to as the principal Act at page 4.

The Word "three" occurred in the third line in between the words "of" and "years" shall be substituted by the word "two". The members other than the Ex-officio members of the Board or any Committee appointed under this Act, shall hold office for a period of three years from the date of appointment, election or nomination, as the case may be—এই তিন বছরের জায়গায় আমরা দু'বছর করতে চাই। তিন বছরের জন্য যদি ইলেকটেড হয় এবং দেখা যায় যে বোর্ডের কাজ ঠিক মত চলছে না, অথবা আইনের ফাঁকে সেই তিন বছর বোর্ডটা এফেকটিভ এবং সেটা আমাদের রাখতে হবে, সে ক্ষেত্রে আমাদের জনগণের সুযোগ থাকা উচিত যে নূতন নূতন লোক যাতে পাওয়া যায় এবং বোর্ডকে নূতন অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিচালনা করা যায়। তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে তিন বছর না করে দু'বছর করা। একটা বোর্ড দু'বছর চলুক। এবং যদি দেখা যায় যে বোর্ড ভালো ভাবে চলছে না, তাহলে তখন ইলেকশানের মাধ্যমে আমরা পরিবর্তনের সুযোগ দেব। কারণ আমরা চাই না শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোন ভেসটেড ইনটারেষ্ট গ্রো করুক দীর্ঘ দিন ধরে। সেজন্য আমরা ২ বছর পর পরই এই বোর্ড গঠনের সুযোগ আমরা জনগণের হাতে দিতে চাই।

Clause No. (b) of sub section 1 of Section 10 of the Tripura Board of Secondary Education Act, 1973 herein-after referred to as the principal Act at page 8, the Words "five years" occurred in the second line before the word "but" and after the words "term of" shall be substituted by the words "two years"-প্রিন্সিপালে এ্যাক্টে আছে—The President shall hold office for a term of 5 years, but his services may be extended for a period not exceeding one year". তার মানে ৫ বছর চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্টকে থাকতেই হয়, তার উপর আমরা এক বছর এক্সটেণ্ড করতে পারা যায়, আমরা সেখানে দু'বছর করে দিয়েছি। অন্যান্য মেম্বার সময় দু'বছর করে দিয়েছি যারা ইলেকটেড হবেন। চেয়ারম্যানও দু'বছর থাকবেন। সরকার ইচ্ছে করলে তাঁদের সার্ভিস-টা এক বছরের জন্য এক্সটেণ্ড করতে পারেন। কারণ চেয়ারম্যান হচ্ছেন নমিনেটেড, কিন্তু এক বছরের বেশী তার আয়ু বাড়ানো যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থা টাকে নূতনভাবে গঠন করে যাতে নূতন বোর্ড গঠন করা যায়, সেই জন্য আমি হাউসের সামনে এই বিল রাখছি। বিলটি অত্যন্ত সরল, এবং এর মধ্যে কোন কনট্রোভারসি নেই। আমি আশা করি এই বিলটিকে পাশ করার অনুমতি দেবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—এই বিলের উপর কেউ আলোচনা করবেন ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশন এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৭৮ যেটা মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, আমি এই বিলটিকে সংশোধনী সহ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এই কারণে যে, শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনার জন্যই এই সংশোধনী আনতে চাওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি একটা দেশের সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে—যেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে, সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সব জায়গাতে ধনতন্ত্র বাসা বেঁধে থাকে এবং যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থাটা তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বৈজ্ঞানিক পরিবেশ, একটা বৈজ্ঞানিক সিলেবাস একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতি সমস্ত কিছু বিজ্ঞান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, এটা আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু তবুও আমরা দেখেছি বা আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার আগের থেকেও এবং পরবর্ত্তী সময়ে একটি পূর্ণ রাজ্যের মধ্যে একটা মাধ্যমিক পর্ষদ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদে গঠনের জন্য দীর্ঘ দিনের গণ আন্দোলনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস জড়িত আছে সেজন্য আমরা আশা করেছিলাম যে এত আন্দোলনের ফসল হিসাবে, এত সংগ্রামের ফসল হিসাবে আমাদের এই রাজ্যে যে মাধ্যমিক পর্ষদ গঠিত হোল তাতে ছাত্র ছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকরা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন যে আর আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতে অন্য রাজ্যের খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দিতে হবে না। একটা বিরাট আশা নিয়ে এই মাধ্যমিক পর্ষদ জন্ম লাভ করেছিল। কিন্তু আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, আমরা দেখেছি এই শিক্ষা পরিষদ গঠিত হওয়ার পরবর্ত্তী সময়ে তার পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে কেরকম রাজনৈতিক ঘুঘু বাসা বেঁধেছিল, যার ফলে সমস্ত এসপেকট-টাই সেখানে বিপর্যাস্ত হোল, আমাদের আশা আকাংখা সেখানে ধূলায় লুণ্ঠিত হোল। সেই অবস্থা, দেখে, আমরা যখন বিরোধী পক্ষে ছিলাম, এই গত নির্বাচনের আগেও আমরা তখনও বলেছি এর মধ্যে একটা গনতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার না হলে পরে যে জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ স্থাপন করার কথা আমরা বলেছিলাম, সেই গোটা জিনিষটাই নিষ্ফলা হয়ে যাবে এবং এখনও আমাদের কাছে কিছু কিছু খবর আসছে যে টোটাল আমলাশাহির উপর ছেড়ে দেওয়ার ফলে এই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের কি হয়েছে। প্রথমেই ধরা যাক সিলেবাসের প্রশ্ন। আমরা দেখছি প্রতিটি বৎসরে নতুন নতুন সিলেবাস সৃষ্টি করা হচ্ছে পাঠ্যক্রম এক গাদা নূতন বই ছাত্র ছাত্রীদের কাছে হাজির করা হচ্ছে, যার ফলে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে গড় হিসাবে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ ছাত্র ছাত্রীকে প্রাইমারী স্কুল থেকেই বিদায় নিতে হচ্ছে। নগণ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে সেকেণ্ডারী স্টেজে পড়াশুনোর সুযোগ পাচ্ছে। প্রতি বৎসর নূতন নূতন বইয়ের জন্য অভিবাবকদের টাকা গুণতে হচ্ছে। কি দুর্বিষহ অবস্থা। আমরা তো আগে দেখেছি এক বই যুগের পর যুগ চলছে, সেই সিলেবাসের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি স্কুলের মধ্যেই, একটা রাজ্যে বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সিলেবাস চালু করা আছে। অমুক রাইটারের বই এক স্কুলে চলছে, সেই

রাইটারের বই আর এক স্কুলে চলবে না। অথচ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন নিয়েই সেই বইগুলি লেখা হয়েছে। তারপর কার স্বার্থ রক্ষার জন্য সেইসব সিলেবাস তৈরী করা হয়? তারপর সেটাও চিন্তা করতে হবে যে ছাত্রছাত্রীরা সেই সব নূতন নূতন বই কিনতে পারবে কিনা, তাদের অভিভাবকদের সেই আর্থিক ক্ষমতা আছে কিনা। সেই দিকটা চিন্তা করা হয় না। আমাদের আরও তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যে যদিও একটা যুগে পরা সিলেবাস তারা তৈরী করেন, সেই সিলেবাসের মধ্য থেকে যখন প্রশ্ন পত্র করা হয় সে এক নাটকীয় ব্যাপার। এবারের মধ্যশিক্ষা পর্যদের প্রশ্ন পত্র যদি আপনারা কেউ দেখে থাকেন তা হলে দেখবেন যে সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন সেখানে করা হয়েছে। তার জন্য দায়ী কে? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ১১ লক্ষ মানুষ যদি বলে যে ঐ মধ্যশিক্ষা পর্যত দায়ী, তাহলে সেই দায়িত্ব থেকে কি অব্যাহতি পাবে মধ্যশিক্ষা পর্যদ? কখনও পাবে না।

পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দেখুন, যে প্রশ্নটা করা হয়েছে সিলেবাস বহির্ভূতভাবে, যখন খাতা একজামিন করা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষকদের এমন এক নির্দেশ দেওয়া হল, যার ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ফেল করতে বাধ্য হবে। একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি যে, সিলেবাসে আছে ২০/১০০ ইকুয়াল টু পাই। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিল এবং পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন একজামিন হচ্ছে তখন তাঁরা নির্দেশ দিলেন, না, ১০/৯০ ইকুয়াল টু পাই নয়, ইনফিনিটি। যদি এইটা পূর্ব নির্দেশ বা পূর্ব সারকুলার থাকতো আগেই সেই জিনিষটা সারিয়ে নেওয়া হত- তা হলে ছাত্রদের সেই ভুল হত না।

আর একটা প্রশ্ন আছে, এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রে দেখা যাবে যে কোণের পরিমাপে ডিগ্রি চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে না। অথচ সেই কথা তো সিলেবাসে লেখা নেই বা পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত সেই কথাটা বলে দেওয়া হয়নি। এইভাবে এক নৈরাশ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তার জন্য দায়ী কে? আজকে ছাত্র সমাজের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই অসন্তোষ পর্ষদের কানে গিয়ে পৌঁছায় না। যদিও বা পৌঁছে তার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। যার জন্য আজকে সংশোধনীর মধ্যে প্রস্তাব করতে হচ্ছে যে ছাত্রদের সমস্যা বুঝবার জন্য, পর্ষদ পরিচালকবর্গের কাছে এই কথাটা তোলার জন্য যে, সুষ্ঠুভাবে যাতে পর্ষদের কাজকর্ম চলে তার জন্য, সেখানে ছাত্র প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক। ঠিক একইভাবে ছাত্রদের পরীক্ষা, প্রশ্নপত্র খাতা একজামিনেশান এবং সিলেবাস তৈরী করা, সমস্ত জিনিষটার মধ্যে যেহেতু শিক্ষকদের দায়িত্ব ইনভলভড আছে, সেজন্যই সেখানে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা আছে এবং একই দৃষ্টিভংগী নিয়ে সেখানে সিডিউল্ডকাস্ট, সিডিউল্ড-ট্রাইবের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা আছে। যদিও প্রভিশন ছিল টিচার্স রিপ্রেজেনটেটিভ বোর্ডের মধ্যে থাকবে, কিন্তু সেই জিনিষ, মানা হয় নি, টিচার্স রিপ্রেজেনটিভ সেখানে নেওয়া হয় নি এবং এই যে অসন্তোষ, এই যে দুর্নীতি, এই যে অপদার্থতা পর্যদের কার্য কলাপের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখে আসছি তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার মন্ত্রীত্বে আসার পর চিন্তা করেছেন যে এই পর্যদকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং পর্ষদের কাজকর্মের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্র সমাজ উপকৃত হতে পারেন এবং শিক্ষা জগতে একটা নূতন গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার জন্য আজকে এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা আনা হয়েছে। এই জন্য আমি এই অ্যামেণ্ড-মেণ্টকে পুরোপুরি সমর্থন করছি এবং আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল যেটা আনা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করছি। যখন ত্রিপুরা বিধান সভায় ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান বিল প্রথম এসেছিল তখন অনেগুকলি সাজেশান তৎকালীন কংগ্রেসী সরকারের সামনে রাখা হয়েছিল যে, কি ভাবে বোর্ডটাকে পুনর্গঠিত করা যায়। এমন কি আমরা দেখেছিলাম যে পশ্চিমবংগ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তখন যে ভাবে করা হয়েছে, তার অনেক কিছু এই ত্রিপুরার বোর্ড গঠনের সময়ে রাখা হয় নি। রাখা বিভিন্ন কমিটি গঠনের সংস্থান। আমরা দেখলাম যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত সদস্যদের তখন রাখা হয় নি। বেশীরভাগ মনোনীত সদস্য আজও আছেন, কিন্তু তবু কিছু গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়ার জন্য আজকে ছাত্র প্রতিনিধি নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ছাত্র প্রতিনিধি সেখানে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সেই সংগে সিডিউল্ড ট্রাইব মেমবার একজন করে রাখার চিন্তা করা হয়েছে। আমরা দেখছি যে আজকে বোর্ডকে গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার স্বচ্ছন্দভাবে যে এগোবার একটা প্রয়াস নিচ্ছেন। স্যার, আমরা বোর্ডের যা কার্যকলাপ দেখলাম বোর্ডের গঠনের পর থেকে, নিশ্চয়ই ত্রিপুরাবাসী এর কার্যকলাপে সন্তুষ্ট নয়, বহু অভিযোগ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে উঠেছে এবং বিদ্যালয়ের সংগে যারা সংশ্লিষ্ট তারা জানেন যে, কি ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে তাদের লেখাপড়ার কাজগুলি ছাত্রদের সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এক এক সময়ে এক এক ধরনের সার্কুলার আমরা ইস্যু হতে দেখেছি। শুধু তাই নয়, আমরা আরও দেখলাম যে পরীক্ষার ফিস্ টেস্ট পরীক্ষার ফিস্, ফাইন্যাল পরীক্ষার ফিস্ বোর্ড নেবে, না স্কুল নেবে তার জন্য এক এক সময়ে, এক এক ধরণের সার্কুলার জারী হল। একবার শ্রী জৈন সার্কুলার দিলেন, পরে দেখা গেল যে শ্রীজৈন আবার তাঁর সার্কুলারটা পাল্টাচ্ছেন। এই ধরনের ঘটনা বহু আছে। প্রতি স্কুলেই পাওয়া যাবে। আমরা দেখেছি এ ধরণের অবস্থার মধ্য দিয়ে পরীক্ষার কার্যাবলী এগিয়ে নিয়ে যেতে নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত ছাত্রছাত্রীদের এবং শিক্ষকদের। কেবল তা নয়, পরীক্ষা নিয়ামকের জন্য যে একটা সাব কমিটি গঠনের প্রয়োজন সেটাও আগে স্বীকৃত হয় নি। এবং আমরা দেখলাম যে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ামকের ক্ষেত্রে এমন কোন নিরপেক্ষ সাব-কমিটি গঠন করেন নি, যার ফলে খেয়াল খুসী অনুযায়ী এগিয়ে চলার একটা পথ করে দিয়েছেন। যিনি আগে এডুকেশন ডাইরেক্টার ছিলেন, তিনি রিটায়ার্ড করার পর সুখময় বাবুর প্রসাদ পুষ্ট হয়ে, তিনি গেলেন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে এবং আমরা দেখলাম যে সুখময় বাবুর ইচ্ছামত সেই বোর্ডকে সাজাবার তিনি প্রয়াস পেলেন এবং আজও সেটা ভাঙ্গে নি। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা আজও ঠিক আছে। মিঃ মোল্লা গিয়ে খুব যে একটা ভাঙ্গতে পেরেছেন, এমন নয়, অথবা বোর্ডকে একটা স্বক্রিয় ভূমিকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তিনি করছেন, তাও নয়। আমরা আজও দেখছি যে, পরীক্ষা নিয়ামকের ক্ষেত্রে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার মফঃস্বলে গিয়েছে, কিন্তু কেন টিচারেরা এলেন না, পয়সা তো পান না, আর যারা পান কিছু কিছু, তাদের পোষায় না। কেবল তা নয়, আমরা আরও দেখেছি মফঃস্বল থেকে আসার ক্ষেত্রে, নানা ধরনের অসুবিধার জন্য টিচারেরা বেশীর ভাগই আসতে চান না। এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে আরও দেখছি যে,

যেখানে পরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে, বিশেষ করে প্রধান পরীক্ষক হিসাবে যাঁদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও আছে যে সাব্জেক্ট যার নাই, সেই সাব্জেক্টের প্রধান পরীক্ষক হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে। কেবল তা নয়, কোন কোন প্রধান পরীক্ষক এমনভাবে নিয়োগ করা হয়েছে যে, তিনি পরীক্ষার নিয়ামক সমস্ত কিছুরই নিয়ামক হচ্ছেন তিনি, কোথায় কাকে কি দেওয়া হবে, কি রকম সাব্জেক্টের পরীক্ষককে বোর্ডের কাজে নিয়োগ করা হবে, সেই সমস্তই তিনি ঠিক করছেন। তিনি এর আগে এম, বি, বি কলেজ হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেণ্ড হিসাবে ঐ কংগ্রেসের সেই গুণ্ডা বাহিনীর আড্ডা গড়ে তুলেছিলেন হোস্টেলে, আজও তিনি আছেন এবং পরীক্ষা নিয়ামকের দপ্তর সংগে তিনি জড়িত। হেড এ্যাকজামিনার ফাইভ পারসেন্ট খাতা দেখার কথা, খাতা না দেখেই উনার সই করানো হয়, এমন অবস্থাও ঘটে এবং এবারেও ঘটেছে। কেবল তা নয়, টেবুলেটার নিয়োগের সময় দেখা যাচ্ছে, এমন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে, যার ছেলে পরীক্ষার্থী, জনৈক অধ্যাপকে দেওয়া হয়েছে, আমি তার নাম এখানে বলতে চাই না, যার ছেলে পরীক্ষার্থী, আমি জানি না, আজকে সেই অধ্যাপক মশাইর ডেপুটেশান শুরু হওয়ার কথা এবং তিনি সেটা এ্যাক্সেপ্ট করেছেন কি না সুতরাং বোর্ডের যে ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা কুশাসন বাহিনী আমল থেকে চলে আসছে, সেই ব্যবস্থাগুলি ভাঙ্গে নি। আর সিলেবাস সম্পর্কে যে ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ত্রুটি রয়ে গেছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদের সিলেবাস গ্রহণ করেছি এবং সেই সিলেবাস দিয়েই আমরা চলছি। সেই সিলেবাসের মধ্যে বিশেষ করে একটা জিনিসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কোয়ালিফাইং মার্কস প্রতিটি সাবজেক্টে টুয়েন্টি পার্সেন্ট, আর পাস মার্কস গ্রুপে থার্টি ফোর পার্সেন্ট। এর মধ্যেও এমন সব ছাত্রের জন্য অসুবিধা রয়েছে, যেখানে তারা ভাবছে যে আমার কোয়ালিফাইং মার্কস টুয়েন্টি পার্সেন্ট পেলেই আমি পাশ করলাম। তারপর যেটা তাকে ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে অন্যান্য সাবজেক্টে ঐ গ্রুপে আমার কোটি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট তুলতে হবে। ত্রিপুরায় উচ্চ মেধার ছাত্রের সংখ্যা বোধ হয় কম আছে, আমরা মিডিওকারই বেশী এবং সেই ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইং মার্ক প্রত্যেক গ্রুপে ধরেও তারা মিলাতে পারছেনা। কেবল তা নয়, ওয়ার্ক এডুকেশান হিসাবে যেটা রাখা হয়েছে সিলেবাসের মধ্যে, ঐটা সম্পর্কে আমার ধারনা যে, এডুকেশান উইদাউট ওয়ার্ক, একজনই ওয়ার্ক এডুকেশানটা রাখা হয়েছে। কাজ ছাড়া কিছু নাম্বার যাতে দেওয়া যায়, মাষ্টার মশাইরা কিছু নাম্বার যাতে প্লেস করতে পারেন তাদের ইনটারন্যাল এ্যাসেসমেণ্টে, বোর্ডের একজন প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়ে এ্যাক্সটারন্যাল এবং ইনটারন্যাল মিলিয়ে গড় করে যাতে একটা নাম্বার বসাতে পারেন, তারই একটা ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছে। আসলে সত্যিকারের কাজ কিছু হচ্ছে না আর সত্যিকারের কাজ করার মতো যে পরিবেশ প্রয়োজন, যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন, সেই ব্যবস্থা আগেও নেওয়া হয় নি। শিক্ষা বিভাগ বা বোর্ড থেকে এমন কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন নির্দ্দেশ বা সার্কুলার স্কুলগুলিকে দেওয়া হয় নি। এই অবস্থায় আমরা দেখছি, বোর্ড চলার ক্ষেত্রে এই ধরনের সব অ-ব্যবস্থা চলে আসছে। আমরা এটা জানি যে পর্ষদ যদি সঠিকভাবে গঠিত হয় তাহলে পর্ষদের বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং আজকে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে, সেই এ্যামেণ্ড-মেন্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে তাই। যাতে অন্ততঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই পর্ষদ চলতে পারে

এবং এর সংগে সংগে এত দিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত অব্যবস্থা চলছিল, সেগুলি দূরীভূত হতে পারে। তাছাড়া এই বোর্ডের ব্যাপারে আরও বিভিন্ন অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে শুনা গিয়েছে, ক্যাস বুক বহুদিন পর্যন্ত লেখা হয় নি, সেটা তো আমরাও পাই নি। হিমাংশু ধর যখন জয়েন করলেন, তিনি গিয়ে দেখলেন যে আগেকার ক্যাশ বুক নাই, কাজেই উনি কি করে ক্যাশ লিখবেন। এই ধরনের ঘটনাও তো ঘটেছে। তার উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পরবর্ত্তী সময় থেকে ক্যাশ লেখ, আগেরটার সম্বন্ধে তোমার কিছু করতে হবে না, এই ঘটনাও বোর্ডে ঘটেছে। পরীক্ষার ফিস বাবত কত আদায় হল, কত তার খরচ। সাইন্সের পরীক্ষা নিচ্ছেন বিভিন্ন স্কুলে, তার জন্য সেন্ট্রাল গ্রেন্ট প্রাপ্ত স্কুলে দেওয়া প্রয়োজন, এটা ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড দিত, কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড দেন না। যারা ইন্টারন্যাল সাইন্স প্রেকটিক্যাল এ্যাকজামিনার, তাদের পয়সা ত্রিপুরা বোর্ড দিচ্ছে না, কয়েক বছর হয়ে গেল আজও দেয় নি। অথচ আমরা দেখছি যে ভাল পয়সা ছাত্রদের কাছ থেকে কালেকশন করা হচ্ছে, সেই কালেকশনের টাকা খরচ যদি সুষ্ঠুভাবে হয়, তাহলে ভাল কথা। কিন্তু ক্যাশ যেখানে লেখা হয় না, সেখানে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। সুতরাং বোর্ডে সেই ক্ষেত্রে বহু দুর্নীতির কারণ ঘটেছে, এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটতে পারে, তার জন্য চিন্তা করতে হবে। আজকে পর্ষদকে নূতনভাবে ঢেলে সাজাবার একটা দিক আমরা লক্ষ্য করছি। আমি এর আগেও উল্লেখ করেছি যে, এর আগে বোর্ডের কমিটি গঠনের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তাতে বেশীর ভাগ ছিলেন এ্যাক্স অফিসিও মেম্বার। এটা বদলাবার প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল। আমরা দেখলাম কংগ্রেস আমলে তার সম্পর্কে কোনদৃষ্টি দেওয়া হয় নি। কিন্তু বর্তমান এ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্যে ছাত্র প্রতিনিধি গ্রহণের মারফতে আমরা এটা অন্ততঃ লক্ষ্য করছি যে ছাত্ররা কোথায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমাদের রিসেসের সময় হয়ে গেছে। আপনি পরে বলতে পারবেন। এখন হাউস বেলা দু'টো পর্য্যন্ত মূলতুবী রইল।

আফটার রিসেস্

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মাকে অনুরোধ করছি উনার অসমাপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে মাধ্যমিক শিক্ষা জগতে, সেই শিক্ষা জগতটাকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বোর্ডের একটা বিশেষ দায় দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। অবশ্য এটা ঠিক, শিক্ষা নীতি এবং শিক্ষা সম্পর্কিত যে ভাবনা, আমাদের ভারতবর্ষে তা ছিল না। গত ৩০ বৎসর আমরা দেখিনি যে সার্বিকভাবে সকলের জন্য, সকলের প্রয়োজনে, এই শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ যাতে বজায় রাখা যায়, তেমন কোন ব্যবস্থার কথা কংগ্রেসী সরকার ভাবেননি। সুতরাং বোর্ড সেটা গঠিত হয়েছিল, সেই বোর্ডের মাধ্যমে এই ভাবনাটুকু স্থান পাওয়ার কোন নিশ্চিত আশা করা যেত না। যার ফলে আমরা দেখছি যে, বোর্ড সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে, নানা ধরণের দুর্নিতী নানা ধরণের একটা নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রয়াস তার মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি। এমন ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি আমার অভিজ্ঞতা আছে, ধর্মনগর নকল হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা নকল করছে বছর খানেক

আগে উনি যখন ডিরেকটর অব এডুকেশন ছিলেন, উনি বলেছিলেন, কোন মতে চালিয়ে নেন। শিক্ষকরা প্রতিবাদ করেছিলেন এটা চলতে পারে না। সেই ব্যক্তি যখন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন সেই বোর্ড কি হবে এবং তখন বুঝা গিয়েছিল। যার ফলে আমরা দেখলাম এই দাসগুপ্তের আমলে বোর্ড একটা ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা একই জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। তা না হলে যে ব্যক্তি ফাস্ট ক্লাশ পায় মেথামেটিসে, তাকে বাদ দিয়ে নিজের লাইন ঠিক রাখার প্রয়োজনে কিছু নিজের লোককে পরীক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। গত ৩০ বৎসর ধরে আমরা এই জিনিসটা লক্ষ্য করতে পারছি। স্যার, আমরা দেখছি যে বোর্ড পুনর্গঠনের জন্য যে অ্যামেণ্ডমেণ্ড এসেছে, সেখানে গণতন্ত্রকে স্বীকার করে নেওয়ার একটা প্রয়াস লক্ষণীয়। কারণ এখানে আমরা দেখছি ২ বৎসরের জন এই বোর্ডটা গঠিত হবে এবং দুবছর পর পর নূতনভাবে সদস্য নিয়ে বোর্ডকে পুনর্গঠন করা সম্ভব হবে। এই আমিনের মধ্য দিয়ে এইটুকু নিশ্চিত যে কায়েমী স্বার্থের একটা বাসা এই বোর্ডের মধ্যে আর বাঁধতে না পারে, তার একটা চেষ্টা এই বিলের মধ্যে আনা হয়েছে এবং এই সংগে সংগে এই টুকু আশা করতে পারি যে, দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা আজ পর্যন্ত যা চলেছে সেই সমস্ত দূর করে, বোর্ডকে আমাদের ত্রিপুরার শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা নিতে পারবে। আমরা এটা লক্ষ্য করেছি বোর্ড গঠিত হওয়ার পর, ত্রিপুরাতে শিক্ষা জগতে এমন কোন উন্নয়ন সমস্তরপর হয়ে উঠে নি। এখনও ওয়েষ্ট বেংগল বোর্ডকে আমাদের ফলো করতে হচ্ছে এবং ফলো করার ক্ষেত্রে সিলেবাস কেবল নয়, 'লভ ক্লাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বোর্ডের যে ভূমিকা গ্রহণ করার প্রশ্ন, সেই ভূমিকা নেওয়ার মত যোগ্য করে এই ত্রিপুরা বোর্ডকে গড়ে তোলা হয় নি। সুতরাং যে কমিটি আসছে, এই বিলের মধ্যে দিয়ে, আমরা আশা করব যে নূতনভাবে এই ত্রিপুরা বোর্ড যাতে সমস্ত সমস্যা বিবেচনা করে কাজ করতে পারে, শিক্ষা জগতে একটা ভূমিকা নিতে পারে তার প্রয়াস এই বিলের মধ্যে রয়েছে। গণতান্ত্রিককরণের যে চেষ্টা, তার একটা প্রয়াস আমরা এই বিলের মধ্যে লক্ষ্য করছি। এই বোর্ড যদি শক্তিশালী হয় এবং তারা যদি দুর্নীতি মুক্ত করতে পারেন এবং একটা পরিচ্ছন্ন বোর্ড হিসাবে গড়ে তোলেন, তাহলে আমরা ত্রিপুরার শিক্ষা জগতে নূতন পরিচ্ছন্ন পথে চলতে পারব। এইটুকু বলে, এই বিলটাকে সমর্থন করে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি কিছু বলব। ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন, সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল। যে এখানে আনা হয়েছে, এই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। বোর্ডের যে কমিটি গঠিত হবে, তাতে দেখলাম একজন থাকছেন ছাত্র প্রতিনিধি, আর সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস থেকে একজন করে প্রতিনিধি থাকছেন। এই ছাত্র প্রতিনিধি রাখা সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই তাঁর পরিষ্কার ধারণাটা কি। আমি বলতে চাই যে বোর্ডের কাজকর্ম, এগুলি গোপনীয় ব্যাপার, ছাত্র, যতই হোক না কেন ছাত্রই। এখানে গোপনীয়তা রাখতে হবে, আরও কতগুলি জিনিস আছে, সেগুলি একজন ছাত্রের উপস্থিতিতে কমিটির সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তার কাজকর্মের মধ্যে যুক্তি কতটুকু আছে, সে সম্পর্কে আমার পরিষ্কার

ধারনা নেই। পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিগত বোর্ডের কতগুলি ত্রুটি আমরা দেখি। সেই ত্রুটি হল যেমন অ্যাডমিট কার্ড, অনেক সময় দেখি পরীক্ষার তারিখ ধার্য্য হয়েছে এবং ঠিক পরীক্ষা যেদিন, তার দুই দিন আগেও তারা অ্যাডমিট কার্ড পায় না, এমন কি একদিন আগেও পায় না। এই সমস্ত ঝামেলা আগের বোর্ডগুলিতে ছিল। যার ফলে ছাত্র এবং গার্ডিয়ানরা অনেক সময় বিপদে পড়তেন। আজকে আমাদের যে বোর্ড গঠিত হবে এই সমস্ত ত্রুটি যাতে না থাকে আশা করি নূতন বোর্ড সে ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। আগে পশ্চিমবঙ্গে বোর্ডের অধীনে থাকার সময়ে দেখা গেছে যে, রেজাল্ট বের হল এবং সেই মার্কশিটের মধ্যে একজনের পরিবর্তে আরেক জনের নাম এসে গেছে, এমন অভিযোগ হয়েছে। রি-এক্জামিনেশন করেও কোন কাজ হয় নি। কাজেই আমরা আশা করব বর্ত্তমানে যে বোর্ড গঠিত হবে, সেই সমস্ত বিগত দিনের ত্রুটিগুলি সামনে রেখে চলবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ওয়ার্কস এডুকেশন সম্পর্কে বলেছেন। সেই ওয়ার্কস এডুকেশন ঠিক ঠিক ভাবে চালু হয় না এবং নামে মাত্র ওযার্কস এডুকেশন, স্কুলগুলিতে কাগজে কলমে আছে। কাজেই সেই ওযার্কস এডুকেশন চালু করার ব্যাপারে আশা করি নূতন বোর্ড, নূতন দৃষ্টি ভংগী নিয়ে অগ্রসর হবেন। পশ্চিমবংগের বোর্ডের সেক্রেটারী বোধ হয়, আমার ঠিক মনে নেই, বোধহয় স্কুলে যখন সেমিনার হয়, তখন ওয়ার্কস এডুকেশনের ব্যাপারে উনি বলেছিলেন যে বেসিক ট্রেনিং করতে গিয়ে স্কুলগুলি ব্যর্থ হয়েছে। এটা সফল হয়নি। বিভিন্ন টেকনিক্যাল এবং বেসিক ট্রেনিংয়ের যে পদ্ধতি, সেগুলি পূরণ করার জন্য যে সাজ সরঞ্জাম, তা কোন স্কুলে দেওয়া হয়নি। অথচ বছরের পর বছর বেসিক ট্রেনিংয়ের নামে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে এবং শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বেসিক ট্রেনিং পদ্ধতি বা বেসিক পদ্ধতি কোন স্কুলে কার্য্যকরী হয়নি। কাজেই ঐ পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের সেক্রেটারী বলেছিলেন যে, বেসিক ট্রেনিং বা গান্ধীয়ান বেসিক ট্রেনিংয়ের যে স্কুল ছিল সেই সেই বেসিক ট্রেনিংয়ের মধ্যে যত কর্মশিক্ষা—ওয়ার্ক এডুকেশন যাতে ব্যর্থ হয়ে না যায়। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের যোগাযোগ। ছাত্ররা শুধু লেখা পড়া করবে না, ওরা কর্মের যোগসূত্রের ভাব নিয়ে কাজ করবে, লেখাপড়া করবে। এই জন্যই কর্মশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাকে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে নেওয়ার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমি কয়েকদিন আগে শুনেছি যে, কর্ম্মশিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হবে, ফ্রন্ট সরকার এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে তা করা হচ্ছে না। কারন কর্ম্ম শিক্ষা একদিকে ভাল। আমিও বিদ্যু- দিন স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। কিন্তু স্কুলে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য না পাওয়ার ফলে, এই সমস্ত পদ্ধতি চালু করার জন্য যে সাজ সরঞ্জাম তা না পাওয়ার ফলে, এটা সফল হবার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে, সিলেবাস এবং কারিকুলাম। আমি স্কুলের বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে দেখলাম, সেখানে ছাত্রদের মানসিকতাকে বিচার করে এই কারিকুলাম বা সিলেবাস হয়নি বলেই আমার ধারনা হচ্ছে। কাজেই সিলেবাস এবং কারিকুলাম ক্লাস সিকস, সেভেন, এইট, নাইন, টেন এর সমস্ত ছাত্রদের মানসিকতার বিচার করে যাতে করা হয় এবং সায়েন্টিফিক ওয়েতে যেন হয়, এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে আমি একটা কথার উল্লেখ করতে চাই। ত্রিপুরা বোর্ডের একটা ইতিহাস বই আছে।

এই বইটার লেখক ডঃ হীরালাল চ্যাটার্জী। আমি উনাকে সম্মান করি। তিনি ইতিহাসের ডকটরেট। কিন্তু উনার নাম দিয়ে কয়েক জন ব্যক্তি বইগুলি চালাচ্ছেন। সেই বই ছাত্রদের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। এই বইতে কতগুলি আইটেম আছে, যেগুলি ছাত্রদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। একদিক থেকে শুরু করলে ১০।১৫ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ। কাজেই এই সব অবস্থার মধ্যে ছাত্রদের পড়া সম্ভব নয়। কাজেই এই ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ভঙ্গী কি হবে, বাস্তবে তার কতটুকু প্রয়োগ করা হবে, সেটা আমরা অনুভব করতে পারছিনা এখনও। সেটা ভাল হবে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে তাঁর জবাব ভাষণ দিতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আগেই বলেছি শিক্ষা সংস্কার এক-টা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই যে সংশোধনীটা আমি আনলাম, এইটা বাস্তবিক পুরোপুরি শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে নয়। সেটা আরো একটু গভীরে যেতে হবে. সেটা অন্যত্র। সম্ভবত: এইটা মাননীয় সদস্যরাও আলোচনার মধ্য দিয়ে এইটা প্রকাশ করেছেন যে, অতীতে যে বোর্ড ছিল, তাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে এবং সেই ত্রুটি বিচ্যুতি যাতে কম ঘটে না ঘটলেই ভাল সে দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বোর্ডটাকে পুর্ণগঠন করেছি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে আমরা পুরানো বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে একটা অ্যাডমেনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করেছি। এবং অ্যাডমেনিষ্ট্রেটর আমরা নিযুক্ত করেছি আমাদের হাতে কোন উপায় ছিল না। সামনে পরীক্ষাগুলি ছিল এবং পুরানো বোর্ডের এত বদনাম দুর্ণাম ছিল যে সেই বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষাগুলি আমরা চলতে দিতে পারি না। তার জন্যই এই অ্যাডমেনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করেছি। কিন্তু এটা বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য নয়, একটা অ্যাডমেনিষ্ট্রেটরের মাধ্যমে বোর্ড চালনা হোক। এটা সাময়িক ব্যাপার। অগত্যা যখন কোন উপায় থাকেনা, তখনই অ্যাডমেনিষ্ট্রেটর নিয়োগের প্রশ্ন উঠে। সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবেই এটা করা হয়েছে। কাজেই এই বোর্ডের যে সংশোধনী এনেছি সেটা খুব সামান্য। কিন্তু বোর্ডের যে অ্যাক্ট আইন—এই আইনটা বামফ্রন্ট সরকার রিভিউ করতে চায়। আর একটু সময় নিয়ে পুরোপুরি রিভিউ করে নূতন আকারে আমরা এটা করব। কিন্তু সেটা করতে গেলে পরে একটু সময় সাপেক্ষ এবং প্রত্যেক ক্লজগুলি আবার সেন্ট্রালে পাঠাতে হবে। সেন্ট্রালের কনকারেন্সের প্রশ্ন আছে। কাজেই আমি অল্প সল্প সংশোধন করে যেগুলি অত্যন্ত দরকার, যে গুলি না করলে চলে না, সেগুলি আমি সংশোধনীর আকারে এনেছি এবং তা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের অনুমোদন নিয়েছি। আপনাদের মনে আছে। এই বিল গত সেসানে আমি উপস্থিত করেছিলাম, কিন্তু হাউসে আনা যায়নি। কারণ ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন আমরা আনতে পারিনি। সময় খুব কম ছিল। কাজেই এইটাই শেষ নয়। কাজেই এই বিলটার মধ্যে এইযে অ্যাক্ট সংশোধন হবে. মূল আইনটাকে আমরা নূতন করে রিভিউ করতে চাই। আর প্রশ্ন পত্র? এইটাত সম্পূর্ণ বোর্ডের এক্তিয়ার ভুক্ত। এতে আমরা হাত দিতে চাই না। বোর্ড একটা অটোনমাস বডি। এই বোর্ড গঠন করার আগেই এমন লোক নিযুক্ত হোক, যাদের হাতে বোর্ড তুলে

দিলে পরে, এই বোর্ডটা ছাত্রদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, অভিভাবকের স্বার্থে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে—নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। আর ছাত্রদের প্রতিনিধি থাকলে বোর্ডে, হয়ত প্রশ্ন পত্রে যেখানে অনেক গোপনীয় ব্যাপার আছে, এইগুলি রক্ষা করা যাবেনা, বেফাস হয়ে যাবে, এই যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। বোর্ডের ফাংসান অন্য রকম। কারিকুলাম ঠিক করা বা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন যেগুলি হবে, এটা সম্পূর্ণ গোপনীয় থাকে এবং বোর্ডের মেম্বাররাও সবাই জানতে পারেন না। একমাত্র চেয়ারম্যান ছাড়া বা সেক্রেটারী ছাড়া অন্য কেহ জানতে পারে না। কাজেই বোর্ডের আইন অন্য রকম। এর সঙ্গে কিছু নেই। বোর্ডের নীতি ঠিক করে দেওয়া হবে, এই আশঙ্কা করার কোন কারণ নাই এবং আমি হাউসের কাছে রেকমেণ্ড করব যে, এই সংশোধনী বিল আমি এনেছি সেটা আপনারা গ্রহণ করুন, এই বক্তব্য রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাঙ্ক ইউ।

Mr. Deputy Speaker—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Education Minister "that the Tripura Board of Secondary Education (Second Amendment) Bill 1978" (Tripura Bill No. 7 of 1978) be take into consideration.

The motion was put to voice vote and passed by voice vote.

Now I am putting the clauses of the Bill to vote. Then the question that cl. 2, cl. 3, & cl. 4, do stand part of the Bill was put to voice vote & agreed to.

Then the question that cl. I do stand part of Bill was put to voice vote & agreed to.

Then the question that the title do stand part of the Bill was put to voice vote and agreed to.

Mr. Deputy Speaker—Now I request the Hon'ble Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Dasharath Deb—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Board of Secondary Education (Second Amendment) Bill 1978 (Tripura Bill No. 7 of 1978) be passed.

Mr. Deputy Speaker—Now the question before the House is the motion moved by the Education Minister That the Tripura Board of Secondary Education (Second Amendment) Bill 1978 (Tripura Bill No. 7 of 1978) be passed.

The Bill was put to voice vote and passed.

CONSIDERATION AND PASSING OF THE TRIPURA SALES TAX AMENDMENT BILL, 1978 (TRIPURA BILL NO. 9 OF 1978)

Mr. Deputy Speaker—Next item of Business is consideration and passing of the Tripura sales Tax Amendment Bill, 1978 (Tripura Bill No. 9 of 1978). Now I would request the Hon'ble Revenue Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Biren Datta—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Sales Tax Amendment Bill, 1978 (Tripura Bill No. 9 of 1978) be taken into consideratian.

Mr. Deruty Speker—কোন সদস্য এর উপর আলোচনা করবেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার এই বিলে যে কয়টা ধারা সংশো ধনের কথা উত্থাপন করেছি তার মধ্যে রয়েছে. ক্লজ (m) of সেকশান ২। বর্ত্তমানে এই ধারাটার মধ্যে আছে যে সেলস ট্যাক্সটা কালেক্টেড হয়, সেই সেলস ট্যাক্সটা ধরুণ শতকরা ১00 টাকার উপর ৫ টাকা ধার্য্য আছে। এই ১০৫ টাকা যখন ব্যাবসায়ীর ঘরে যায়, এই সমস্ত টাকাটা সরকারের টাকা হিসাবে ব্যবসায়ীর কাছে গচ্ছিত থাকে। এই ১০৫ টাকার উপর ট্যাক্সটা ধার্য্য হয়। এক কথায় বলা যায় যে, ট্যাকস্ অন ট্যাকস্। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই ট্যাক্সের উপর ট্যাক্সের যে নীতি, এইটা যদিও আইনতঃ থাকার কোন বাধ্য বাধকতা নেই তবুও সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্সের একটা ক্লজ আছে, যে মুহূর্ত্তে একজন ব্যবসায়ী একটা জিনিস বিক্রয় করল সে মুহূর্ত্তে সেলস ট্যাক্স হিসাবে যে পয়সাটা তার ঘরে গেল, সেই পয়সাটা সরকারের হয়। সে পয়সাটা তার কাছে থাকার জন্য সে একটা সুদ পায়। সেটা ব্যবহার করে যখন সে জমা দিল, যেহেতু সরকারের টাকা তার কাছে গচ্ছিত ছিল, সেইহেতু কিছু টাকা সুদ হিসাবে তাকে দিতে হয়। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা ট্যাক্সের উপর ট্যাক্সের যে পদ্ধতিটা সেটা রাখতে চাই না। তার জন্য আমরা এই ধারাটা, যে ধারটা সংশোধন করেছি, সেটা হল—

Amendment of Section 2—For clause (m) of section 2 of the Tripura Sales Tax Act, 1976 (here in after referred to as the Principal Act), the following clause shall be substituted, namely :—

"(m)" 'turnover' means the aggregate of the amount of the sale prices receivable or, if a dealer, in respect of any sale of goods made during any prescribed period in any year after deducting :

i) the amount of sale price, if any, refunded by the dealer to a purchaser in respect of any goods purchased and returned by the purchaser within the said period :

ii) The amount arrived at by applying the following formula :

Rate of tax aggregate of sale price

100 plus rate of tax

Provided that an election as aforesaid once made shall not be altered except with the permission of the Commissioner and on such terms and conditions as he may think fit to impose.

এই যে ধারাটা, সেটা আমরা সংশোধন করতে চাচ্ছি এবং ট্যাক্সের উপর ট্যাক্সের যে পদ্ধতিটা ছিল সেটা আমরা তুলে দিতে চাই, এবং এটা তুলতে চাই যেদিন থেকে ত্রিপুরায় সেলস ট্যাকস বিলটা গৃহীত হয়, সেদিন থেকে এর এফেকটা তুলে দিতে চাই।

কারণ অনেক ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবত, বিগত সরকারের কাছে এই নিয়ে বার বার আবেদন করেছে। আমরা এটাকে তুলে দিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের দাবীটাকে পূরণ করতে চাই। কোন দিন কোন ব্যবসায়ী তার নিজের পকেট থেকে কিছু দেয় না। যেটা দেবে, সে অংশটা তারা আবার ক্রেতা সাধারণের কাছ থেকে আদায় করে নেবে। এর দ্বারা শুধু যে ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হবেন তা নয়, ক্রেতা সাধারণও উপকৃত হবে। এই দৃষ্টি থেকেই এই এমেণ্ডমেণ্টটা আমরা এখানে উপস্থিত করেছি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের এমেণ্ডমেণ্টের মধ্যে যে বিষয়টি আছে সেটা হল যে ট্যাকস ব্যবসায়ীরা যেদিন কালেক্ট করে, সেদিন থেকে সরকারের একটা টাকা তাদের কাছে থাকে। ধারায় দেওয়া ছিল যদি তারা নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এই ট্যাক্সটা জমা দেন তাহলে তাদের ওয়ান পার্সেণ্ট রিবেট দেওয়া হবে। এটার কোন যুক্তি নেই। ওয়ান পার্সেণ্ট রিবেট দেওয়ার যে পদ্ধতিটা সেটা আমরা রাখতে চাইনা। আর একটা আমাদের সংশোধনীর মধ্যে থাকে বর্ত্তমানে সেলস ট্যাকসের এসেসমেণ্ট বৎসরে দুই-বার হওয়ার ফলে খাতাপত্র নিয়ে ব্যবসায়ীদের সেলস ট্যাকস অফিসারদের কাছে হাজির হতে হয়। যে খাতাপত্রটি নিয়ে যায় সেটা একটা কমপ্লিট খাতা হিসাবে তারা হাজির করে না। ফলে এসেসমেণ্টের সময় আমাদের দিক থেকে আদায়কারী হিসাবে অসুবিধা ভোগ করতে হয় এবং বৎসরে যারা দুইবার খাতাপত্র নিয়ে হাজির হন তাদেরও অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এটা দূর করার জন্য বছরে একবার এসেসমেণ্ট করার জন্য বিলে এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। আর যা আছে তার মধ্যে আছে একটা কম্পানি যদি বন্ধ হয়ে যায় অথবা খোঁজ না পাওয়া যায় তাদের জন্য এখন আইনে যা আছে যে ৩০ দিনের মধ্যে তা জানাতে হবে এবং নাম পাল্টালেও ৩০ দিনের মধ্যে জানাতে হবে। কিন্তু এই ৩০ দিনের মধ্যে তাদের খাতা পত্র অনেক গড়বড় হয়ে যায় এবং এরজন্য এত দীর্ঘ দিনের সময় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এটাকে আমরা এমেণ্ডমেণ্ট করে ১৪ দিন করেছি। অর্থাৎ তাদের কোম্পানি যদি উঠে যায় কিংবা নাম পাল্টায় তাহলে তাদের ১৪ দিনের মধ্যে তাদের নোটিশ দিতে হবে। এ ছাড়া আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কতকগুলি মালের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করেছি। কিন্তু যে মালের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হয়নি, সেগুলির সংগে তার কতকগুলি অসংগতি আছে, যার ফলে সেই ট্যাক্সটা ঠিক মত আদায় হয় নি এবং যে উদ্দেশ্যে বসানো হয়েছিল, সেটাও সাধিত হয়নি। তারজন্য এবার ওই অসংগতিগুলি দূর করে যাতে সংস্কার অন্তর্ভূক্ত করা যায়, সে সমস্ত পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ যে সব জিনিষ গুলি করের অন্তর্ভূক্ত আছে সে গুলিকে আমরা পরিষ্কার করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি একটি উদাহরণ এখানে রাখছি—পুরানো পোড়া ইটের উপর আমরা ট্যাক্সটা ধার্য্য করলাম। এর থেকে যে সুরকি ও খোয়াটা হয়, সেটা সেম প্রোডাক্ট। ইট টাকে প্রোডাকট ধরলো কিন্তু সুরকি ও খোয়াটাকে ইট হিসাবে দেখালো না। অর্থাৎ সুরকি ও খোয়া করের আওতা থেকে বাদ গেল। উদাহরণ সরূপ আমি আবার বলতে পারি যেমন ঘড়ি ও ঘড়ির পার্টস। ঘড়ির উপর ট্যাক্স আছে, কিন্তু পার্টস এর উপর নেই। কিন্তু মেন্ এ্যাক্টে যেহেতু উইথ অল দি একসেসরিস কথাটা নেই, সেজন্য আমাদের সংশোধনী এনে সেগুলি এ্যাড করতে হয়েছে। ঠিক এই রকম কিছু কিছু অসংগতি যেখানে আছে, সে গুলি আমরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট করে ঠিক করেছি। এছাড়া এমন কিছু জিনিষের উপর আমরা কর বৃদ্ধি করতে

চেয়েছি, যে গুলি সাধারণ মানুষের কাজে লাগে না। যেমন আমি বলতে পারি—আগরবাতি ডাক্তাররা কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন এমন কিছু, কার্বণ পেপার, টাইপ পেপার, গ্রীন-লেবেল টী, ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব জিনিষের উপর আমরা কর বৃদ্ধি করেছি এবং এই সব জিনিষের উপর বড় লোকেরা ট্যাক্স দেবে, সাধারণ মানুষের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না। আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এলাচ—এলাচ এমন একটা জিনিষ, যেটা সাধারণ মানুষ প্রতিদিন ভোগ করে না। এটাকে ড্রাই ফুড হিসাবে ধরা হয়েছিল আগে এবং এর উপর ট্যাক্স ধরা নিয়ে ডিপার্টমেন্টে বেশ তর্ক চলে। এবার সেটকে আমরা পরিষ্কার ভাবে অন্তভূক্ত করেছি। এই এলাচ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নয়। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের ঘরে এর ব্যবহার খুব কম। এর সাথে সাথে আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে আমাদের সরকারের দৃষ্টি ভংগি ও বিবেচনার মধ্যে আছে, প্রথমত যেমন সুপারির উপর ট্যাকসেশন। সুপারির উপর ট্যাকসেশন হবে, কি হবে না এই নিয়ে এতদিন বিতর্ক ছিল এবং আইনটা চালু হওয়ার পর কোন কোন জায়গায় এর উপর ট্যাক্স ধার্য্য হয়েছে, আবার কোন কোন জায়গায় হয়নি। আমরা এখন সুপারির উপর কর ধার্য্য করা বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দ্বীতিয়তঃ স্থানীয় ভাবে হস্ত শিল্পের উপর থেকে আমরা ট্যাক্স তুলে নিতে চাই, কারণ তাদের এই জিনিষ গুলি বিক্রি করতে কষ্ট হয় এবং সস্তা দরে বিক্রি করতে হয় এবং এটা তাদের জীবিকার উপায়। ২ নম্বর হল, কৃষকদের যে পাম্পসেট্, স্প্রেয়ার ইত্যাদি এগ্রিকালচারাল যে যন্ত্র আছে, সেই সম্পর্কে আমাদের সরকার কৃষকদের কিছু রেহাই দেবার কথা চিন্তা করছেন। হাতে বানানো বিস্কুট, পাউরুটি ইত্যাদি যেগুলি সাধারণ মানুষ খায়, তার উপর যে ট্যাক্স ছিল সেগুলি তুলে দেওয়ার জন্য সরকারের দিক থেকে চিন্তা করা হচ্ছে। আমাদের এই ট্যাক্স অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল আনার আগেই অনেকগুলি রিপ্রেজেন্টেশান পাই যে, স্থানীয়ভাবে সাবান ইত্যাদি তৈরী করে যে ছোট ছোট শিল্প, যেগুলি গড়ে উঠতে পারছে না। বেসরকারীভাবে এই যে শিল্পগুলি, সেগুলি যদি আহত হয় তাহলে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাবে। সেজন্য তাদের রেহাই দেওয়ার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আর একটা ইমপরট্যান্ট জিনিষ আছে যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে কতগুলি ফার্ম আছে যাদের আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ট্যাক্স দিতে হয়। অর্থাৎ সেন্ট্রাল সেলস্‌ট্যাক্স এর উপর, ত্রিপুরা সেলস্‌ট্যাক্স দিতে হয়, এইরকম কতগুলি মালের ব্যবসা করে, এই ধরণের ব্যবসায়ীরা একটা বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে, প্রাক্তন সরকারের কাছেও করেছে। যেমন জুটমিলের জন্য, লোকেল টেণ্ডার দিলে পর সেন্ট্রাল সেলস্ ট্যাক্স প্লাস লোকেল ট্যাক্স ধরে নিয়ে তারা যদি টেণ্ডার দেয় তাহলে হাইরেট হয়ে যাবে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোন ফার্ম যদি এখানে টেণ্ডার দেয়, যেহেতু সে সেসেলট্যাক্স দিয়ে এসেছে, ত্রিপুরা রাজ্যে যদি সে কাজটা করে তাহলে তাকে ত্রিপুরা সরকারকে ট্যাক্সটা দিতে হয় না। কাজেই বাইরের তারা টেণ্ডার দিয়ে এইখানে কাজ পেয়ে যায়। আর আমাদের যারা কন্ট্রাকটার আছে, যে সাপ্লায়ার আছে তারা পিছিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে যারা শ্রমিক কর্ম্মচারী আছে তাদের সঙ্গে তারাও এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সেই দিক থেকে জিনিষটা রেহাই দেওয়ার বিষয়টা বিবেচনার মধ্যে আছে। আমি আশা করব আজকের আলোচনার মধ্যে আমদের মুখ্যমন্ত্রী অংশ গ্রহণ করে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করবেন।

মি: ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী (ত্রিপুরা সেলসট্যাক্স অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল) ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৯ অব ১৯৭৮ হাউসে যেটা পেশ করেছেন এই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। এই অ্যামেণ্ডমেন্টের ভিতর প্রায়গুলিতেই দেখা যাচ্ছে সাবস্টিটিউটেড অথবা ইন্সার্টেড। দুটোর অর্থই হচ্ছে কতকগুলি নুতন জিনিষ ঢুকিয়ে দেওয়া। যেখানে সাবস্টিটিউট লেখা হয়েছে সেখানেও আমরা দেখছি যে কোন জিনিষ বাদ যায়নি বরং নুতন ও জিনিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলির উপর ট্যাকস্ বসাবার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উপর কর বসাবেন না ঘোষণা দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছেন ত্রিপুরার সীমিত আর্থিক সম্পদ এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা চিন্তা করে ত্রিপুরার মানুষকে একটা আর্থিক কর থেকে রেহাই দেবেন। কিন্তু পরোক্ষভাবে আমরা দেখছি ত্রিপুরার মানুষকে কর থেকে রেহাই দিতে পারেননি। বরংচ ইনসার্টেড বা সাবস্টিটিউটেড যে ভাবেই বলেন না কেন, একই উদ্দেশ্য এবং সেটা হল অতিরিক্ত নুতন কর বসানো। বিরোধী দলের নেতা বলেছিলেন যে পৌর নির্বাচন সামনে থাকায় তারা কর বসাবেন না। কিন্তু এগার কোটি ছেষট্টি লক্ষ টাকা যে ঘাটতি দেখানো হয়েছে, তারা তার জন্য ভবিষ্যতে ট্যাকস্ বসাবেনই, এই সন্দেহ যেটা প্রকাশ করেছিলেন, তারই আজকে প্রতিফলন ঘটেছে এই বিলের মাধ্যমে। আমরা দেখেছি সিরিয়াল নাম্বার ৬ (এ) ইন নাম্বার ২ 'অ্যাণ্ড অ্যাসেসরীজ' শ্যাল বী ইনসার্টেড। আবার দেখছি একই ধারাতে ইন সিরিয়াল নাম্বার ২৯ আফটার দি ওয়ার্ডস 'ব্রিকস্', 'ব্রিকস্ ব্যাটস্' ঝাওয়া, মেটালস্, স্টোন চিপস্, অ্যানি আদার প্রডাক্টস্ অর সাবপ্রডাক্টস অ্যারাইজিং আউট অব ব্রিকস্ অর স্টোনস্ "শ্যাল বী ইনসারটেড। মানে যত প্রকার আছে সবটার উপরই তারা ট্যাকস্ বসাচ্ছেন। ম্যাচেস্, সেন্টেড ষ্টিক্স (আগরবাতি) ধূপ অ্যাণ্ড ক্যাণ্ডেলস্" শ্যাল বী সাবস্টিটিউটেড। আরও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মেডিসিনস্ অ্যাণ্ড ড্রাগস্ কথা গুলোর আগে 'সার্জিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস, ড্রেসিংস্ ইনক্লুডিং স্যানিটারী ন্যাপকিন্স অ্যাণ্ড স্যানিটারী টাওয়েলস্ অ্যাণ্ড' শ্যাল বা ইনসারটেড। প্লাইউড, হার্ডবোর্ড, কার্ডবোর্ড, স্ট্রবোর্ড, স্টেনসিল্ পেপারস, সাইক্লোস্টাইলিং পেপারস্ অ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং রিবন, নুতন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সিরিয়াল নাম্বার ৫২ তে আফটার দি ওয়ার্ড গারমেন্ট, দি ওয়ার্ডস 'অ্যাণ্ড হোসিয়ারী গুডস্ অব অল ভ্যারাইটিজ' 'শ্যাল বী ইনসারটেড।

আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যেটা রাজস্বমন্ত্রী বলে গেছেন যে, সাধারণ মানুষের যেটা দরকার হবে না, তার উপর ট্যাকস্ বসাবেন না। গারমেন্ট সাধারণ মানুষে পরে না ঠিকই, কারণ টাকা নেই। কমতি কোথাও করা হয়নি। এমনি করে আমরা দেখেছি যে আগে ছোট ছোট দোকানগুলি। যে গুলি নন্-ট্যাকসেবল ছিল, যেগুলোর জন্য তাদের অ্যাকাউন্ট মেন্টেন করতে হত না, সেগুলোর উপর যেহেতু ট্যাক্স বসেছে, তখন তাদের পক্ষে অ্যাকাউন্টস মেনটেন করা দুঃসাধ্য। এটা বড় বড় ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে

সম্ভব হবে না। সমস্ত জিনিষের উপর যখন কর বসাচ্ছেন তখন আমরা ধরে নিতে পারি আগমী দিনে আজকের যে মূল্য, সেটা বাড়ছে এবং এই হাউসে হয়ত সকলেরই মনে থাকবার কথা, যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য পেশ করেছিলেন যে ত্রিপুরার শতকরা ৮০ জন দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। কাজেই সেখানে যদি ট্যাক্স আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাহলে তারা কিছু করতে পারবে না। কিন্তু আমরা দেখছি যে বাংলাদেশ থেকে বহু কাপড় চোপড় এখানে অবাধে আসছে, কিন্তু সেগুলির উপর তো ট্যাক্স বসানো হচ্ছে না। এতে কি আমাদের ইণ্ডিয়ান ট্যাক্সট্রাইল মার খাচ্ছে না? কাজেই আমরা বিদেশী কোম্প্যানিকে সুযোগ দেব, কিন্তু দেশী কোম্প্যানীকে মেরে ফেলব। এটা কখনও হয় না। কারণ এই ক্যাপিটেলটা আমাদের নেশান্যাল ক্যাপিটেল, কাজেই আমরা বিদেশী যে সব জিনিস কিন্‌ছি, তাতে আমাদের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে, অর্থাত আমাদের ফরেইন এ্যাকচেঞ্জের অপব্যবহার হচ্ছে। কাজেই এই দিকটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আর তা নাহলে পরে আমাদের শতকরা ৮০ জন লোক যে দরিদ্র সীমার নীচে আছে, তাদের আরও শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল-টাকে সমর্থণ করতে পারি না, কারণ সাধারণ মানুষ এটা চায় না। সাধারণ মানুষ চায় যাতে কম টাকায় তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায় এবং আমার মনে হয় সরকারেরও তা লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসর পর আমাদের শতকরা ৮০ জন লোক, যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছেন, তাদের কথা ভুলে গিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গিয়েছেন! তাই আমরা বিরোধীর আসন থেকে এই সমস্ত সাধারণ মানুষ, যারা আগামী দিনে একটা সংকটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে, তাদের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এখানে বামফ্রন্টের যে সব সদস্য রয়েছেন, তাঁদেরকে অনুরোধ করব সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধী হলেও সরকারের যে কোন বিলকে আমাকে মেনে নিতে হবে বা সমর্থন করতে হবে, এই জিনিসটা ভাল নয়। আশা করি যে তাঁদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থে তাঁরা এই বিলটাকে সমর্থণ করবেন না কিন্তু দু:খের বিষয় যে আমরা দেখছি এখানে যাঁরা বামফ্রন্টের সদস্য রয়েছেন, তাঁরা এই নীতিটা মানতে চান না। তাঁরা সরকারের যে কোন বিলকে বা যে কোন প্রস্তাবকে তাঁদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে, সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চান। আমরা যখন সাধারণ মানুষের পক্ষে দরবার করি অথবা তাদের পক্ষ হয়ে আমরা যখন এই বিলের বিরোধীতা করি, তখন তাঁরা একটা হৈ চৈ করে, আমাদের কোনঠাসা করবার চেষ্টা করেন এবং আমাদের বক্তব্যকে তাঁরা কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না। তাই আমি সাধারণ মানুষের তরফ থেকে এই হাউসের সমস্ত সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন নূতন করে সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন, কারণ সাধারণ মানুষ আপনাদের ভোট দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে, তাদের সুখ সমৃদ্ধি এবং তাদের আশা আকাঙ্খা পুরণের জন্য। কিন্তু আজকে এখানে বসে যদি ট্যাক্স বসিয়ে, জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে, আমরা যদি ত্রিপুরার উন্নতির কথা বলি, সেটা মুখেই বলা হবে, কিন্তু কাজে কিছু করা হবে না। কাজেই মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলের উপর উপস্থিত সদস্যদের নুতন করে, এই বিলটাকে যাতে আরও সংশোধন করা যায়, তার প্রস্তাব রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা সেল্‌স টেক্স এ্যামেণ্ট বিল যেটা আনা হয়েছে, এটা করলে পর ভাবছি যে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। কারণ হচ্ছে, দারচিনি এবং এলাচির উপরও কর বসানো হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে আমরা ভারতবাসীরা পূজা ইত্যাদি করি এবং তাতে ধূপকাঠি ব্যবহার করি, কিন্তু তার উপরও টেক্স বসানো হচ্ছে। কাজেই এখানে যে সমস্ত জিনিসের উপর টেক্স বসানো হচ্ছে, তাতে বড় বড় শিল্পপতি কিংবা বড় চাকুরী যারা করেন, তাদের এতে কিছু হবে না, কিন্তু গ্রামে যারা বসবাস করে, যারা অল্প আয়ে জীবিকা চালান, বিশেষ করে যারা ধুপকাটি দিয়ে পূজা করেন, তারা তা শুনে সত্যিই আশ্চর্য্য হবে, কারণ এর উপরও সেল্‌সটেক্স পড়বে, তা তারা আশা করে নাই। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যদি সত্যি এটাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে তাহলে গরীব অংশের লোকেরাই বেশী করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর আমি আরও কয়েকটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে আগে সিগারেট কেস এবং লাইটারের উপর সেল্‌স টেক্স ছিল, এখন দেখছি শুধু সিগারেট কেস এবং লাইটারই নয়, তার সমস্ত এ্যাসেসরিজের উপরই টেক্স বসছে, অর্থাত কিনা লাইটারের যে একটা ছোট পাথর আছে, তার উপর টেক্স বসছে। কাজেই আমি ঠিক করে উঠতে পারছি না যে কোনটা বাদ দেব, আর কোনটাকে রাখব। অর্থাত মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসের উপরই টেক্স বসছে (জৈনক সদস্য—জলের উপর বসছে কি?) হ্যাঁ, জল কি আর বাদ যাবে, তাও যাবে না। কারণ যখন এগ্রিকাল্‌চারেল্ টেক্সেশান বিল আসবে, তখন ঐ জলের উপর টেক্স ধরা হবে। কাজেই আর বেশী সমালোচনা না করে এটাকে রেখে দেওয়াই ভাল। তবে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমি একটা শেষ অনুরোধ রাখব যে, তাঁরা অনন্তঃ ধূপকাঠি, খোলা চা আর এলাচি দারচিনির উপর টেক্স না বসিয়ে যেন সেগুলিকে রেহাই দেন, তাহলে পর আমরা অন্ততঃ মাংসটা স্বাদ করে খেতে পারব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে বিলটি এখানে আনা হয়েছে, আমি তার সমর্থনে দুই একটি কথা বলতে চাই। এটা ঠিক যে টেক্স ছাড়া কোন সরকার চলতে পারে না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বাজেট আলোচনার সময় বলেছেন যে কেন্দ্রের কাছে আমরা বেশী টাকা চাইছি। আমরা এখানেও টাকা তুলছি না, তারপর এখানে এসে বল্‌বেন যে জমির খাজনা সম্পর্কে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেটা রক্ষা করতে পারি নি। কাজেই জমির উপর খাজনা বসানো ঠিক হচ্ছে না। এরপর হয়তো কৃষি আয় কর যে বিল আসবে, তাকেও তারা সমর্থন করবেন না। অর্থাৎ এখানেও টেক্স বা খাজনা তুলনা, আবার দিল্লীর কাছেও চেওনা। অথচ আমার এলাকায় রাস্তা হল না, স্কুল হল না, জলের কল হল না, সব টাকাই তোমাদের দিতে হবে, তারপর আগরতলা শহরে নিয়ে এসে বলবে, তাকে ৫ টাকা করে দিতে হবে। আমাদের মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় মাটির উপর থাকেন, আমাদের মতোই মানুষ, তাদের ঘর সংসার কি করে চলে, তবে যদি এই রকম দেউলিয়া হয়ে থাকেন যে তাদের সবটাই করজের উপর

চলছে, তাহলে আমার বলার কিছু নাই। তবে আমরা যেটুকু জানি সেটা হচ্ছে এই যে বাড়ী করলে পর তার কিছু না কিছু আয় থাকতে হয়। এখন প্রশ্ন হল, কাকে ট্যাক্স দেব? এই জায়গাতেই বিবাদটা। অতীতের সরকারের সংগে এখনকার সরকারের একটা পার্থক্য আছে। আগেকার সরকার গরীবের উপর বেশী ট্যাক্স বসাতো, আর বড় লোকের উপর কম ট্যাক্স বসাতো এবং এটা তখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন নীতি ছিল, আবার রাজ্য সরকারেরও সেই নীতিই ছিল। আমরা এই যে সেল ট্যাক্স বসাচ্ছি, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটা প্রস্তাব আছে, তার জন্য তারা একটা কমিশন বসিয়েছিলেন যে এই ট্যাকসটা আমরা বসাব। আমাদের যেহেতু একটা সেন্ট্রাল সেলস্ ট্যাকস্ আছে, সি. এস. টি। কাজেই আমরা সেলস্-টেকসটা আদায় করে তোমাদের যা প্রাপ্য তা তোমাদেরকে দিয়ে দেব। আমরা তার ঘোর বিরোধিতা করেছি। আপনারা জানেন এটার সঙ্গে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্ক জড়িত। যখন আমরা একটা ট্যাকস্ বসাতে পারি, কিছু আয় করতে পারি, সেই জায়গাতে ওঁরা হাত দিয়েছে। ইতিমধ্যে ওঁরা কয়েক কোটি টাকার ট্যাক্স নিয়ে গেছেন এবং তার প্রতিবাদ ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্য থেকে করা হয়েছে। জনতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা করেছেন, কংগ্রেস (আই) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা করেছেন। আর আমরা তো করেই চলেছি যে এটা চলেনা। আমাদেরকে সেলস্ ট্যাকস্ বসাতে দাও এবং সেই সেলস্‌টেকসের উপরে হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা। সুপারীর উপর ট্যাকস্ হয়েছে। আমরা যখন বলেছি যে সুপারীর উপর থেকে ট্যাকস্ তুলে দেব। কারণ সুপারীটা সবাই ব্যবহার করে। টেকসটা আমরা দুটো দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে বসাচ্ছি: একটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে ছোট ছোট শিল্প আছে সেগুলি যাতে মার না খায়। টেকস বসালে কি হয়? একটা জিনিস উৎপাদন করতে খরচ বেশী হয়। কাজেই কাচা মালের উপরে যে ট্যাকস্ কংগ্রেস সরকার বসিয়েছিল, আমরা সেটা তুলে নেওয়ার জন্য ঘোষণা করেছি এবং তুলে দেব। তেমনি কতকগুলি জিনিস যেগুলি বড় লোকরা ব্যবহার করে বা সবাই অল্প কিছু করে মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং বলেছেন এলাচি না হলে মাংস ভাল হয়না শতকরা ৮০ জন লোক এলাচি ছাড়া মাংস খায় না। কিন্তু আমরা দেখেছি শতকরা ৮০ জন লোক মাংসে এলাচি দিবে দূরে থাকুক তাদের মাংসে তেল থাকে না। কাজেই এলাচির উপরে ট্যাকস্ শতকরা ৮০ জনের উপর আমরা করছিনা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আগরবাতি। মাননীয় সদস্যরা জানেন কৃষকরা আগরবাতি কিনেন কিনা। মাননীয় সদস্যরা যদি বলেন যে আগরবাতির উপরে ট্যাকসটা আমার গ্রামের শতকরা ৮০ জন লোকের উপর পড়ছে, তাহলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তুলে দেব। আমরা বিলাতি মদের উপর টেকসটা কিছু বাড়িয়েছি। দেশী এবং বিলাতি দুটোই বাড়িয়েছি। আগে ছিল শতকরা ৫ আমারা করেছি শতকরা ১০। আমরা বাড়িয়েছি যেমন ধরুন ইটে। এটা নিশ্চয়ই গরীবের উপর পড়ছে না। আমরা বাড়িয়েছি বার্ণিশের উপর, কোকোকুলার উপর। কুকোকুলা নিশ্চয়ই শতকরা ৮০ জন লোক খান না। আমরা বাড়িয়েছি মেশিনারী, মেশিনারী পার্টসের উপর। গ্রামের লোকেরা নিশ্চয়ই মেশিনারী ব্যবহার করেন না। কাজেই যেগুলি আমরা বাড়িয়েছি সেগুলি আমি সংক্ষেপে বললাম। এগুলি একটা গরীব মানুষকে আঘাত করবে না। বরং

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, ছোট ছোট শিল্প যারা করেন, তাদের কাছ থেকে, যে সমস্ত প্রতিবেদন আমরা পেয়েছি সরকারের পক্ষ থেকে, আমরা সেগুলি বিচার বিবেচনা করে এই বিলটা এনেছি। (জনৈক বিরোধী দলের সদস্য—বাংলাদেশ থেকে যে জামা কাপড় আসছে সেটার উপরে কি টেক্স্ পড়ছে?) মাননীয় সদস্য সম্ভবতঃ জানেন এই যে জামা কাপড় বাইরে থেকে আসছে, এটা সম্পূর্ণ বে-আইনি। এটা আইনগতভাবে আসছেনা। আমাদের সরকার এটা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমাদের সীমান্ত এত ব্যাপক, যে গরু চুরি আমরা বন্ধ করতে পারিনা, আর লুকিয়ে লুকিয়ে কাপড় যেগুলি আনে, সেগুলি আমরা বন্ধ করতে পারছিনা। কাজেই যে জিনিস বেআইনি, তার উপরে টেকস বসানোর প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের বিভ্রান্তিটা আমি দূর করতে চাই। গারমেনটসের উপরে আমরা টেকস্ বসিয়েছি। কিন্তু তার দাম ১৫ টাকার উপরে। কিন্তু ১৫ টাকার নীচে যে সব কাপড়, তার উপর কোন টেকস্ নেই। সেইজন্য গারমেনেন্টস্ বলতে আমরা সমস্ত গারমেন্টস্ আমরা বুঝি না। সেটার দাম ঠিক করা আছে। অ্যাভ'ব ফিফটিন রুপীজ যদি মূল্য হয়। আর একটা কথা হল, এখানে আপনাদের একটা জিনিস লক্ষ্য করতে বলছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, নূতন কোন জিনিসের উপর ট্যাক্স বসানো হবেনা। অর্থাৎ সেলস ট্যাক্স যখন ঠিক করা হয়, তখন তার সংখ্যাটা দেখলে দেখতে পাবেন পুরানো যা আছে সবই রয়েছে। তার ভেতর কতকগুলি সংযুক্ত করেছি। এবং লিষ্টটা এই নয় যে সংশোধনী করে আমি সেলস ট্যাক্স এনেছি। এই ভাবাটা ঠিক নয়। শুধু কয়েকটা জিনিসের উপর সংযুক্তি করেছি। নূতন করে ট্যাক্স হচ্ছে, তা ঠিক নয়।

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the house is the motion move by the Hon'ble Revenue Minister—"That the Tripura Sales Taxes Amendment Bill, 1978 (Tripura Bill No. 9 of 1978) be taken into consideration." The motion was put to voice vote & carried.

Mr. Deputy Speaker :—Now I am putting the clauses of the Bill to vote.

Then the question that cl. 2, cl. 3 cl. 4, cl. 5, cl. 6 do stand of the Bill, was put to voice vote and agreed to.

Next the Question that cl 1 do stand part of the Bill, was put to voice vote and agreed to.

Next the Question that the title do stand part of the Bill, was put to voice vote and agreed to.

Mr. Deputy Speaker :—Now, I request the Hon'ble Revenue Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Biren Datta :—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Sales Taxes Amendment Bill, 1978 (Tripura Bill No. 9 of 1978) be passed.

Mr. Deputy Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'blr Revenue Minister-that the Tripura Sales ax Amendment Bill, 1978 (Tripura Bill No. 9 of 1978) be passed.

The Bill was put to voiu vte & passed.

CONSIDERATION AND PASSING OF THE TRIPURA APPROPRIATION BILL, 1978. (No. 2 of 1978)

Mr. Deputy Speaker :—Next item of Business is consideration & passing of the Tripura Appropriation Bill, 1978 (Tripura Bill No. 2 of 1978). I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for consediration of the Bill.

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move—that the Tripura Appropriation Bill, 1978 (Tripura Bill No. 2 of 1978) be taken into consideration.

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ এই বিলের উপর বক্তব্য রাখিতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমি এখানে একটু আলোচনা করতে চাইছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—ঠিক আছে । ৪।৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—ঠিক আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী যে এপ্রোপ্রিয়েশান বিল এনেছেন, এটার উপর আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। এখানে যে সমস্ত ব্যয়ের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে—আমরা এপ্রোপ্রিয়েশান বিলে পড়েছি। এই সময়ে আমি এটাই জানতে চাই যে, প্ল্যানের টাকা ত্রিপুরা থেকে ফেরৎ যাবেনা, এই সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই। কারণ আমরা দেখেছি বহু প্ল্যান এবং বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু বছরের শেষে লক্ষ লক্ষ টাকা ফেরৎ যায়। আমরা দেখেছি, যখন বাজেট তৈরী করা হয়, সব সময় কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে আমাদের বাজেট তৈরী করতে হয়, নিজের কোন আয় নেই, নিজের কোন টাকা নেই। যদি প্ল্যানগুলি সাকসেস ফুল হতো, টাকা ফেরৎ না যেত, তাহলে অনেক টাকা আমরা বাজেটে বাড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু বছরের পর বছর প্ল্যান ফেইল করছে, টাকা ফেরৎ যাচ্ছে, তার জন্য আমরা কিছুই করতে পারছি না। আর একটা জিনিস আমরা দেখেছি, উপজাতিদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু তাদের অবস্থা একই থেকে গেছে। আমরা চাই তাদের সংস্কৃতি, তাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থার একটা পরিবর্তন ঘটিয়ে—একটা আমূল পরিবর্তন আনতে এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের যে অধিকার, আত্ম-নির্ভরশীল জাতিতে পরিণত করার যে অধিকার, সেই অধিকার দেবার প্রচেষ্টা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে আসুন। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তাই হয়, সাধারণ মানুষের জন্য যদি সত্যি দরকার হয়, তাহলে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করব কারণ ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন আজকে আমরা সবাই চাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি

যে, ট্রাইবেল এরীয়া নিয়ে আজকে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা দিখেছি বিভিন্ন প্ল্যানের মাধ্যমে একটা সুপরিকল্পিত ভাবে ট্রাইবেলদের সম্পত্তি, তাদের এলাকাগুলি ঐ উদ্বাস্তু কলোনী দিয়ে, ভূমিহীন উদ্বাস্তু দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে আজকে সিড্যুউল এরীয়া ঘোষণা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, একটা কঠিন আকার ধারন করেছে। তাই আমি অনুরোধ করব, টাকা খরচ করে ত্রিপুরার উন্নতি করা দরকার সত্যি, কিন্তু এই উন্নতি যদি একটা অংশকে বাদ দিয়ে, একটা শ্রেণীকে বাদ দিয়ে, একটা সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে হয়, তাহলে আমি বলব এই বাজেট ফেইলুর। কাজেই এই সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া উপজাতি, তার যে সংস্কৃতি, তার যে স্বাতন্ত্র, তার শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সবকিছু সেফগার্ড রাখা দরকার। কাজেই সেইরকম যদি কোন প্ল্যান নেওয়া না হয়, তাহলে উপজাতিরা ঐ আগের অবস্থায়ই থেকে যাবে। কিন্তু আমরা জানি এই বামফ্রন্ট সরকার গত ২৫।২৬ বছর ধরে উপজাতিদের নিয়ে আন্দোলন করেছেন, তাদের কথায় উপজাতিরা প্রাণ দিয়েছে, বুলেটের সম্মুখীন হয়েছে, আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় সমাসীন এবং বিধানসভার ৬০টি আসনের মধ্যে ৫৬টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। আমরা নিশ্চয়ই আশা করব, এইসব চাইতে পিছিয়ে পড়া, যারা সংগ্রাম করেছে তাদের কথায়, আজকে তাদের সমস্যাটা বাজেটে স্থান পাবে এবং তৎসঙ্গে এখন যারা পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরার মানুষ রয়েছে, ভূমিহীন রয়েছে এবং কর্মচারী, শ্রমিক, যারা বেকার রয়েছে, সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে এবং ত্রিপুরাকে সর্বাঙ্গীন উন্নতির লক্ষ্যে এই বাজেট নিয়োজিত হোক। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি গত ৬ মাস বামফ্রন্ট সরকার আমাদের খানিকটা নিরাশ করেছে এবং সামনে আমরা আরও নিরাশ হতে বাধ্য হব। কেননা গণতান্ত্রিক পথে আজকে ক্ষমতায় এসে, বামফ্রন্ট সরকার গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অগনতান্ত্রিক কার্যাকলাপ চালিয়েছেন। পৌর নির্বাচনেও অনেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি যে গাড়ী করে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন। অত্যন্ত দুঃখ জনক যে গণতন্ত্রের বুলি আওড়িয়ে আজকে বামফ্রন্ট সরকার অগনতান্ত্রিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই আজকে যার হাতে ক্ষমতা আসুক না কেন গণতান্ত্রিক অধিকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য তাঁর ভাষণের এক জায়গায় বলেছেন যে পৌর নির্বাচনে মন্ত্রী মহাশয়রাও গাড়ী করে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে সেই তথ্যটি জমা দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি তথ্য দিচ্ছি মিনিষ্টারের কার নাম্বার হলো—টি. আর. এ. ১৮৩২, ২৫শে জুন, দুপুর ১১টা তুলসীবতী স্কুলের সামনে, মন্ত্রীর ফ্ল্যাগ সহ। দয়া করে একটু খোঁজ করে নেবেন।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—আপনি নাম বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায় গাড়ী করে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন, এটা মাননীয় সদস্যকে প্রমান করতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার এই অভিযোগটি আমি রাখছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটার উপর ইনকোয়ারী হোক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আপনাকে এই অভিযোগ প্রমান করতে হবে যে মাননীয় মন্ত্রী ব্রজগোপাল রায় তাঁর গাড়ী করে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে এই খবর পেয়েছি। আমি গাড়ীর নাম্বার দিয়েছি এবং আমি দাবী জানাচ্ছি যে এটার উপর এনকোয়ারী করা হোক।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কোন মেম্বার যখন এই হাউসের কোন সদস্য এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, সেই অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্বও সেই সদস্য-এর, যিনি অভিযোগ এনেছেন। আর অভিযোগ যদি প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে এই মোশানটি আমরা প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠাতে বাধ্য হব এবং প্রিভিলেজ কমিটি সেটা বিচার বিবেচনা করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য হাউসে আপনি যে অভিযোগ করেছেন, সেটা প্রমাণিত না হলে আপনি কনটেম্প্ট অব হাউসের দায়ে দায়ী হবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমিও দাবী করছি যে এটার উপর তদন্ত করা হোক এবং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে আরও পেশ করতে চাই যে এই কমপ্লেন চীফ প্রিসাইডিং অফিসার, এম. টি. বি. গার্ল'স এইচ. এস. স্কুল এর কাছে, ডেটেড ২৫ জুন, ১৯৭৮ এ রিপোর্ট করা হয়েছিল। তদন্ত হয়নি এখনও।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—চীফ প্রিসাইডিং অফিসারই অভিযোগ করেছেন?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—উনার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—উনার কাছে করেছেন সেটা আলাদা কথা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি একটা স্টেটমেন্ট করেছেন এই হাউসেরই একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এটা পরিষ্কার করাপ্ট প্রেকটিস। এই করাপ্ট প্রেকটিসের অভিযোগ মাননীয় সদস্যকে প্রমাণ করতে হবে। নতুবা হাউসের যে অধিকার, সেই অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনব তাঁর বিরুদ্ধে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, ইন এডিশন টু দিস আমিও বলব শ্রীঅশ্বিনী কুমার আঢ্য এবং শ্রীভোলানাথ সেন, চীফ প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করেছেন। সেই অভিযোগের এখনও তদন্ত হলো না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা তো আলোচনার বিষয় বস্তু নয়। তদন্তের সময় আপনি সাক্ষী দেবেন কে কে আপনাকে বলেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি হাউসের সামনে যে এপ্রোপ্রিয়েশান বিলটি রেখেছি তার উপর বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আমি তার উপর বক্তব্য রাখতে চাইনা। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে একটা মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি,

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি আমাকে আমার বক্তব্য শেষ করতে দিন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, উনার যদি বক্তব্য থাকে, তাহলে উনি বলুন। উনি বসে পড়লেন কেন?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আপনি পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছিলেন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি তো রেড লাইট জালিয়ে দিয়েছিলেন

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে এপ্রোপ্রিয়েশান বিলটি হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন তার উপর আলোচনা হয়েছে। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জবাবী ভাষণ রাখবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে টাক বরাদ্দ করা হয়েছে, সে টাকা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ হবে কিনা এবং গত ৩০ বছর ধরে দেখা গেছে যে টাকা খরচ হলেও আয়ের পথ হয়নি। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের সংগে আমিও একমত। আমার বক্তব্যে আমি এ কথা বলেছি যে গত ৩০ বছর প্ল্যানের টাকাতে কেন এসেট ক্রিয়েট হয়নি। যদি সম্পদ সৃষ্টি হত, তাহলে সে সম্পদ থেকে কিছু অর্থ এই রাজ্যে সংগৃহীত হত। যেহেতু সম্পদ সৃষ্টি হয়নি এবং পরিবর্তে মানুষ আরও দারিদ্রের পথে এগিয়ে গেছে এবং এমন জায়গায় গিয়েছে যে তাদের উপর ট্যাকস বসানো তো দূরের কথা, যেগুলি ছিল সেগুলি থেকে আমরা তাদেরকে রেহাই দিয়েছি, এটা মাননীয় সদস্যরাও জানেন। বিগত ৩০ বৎসর ধরে আমাদের গরীব অংশের মানুষ আরও গরীব হয়েছে, আর অল্প কিছু লোক, তারা আরও বড় হয়েছে। সেই অর্থনীতি যদি চলে, তাহলে সেই অর্থনীতি থেকে প্ল্যানিং এর টাকা খুব বেশী সাধারণ মানুষের কাজে লাগানো যায় না। মাননীয় বিরোধী গ্রুপেরা যারা সদস্য আছেন, তারা হয়তো এ কথা না বুঝতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি, একজন জুমিয়ার পকেটে যদি ৫০০ টাকা দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ১০০ টাকা জুমিয়ার পকেটে থাকে, আর বাকী ৪০০ টাকা শোষক শ্রেণীর হাতে চলে যায়। এটা শুধু এখানে নয়, নাগাল্যাণ্ডেও আছে, মেঘালয়ে আছে, মিজোরামেও আছে, অরুনাচলেও আছে। যেখানে বিশুদ্ধ ট্রাইবেলরা রাজত্ব করছেন, সেই বিশুদ্ধ ট্রাইবেলদের রাজত্বেও, কেউ কেউ একেবারে জুমিয়া, তার ঘরবাড়ী পর্যন্ত নেই, আবার কেউ কেউ প্রাসাদে থাকেন। তাদের বাড়ী গাড়ী ইত্যাদি আছে। জুমিয়ারা টাকা পেলে বড়লোক হয়ে যাবে এটা আমরা বিশ্বাস করিনা, ওঁরা বিশ্বাস করতে পারেন। কাজেই আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, এই টাকা যাতে এই শোষক গোষ্ঠীর হাতে না যায়, সে দিকে আমরা লক্ষ্য রাখব এবং যাতে এই টাকা দিয়ে কিছু গরীব অংশের মানুষের কিছু সম্পদ সৃষ্টি করা যায়, তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য কিছু করা যায়, এবং যারা বেকার তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই বাজেট তৈরী করেছি এবং সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা টাকা খরচ করবো। টাকা খরচ করার নামে কিছু ঠিকাদার ও আমলার পকেটে টাকাগুলি দিয়ে সেগুলি খরচ করা যায় ; কিন্তু তাতে আসলে কিছু হয়না। কাজেই এই দিক থেকে মাননীয় সদস্যদের যে আশংকা আছে, সে আশংকার একটা ভিত্তি আছে। সেই ভিত্তিটা বামফ্রন্ট সরকার বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কতটুকু পরিবর্ত্তন করতে পারেন, তার উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ ট্রাইবেল সমস্যার কথা বলেছেন। সে সম্পর্কে আমরা মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই যে আমাদের সমগ্র বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী, তার মধ্যেই এটা অগ্রাধিকার পেয়েছে

এবং আমরা মনে করি যে ট্রাইবেলদের দাবী একটি গণতান্ত্রিক দাবী হিসাবে ত্রিপুরায় চিহ্নিত হয়েছে। এর আগে ট্রাইবেলদের মধ্যে ট্রাইবেলদের দাবী রেখে কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছিলেন এবং কংগ্রেস ট্রাইবেলদের দাবীগুলিকে বরাবর অস্বীকার করে আসছেন, ট্রাইবেলদের স্বার্থ ত্যাগ করে আসছেন। তারা ট্রাইবেলদের কমপেট এরিয়াগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। ট্রাইবেল রিজার্ভ ভুক্ত জমিগুলিকে তারা রিজার্ভ মুক্ত করে দিয়েছেন। সব রকমের ট্রাইবেল বিরোধী কাজ তারা গত ৩০ বছরে করেছেন। এমন কি সেটেলমেন্টকে তাঁরা মহারাজার দেওয়া ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডার তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে জরীপ করেছেন। ট্রাইবেলদের জমি তাঁরা বেআইনি ভাবে ননট্রাইবেলদের খাতায় তুলে দিয়েছেন। এটা দু:খ জনক যে মাননীয় বিরোধী সদস্য, যাঁরা তাদের স্বার্থের কথা বলছেন, তাঁরা বরাবর তাঁদের সমর্থন করে আসছেন এবং আজও হয়তো তাঁরা তাঁদের সমর্থন করছেন। তাঁদের বোঝা উচিত যে তাঁদের কাছ থেকে যতক্ষন পর্য্যন্ত না তারা বিছিন্ন হচ্ছেন, ততক্ষন পর্য্যন্ত কোন ট্রাইবেল এর স্বার্থ তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন না। এটা যদি তাঁরা বোঝেন, তাহলে তাঁরা যদি বলেন, আমরা তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে এই ট্রাইবেলদের স্বার্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে রক্ষা করতে পারবো। আমরা যে চার দফার কথা বলেছি সেই চার দফা ট্রাইবেলদের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন এবং এটা রূপায়িত করতে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বদ্ধপরিকর, এই কথা বলে আমি আমার বিলটি উপস্থিত করছি হাউসের সামনে।

Mr. Dy. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister—"that the Tripura Appropriation Bill, 1978 (Tripura Bill No. 2 of 1978) be taken into consideration.

The motion was put to vote and was carried.

Mr. Dy. Speaker :—Now, I am putting the clauses of the Bill to vote.

Then the question that Cl. 2 and Cl. 3 do stand part of the Bill was put to voice vote and agreed to.

Next the question that the Schedule do stand part of the Bill was put to voice vote and agreed to.

Next the Question that—Cl. 1 do stand part of the Bill was put to voice vote & agreed to.

Then the Question that—The title do stand part of the Bill was put to voice vote & agreed to.

Mr. Dy. Speaker :—Now, I request the Hon'ble Chief Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move "that the Tripura Appropriation Bill, 1978 (Tripura Bill No. 2 of 1978)" be passed.

Mr. Dy. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister—that the Tripura Appropriation Bill, 1978 (Tripura Bill No. 2 of 1978) be passed.

The Bill was put to voice vote & passed unanimously.

GOVERNMENT RESOLUTION

Mr. Dy. Speaker :—সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হোল সরকারী প্রস্তাব। আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি সরকারী প্রস্তাব আছে প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করবেন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। এখন আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর প্রস্তাবটি করতে।

Shri Biren Dutta (Revenue Minister) :—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move 'that the House resolves that a Committee may be set up with Members noted below, to examine various provisions of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 and to suggest appropriate measures to incorporate them in the said Act by an amendment thereof in connection with the following members namely :—

1. For protection of the rights and interests of Bargadars and Korfa tenants.
2. Setting up of a special Machinery for speedy hearing and disposal of case between the Land-lords and the tenants.
3. To limit the jurisdiction of the Civil Courts while the work of the revision of the record of rights will be taken up.
4. To re-demarcate the Tribal majority compact areas, whereever necessary and revise the Second Schedule of the Act accordingly.
5. Other amendments to the TLR & LR Act, 1960 which the committee could like to recommend.

MEMBERS OF THE COMMITTEE

1. Shri Biren Dutta, Chairman
2. Shri Abhiram Dev Barma, Member
3. Shri Samar Choudhury, Member
4. Shri Badal Choudhury, Member
5. Shri Manindra Deb Barma, Member
6. Shri Tarani Mohan Sinha, Member
7. Shri Harinath Deb Barma, Member.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা নির্বাচনে এবং নির্বাচন ছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাস অথবা এই একটা কথার উপর গুরুত্ব দিই যে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল, কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি অবস্থার সামগ্রিক উন্নতির জন্য এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার ভূমি সংক্রান্ত যে আইন আছে, এই আইনকে এমনভাবে সংশোধন করা দরকার, যাতে উৎপাদন কাজে লিপ্ত কৃষির বিভিন্ন অংশ-এর যে স্বার্থ সেই স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, সরকার এই আইনের সাহায্যে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করতে পারবেন।

আমার এই প্রস্তাবনার প্রথম বক্তব্যই হচ্ছে—প্রটেকশান ফর দি রাইটস্ অ্যাণ্ড ইনটারেস্টস্ অব দি বর্গাদার্স অ্যাণ্ড কোর্ফাদার্স। আমাদের বর্গা এবং কোর্ফা চাষীরা প্রকৃতপক্ষে ফসল উৎপাদনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই উৎপাদনকারী যে কৃষক অংশ, যাদের একটা বিরাট সংখ্যা উপজাতি সমাজের মধ্যেও আছে এবং অ-উপজাতি সমাজের মধ্যেও আছে তাদের স্বার্থ যদি সংরক্ষিত না হয় ত্রিপুরার সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের অর্থনৈতিক শক্তি, ক্রয় ক্ষমতা কিছুতেই একটা উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারে না। এই প্রশ্নটা দীর্ঘদিন সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে বারবার তোলা হয়েছে এবং তার সমাধান আজকে খোঁজা হচ্ছে। বর্তমান সংবিধানে যত সীমাবদ্ধতাই থাক, বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে এটাকে সমাধান করতে পারেন তার জন্য আমরা ভূমি সংস্কার আইনটাকে সংশোধন করতে চাই। আমরা যখন জমিদার, জোতদার, বর্গাদার অথবা ভূমিহীন সম্পর্কে শোষিত শ্রেণীর পক্ষে, আন্দোলনের মাধ্যমেই হোক, এমন কি আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই হোক, কোন একটা ব্যবস্থাপনার দিকে চলতে চেষ্টা করি, তখন দেখা যায় কতিপয় স্বার্থান্বেষী, তারা কৃষকগণের সেই অংশের স্বার্থে, যারা উৎপাদনের কাজে লিপ্ত তাদের স্বার্থে, যে ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তারা—ভূমি সংস্কার আইনের সাহায্যে আদালতে গিয়ে যাতে বর্গাদার, কোর্ফাদার এবং দরিদ্র কৃষক তার স্বার্থে কোন মীমাংসা করা, সেটা চায় না। বিশেষভাবে জরীপের সময়ে এই সত্ব সুস্পস্টভাবে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। সেই কাজের ক্ষেত্রে আমাদের রেভিনিউ ইনস্পেকটার যখন যাবেন মাঠে, তারা তদন্ত করবেন মালিক কে বর্গাদার কারা বা ক্ষেত মজুর হিসাবে কারা কাজ করে, প্রত্যেকের সংগে জমিটার কি সম্পর্ক, এই সম্পর্কটা নির্ধারণ করবেন। আজকেও একটু আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে মামলা আছে কিনা ইত্যাদি। আজকে বর্গাদাররা সত্যি সত্যি বর্গাদার হয়েও তার সত্ব নির্ধারণ করতে যখন যান, তখনি মালিকেরা আদালতে উপস্থিত হয়ে একটা নিষেধাজ্ঞা জারী করে দেয়। অর্থাৎ রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের ইচ্ছা থাকা সত্বেও তাকে সত্ব দান করতে পারেন না। পক্ষান্তরে তারা এই উপলক্ষে নানাভাবে ফৌজদারী মামলা ইত্যাদি রুজু করেন এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেন যে, তখন শেষ পর্যন্ত বর্গাদারকে বলতে হয় আমি বর্গাদার নই। এবারেও বিভিন্ন তহশীলে কিছু ঘটনা ঘটেছে, যারা স্বেচ্ছায় বলেছে যে আমি বর্গাদার নই রেভিনিউ ইনস্পেকটার তদন্ত করেছে যে হ্যাঁ সে বর্গা চাষী। তারপর কোর্টের ইনজাংশন জারী হয়েছে এবং তারপর যে ব্যক্তি দরখাস্ত করেছে যে সে বর্গাচাষী সেই ব্যক্তিই বলে যে আমি বর্গাচাষী নই। কাজেই সেই এরিয়ার আমরা যখন রেকর্ড করতে যাব তখন সেই শ্রেণীগুলিকে নিয়ে আসা যায় কিনা তা গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং আমরা যাতে তাদের সত্ব তাড়াতাড়ি দিতে পারি, তার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

চতুর্থতঃ এই হাউসের উভয় পক্ষই একযোগে ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া সম্পর্কে বলেছেন। আজকে আমি খুশী হলাম যে এই দিক থেকে উভয় পক্ষই বাস্তবটাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখন এই বাস্তবটাকে কিভাবে, সেকেণ্ড সিডিউল যদি রিভাইজ করতে হয় এবং যে সব এরিয়া এখনও সেকেণ্ড সিডিউলের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেগুলিকে যদি ইনক্লুড করতে হয়, তাহলে তার জন্য আলোচনা করা দরকার এবং তার জন্য ভূমি সংস্কার আইনে

ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। এছাড়া অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা যদি আমরা গ্রহণ করি, তাতে ভূমি সংস্কার আইন সংখ্যাগরিষ্ঠের উৎপাদক. শ্রমজীবি, কৃষক, তাদের স্বার্থে এই ভূমি ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য আমরা এই কমিটির নাম প্রস্তাব করেছি এবং আমি আশা করব এর সমর্থনে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী কমল্লেড দশরথ দেব কিছু বলবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী পরে বলবেন। এখন মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা বলবেন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রেভিনিউ মিনিস্টার যে প্রস্তাব এনেছেন, তা আমি সমর্থন করি। প্রথমে আমি বলব যে সারা ত্রিপুরাতে, ভূমি ব্যবস্থা সামন্ত প্রথার মধ্যে বন্দী এবং সমস্ত শোষণ এর মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতি আজকে ধ্বংসের মুখে। দেখা যায় যে বিগত ১৯৬১ সালে ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার যে আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে, তাতে সারা ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক নুতন করে তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে, বর্গাদার কৃষক মাত্র ১৯৭৪ এ সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্টের মধ্যে 'বর্গাদার' শব্দটা রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট প্রথম আবিষ্কার করলেন। যদিও সেই শব্দটা তারা আমদানী করতে বাধ্য হয়েছিল গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে কৃষক সভার নেতৃত্বে এখন আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং ভূমি সংস্কার আইনের সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্টের মধ্যে ইনসার্ট করতে। বর্গাদার জমির মালিকানা পাবে কি, পাবে না সেই সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করে নি। উপরন্তু অর্ধেক ফসল চাষ যারা করবে তারা নেবে, সেই রকম একটা করতে চেয়েছিল এবং সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্টের প্রিন্সিপাল অ্যাক্টের ১০৫ ধারার মধ্যে সেইরকম একটা পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু বিগত কংগ্রেস আমলে ঐ বর্গাদারদের নামে কোন জমি রেকর্ড করা যায় নি। কারণ বর্গাদারদের মজুর হিসাবে নাম লিখিয়ে রাখত অথবা পাইখা বলে আর একটা সিষ্টেম চালু করা হয়েছিল। এই পাইখা সিষ্টেমটা হল যে একটা জমি ১০০ টাকার পরিবর্তে ভাড়া নেওয়া হল অর্থাৎ কিনা মহাজনই উল্টো বর্গাদার সাজবেন। বিশেষ করে ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যে সব গরীব ট্রাইবেল আছেন বা ট্রাইবেল কৃষক আছেন অথবা চাষ বাসের জন্য যারা হালের বলদ কিনতে পারতেন না, অথচ তাদের কিছু জমি আছে, সেই জমিগুলি গ্রাস করবার জন্য এই পাইখা সীষ্টেমটা চালু করা হল এবং তাদের সমস্ত জমি তারা করায়ত্ব করেছেন। আমরা জানি যে পৃথিবীর যে সব দেশে আমূল ভূমি সংস্কার করা হয়েছে বা রেডিক্যাল চেষ্টা করা হয়েছে, সেই সব দেশের অর্থনীতি বুনিয়াদ, শোষণহীন সমাজ গড়ার পথে সাহায্য করেছে। কিন্তু আমরা জানি যে ভারতের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৬ কোটি একর জমি, শতকরা মাত্র ৪ জন লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং সেই জমিগুলির বিকেন্দ্রীকরণ করতে গেলে, পুঁজিবাদী অথবা সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থাকে প্রথমে আঘাত দিতে হবে এবং কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্য সরকার বিগত বছরগুলিতে তারা কেউ সেই জমিগুলিকে ঐ সামন্তবাদীদের হাত থেকে বিকেন্দ্রীকরণের কোন ষ্টেপ নেন্ নি। আমরা জানি যে আজকে সারা ভারতের মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ ভূমিহীন মানুষ ঐ উদ্‌বৃত্ত জমির মালিক হতে পারে এবং ঐ সমস্ত উদ্‌বৃত্ত জমি ঐ সব গরীব ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টণ করা যায়। আমরা আরও জানি যে ভারতের মধ্যে ৪৫ কোটি লোক আজও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। তাই আজকে যদি নূতন করে এই ভূমি বণ্টণের

ব্যবস্থা হয় এবং নূতন আমূল ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে অন্তত: ২৭ কোটি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে এবং দারিদ্র সীমার উঠতে পারে। কিন্তু সামন্তবাদী এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে তা কোন রকমেই সম্ভব নয় এবং এটা বিগত কংগ্রেস সরকারও করতে পারেন নি, এমন কি কেন্দ্রের যে নূতন জনতা সরকার, তারাও এটা করতে চান না। আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে বাবু চৌধুরী চরণ সিং ঐ ভূমি সংস্কারের নামে একটা নূতন থিওরী আবিষ্কার করেছেন। কিছুদিন আগে একটা পত্রিকায় বের হয়েছিল এবং তিনি সেখানে বলতে চেয়েছেন যে ১৫ একরের নীচে যে সব জমির মালিক আছে, তারা নাকি সঠিক ভাবে গৃহস্থি বা চাষবাস করতে পারে না, অর্থাৎ তাদের হাতে জমিগুলি নষ্ট হয় অথবা তাদের হাতে ফসল ফলে না। কাজেই ১৫ একরের নীচে যাদের জমি রয়েছে, সেই জমিগুলি তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে যাদের ১৫ একরের বেশী জমি আছে, তাদের হাতে তুলে দাও। মূল কথাটা হচ্ছে সামন্তবাদী প্রথাকেই বাবু চরণ সিং উৎসাহ দিচ্ছেন। তাছাড়া বিগত সরকারও এই প্রথাকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। তাছাড়া এই হাউসে আমাদের মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য উত্থাপন করেছেন, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা ছিল ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশান বলে একটা চা বাগিচার জমি সম্পর্কে। মূল কথাটা হচ্ছে বিগত দিনগুলিতে ঐ কংগ্রেস আমলে গোটা রেভিনিয়ু দপ্তরটা ছিল, একচেটিয়া পুঁজিবাদী, জোতদার এবং জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। আমার কমলপুরের আমবাসাতে কাঞ্চন ছড়া নামে একটা ছড়া আছে, সেই ছড়াটা হঠাৎ করে নদীর মধ্যে চলে গিয়েছে, কেউ সেটা জানতো না। কারণ উত্তর দিকেও কাঞ্চনছড়া আছে আবার দক্ষিণ দিকেও কাঞ্চনছড়া আছে। অথচ আম্বাসার উপর দিয়ে যে ছড়াটা এতদিন প্রবাহমান ছিল, সেই কাঞ্চনছড়াটা ম্যাপের মধ্যে নাই। কিন্তু কৈলাসহরের জৈনক ব্যবসায়ী অখিল ভূষণ কোম্পানী, সেই জমিটা নিজের নামে করিয়ে নিয়েছেন। এই রকম ভাবে ৩০ বছর যাবত ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার নাম করে, ল্যাণ্ড রি-ফর্মস এ্যাক্ট যেটা আছে, সেটাকে একচেটিয়া পুঁজিবাদ কায়েমী স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা আরও জানি যে ত্রিপুরাতে ১৮৭ ধারায় উপজাতিদের হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার করা হবে এবং তার জন্য বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে সুখময় বাবু একটা কমিটিও গঠন করেছিলেন, কিন্তু উপজাতিদের কোন জমিই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আমার কমলপুরে কতিপয় মৌজাতে জমির দখল এবং এলটমেন্ট অর্ডার সব কিছুই উপজাতিদের নামে আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের নামে নামজারী হয় নি। কারণ বিগত দিনগুলিতে ভূমি সংস্কার আইনটা দুর্নীতিপরায়ণদের আড্ডায় পর্য্যবসিত হওয়ায়, ঐ গরীব ট্রাইবেল যারা, তাদের ভূমির উপর যে অধিকার, সেই অধিকার তারা পায় নি। হস্তান্তরিত ভূমি রেকর্ড করার নাম করে বাঙ্গালী আর পাহাড়ীদের মধ্যে একটা বিদ্বেষ জমিয়ে রাখা হয়েছিল। কাজেই আজকের এই যে প্রস্তাব, তাতে নূতন করে ডিমার্কেশান করার যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, আমি তাকে সমর্থণ করি। আমরা শুধু কমলপুরই নয়, উত্তর ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত যে সব অঞ্চল আছে, সেগুলিকে ট্রাইবেল এলাকা বলে চিহ্নিত না করে বরং বাঙ্গালী এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, আর বাঙ্গালী

অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে, ট্রাইবেল এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, যে সব গরীব উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাদের জমির অধিকার আছে ঠিকই, কিন্তু কাগজে পত্রে তারা সেই জমির অধিকার কোন দিনই পাবে না। এভাবে গত ৩০ বছর ধরে তারা একটা কায়েমী স্বার্থের উপর নির্ভর করে আছেন, আবার অন্য দিকে ট্রাইবেলরাও তাদের জমির অধিকার পাচ্ছেন না এবং তাদের জমি অ-উপজাতিদের হাতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এটাকে রুখার জন্য কোন রকম ষ্টেপ আজ পর্য্যন্ত নেওয়া হয় নি। উপরন্তু দেখা যায় যে ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে জুমিয়া অথবা এগ্রিকালচার লেবার যারা রয়েছে, তাদেরকে প্রথম প্রেফারেন্স দেওয়ার কথা—ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার এবং ল্যাণ্ডলেস এলটমেন্ট রুলসের ৭ নং ধারায় এটা লেখা আছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একটা জুমিয়া বা এগ্রিকলচার লেবারার যদি জমি বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত করে, এবং অন্য দিকে একজন জোতদার যদি জমি বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত করে, তাহলে ঐ জোতদারদের পক্ষেই ভূমি সংস্কার আইন বলে সেই জমি বন্দোবস্ত হয়ে যায়। এরফলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক এবং মজুরের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রস্তাবেটা এখানে এসেছে, আমরা আশা করছি যে, এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত গরীব কৃষক এবং ভূমিহীনদের মধ্যে একটা আশার সঞ্চার হয়েছে। আবার অন্য দিকে আমরা যেটা আশা করেছিলাম যে কেন্দ্রে জনতা সরকার আসার পর, গরীব মানুষ, যারা সংখ্যায় বেশী, তাদের স্বার্থেই সরকার কাজ করবে। বিগত দিনগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে তারাই বরং বেশী সংখ্যায় তাদের জমির থেকে উত্খাত হয়েছে। অথচ অল ইণ্ডিয়া রেডিও বা আকাশবাণী ঐ ভূমিহীন কৃষকদের সম্পর্কে অনেক কিছুই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করত। আজকে সেই জমানা পাল্টে গেছে, তবু ঐ ভূমিহীনদের পক্ষে তারা কোন প্রচারই করবে না। অথচ ত্রিপুরার মানুষ, এই আগরতলার মানুষ সব কিছু উপেক্ষা করে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানে আমাদের বামফ্রন্টের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করিয়েছেন, তবু এই সম্পর্কে আমরা দেখলাম যে ঐ আকাশবাণী একটি লাইনও উচ্চারণ করেন নি। উপরন্তু তারা ঐ রাধিকা গুপ্তের অপপ্রচারকে বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করেছে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমাদের আরও অনেক বক্তা রয়েছেন, অথচ আমাদের হাতে সময় কম। আমি আশা করছি যে আপনি এখানে আপনার বক্তব্য শেষ করছেন। এখন আমি মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাসকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, যে প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছে ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে একটা কমিটি গঠন করা সম্পর্কে আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ ত্রিপুরাতে ৩০ বছর পর ভূমি সম্পর্কে একটা পুরো তথ্য বাহির করে, ত্রিপুরাতে যে সব কৃষক, ভূমিহীন এবং উপজাতি আছেন, তাদেরই স্বার্থে এই রকম একটা কমিটি হচ্ছে, সেজন্যই আমি এটাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। গত ৩০ বছর ধরে ভূমি সংস্কার আইন কৃষকদের বিরুদ্ধে কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবু আমি কয়েকটা তথ্য এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের কৃষ্ণদাস

বাবু একজন মন্ত্রী ছিলেন। এখানে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশান বলে চা বাগানের যে একটা কোম্পানী ছিল তার বিস্তারিত কিছুটা এখানে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখছি যে কৃষ্ণদাস বাবুর যে চায়ের বাগান ছিল, সেটা একটা খাস জমিতে ছিল, এবং তিনি সেটা লীজ নিয়েছেন। অথচ আমরা জানি যে সেখানে যদি কোন বাগান না থাকে, তাহলে সেটা সরকারের হাতে চলে যাবে। কিন্তু আমরা দেখলাম তৎকালীন রেভিনিয়ু দপ্তর সমস্ত আইন কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী দেখিয়ে, যে বাগানে কোন গাছ নেই, সেটা সরকারের হাতে আসা উচিত ছিল, তার ২৫ ষ্টেণ্ডার্ড একর জমি ঐ কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। কারণ কৃষ্ণদাস বাবু ছিলেন ঐ কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স। তিনি কি করে হঠাৎ ঐ বোর্ড অব ডাইরেক্টার্সের মেম্বার হয়ে গেলেন, তা আমরা জানি না। কিন্তু তিনি মেম্বার হয়ে গেছেন। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সুত্রে এখন অনেক কিছুই হয়। এবং সেখানে ২৫ ষ্টেণ্ডার্ড একর জমি বে-আইনী ভাবে নামজারী হয়ে গেল। কিন্তু আমরা জানি যে এটা করতে হলেও, একটা আইন অনুযায়ী করতে হবে এবং সেই আইনের ১৩৬ ধারা মতে কালেক্টার নির্দিষ্টভাবে বলতে হবে যে ১৩৬ ধারার অমুক উপধারা বলে এই জমি লীজ দেওয়া হল। কিন্তু কাগজে পত্রে সেই রকম কোন অর্ডার নাই। কিভাবে দেওয়া হল? এই খাস জমি ২৫ স্ট্যানডার্ড একর রাখা হল ওতে হচ্ছে না, ওটা বাড়াতে হবে এবং বাড়াতে গেলে যে ম্যাপ ছিল, এই ২৫ স্ট্যানডার্ড একর জমি গোলমাল করে, চুরি করে, কারচুপি করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই নুতন ম্যাপের দরকার। নূতন ম্যাপ করে সেই ম্যাপে সেখানে বের করে দেওয়া হল এবং আমি যার নাম করেছিলাম-নিশি গাংগুলী, সে এই কোম্পানীর কোন প্রতিনিধি ছিল না। তিনি কৃষ্ণ দাস ভট্টাচার্য্যের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি কৃষ্ণদাস বাবুর প্রতিনিধি সেজে এটা করেছেন এবং এই ২৫ স্ট্যানডার্ড একর বাড়িয়ে দিয়ে কৃষ্ণদাস বাবুর হাতে দেওয়া হল এবং সেই জমি লক্ষ লক্ষ টাকায় তিনি বিক্রী করেছেন। কৃষ্ণদাস বাবুর জমি, বাড়ী, ওখানে আছে ঐ কুঞ্জবনে সেখানে দুতালা বাড়ী আছে, ষ্টেট ব্যাংককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সেটা আমরা জানি মহারাজের তালুকের ভেস্টেড ল্যাণ্ড এবং তালুকদারী যাবার পর ভুঁয়া দাখিলা কেঁটে, তৌজি পত্তন করে, কৃষ্ণ দাস বাবু এবং আরও বহু কর্ম্মচারী এটাকে বেঁচা কেনা করলেন। নিজের হাতে দপ্তরকে নিয়ে, নামজারী করে নিয়েছেন এবং এই জমি ত্রিপুরা সরকার মহারাজের ভেস্টেড ল্যাণ্ড হিসাবে যে দখল নিয়েছিলেন এবং পূর্ত্তদপ্তরের কাছে জমি হস্তান্তর করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, রাজস্ব দপ্তর, যখন এই সমস্ত গোলমাল হচ্ছে ৪৬৯ নং মামলা করেছিলেন পূর্ত্তদপ্তরের বিরুদ্ধে, কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণদাস বাবু মন্ত্রী, সেই হেতু মামলা তুলে নেওয়া হল। তাহলে জমি হচ্ছে সরকারের, সেই জমি কৃষ্ণদাস বাবু এবং আরও কয়েকজন আমলাগোষ্ঠী সেটাকে নামজারী করে, কোন আইন নেই, সেটা গভর্ণমেনটের ল্যাণ্ড, নিজের নাম বসিয়ে নামজারী করে, সেখানে দুতালা বাড়ী করেছেন। কেন এই কমিটি করা দরকার? সেজন্যই এই কমিটি করা দরকার এবং এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেটাকে আমি অভিনন্দন জানাই। পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। খোয়াইর টাউন মৌজার ৫৯ নং জোত, ৪৫১ দাগে ছিলেন সুরেন্দ্র চন্দ্র মল্লবর্ম্মন। মল্লবর্ম্মনের, এখানে ১৫ গন্ডা ভূমি ছিল। ১৯৬৪ সালে নং এফ.

১৬ (৪) রেভ/৬৪ তারিখ ৩০/৯/৬৪ ইং রাজস্ব দপ্তরের নোটিফিকেশন মূলে, সাবেক ৫৯৫ নং দাগের অংশ থেকে ১৫ গণ্ডা ভূমি বিলিজ করে নেয় এবং যদুবাবু কোরফাদারকে উচ্ছেদ করে, ১৫ গণ্ডা জায়গা বদলে, জরিপ বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ডি.সি. নাথের সাহায্যে ৫৯৫ দাগের ভুক্ত জমি নিজের জোতে তিনি করে নেন। আগের যে আইন ছিল কোরফাদাররা স্বত্ব রাখতে পারবে না, সেই সুযোগে, যদুবাবু-যেহেতু একজন এম.এল.এ., তাই এই কোরফাদারকে উচ্ছেদ করে, তাকে নামিয়ে দেওয়া হল। দুর্গা-চৌমুহিনী সেখানে একটা কেস হয়েছে। এই কেস সরকার করবে। কেন কেস করা হল? কারণ সেটেলমেন্ট দপ্তরে একটা ঘুঘুর বাসা আছে। সেখানে কি ব্যাপার? এটা একজন মুসলমানের সম্পত্তি ছিল। মুসমানের তালুকদারী চলে যাবার পর, এক ভুঁয়া মঞ্জুরানা দিয়ে জোত সৃষ্টি করা হল। কিন্তু তালুকাদার এই জায়গার উপরে কোন জোত সৃষ্টি করেছেন বলে কোন রিটার্ণ দাখিল করেন নি। এটার উপরে কেস করা হয়েছে। এইভাবে, বেআইনি ভাবে, জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার, স্বামী আছে অথচ বেনামী স্বামীর নামে জমি রেকর্ড করা হয়েছে। জমি বেনামী করতে হবে। বাধাঁর ঘাট মৌজার ১৫৯৮ খতিয়ানে জনৈকা সেফালী দাস, স্বামী হচ্ছে সুবোধ চন্দ্র দাস এই নামে ৪ কাণি জমির রেকর্ড করা হয়েছে এবং এই জমিতে সেফালী দাস বলে কোন মহিলার দখল নাই। উপরন্তু সেফালী দাসের প্রকৃত স্বামী হচ্ছে প্রবোধ রনজন দাস। সুবোধ চন্দ্র দাস তার স্বামী নয়। তাহলে সুবোধ দাস কে? এই সেটেলমেন্ট দপ্তরের এক কর্মচারী, নির্মল ভৌমিক তার বোনের জামাই। বোনের জামাইকে আরেকজনের জামাই সাজিয়ে, তার নামে বেনামী একটা সম্পত্তি রেখে দিয়েছে। এই হচ্ছে সেটেলমেন্ট দপ্তরের কর্মচারী। শুধু তাই নয়, সেটেলমেন্ট দপ্তরের আরেকজন কর্মচারীর কথা বলছি। বাসন্তী ভৌমিক নামে নামজারী কেস নং ৬৬৯/১৯৭৬ মূলে বাঁধার ঘাট মৌজায় জমি রেকর্ড করা হয়েছে। সেই জমি বাসন্তী ভৌমিকের কোন দখল নাই। কোন দিন বাসন্তী ভৌমিক তার নামে রেকর্ড করার জন্য সেটেলমেন্ট দপ্তরে যান নি। বাসন্তী দেবী ফুড ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মচারী। কেন হল? বাসন্তী দেবী তাপস চৌধুরী নামে এক হোমরা চোমরা সেটেলমেন্টের অফিসার, খুব দাপটে চলেন তার বাড়ীতে তিনি থাকতেন। এবং যেহেতু তার বাড়ীতে থাকতেন বাসন্তী দেবীর নামে বেনামী করে তাপসচৌধুরী সেই সম্পত্তি ভোগ করছেন। স্যার, আমার কাছে প্রচুর তথ্য আছে। আমি আরেকটা কথা বলব যে শুধু কমিটি নয়, এই সেটেলমেন্ট দপ্তরটাতে হাত দিতে হবে। সেখানে আমরা জানি কৃষ্ণদাস বাবুর কিছু লোক বসে আছেন। সেখানে যে ঘুঘুর বাসা, সেটাকে ভাঙতে হবে। সেটা যদি করা হয়, তাহলে কংগ্রেস সরকার যেটা ৩০ বৎসরে করতে পারে নি, আমরা বামফ্রন্ট সরকার সেটা করতে পারবে। এটা আমি মনে করি।

মি: ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসে উত্থাপিত রেজুলেশনকে সমর্থন করছি। আমরা জানি যে, সমাজের মধ্যে ধনী শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থে তাদের আইন প্রয়োগ করেন। আমি মনে করি ভারতবর্ষের যে কৃষককুল, যাদের সংখ্যা সবচেয়ে

বেশী, ওদের উপরে যে অপ্রেশন, অত্যাচার, এটা চিরদিন ছিল এবং কৃষকদের জমি কোন দিন সঠিকভাবে ছিল একথা ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে না। এই যে ভূ'ম এ্যাকটমেন্ট নেওয়ার অবস্থার উপর ভিত্তি করে আজকে বর্গাদার প্রথার, কোর্ফাদার প্রথার সৃষ্টি হয়েছে, বিগত কংগ্রেসী শাসনে যে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করেছিলেন, তালুকদারী প্রথার সৃষ্টি করেছিলেন, এর উপর ভিত্তি করেই আজকে বর্গাদার ও কোর্ফাদারদের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি দিনের পর দিন যখন মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে যাচ্ছে, সামগ্রিক ভাবে এই বর্গাদার এবং 'কোর্ফাদাররা', যারা আজকে উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ উৎপাদন করছেন, তারা সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে আছেন। কিন্তু বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসকরা তাদের কথা ভাবেন নি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে প্রশাসনের কথা আসছে। এই প্রশাসনের মধ্যে আমরা দেখি তাঁরা করতে পারেন নি এমন কাজ নেই। এই যে অবস্থা আজকে আমরা দেখলাম, আমাদের এই হাউসের একজন মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন এবং যে বক্তব্য রাখলেন আমরা দেখলাম ওরা ম্যাপ পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারে। যেমনি করে ঐ টি.আর.টি.সি. খেয়ে ফেলেছে। আমার মনে হয়, অন্যান্য দপ্তরে যত করাপশান আছে, তার মধ্যে এই দপ্তরে অনেক বেশী। আজকে সাধারণ মানুষ ও কৃষকের মধ্যে এই যে বৈষম্য, এইটাকে হ্রাস করার কোন প্রয়োজন এই বিগত কংগ্রেস সরকার অনুভব করেন নাই। এবং এতে করে দিনের পর দিন সেই মহাজন, জমিদার, জোতদাররা শক্তিশালী হয়েছে এবং গরীব কৃষকরা দিনের পর দিন নিঃস্ব অবস্থায় চলে গেছে। তাতে সামগ্রিক ভাবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে এক সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করা হয়েছে। যদিও কংগ্রেস আমলে কিছু কিছু আইন ছিল মানুষকে ভূমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে উপজাতি বন্ধুদের ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া জন্য কিন্তু এই ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া, ব্যাপারে কংগ্রেস সত্যিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। কিছু কিছু ঐ নামকাওয়াস্তে করেছেন। যে অধিকার আইনে ১৯৬০ সনে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমাদের ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীদের বলেছিল, ঐ মার্কসবাদী লোকেরা আন্দোলন করে তোমাদের এইখান থেকে তাড়াতে চায়। এই সি. পি. এম.রা ট্রাইবেল পার্টি। ঐ পার্টিতে তোমরা যেও না তাহলে ট্রাইবেলদের যে জমি তোমরা দখল করেছ, তা ছেড়ে দিতে হবে। আবার ট্রাইবেল বন্ধুদের বলত, ঐ সি. পি. এম. এর আন্দোলনের জন্য তোমাদের জমি ফেরৎ দিতে পারছি না। এই করে করে কংগ্রেস এখানে উপজাতি বন্ধুদের জমি ফেরৎ দেবার যে আইন, সেটা কার্য্যকরী করে নি। কাজেই আজকে এই যে কমিটি এসেছে, এই কমিটিকে আমি সমর্থন করি এবং বিশেষ করে আজকে উপজাতি বন্ধুদের যে সমস্যা আছে, সেই সমস্যার যদি সত্যিকারের সমাধান করতে হয়, তাহলে যেখানে বেশী ট্রাইবেল আছে, যাকে ট্রাইবেল ক্রন্ট বলা হয়, সেই এলাকার মধ্যে চিহ্নিত করে দেওয়ার যে প্রশ্ন আছে, সেটা এই কমিটির উপর তার দায়িত্ব বর্তাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দু'একটা কথা বলে শেষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে, বিগত কংগ্রেস আমলে ডেভলাপমেন্ট কমিটি করেছিল। ঐ কমিটির মধ্যে দিয়ে আজকে যারা বিরোধীদের আসনে বসে আছে,

মিঃ দ্রাউ কুমার রিয়াং এবং সম্পাদক শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঐ কমিটির মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আজকে আমি এই হাউসের মধ্যে দেখতে পেলাম, ঐ আজকে যারা বিরোধী আসনে বসে উপজাতি দরদী কথা বলছেন, ওঁরা তখন কিন্তু একটি কথাও বলেন নি। এমন কি রিপোর্টটা পর্য্যন্ত কোন দিন বিধান সভার সামনে তুলা হয় নি। কেন আজকে তাঁরা হাউসে চিৎকার করে গলাবাজি করছেন আর ঐখানে কংগ্রেসের কাছে গেলে তখন চুপ করে থাকেন? কারণ ওঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ট্রাইবেলদের কি করে সর্বনাশ করা হবে, এই চিন্তাই করেন। কাজেই বর্ত্তমানে এটা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং কমিটি আগামী দিনে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এই বলে আমি এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে কমিটি গঠন করার যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করি এবং বিরোধীদের একজন সদস্যকে নেওয়া হয়েছে বলে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা দেখেছি যে, বে-নামী জমি নিয়ে নানান রকম দুর্নীতি চলছে। যেমন জিরানীয়াতে একটি ক্যাটল ফিডিং ফার্ম আছে। সেখানে এক ভদ্রমহিলা আছেন, আমি অবশ্য নাম এখানে বলতে পারি, ভদ্রমহিলার নাম কমলী দেবী, উনি একজন বিরাট সম্পত্তির মালিক। তাকে ভূমিহীন হিসাবে দেখিয়ে জমি এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এবং পরে সেখানে ক্যাটল ফিডিং ফার্ম করার জন্য সরকার জমিটি অ্যাকোয়ার করে নেন এবং তাকে বিরাট ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। এইরকম দুর্নীতি আমরা দেখছি। প্রশ্নোত্তর কালে মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস এর প্রশ্নে দেখেছি যে, ম্যাপ চুরি হয়ে যায়। এবং মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা বলেছেন, ম্যাপ চুরি হয়ে কোথায় গিয়েছে। আর তখনই আমরা জানতে পেরেছি যে মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাসের কাছে সেই ম্যাপ আছে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহার বিরুদ্ধে—

শ্রী অমরেন্দ্র শর্ম্মা—পয়েন্ট অব অর্ডার, উনি বলেছেন যে মাননীয় অজয় বিশ্বাসের কাছে আছে। অথচ প্রশ্ন উত্তর কালে এই জিনিস আসে নি। তিনি ভুল তথ্য দিয়ে মিসলেড করতে চাইছেন হাউসকে।

শ্রী অজয় বিশ্বাস—স্যার, আমি যা এনেছিলাম এটা ম্যাপ নয়। ম্যাপটা চুরি হয়েছে। অফিসিয়াল যে নোটিস, এইটা আমি এনেছিলাম। কোন ম্যাপের কথা বলি নি। উনি ভুল তথ্য নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন। উনি হাউসে ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন। আগেই এটা প্রমাণিত হয়েছে। এখন আবার ভুল তথ্য দিয়ে উনি বিবৃতি দিচ্ছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে কথা বলছিলাম যে, বিমল সিনহা মহাশয় যে কথা বলেছেন যে ম্যাপ চুরি হয়েছে এটা তার প্রমাণ করা উচিত যে মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস চুরি করেছেন। আমি বিশ্বাস করি না যে, অজয় বাবু চুরি করেছেন। যাই হোক, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখছি, ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকাগুলি থেকে বে-আইনিভাবে উপজাতিদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে এবং

সেটা ফেরৎ দেওয়ার জন্য কমিটি করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে, এতে কাজ ত্বরান্বিত হবে। আমরা দেখছি, উপজাতিদের এবং অ-উপজাতিদের মধ্যে ঐগুলিকে কেন্দ্র করে বিরোধ চলছে এবং বহু কেসও চলছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের মধ্যে আমরা দেখছি, সিড্যুল্ড কাষ্টদের জন্য ১৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর সিড্যুল্ড ট্রাইবদের জন্য মাত্র ৫,০০০ টাকা। তার অর্থই হচ্ছে উপজাতিদের সমস্যার সমাধান না হয়। কারণ উপজাতিরা গরীব তারা মামলা করার পয়সা পাচ্ছে না। এর ফলে বহু মামলা তারা সারেণ্ডার করেছে। এই অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার যতই বলুন না কেন, তাঁরা কাজ করবেন, আমি মনে করি না এই ৫,০০০ টাকা দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তাই আমি অনুরোধ করব, বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে আজকে এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসুন এবং সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য একটা বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। শুধু কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে নয়। শুভ বুদ্ধি এবং সুবিচার প্রয়োগ করে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। ৫ হাজার টাকা দিয়ে যে সমস্যার সমাধান উনারা করতে চলেছেন, সেটা সম্ভব নয়। তাই আমি বলছি আরও টাকার অংক বাড়িয়ে বাস্তব সমস্যার দিকে একটু নজর দিয়ে সমস্যাগুলির সমাধান করুন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটু আগে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যা বলেছেন, তার সংগে বিলের কোন সম্পর্ক নেই কারণ এটা টাকা মুঞ্জুরের প্রশ্ন নয়, এই কমিটি কিসের জন্য তৈরী হচ্ছে? কেন আমরা প্রস্তাব দিয়েছি সেটা বোঝা দরকার। এই কমিটি টাকা দিতে পারে না। এই কমিটিটা হল ১৯৬০ইং সালে ত্রিপুরার জন্য, ত্রিপুরার যে ল্যাণ্ড রিফর্মস বা ভূমি সংস্কার আইন যেটা পাস হয়েছিল, তার ধারা গুলি একটু পরীক্ষা করে দেখবেন। যেমন ধরুন আইনের মধ্য দিয়ে বর্গাদারদের অধিকারকে সুরক্ষিত করা। কিন্তু সেই আইনের মধ্যে যদি তার কোন সুস্পষ্ট ইংগিত না থাকে তাহলে তাদের অধিকার সুরক্ষিত হবে না। কাজেই এমন একটা আইন বা প্রস্তাব তারা আনবেন যেটা আইনের অন্তর্ভুক্ত হলে বর্গাদার রক্ষা পেতে পারে। ত্রিপুরায় যে ভূমি সংস্কার আইন আছে, সেই আইনে সাধারণ বর্গাদার বা গরীব কৃষকদের প্রতি দৃষ্টি রেখে সেই আইনটা করা হয়নি। কিছু কিছু ওদের জন্য রাখা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলিও কার্য্যকরী করা হয় নি। এ্যাজ ফর এগজাম্পল আমি বলি ১৯৬০ইং সালে ত্রিপুরাতে ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট যখন হয়, তখন ভূমি সংস্কার আইনে এসেম্বলী কমিটি ছিলনা, অ্যাডভাইজারী কমিটি ছিল হোম মিনিস্ট্রীর আণ্ডারে। আমি সেই অ্যাডভাইজারী কমিটির একজন মেম্বার ছিলাম। যখন এই আইনটা হল, তখন অনেকগুলি ধারা ছিল, যার মধ্যে শেয়ার ক্রপারদের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু ছিল না। এবং উপজাতিদের জমি হস্তান্তরের নির্দিষ্ট কোন ধারা সেখানে ছিল না। সেই যুগের ১৯৬০ইং সনের গেজেটেও আপনারা দেখতে পারেন অনেক লড়াই করে এ পর্য্যন্ত ১৮৭ ধারা আমরা সংযোজন করতে পেরেছি। কিন্তু অন্তটা পারিনি। কাজেই এখন এগুলি আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। একটা আইন করে যখন জমিগুলি নূতন করে রেকর্ড করা হবে, তখন কেউ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে যাতে সে কাজটাকে বানচাল করতে না পারে, তজ্জন্য কোর্টের আওতার বাইরে কিছু

কিছু অফিসার নিয়ে আসা হবে এবং এটা অত্যন্ত দরকার। কারণ ইঞ্জাংশান যাতে না হতে পারে। অনেকগুলি ভাল আইন করলেও, আইনগত ভাবে যদি এগুলি পরিষ্কার না থাকে, তাহলে যে কোন সময়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরও জমি দখল করা যায় না। কারণ সে জমিদার সংগে সংগে কোর্টে চলে যায়, ইঞ্জাংশান জারী হয়। জমিদারের পক্ষে রায় হবে কি, হবে না, সেটা পরের কথা, সেটা কোর্টের এক্তিয়ারাধীন। কিন্তু আপাতত জমিটা থেকে গেল জমিদারের হাতে। এখন এই জিনিষটা খতিয়ে দেখা হবে। দ্বিতীয় আর একট বড় জিনিষ যেটা আমরা চা'চ্ছি, সেটা হল অনেক ভূমিহীন কৃষক, ট্রাইবেল, দীর্ঘদিন ধরে খাসের জমি দখল করে আছেন। কিন্তু সেই খাসের জমিগুলি তাদের পক্ষে রেকর্ড হয়নি বা বন্দোবস্ত দেওয়া খুবই অসুবিধা জনক। এখন আইনের মধ্যে এমন কতগুলি ধারা রাখতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা তাদের জমির মালিক করে দিতে পারি। এই ভূমি আইনের মধ্যে যদি কোন ধারা না থাকে, তাহলে তা করা যাবে না। আর ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে আমরা যেট চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে—বর্ত্তমানে ভূমি সংস্কারের যে আইনটা চালু আছে ত্রিপুরাতে, তার মধ্যে এই কথা আছে যে ট্রাইবেলের জমি নন ট্রাইবেলের হাতে সরকারী অনুমোদন ছাড়া হস্তান্তর করা যাবে না। কিন্তু এ কথা নেই যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি আলাদা ভাবে পুনর্বিন্যাস করে, একটা সিড্যুয়েল এরিয়া যাতে নাকি করা যায়, যার মধ্যে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল করার দরকার আছে, কিন্তু ডিমারকেট করা যাচ্ছে না এবং ডিমারকেট করতে গেলে সেই আইনের মধ্যে কতগুলি ধারা থাকা উচিৎ। কারণ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা যদি আমরা তহশিল ভিত্তিক স্থির করি, তাহলে হবে না। পঞ্চায়েত ভিত্তিক করতে অনেকগুলি বাদ দিতে হবে, রেভিনিউ মৌজা ভিত্তিক দিলে পাওয়াই যাবে না ত্রিপুরা রাজ্যে এক ১৮ মুড়া ছাড়া। কাজেই আইনের মধ্যে সুস্পষ্ট ইংগিত থাকতে হবে। গ্রামকে ভিত্তি, করে আমরা যদি দিতে যাই, তাহলে ট্রাইবেল মেজরিটি কোন জায়গায় আছে, এই গুলি আমরা সাজেষ্ট করেছি। যে কমিটি গঠন করা হবে, সে কমিটি বসে, বিভিন্ন মতামত নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে এসে, হাউসের কাছে রিকম্যাণ্ড করবে, তখন গভর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব হবে ভূমি সংস্কার আইনটা নূতন করে হাউসের কাছে উপস্থিত করা। কাজেই সেটা অত্যন্ত জরুরী। ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে ট্রাইবেলদের আর একটা অসুবিধা আছে যেমন—১৯৬০ইং সনে পার্লামেন্ট যখন ডিস্কাসন হয়, আমার একটা এমেণ্ডমেন্ট ছিল, সে এমেণ্ডমেন্টে অবশ্য বাতিল হয়েছে। সেখানে ছিল উপজাতিদের জমি সরকারের অনুমোদন ছাড়া যেগুলি হস্তান্তর হবে সেগুলি কগনাইজেবল অফেন্স হিসাবে স্বীকৃত হবে। এই অপরাধ যখন প্রমাণিত হবে, তখন কোন রকম ক্ষতিপুরণ ছাড়াই তাদের উচ্ছেদ করা যাবে সেই ধারাটা ১৮৭ ধারা, ভূমি সংস্কার আইনে নেই। পরবর্ত্তী সময়ে অনেক আন্দোলনের ফলে, গণমুক্তি পরিষদ, আমাদের পার্টি, কৃষক সমাজ, সবাই আন্দোলন করেছে বলে, এই কংগ্রেসী আমলে একটা ধারা করেছিল, কোন উপজাতি, যার হাত থেকে জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, সে ব্যাক্তি যদি সরকারের নোটিশ নাও পান, তাহলে মেজিষ্ট্রেট নিজেই একটা আইনের মোশন এনে বিচার করতে পারেন। এই পর্য্যন্তই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কগনাইজেবল অফেন্স হিসাবে আমরা যে জিনিষ চাই যে ট্রাই-বেলের জমি বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, আইনের কোন কাগজপত্র নেই। এটাই

যথেষ্ট। তারপর তাকে আমরা উচ্ছেদ করতে পারব। আর তা যদি না হয় তাহলে বারে বারে প্রশ্ন উঠবে, ১০ বছর দখল করে রাখল, তারপর তাকে উচ্ছেদ করতে গেলে, বিকল্প জমি না দিয়ে তাকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এই সুযোগটা আমরা কিছুতেই দিতে পারি না। কোন গভর্ণমেন্টর পক্ষে সেটা সম্ভব নয় যে বারে বারে ট্রাইবেলের জমি হস্তান্তরিত হবে, আর বারে বারেই আমরা আইন করব। তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার এই পজিশানে যেতে চায় না। কংগ্রেস সরকার গত ৩০ বৎসর ধরে এই অন্যায় করেছেন। যার জন্য যারা বে-আইনী ভাবে জমি নিয়েছে, জমি যাদের ফেরৎ দিতে হবে, তাদের পুনর্বাসনের প্রভিশান আমরা বাজেটে রেখেছি, এটা দীর্ঘদিনের ব্যাপার বলে। কিন্তু আইন যখন আমরা করব, তখন এক কড়া ক্ষতিপুরনের কোন প্রশ্ন উঠবে না। এই ধরণের কিছু শক্ত আইন করতে হবে। ভূমি সংস্কার আইনে আনা হলে বারে বারে আইন করতে হবে এবং সেটা প্রয়োগ হবে না। ভূমি সংস্কার আইনে আর একটা জিনিষ হচ্ছে খাজনা—খাজনা এট অল থাকবে কি, থকবে না, আমরা তো আগেই ঘোষণা করেছি যে, ৫ কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করেছি। আর সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত খাজনাও আমরা রাখব না, এটা কমিটির উপর বিচারের জন্য দিয়ে দিয়েছি। তারা সুপারিশ করলেই আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে। খাজনা কোন অবস্থাতেই থাকবে না, কৃষি আয় করও থাকবে না। সম্পূর্ণ ফ্রি। তারপর যাদের একটু বেশী আয়, ছোট শ্ল্যাব না হলেও, একটা মোটামুটি প্রক্রিয়া করে তাকে কত আয়কর দিতে হবে, সেই ধরণের একটা আয়কর ধরে নেওয়া হবে এবং সেটা আগেই বলেছি, দেবার যাদের সামর্থ আছে, তাদের উপর এটা প্রয়োগ হবে, দেবার সামর্থ নেই বা এধরণের আয় নেই, তাদের আয়কর বা খাজনা দিতে হবে না, এটা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য এই কমিটি সুপারিশ করবে। তবে কারও কারও আশংকা আছে। আমি বলব সুখময় বাবুর আমলে যে কমিটি করা হয়েছিল, ওটা এ্যাসেম্বলী কমিটি ছিলনা, উপজাতির জমি রেস্টোরেশানের জন্য যদিও সেটা করা হয়েছিল, সেটা এ্যাসেম্বলী কমিটি ছিল না। কারণ আমরা দেখছি সেখানে দ্রাউ কুমার রিয়াং এবং শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, দুইজন মেম্বার ছিলেন। এ্যাসেম্বলীর মেম্বার ছাড়াতো এ্যাসেম্বলী কমিটির মেম্বার হতে পারেননা, কাজেই বুঝা যায় এটা একটা গভর্ণমেন্টের কমিটি ছিল। ঐ কমিটি ট্রাইবেলদের সার্থে কি কাজ করেছে তার কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। আমি একথা বলব যে কমিটিতে যাওয়াটাই বড় কথা নয়। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং, শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা তাঁরা উৎসাহ নিয়ে কমিটিতে গেলেন, অথচ বে-আইনি হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়ার জন্য একটা সুপারিশও করতে পারলেন না, এবং কি কারণে পারলেন না, সেটা যদি উনারা বলেন তাহলে আমরা সুখী হব। কমিটির মিটিং হল না কেন এবং কেন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া গেলনা, সেটা তাঁদের জানার কথা। এই যে একটা প্যাথেটিক কণ্ডিশান, অন্ততঃ এধরণের কাজ বামফ্রন্ট সরকার করবেনা। এই যে কমিটি হবে, এই কমিটি কাজ করবে। এর জন্য আমরা বিরোধি পক্ষের থেকেও সদস্য রেখেছি। ঘটনাটা সরকার বা বে-সরকারের নয়, ঘটনাটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গরীব চাষী, যারা কৃষক, তারা কি করে সে বর্গাদারই হোক, ছোট জোতদারই হোক বা গরীব কৃষকই হোক বা মাঝারী কৃষকই হোক, সেই কৃষকের সত্ত্ব জমিতে সুরক্ষিত করা যায়, এটা সবারই ইন্টারেস্ট এবং এটা যে শুধু

ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের ইন্টারেস্ট তা নয়, আমরা যদি সামথিং—একটা র‍্যাডিক্যাল রিফরম্ আনতে পারি, আমরা যদি একটা সুষ্ঠু কৃষি ব্যবস্থায় যেতে পারি, কৃষি সমাজকে রক্ষা করতে পারি, এটা শুধু ত্রিপুরার ব্যাপার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মডেল হিসেব এটা আকৃষ্ট হবে। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমরা এই কমিটি করছি। এই কমিটি যাতে কো-অপারেশানের মাধ্যমে কাজ করতে পারে সেটা আমরা আশা করব। হাউস আন-এনিমাস্লী যাতে এই মোশানটা পাশ করেন, তার জন্য আমি অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is the Resolution moved by the Hon'ble Revenue Minister—"That the House resolves that a Committee may be set up with Members noted below, to examine various provisions of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 and to suggest appropriate measures to incorporate them in the said Act by an amendment thereof in connection with the following matters namely :—

1. For protection of the rights and interests of Bargadars and Korfa tenants.

2. Setting up of a Special Machinery for speedy hearing and disposal of case between the Land lords and the tenants.

3. To limit the jurisdiction of the Civil Courts while the work of the revision of record of rights will be taken up.

4. To re-demarcate the Tribal majority compact areas, wherever necessary and revise the Second Schedule of the Act accordingly.

5. Other amendment to the TLR & LR Act, 60 which the Committee could like to recommend.

Members of the Committee.

1.	Shri Biren Dutta,	Chairman.
2.	Shri Abhiram Deb Barma.	Member
3.	Shri Samar Choudhury.	—do—
4.	Shri Badal Choudhry.	—do—
5.	Shri Manindra Deb Barma.	—do—
6.	Shri Tarani Mohan Sinha.	—do—
7.	Shri Harinath Deb Barma.	—do—

The Resolution was put to voice vote and passed unanimously.

Mr. Deputy Speaker :—এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move "That the Tripura Legislative Assembly requests the Central Government to take immediate steps for inclusion of 'Nepali Language' in the Eighth Schedule of the Constitution."

মি: স্পীকার, স্যার, ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষী জাতি গোষ্ঠীর একটা বাসস্থান এবং এই জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যা লঘু গোষ্ঠী, যারা নেপালী ভাষায় কথাবার্তা বলেন, তারা ছড়িয়ে আছেন এবং বিশেষ করে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তার একটা বড় অংশ বসবাস করেন। দার্জিলিঙ এবং সিকিমে এদের সংখ্যা বেশী। নাগাল্যাণ্ডে আছে, আসামের বিভিন্ন এলাকায় আছে, তা মাননীয় সদস্যরা জানেন। তাঁরা দীর্ঘদিন যাবত এই দাবী করে আসছেন, যে দাবী আমি এখানে উপস্থিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটা কথা বলা হয় যে এটা অন্য রাষ্ট্রের ভাষা। সেদিক থেকে আমাদের বক্তব্য হল, ইংরেজী হচ্ছে অন্য একটা রাষ্ট্রের ভাষা, ঐতিহাসিক কারণে সেই ইংরেজীকে আমরা সরকারী কাজ কর্মের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছি। কাজেই এটা একটা যুক্তি হতে পারেনা। আমরা জানি যে এইরকম রিজিওন্যাল ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা আছে, যে গুলি এখনও স্বীকৃতি পায়নি, যেমন উর্দ্দু একটা অত্যন্ত শক্তি শালী ভাষা সেই উর্দ্দু আজকেও স্বীকৃতি ভারত সরকার এর কাছ থেকে পাচ্ছে না, কারণ সাম্প্রদায়িক লোকগুলি উর্দু ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে। তারা দীর্ঘদিন যাবত স্বীকৃতির জন্য লড়ে আসছে মাননীয় সদস্যরা জানেন। আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করব না। দেখা যাচ্ছে যে এই ভাষার স্বীকৃতি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন জায়গায় সরকারের যে প্রচেষ্টা, যথেষ্ট বলিষ্ঠ নয়। এখানেও আমাদের ককবরক যে ভাষা, সে ভাষা গত ৩০ বছরেও তেমন কোন স্বীকৃতি বা মর্যাদা লাভ করেনি, আমরা সেই ভাষাকে মর্যাদা দেব এবং তার উন্নতির জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেগুলি আমরা করব। তেমনি ত্রিপুরাতে মনিপুরি দুইটি ভাষা আছে, উড়িয়া যারা চা বাগানে থাকে, হিন্দুস্থানী আছে, তেলেগু আছে, খোয়াই ইত্যাদি অঞ্চলে, এই সমস্ত সংখ্যা লঘু বিভিন্ন ভাষাভাষী যারা আছে, তাদের ভাষা যাতে তাদের ছেলে মেয়েরা ব্যবহার করতে পারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সেই দিকে সরকার নজর দেবে। ভাষার যে প্রশ্নটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা অন্তত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে কোন একটা ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সমস্ত অংশ থেকে প্রতিবাদ উঠেছে যার ফলে তখনকার কংগ্রেস সরকারকে সেটা ত্যাগ করতে হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত হিন্দির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আমরা হিন্দি বিরোধী নই, হিন্দির উন্নতি হোক, সেটা আমরা চাই, কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার আমরা বিরোধী। উগ্র হিন্দি প্রেমিক যারা আছেন তাঁরা হিন্দিকে চাপিয়ে দিতে চান। আমরা বারবার তাদের নিন্দা করেছি। আমরা চাই সমস্ত ভাষা সমান মর্যাদা পায়। ভারতবর্ষের মধ্যে বড় ভাষা আছে, ছোট ভাষা আছে যে ভাষায় অল্পলোক কথাবার্তা বলে, অল্প লোক ব্যবহার করলেও তার ভাষাটা যে রকম মর্যাদা পাবে, হিন্দিতে অনেক লোক ব্যবহার করে, সেটাও সমান মর্যাদা পাক, এটা হচ্ছে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের নীতি। কাজেই আমি আশা করব এই প্রস্তাবটা বিতর্কিত হবে না, সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ করতে পারব।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী নেপালী ভাষা ভারতীয় সংবিধানের ৮ম সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবটিকে আমি সমর্থন করছি কারণ নেপালিরা ভারতবর্ষের নাগরিক এই হিসাবে তাদের ভাষা মর্য্যাদা লাভ করুক। এই প্রস্তাব আগে আমরা দেখছিলাম পশ্চিম বংগে উত্থাপিত হয়েছিল প্রথম এবং সেখানে এই প্রস্তাবটি পাশ হয়েছে। সংখ্যা লঘুদের ভাষা মর্য্যাদা লাভ করুক, উন্নতি লাভ করুক। শুধু নেপালী ভাষা নয় ভারতবর্ষে আরও অনগ্রসর ও সংখ্যা লঘু জাতি আছে তাদের ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক মর্য্যাদা দেওয়া হোক এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is the Resolution moved by the Hon'ble Chief Minister—"that the Tripura Legislative Assembly requests the Central Government to take immediate steps for inclusion of 'Nepali Language' in the 8th Schedule of the Constitution.

The Resolutoin was put to voice vote & passed unanimousey.

PRIVATE MEMBERS MOTION

Mr. Dy. Speaker :—The last business before the House is Private Members' motion. I would request the Hon'ble member Shri Ajoy Biswas to raise discussion on his motion 'that the scarcity of Cement and the situation arising therefrom be taken into consideration'.

Shri Ajoy Biswas :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় I beg to move 'that the scarcity of Cement and the situation arising therefrom be taken into consideration.

আমরা মানি যে সিমেন্টে'র এই সংকট এটা কংগ্রেসের সৃষ্টি এবং আমাদের বর্ত্তমান সরকারকে এই সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে এবং সরকার চেষ্টা করছেন এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য। কিন্তু সংকটটা ত্রিপুরাতে কি আকারে দেখা দিয়েছে সেই টুকু আমি বলতে চাই। আপনারা জানেন যে সিমেন্ট সাধারণতঃ দুটি কাজে ব্যবহার করা হয়। একটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ বাড়ী ঘর করার জন্য ব্যবহার করে, আর একটা হচ্ছে ডেভলাপমেন্ট এর কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই দুটো কারণে সিমেন্টর দরকার হয়। কিন্তু আজকে সিমেন্টের অভাবের জন্য দুটো কাজই পর্য্যদস্ত হচ্ছে। যারা একটু অবস্থাপন্ন মানুষ বাড়ী ঘর করে, যারা টাটা, বিড়লা নয়, তাদেরও সিমেন্টে'র দরকার হয়। কিন্তু এখানে তারা সেই সিমেন্ট পাচ্ছে না। বাড়ী ঘর তৈরী করার জন্য লোন নিতে হচ্ছে, হয় এল. আই. সি. থেকে, নয়তো গর্ভমেন্ট থেকে। এই লোনের উপর তাদের ইন্টারেষ্টও দিতে হয়। অথচ দেখা যাচ্ছে ওপেন সেল' এ লোক লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছে। যেখানে হয়তো তাদের রিকোয়ারমেন্ট ২০০ ব্যাগ, সেখানে তাদের ১০ ব্যাগ দিয়ে বলতে হচ্ছে আপনি এখন আর পাবেন না। তারা না হয় অপেক্ষা করলো, কিন্তু জুট মিলে সিমেন্ট এর অভাবে

কাজ করতে পারছে না, সেখানে কলকারখানার মেসিন এসে গেছে সেখানে . প্রায় দেড় হাজার থেকে ২ হাজার লোক কাজ করে, সমস্ত কাজ কর্ম্ম আটকে যাচ্ছে। পি ডবলু ডি তে সিমেন্ট পেলে কাজ হবে, কিন্তু সেখানেও সমস্ত ডেভলাপমেন্ট এর কাজ সিমেন্টর জন্য আটকে আছে। এপ্রিল থেকে জুন যে কোটা ঠিক হয়, কোয়াটারলি, সেখানে সাধারণ লোকেদের বাড়ী ঘর করার জন্য ৭০০ থেকে ৮০০ মেট্রিক টন সিমেন্ট পাওয়া যায়, কিন্তু লিফটিং হচ্ছে ৬০০ মে. টন জুন পর্য্যন্ত তাহলে আমাদের কোটা যেখানে ৭০০ থেকে ৮০০ মে. টন সেটা সম্পূর্ণ লিফটিং না করলে লেপস হয়ে যায় এবং এই লেপস দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে এবং আমাদের কোটা আমরা নিতে পারছি না লোকে লাইন দিয়ে মাল পাচ্ছে না আর মালগুলো লেপস হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুন পয্যন্ত জুট মিল এবং মিউনিসিপ্যালিটির জন্য প্রাপ্য থেকে লেপসের পরিমাণ দাড়াবে ৫, ২০০ এম,টি প্রায়। টোটাল পি. ডবলু, ডি'র যে অংশ তার আমরা কিছু এনেছি। কেন লেপ্‌স হচ্ছে? সিমেন্ট পাওয়া যায় না তা ঠিক নয়। পাওয়া যায়, চোরাই মার্কেটে পাওয়া যায়। কলেজ টিলার এখানে আমার কাছে খবর আছে ৩৫ টাকা দরে এক ব্যাগ সিমেন্ট পাওয়া যায়। আমরা জানি কিছু বিজিনেস ম্যান যেখান থেকে সিমেন্ট আনতে হয়, সেখানে টাকা পাঠাচ্ছে না, টাকা না পাঠানোর জন্য লেপস্ হচ্ছে এবং আর একটি প্রশ্ন ওরা রাখতে পারে যে ওয়াগান পাচ্ছেনা, হঁ্যা আমরা জানি যে ওয়াগানেরও প্রবলেম আছে। কিন্তু আমরা জানি কলকারখানার মালিকদের সঙ্গে ওয়াগানের ব্যাপারে একটা গ টছড়া আছে। কেননা আমরা জানি তারা যদি ওয়াগান না পায়, দেখাতে পারে তাহলে তারা সেটাকে লেপস করিয়ে দিয়ে ব্ল্যাকে বিক্রি করতে পারবেন। ৫,.০০ এম. টি সিমেন্ট কম কথা নয় সেটা ব্ল্যাক হয়ে গেল। আমার মনে হয় সব দিক থেকে এদের মধ্যে একটা চেন্ আছে। পি. ডবলু ডির ডেভেলপমেণ্ট এর কাজ হচ্ছেনা, জুট মিলের ওয়ার্ক হচ্ছেনা। এখানে সিমেন্ট বিলি বণ্টন করার জন্য একটি কমিটি আছে। এখানে তার চেয়ারম্যান উপস্থিত আছেন। উনি বোধ হয় ফুড ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি দিয়ে গেলে দেখতে পেতেন যে সাধারণ মানুষও তাদের কাজের জন্য সিমেন্ট পাচ্ছেন না। কাজেই সিমেন্ট ক্রাইসিস ইজ এ সিরিয়াস মেটার ইন ত্রিপুরা। এই ব্যপারে সরকার সামগ্রিক ভাবে লোকের অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করছেন। আমি জানি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ওয়াগান যাতে পাওয়া যায় তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আগেকার কংগ্রেস সরকারের মত তো না, যে চুপ চাপ কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু এই ব্যপারে সরকারের দৃষ্টি এইজন্য আর্কষণ করতে চাই যে এই ব্যাপারটাকে আমাদের সিরিয়াসলি নিতে হবে এবং এই ব্যাপারে আমরা যদি ডেডলকটা কোথায় আছে সেটা বের করে প্রেস করতে না পারি, তাহলে এখানেও ক্রাইসিস থাকবে, ওয়ানেও ক্রাইসিস থাকবে, যেটা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং যার ফলে ব্রেক হচ্ছে। সেইজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আর্কষণ করছি ডেভেল্‌পমেন্টের খাতিরে এবং মানুষের সমস্ত ক্রাইসিসটা যাতে দূর হয় তার একটা ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—আর কেউ এর উপর আলোচনা করবেন?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সিমেন্ট এর সংকট ত্রিপুরায় খুব, সেটা আমাদের সরকার অনুভব করেন। সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি সিমেন্টের যা প্রয়োজন সেটা আনানোর, কিন্তু এখনো হচ্ছেনা। আমাদের কোয়ার্টারলি যে কোটা আছে, সেটা হচ্ছে ৬,২৫০ এম. টি। এখানে গর্ভনমেণ্ট এর যা পলিসি, সেটা হচ্ছে শতকরা ৫৫ ভাগ সিমেন্ট জনসাধারণ এর কাছে বিক্রি করা হয় তাদের কাজের জন্য। আর বাকী ৪৫ ভাগ পি. ডবলু. ডি'র হাতে থাকে উন্নয়ন মূলক কাজ পরিচালনার জন্য।

এবং এই জুন মাস পর্য্যন্ত তিন মাস আমাদের যে সিমেন্ট অ্যালটমেন্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে ৩,৪৪৭ মেট্রিক টন। অ্যালটমেন্ট আমরা পেয়েছি। কিন্তু যেহেতু মালগাড়ী নেই, ওয়াগন নেই, যার ফলে আমরা জুন পর্যন্ত ৩ মাসে ৩,৮৪৭ মেট্রিক টনের মধ্যে মাত্র ৬৫০ মেঃ টন আনতে পেরেছি। এর বাইরে পাওয়া যাচ্ছে না। আর পি, ডাবলিউ ডি, কে যে বরাদ্দ করা হয়েছিল, তারও একটা বড় অংশ ওয়াগনের অভাবে এখনও পাওয়া যায়নি। কাজেই সিমেন্ট যদি পাওয়া যায়, ডিষ্ট্রীবিউশন লিষ্ট যেটা আমরা করে রেখেছি, সেগুলি মোটামুটি ভাল ডিষ্ট্রীবিউশান হবে। কিন্তু ডিষ্ট্রিবিউটরদের হাতে যদি আমরা সিমেন্ট তুলে না দিতে পারি, ওরাই বা কি করবে? তবুও আমরা বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এম, এল, এ, দের চেয়ারম্যান করে আগরতলায় একটা সিমেন্ট ডিষ্টীবিউশন কমিটি করেছি এবং এই সিমেন্ট ডিষ্ট্রিবিউশন কমিটির মাধ্যমে ১১,৯৩০ ব্যাগ সিমেন্ট বিলি হয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনেও এসেনসিয়াল কমোডিটিজ সাপ্লাই অ্যাডভাইসার কমিটি করে দিয়েছি। তাতেও এম, এল, এ, রা সদস্য আছেন। আর ব্ল্যাক এর কথা যে বলা হয়েছে, ঠিক ব্ল্যাকে সিমেন্ট পাওয়া যায় কিনা আমাদের জানা নেই। কারণ সিমেন্ট যেখানে কম আছে, সেখানে ব্ল্যাকে কোথায় পাবে? আর ডিরেক্টার, ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই, সদরের ক্ষেত্রে, আর ডিভিশনের ক্ষেত্রে এস, ডি, ও, এদের অর্ডার ছাড়া কোন পাবলিক সিমেন্ট যদি আসে তাদের সিমেন্ট বিক্রি করতে দেওয়া হয় না। কাজেই সেদিক থেকে ডিষ্ট্রিবিউশান পয়েন্ট থেকে আমরা অন্ততঃ চেক রাখার চেষ্টা করছি। এখন মূল সমস্যা হচ্ছে কি করে ওয়াগনটা পাওয়া যায়। সিমেন্ট আমরা হয়ত কিছু বাড়াতে পারি, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বলছেন হয়ত আমরা কিছু বাড়িয়ে দিতে পারি এবং তার জন্য আমরা কনষ্ট্যাণ্ট রেল মন্ত্রকের সংগে এবং এর সংশ্লিষ্ট যত দপ্তর আছে, যারা ওয়াগনের ব্যবস্থা করে দেয়, সবার সংগে আমরা যোগাযোগ রাখছি, ব্যক্তিগতভাবে মিনিষ্টার হিসেবে চিঠি লিখে, লোক পাঠিয়ে সবই আমরা করছি। ওরা বলছেন ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু সেই ব্যবস্থা এখনও কিছু হচ্ছে না। এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। এই জুন মাসের ১৩ তারিখেও রেলওয়ে দপ্তরের মন্ত্রী মধু দণ্ডবতের সংগে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাকে ইনসিষ্ট করেছি যে ত্রিপুরার জন্য স্পেশাল ওয়াগন এর কোটা করুন। অন্যথা যদি তোমার ওয়াগনের শর্টেজ থাকে, তারা কিছুদিন কষ্ট করতে পারে, আমরা পারি না। তারা যদি রেলওয়ে ওয়াগন না পায়, তারা ট্রাকেও নিতে পারে। কিছু খরচ বেশী পড়তে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে উড়িষ্যা থেকে ট্রাক দিয়ে আনা, সেটা অসম্ভব ব্যাপার। সেই সিমেন্ট সোনার দাম হয়ে যাবে, কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। ইদানিং ১৯শে জুন কলকাতায় অফিসার পর্যায়ে একটা মিটিং হয়, সিমেন্ট রেলওয়ে প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মধ্যে মিটিং হয়। সেখানেও ভারত গভর্ণমেন্টের যিনি প্রতিনিধি ছিলেন, আমাদের যিনি প্রতিনিধি গিয়েছিলেন তাঁকে তিনি বলেছেন যে কোটা সম্পর্কে আপনাদের আশঙ্কার কোন কারণ নেই, আপনাদের কোটা আমরা দেব। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোটা পেলেই তো হবে না, সেটা তো আগরতলায় আনতে হবে এবং আগরতলায় আনতে গেলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে রেলওয়ে ওয়াগন। এখন আমাদের অফিসার কিছু বলতে

পারেন নি। কারণ রেল প্রতিনিধি সেদিন ছিলেন না। কাজেই এই সম্পর্কে কি উন্নতি হয়েছে এইগুলি খবর নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এবং সেখানে আলোচনায় কেউ কেউ বলেছেন এই কথা যে, আপনারা একটা ট্রাকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন না। কিন্তু ট্রাকে আমরা আনব ঠিকই। ট্রাকে আমরা আনতে পারি যদি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট রেলওয়ে মন্ত্রক যেহেতু আমাদের ওয়াগণ দিতে পারেন নি, সেই ওয়াগণের পরিবর্তে ট্রাকে আনতে যদি অ্যালাও করেন, রেলে আমরা যে ভাড়া দেব এর উর্ধে যে খরচটা পড়বে সেটা যদি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট সাবসিডি দেয়, তাহলে ট্রাকে আনার আমরা অ্যাটেম্পট নিতে পারি। কিন্তু সাবসিডির এই গ্যারান্টি না পাওয়া পর্যান্ত আমরা ট্রাকে মাল আনতে পারি না। চেরাপুঞ্জি থেকে আনতেই আমি শুনেছি আমাদের যারা অফিসার ডীল করেন ব্যাপারটা, তাদের কাছ থেকে যে, আগরতলায় এসে পৌছতে এক ব্যাগে ৩৫ টাকা খরচ হয়ে যাবে। এখন উড়িষ্যা থেকে ট্রাকে আনলে কত খরচ হবে আপনারাই বুঝতে পারেন। কাজেই আমাদের কোটার অভাব নেই, ওয়াগণের অভাব এবং সেই দিক থেকে আমরা উদ্বিগ্ন এই ব্যাপারে এবং আমরা কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বারে বারে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে সিমেন্ট বরাদ্দ হয় তার কোনটাই যাতে ল্যাপস্ না হয় সেজন্য আমরা রেল মন্ত্রককে অনুরোধ করছি, কারণ ওরা ওয়াগণ না দিলে এই সিমেন্টের ক্রাইসিস দূর করার মত কোন সহজ রাস্তা আমরা পাচ্ছি না। এই হচ্ছে অবস্থা আমাদের।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আগামীকাল ২৯শে জুন ১৯৭৮ ইং বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত হাউস মুলতুবী রইল।

Annexure—'A'

Admitted Starred Question No. 200

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলা সহরের রাস্তা, ড্রেন, জল সরবরাহ প্রভৃতির উন্নয়নের জন্য কোন মাষ্টার প্ল্যান সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

২। এই ব্যাপারে কত টাকার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

উত্তর

১। রাস্তার জন্য কোন মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয় নাই। ড্রেনের জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা পুনরায় নূতন করিয়া করা হইতেছে। জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য মাষ্টার প্ল্যান করা হইয়াছে।

২। ড্রেনের জন্য যে মাষ্টার প্লান তৈরী করা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ হইলে জানা যাইবে কত টাকা এই বাবত দরকার হইবে। জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য যে মাষ্টার প্ল্যান করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ করিতে ৬৪,০৫,০০০ (চৌষট্টি লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকার দরকার

Admitted Starred Question No. 241

By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বন থেকে বিনা মাশুলে শুকনা কাঠ সংগ্রহের জন্য গ্রামের গরীব ও দুঃস্থ মানুষেরা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর কাছ থেকে যে প্রত্যয়িত নির্দেশ পত্র পাওয়ার কথা সেই সম্পর্কে সরকার নির্দেশনামা এখনও পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সমূহের নিকট না পৌঁছায় তাঁরা তা দিতে পারছেন না ?

উত্তর

১। না, ইহা ঠিক নহে।

STARRED QUESTION NO. 253

By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

১। এ পর্যন্ত কি পরিমাণ বেআইনী খাস দখলীয় সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে ?

২। এই সকল উদ্ধারীকৃত খাস ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 265

By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে জিরাণীয়া ব্লক অন্তর্গত রাধাকিশোর নগর মৌজা ও তৎসংলগ্ন মৌজা-গুলিতে মনিপুরী ও অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিহীনদের পুনর্বাসনে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে ?

২। ইহা কি সত্য যে তদানন্তীন এস, ডি, ও শ্রীকুলচন্দ্র সিংহ এই সমস্ত দুর্নীতির সংগে জড়িত ছিলেন ?

৩। সত্য হইলে সরকার এই সম্পর্কে তদন্ত করিবেন কি ?

৪। ইহা কি সত্য যে সত্যিকারের ভূমিহীন উপজাতি এবং বাঙ্গালীকে উৎখাত করিয়া এই স্থানে ভূমিহীন নামে নাম ঠিকানা বিহীন অনেককে ভূমি ও সরকারী টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

৫। ইহা কি সত্য যে পরবর্তীকালে এই সব জায়গায়ই আবার সরকার একোয়ার করিয়া ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন ?

উত্তর

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 272

By—Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী অনুমতি পত্র ছাড়া বহু সংখ্যক লোক মহাজনী ব্যবসা করিতেছে ?

২। যদি সত্য হয় এর বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হাঁা, কিন্তু সরকারের কাছে তথ্য উপস্থিত হয় না।

২। বোম্বে মানী লেণ্ডারস্ এক্টের বিধানানুযায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 274

By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। জিরানীয়ার (জিরানী ব্লক) Jayanti village এ কত পরিবার বাস করেন ?

২। এর মধ্যে কত পরিবারকে সরকারী ঋণ (লোন) দেওয়া হয়েছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে এমন কতগুলি লোককে লোন (লোন) দেওয়া হয়েছে যাদের আদৌ সে "ভিলিজ" কোন বাড়ী ঘর নেই ?

উত্তর

১। ৮৫০ পরিবার।

২। ১১৮ পরিবার।

৩) হাঁা, ৩ জন।

Annexure—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 54.

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

১। সেকেরকোটের নিকটবর্ত্তী চাম্পামুড়ায় কতগুলি উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছেন ?

২) এখন ঐ ভূমিতে পুনর্বাসন প্রাপ্ত কয়টি উদ্বাস্তু পরিবার আছে এবং কয়টি পরিবার স্থানান্তরিত হয়েছে ?

৩। সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে বন্টনকৃত ভূমির স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। ৫৭১টি পরিবার পুনর্বাসন পাইয়াছিল।

২। ৩৪৪টি পরিবার বসবাস করিতেছে এবং ১২৭টি পরিবার স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

৩। এ পর্য্যন্ত মোট ১৪টি পরিবারকে ভূমির স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে। অন্যান্য পরিবারদের ভূমির স্বত্ব প্রদানের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 56

By—Shri Swaraijam Kamini Thakur Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই চা বাগানের মালিক পক্ষ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি কার্য্যকরী করেনি এমন কোন সংবাদ মন্ত্রীমহোদয়ের জানা আছে কি?

২। চুক্তিটি কি ছিল?

৩। ঐ চুক্তি ভংগের জন্য মালিকের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক কোন ব্যবস্থা নেওয় হয়েছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। খোয়াই চা বাগানের শ্রমিক শ্রীচন্দ্র সবর গত ৩-৪-৭৬ ইং তারিখে তাহার কর্ম্মচ্যুতির জন্য শ্রমদপ্তরে একটি কেস দায়ের করিয়াছিল। খোয়াই বাগানের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীসুনীল রায়ের সংগে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি গত ৫-১০-৭৬ ইং তারিখে স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী শ্রীসবরকে সমস্ত দেনা পাওনা বাবত মালীক পক্ষ ১৫০১ টাকা দেওয়ার কথা ছিল।

৩। কিন্তু মালিকপক্ষ তাহা পালন করে নাই। চুক্তি ভংগের জন্য গত ৩০-১১-৭৭ইং তারিখে খোয়াই বাগানের বিরুদ্ধে Industrial Disputes Act, 1947 এর ৩৩৬ ধারা অনুযায়ী সংশিস্ত জারীর মাধ্যমে টাকা আদায় করার জন্য collector, West Tripura র নিকট case দায়ের করা হইয়াছে এবং খোয়াই শ্রম পরিদর্শককে Industrial Disputes Act, 1947 এর Sub—Section (1) of Section 34 এ ক্ষমতা প্রদান করিয়া খোয়াই বাগানের মালীকের বিরুদ্ধে Industrial Disputes Act, 1947 এর ২৯ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী মামলা করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মামলা দায়ের করার কাগজপত্র পরীক্ষা করা হইতেছে।

Admitted Unstarred Queston No. 57.

By—Shri. Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কোন কোন মহকুমা সহর এবং চা-বাগিচায় লেবার অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। এবং তাদের স্থায়ী অফিস কাজ করছে।

২। গত ৬ বছরের বছর ভিত্তিক লেবার ডিসপুট এর হিসাব এবং কয়টি ডিসপুট তিন মাসের মধ্যে মিমাংসা হয়েছে অথবা ট্রাইবুন্যালে পাঠানো হয়েছে।

৩। কোন কোন ডিস্পুট দুই বৎসর সময় অতিক্রান্ত করার পরও কোন মিমাংসা হয় নাই বা টাইবুন্যালে পাঠান হয় নাই।

উত্তর

১। শুধুমাত্র আগরতলা হেডকোয়ার্টার এ এবং কৈলাশহরে লেবার অফিসার স্থায়ী অফিস নিয়া আছেন। অন্য কোন মহকুমা শহরে ও চা-বাগিচায় কোন লেবার অফিসার নিয়োগ করা হয় নাই।

২। গত ৬ বৎসর ভিত্তিক ডিসপিউটের হিসাব :—

সন	অভিযোগ প্রাপ্তি	তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি	ট্রাইবুন্যালে প্রেরিত
১৯৭৩ ইং	৭৬টি	৪৫টি	—
১৯৭৪ ইং	৮৬টি	৫৮টি	২টি ৩ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পাঠান হয়েছে।
১৯৭৫ ইং	৮২টি	২৯টি	—
১৯৭৬ ইং	৪৭টি	২৩টি	—
১৯৭৭ ইং	৯০টি	৬৮টি	—
১৯৭৮ ইং	২৭টি	১৬টি	—

৩। একটিও নয়। প্রতি বৎসরের শেষে অমীমাংসিত বিরোধগুলি পরবর্তি বছরে বা তৎপরবর্তী সময়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুই বৎসরের অধিক কোন বিরোধ অমীমাংসিত নাই।

Tribunal এ প্রেরিত বিরোধ দুইটী এখনও নিষ্পন্ন হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 58

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। কোন মহকুমায় কত পরিমাণ জমি জিরাতিয়া প্রজার অধীনে আছে?

২। ঐ সকল ভূসম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব ভিয়াতিয়াদের দেওয়া হবে কি ?

৩। এই জাতীয় ভূসম্পত্তি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য দেয়ার কোন স্কীম সরকার নিয়েছেন কি ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 64

By—Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। আজ অবধি ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইনের ১৩৫ ধারায় কত জমি সরকারে আসিয়াছে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

২। অর্পিত জমির মধ্যে কত জমির দখল সরকার নিয়েছে ?

৩। দখল নেওয়ার পর ঐ জমি রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কি ?

৪। সরকার একবার দখল নেওয়ার পর আবার অন্যের দখলে গেছে এমন জমি আছে কি ? থাকলে তার পরিমাণ ?

উত্তর

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধান আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 76

By—Shri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য গত জরুরী অবস্থার সময় অনেক তহশীলদার, কানুনগো ও আর, আই, খাজনা আদায়ে পারদর্শিতা দেখাতে পেরে সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছিলেন ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে তাদের নামসহ পুরস্কারের বিবরণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৬ জন তহশীলদারের প্রত্যেককে ১টী করিয়া হাত ঘড়ি ও ১১ জন রেভিনিউ ইন্স্পেক্টার, কানুনগো এবং সার্কেল অফিসারের প্রত্যেক কে ১টি করিয়া ওভার নাইট ব্যাগ অথবা এটাচী কেস্ দেওয়া হইয়াছে।

১১ জন আর, আই, কানুনগো অথবা সার্কেল অফিসারের নাম

১। শ্রী এম এম, সিংহ, ধর্মনগর

২। ,, বিমল চন্দ্র রায়, কৈলাশহর

৩। ,, এ, সি, দেবনাথ, কমলপুর

৪। শ্রী পরশুরাম দেববর্ম্মা, খোয়াই
৫। ,, সুশীল পুরকায়স্থ, সদর
৬। ,, বিপিন বিহারী দেববর্ম্মা, সদর
৭। ,, এস, দাস, সোনামুড়া
৮। ,, এন, জি তলাপাত্র, উদয়পুর
৯। ,, সন্তোষ কুমার বিশ্বাস, অমরপুর
১০। ,, জে, বর্ম্মণ, বিলোনীয়া
১১। ,, মধুসূদন মজুমদার, সাব্রুম

১৬ জন তহশীলদারের নাম।

১। শ্রীভূত নাথ সাহ, হাফলং ছড়া
২। ,, হীরালাল মজুমদার, কাঞ্চনপুর
৩। ,, ফণী ভূষণ রায়, টিলা গাঁও
৪। ,, প্রিয়লাল দে, মনু
৫। ,, বাবুলাল সিং, কুলাই
৬। ,, মনোরঞ্জন দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া
৭। ,, নি, চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মীনারায়ণপুর
৮। ,, লালমোহন দাস, আমতলী
৯। ,, ননী গোপাল পাল, শানখলা
১০। ,, বীরেন্দ্র সরকার, শিবনগর
১১। ,, ননী চক্রবর্ত্তী, টেলকা জলা
১২। বিজন কান্তি মজুমদার, ধ্বজনগর
১৩। ,, কমলা কান্ত চক্রবর্ত্তী, নূতন বাজার
১৪। ,, শচীন্দ্র কুমার চৌধুরী, কৃষ্ণনগর
১৫। ,, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, শান্তির বাজার।
১৬। ,, ননী গোপাল মল্লিক, মনু বাজার।

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly
Assembled under the Provisions of the Constitution of India.

Thursday, June 29, 1978.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building at Agartala on Thursday, the 29th June, 1978 at 11 A. M.

Present

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Chief Minister, 9 Ministers, Deputy Speaker and 46 Members.

অধ্যক্ষ---আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশের উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী--- প্রশ্ন নং ৭।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---প্রশ্ন নং ৭ স্যার,

প্রশ্ন

১। জরুরী অবস্থার সময়ে ত্রিপুরায় মোট কতজন নাগরিককে বলপূর্বক নাসবন্ধী করানো হয়েছে ?

২। নাসবন্ধীর ফলে কতজন নাগরিক এখন অসুস্থ জীবন যাপন করছেন এবং চিকিৎসার জন্য সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করেছেন ? এবং

৩। নাসবন্ধীর শিকার হয়ে কতজন লোক জরুরী অবস্থার সময়ে প্রাণ হারিয়েছেন ?

উত্তর

১। জরুরী অবস্থার সময়ে বলপূর্বক বা ভয়ভীতি দেখাইয়া নাসবন্ধী করানোর ৬৬টি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

২। এই পর্য্যন্ত ৫৬৭ জন নাগরিক সরকারী সাহায্য এর জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

৩। নাসবন্ধীর অপারেশনের পর বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে এবং বিভিন্ন কারণে ১৯ জন লোক মারা গিয়াছে বলিয়া দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—-এই যে ৫৬৭ জনকে নাসবন্ধী করা হয়েছে, তাদেরকে সরকার থেকে কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---ভয়ভীতি এবং বলপূর্বক যে নাসবন্ধী করা হয়েছে, তার জন্য মোট ৬৬ জন এর কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এবং ঐ' অভিযোগগুলি সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই পর্যন্ত ৩০ জনের অভিযোগের তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—-মন্ত্রী মশাই এটা কি সত্য যে জরুরী অবস্থার সময়ে কিছু লোক উপজাতি এবং বাঙালী অংশের কিছু লোককে জোরপূর্বক নাসবন্ধী করার জন্য ধরে নিয়ে এসেছিল এবং তার জন্য সরকার থেকে যে টাকা দেওয়া হত তার একটা বৃহত অংশ ঐলোকগুলি নিজেদের পকেটস্থ করেছিল ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---এটা ঠিক যে ঐ সময়ে একটা ভয় ভীতির রাজত্ব চলেছিল। কিন্তু এই বিয়য়ে সরকারের কাছে কোন অভিযোগ আসে নি।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে নাসবন্ধীতে ১৯ জন লোক মারা গিয়েছে এবং যারা মারা গেল তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, ভয়ভীতি দেখাইয়া জন্ম নিয়ন্ত্রণ অপারেশনে বাধ্য করিয়াছে বলিয়া ৬৬ জন ব্যক্তির নিকট হইতে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। আসলে নাসবন্ধী হওয়ার পর মারা গেলে কোন রকম ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না, যদি সেটা প্রমাণিত না হয়। ত্রিপুরাতে যেটা দেখা গিয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে জরুরী অবস্থায় নাসবন্ধী অপারেশন করার পর কতগুলি মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। মোট ১৯ জনের মৃত্যুর ঘটনার দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। এই ১৯ জনের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে জরুরী অবস্থার পর। সেই ১৯ জনের মধ্যে ১ জন অপারেশনের ১১ দিন পর ও অপর একজন অপারেশনের ১৯ দিন পর ধনুষ্ঠংকার রোগে মারা গিয়াছে। তাদের উভয়ের পরিবারকে ৫ হাজার করিয়া আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। বাকী অন্যান্য পরিবার এর নিকট অপারেশনের তারিখ, কোথায় অপারেশন হইয়াছে এবং কোথায় মারা গিয়াছে ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ জানাইবার জন্য চিঠি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যতার্থ বিবরণ সহ চিঠির উত্তর পাওয়া যায় নাই। কিছু সংখ্যক আবেদরকারীর নিকট হইতে অসম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া গিয়েছে আবার অনেকের নিকট হইতে কোন উত্তরই পাওয়া যায় নাই। কাজেই পুনরায় সকলের নিকট বিস্তারিত এবং সঠিক বিবরণ দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে। সঠিক রিপোর্ট পাওয়া গেলে এবং তদন্ত ক্রমে যদি প্রমাণিত হয় ঐ মৃত্যু নাসবন্ধীর জন্য হইয়াছে, তবেই সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে। মৃত্যুর কারণ নাসবন্ধী কিনা, তা নির্ধারনের জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই নাসবন্ধী করার ফলে যারা চির দিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে, তাদের পরিবারকে সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---নাসবন্ধীর ফলে যদি কেউ মারা যায়, তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং নাসবন্ধীর ফলে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে তাকে বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নাসবন্ধী হওয়ার ফলে অকেজো ব্যক্তিদের সাহায্য দেওয়ার পরিমাণ কত ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---এই ক্ষেত্রে সাহায্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, আমি ঠিক বলতে পারছি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ৫৬৭ জন। এখন তাদের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলার কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কিনা এবং যারা এই নাসবন্ধী ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন, তদন্ত করে তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা, মন্ত্রী মশাই বলবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---নাসবন্ধী হওয়ার ফলে অসুস্থ হয়েছেন বলে আমরা যে সব আবেদন পেয়েছি, তাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেককে জানিয়ে দিয়েছি যে, নিকট-বর্তী হাসপাতাল বা ডিসপেন্সারীতে তারা যেন যোগাযোগ করেন এবং যোগাযোগ করলে তারা এই ব্যাপারে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পেতে পারেন। আর এই ব্যাপারে ভারত সরকারের যে নির্দেশ আছে, সেটাও আমরা ঐসব হাসপাতাল এবং ডিসপেন্সারীকে জানিয়ে দিয়েছি। আর মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন যে, নাসবন্ধীর সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে, তাদের বিষয় তদন্ত করে শাস্তি দিবেন কিনা ? যদি প্রমাণিত হয় যে অনিচ্ছা সত্বেও কাউকে জোর করে আনা হয়েছে, তাহলে এই ব্যাপারে ভারত সরকারের যে তদন্তের ব্যবস্থা আছে, তা মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন, আর তাছাড়া আমাদের এখানেও একটা তদন্ত কমিশন বসেছে এবং আমরা কিছু কিছু দরখাস্ত সেই তদন্ত কমিশনে পাঠিয়েছি এবং সেগুলিরও তদন্ত হবে। তবে কেউ যদি এর ফলে অকেজো হয়ে যায়, তার জন্য কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা ভারত সরকারের নেই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---এখানে মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলপূর্বক বা ভয় ভীতি দেখিয়ে নাসবন্ধী করার বিষয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রী মশাই কি জানেন যে, বিভিন্ন গ্রামের বহু গরীব মানুষদের বলপূর্বক নাশবন্ধী করা হয়েছিল এবং তারা হয়তো দর-খাস্ত করেননি, কিন্তু সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা গাঁওসভার সাহায্য নেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---গত নির্বাচনে দিল্লীতে যখন জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বললেন যে, যারা নাসবন্ধীর ফলে মারা গিয়েছে, তাদের পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হবে। এরপর এটা একটা ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং অসংখ্য দরখাস্ত আসতে থাকে। কাজেই এখনও যদি কোন দরখাস্ত আসার বাকী থাকে, তাহলে মাননীয় সদস্যদিগকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন এই ব্যাপারে সাহায্য করেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন এই কাজের সংগে যারা যুক্ত আছেন, উপযুক্ত তদন্ত করে তাদের শাস্তি বিধান করবেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি, তাদের ভয় ভীতি প্রদর্শণ করে, তাদের বিভ্রান্ত করে এবং তাদের টাকার লোভ দেখিয়ে, ঐ সমস্ত অসামাজিক ব্যক্তিরা সেই সব লোকদের নাসবন্ধী করিয়েছে ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, আসলে ঐ সময়ে, কংগ্রেসের রাজত্বকালে, এমন সব ব্যাপার ঘটেছে--আমরা সবই জানি কিন্তু আইনের দিক থেকে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না, যদিও আমরা বুঝতে পারছি যে ঐ সময়ে অনেক কিছু ঘটেছে। আমাদের কাছে এখন স্পেসিফিক কোন ঘটনা নেই যা আইনের দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যদি আইনের দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে নিশ্চয় তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার--- শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা---কোয়েশ্চান নম্বার ৩৮

শ্রীঅনিল সরকার---কোয়েশ্চান নং ৩৮

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিশ্রামগঞ্জ বাজারে একটি সাব-ইনফমেশান সেন্টার খোলা হবে কি? এবং	বিশ্রামগঞ্জ বাজারে সাব-ইনফর্মেশান সেন্টার খোলা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এবং
২। যদি না হয় তার কারণ?	আমাদের ২রা জুলাই ৬৪টি সাব-ইনফর্মেশান সেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে তার মধ্যে বিশ্রামগঞ্জের নামও আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---কোয়েশ্চান নম্বার ১০৭

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---কোয়েশ্চান নং ১০৭

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত ২৪শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত অম্পিনগর হাসপাতালে রোগীদের জন্য বরাদ্দ খাদ্য দেওয়া হয়নি?	ইহা সত্য নয়।
২। যদি সত্য হয় তার কারণ কি?	প্রশ্ন উঠে না

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া---গত ২৪শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত রোগীদের বরাদ্দ খাদ্য দেওয়া হয়নি, এই কথা ঠিক নয় মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি, ঐ সময়ে রোগীদের পুরোপুরি খাদ্য দেওয়া হয় নাই?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন ছিল রোগীদের বরাদ্দ খাদ্য দেওয়া হয় নাই---আমি সেই ভাবেই তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমার কাছে যে

তথ্য আছে, তাতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ২৪শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত রোগীদের বরাদ্দ খাদ্য দেওয়া হয়েছে। রোগীদের খাদ্য দেওয়া হয়নাই, এই কথা সত্য নহে। বিগত ২৩।৪।৭৮ তারিখে অম্পিনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে জানান যে, খাদ্য সরবরাহকারী সময়মত এবং যথার্থ গুণগত খাদ্য সরবরাহ করছেন না। এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা সরবরাহকারীকে কনট্রাকট অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানান এবং অম্পিনগর চিকিৎসকের নিকট বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চান। এত ২।৫।৭৮ইং তারিখ চিকিৎসক জানান যে সরবরাহকারী যথাযথ খাদ্য সরবরাহ করিতেছি। তবে এই সমপর্কে মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার একটা অনুরোধ রাখছি কারণ আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন হাসপাতালে আমাদের যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং তাতে সরবরাহকারীরা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেন তাতে আমাদের অনেক অসুবিধায় পরতে হয়। আমি একটা ঘটনার কথা জানাচ্ছি- আমি গত কাল রাত্রে জি, বি, হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি যে সরবরাহকারী টেণ্ডার দিয়েছে গুড়ের কে, জি, ০.২৫ পয়সা দরে। যেহেতু হাসপাতালে গুড়ের ব্যবহার কম, সে জন্য তারা কম দরে টেণ্ডার দিয়ে তাদের টেণ্ডার-এর রেইট কম করে দিচ্ছে। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় সদসদের সাহায্য চাই, যাতে সরবরাহকারী প্রকৃত টেণ্ডার দেন এবং তারা যাতে ঠিকমত হাসপাতালে জিনিষ পত্র সরবরাহ করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া—২৪ শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত যে বরাদ্দ খাদ্য ছিল, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে সরবরাহ হয়েছে কিন্তু সেখানে যে ডাল সরবরাহ করা হয়েছে, সেটা আমি নিজে গিয়ে দেখেছি সেই হাসপাতালে, সেই ডাল পুঁটলী করে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই ডাল রান্না করা হয় নি। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---আমার কাছে এই ধরণের কোন অভিযোগ নেই। রোগীদের জন্য ডাক্তার যে পথ্য প্রেসক্রাইব করেন, ডাক্তার রোগীর আরোগ্য লাভের সহায়ক হিসাবে যেমন ঔষধ প্রেসক্রাইব করেন, ঠিক পথ্যও একটা সহায়ক হিসাবে প্রেসক্রাইব করেন। কাজেই রোগীদের পথ্য যদি সরবরাহ করা না হয়, তাহলে সেটা একটা ক্রাইম এবং সেজন্য সেই ব্যক্তির শাস্তি হওয়া দরকার। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, যদি তাঁদের কোন স্পেসিফিক ঘটনার কথা জানা থেকে, সেটা আমাদের জানান, যাতে আমরা প্রমাণ করতে পারি।

শ্রীঅজর বিশ্বাস---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার যে, কন্ট্রাকট অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করা হয় নি, সেক্ষেত্রে অল্প খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এই অল্প খাদ্য বলতে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বোঝাতে চাইছেন, সেখানে কি কি খাদ্য দেওয়া হয়েছে?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে পরিমাণের প্রশ্নই হচ্ছে বড় প্রশ্ন। আমাদের ডাক্তাররা, পরের দিন রোগীদের কি কি খাবার দেওয়া হবে, রোগীর চাহিদা অনুযায়ী সেই প্রেসক্রীপশান করেন এবং সেই প্রেশক্রীপ্শানের

ভিত্তিতে পরের দিন রোগীর পথ্য দেওয়া হয়। দেখা গেল যে একজন রোগীকে মাংস দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে তাকে মাংস না দিয়ে অন্য কিছু দেওয়া হল এবং সেটা গুণাগত দিক দিয়ে ঠিক হল না সেখানেই সেটা অন্ন খাদ্য দেওয়া হল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস--মাননীয় মন্ত্রী মশাই, দেখা যাচ্ছে যে এই ধরণের কনট্রাকটাররা দীর্ঘ দিন যাবত তাদের সেই সব কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই সংগে কিছু কিছু কর্মচারীও যুক্ত থাকতে পারেন, সেখানে তারা দীর্ঘ দিন যাবত হাসপাতালে সরবরাহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন--হয়ত কোন জায়গায় বাপ ছিল, আজ সেখানে ছেলে সেই সরবরাহ-এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন---একটা ভেস্টেড ইনটারেন্ট---সেটা যাতে না চলতে পারে, তার জন্য ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক--- এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য এর সংগে আমি একমত। এটার প্রয়োজন আছে এবং আমরা সেজন্য চেষ্টা করছি, যাতে মাছ ডিম এবং দুধ এই তিনটা জিনিষ যাতে সরকার থেকে সরবরাহ করা যায় অবশ্য এই ব্যাপারে আমাদের একটু অসুবিধা আছে--ফিসারী ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট একটা সময়ে-যে সময়টা মাছের ব্রিডিং টাইম, সেই সময়টুকু তাঁরা আমাদের মাছ সরবরাহ করতে পারবেন না, আর অন্য সময় তাঁরা সরবরাহ করতে পারবেন এবং আমরা সেই ভাবে চেষ্টা করছি ফিসারী, পোলট্রি এবং ডেয়ারী থেকে সেগুলি সরবরাহ করান যায় কিনা। আর টেণ্ডারের ব্যাপারে একটা ডিফিকালটিজ আছে, যেটা মাননীয় সদস্যদের জানা আছে—সরকারী আইনে আছে লোয়েষ্ট টেণ্ডারার যে, বিশেষ কারণ না থাকলে তাকেই টেণ্ডার দিতে হয়। আমরা চেষ্টা করছি এই ভাবে অস্বাভাবিক দাম কম দেওয়ার জন্য, সেই সব টেণ্ডারগুলি বাতিল করা যায় কিনা, সেটা আমরা চিন্তা করে দেখছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— ২৪শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সেখানে যে রান্না করে শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য—সে রান্না করে নাই। সেখানে আমি বলব যে মাননীয় মন্ত্রী মশাই সঠিক তথ্য পরিবেশন করেন নাই। কারণ এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনেক আগেই আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তথাপি তিনি বলছেন যে কনট্রাক্টর বরাদ্দ জিনিষ দেয় নাই। আমি জানি ঐ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য, সমন্বয় কমিটির একজন সদস্য বলেই তাকে প্রটেকশান দেওয়ার জন্য, হাউসে এই জিনিষটা লুকিয়ে রাখছেন।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসে যে প্রশ্ন এসেছে, তাতে বরাদ্দ খাদ্যের কথা উল্লেখ আছে এবং সেই ভিত্তিতেই আমি আমার তথ্য সংগ্রহ করেছি, সেখানে রান্না করা হয়েছে কি না, এই সব কথা ছিল না। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যে কথা বলছেন, হাসপাতালের রোগীদের জন্য আমার সরকার তাদের চেয়ে কম চিন্তা করেন না। আর তিনি যে সমন্বয় কমিটির সদস্যের কথা বলছেন, সমন্বয় কমিটির সদস্য হলেই যে তাকে কোন শাস্তি দেওয়া

হবে না, এই কথা মনে করার কোন কারন নেই। যদি কোন ব্যাক্তি অপরাধ করেন, তিনি সমন্বয় কমিটির সদস্য হলেও তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। স্পেসিফিক কোন ঘটনা যদি মাননীয় সদস্যের জানা থাকে, তাহলে তিনি জানাতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, এই ডাল এখনও পুটলি বাঁধা রয়েছে এবং প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য নিজে ইচ্ছা করেই রান্না করেনি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ব্যাপারে তদন্ত করবেন কিনা, এটা জানতে চাই।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমি আগেই বলেছি যে রান্না করেন নি, এটা সত্য নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৯৪ (হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট।)

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৯৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার সরকারী হাসপাতালগুলিতে মোট কতকগুলি শয্যা আছে ?	১) ত্রিপুরায় মোট শয্যা সংখ্যা হচ্ছে ১,২৭২টি।
২) হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?	২) হাসপাতালগুলিতে আরও বেশী শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব সরকারের আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এক হাজারের উপর শয্যা আছে। ত্রিপুরায় জনসংখ্যা অনুযায়ী এই শয্যা সংখ্যা যথেষ্ট কিনা এবং ত্রিপুরায় জনসংখ্যা অনুযায়ী এই শয্যা সংখ্যা কত হওয়া উচিত ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, সারা ভারতের তুলনায় যে শয্যা সংখ্যা থাকা উচিত, তার তুলনায় এটা কম নয়। কিন্তু সে তুলনা আমরা করি না এই জন্য যে, ত্রিপুরায় থিকনেস অব পপুলেশন সেটা অত্যন্ত কম। ছড়ানো লোক থাকে। কাজেই আমাদের অনেক বেশী হাসপাতাল করতে হবে এবং বেডের সংখ্যাও সেই তুলনায় অনেক বাড়ানো হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কত বাড়ানো উচিত সেটার উত্তর পাওয়া যায় নাই।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একটু অ্যাড করে বলতে চাই যে, ভারত সরকারের যে কোটা, সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে নয় শ' (৯০০) থাকা দরকার।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শয্যা সংখ্যা বাড়ানো কবে হবে সেটা জানতে পারি কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ত্রিপুরার হাসপাতালগুলিতে শয্যা সংখ্যা বাড়াতে চাই। তার একটা সংখ্যা আমি আপনাদের কাছে দিচ্ছি, জিবি হাসপাতালে আমরা দু'শোটি শয্যা বাড়াবো, তার মধ্যে ৪৬টি হয়ে গেছে। ভি. এম. হাসপাতালে আমরা ২৬টি শয্যা বাড়াবো, উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালে এটাকে আমরা ডিসট্রিকট হাসপাতালে পরিণত করব। তাতে ২৫টি শয্যা বাড়ানো হবে। কৈলাসহর হাসপাতালটিকেও ডিসট্রিকট হাসপাতালে পরিণত করব, তাতে ২৫টি সংখ্যা বাড়ানো হবে। আমরা চারটি রুরেল হাসপাতাল করব, তাতে ৩০টি বেড থাকবে। ক্যানসার হাসপাতাল আমাদের তৈরী হচ্ছে, কাজ প্রায় সম্পূর্ণ, সেখানে ৫০টি শয্যা হবে। আমরা জি. বি. কমপ্লেকসের মধ্যে একটা চোখের হাসপাতাল করব, তাতে ৩০টি শয্যা করব। মোট আমরা ত্রিপুরাতে ৪২৫টি শয্যা বাড়াবো। এখানে আরেকটা কথা বলছি, মহকুমা হাসপাতালগুলির সংগে ইনফেকশান ডিসিসের জন্য ৫টি করে শয্যা থাকবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২০৭, ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২০৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) শিল্প দপ্তরে ইনফরমেশান অফিসারের কোন পদ আছে কি না ?	১) হ্যাঁ।
২) যদি থাকে তাহলে কবে এই পদ পূরণ করা হয়েছে ?	২) ৩১-১২-৭৩ ইং তারিখে ঐ পদ পূরণ করা হয়েছিল !
৩) ইহা কি সত্য যে জনৈক ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ করে আধা-স্থায়ীকরণ করে অন্য রাজ্যে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে।	৩) অন্য রাজ্যে কাউকে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়নি।

শ্রীখগেন দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পদে কে কাজ করছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে তথ্য আছে, তাতে দেখছি জনৈক দীপক চৌধুরী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনগুপ্তের সচিবালয়ে ইনফরমেশান অফিসার ছিলেন। উক্ত সরকারী পদটি স্থানান্তরের মাধ্যমে, শ্রীচৌধুরীকে ইনফরমেশন বিভাগে, ইনফরমেশন অফিসার হিসাবে নিয়ে যান ৩১-১২-৭৩ ইং তারিখে। সেই সময় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশিয়াল অফিসারের আদেশ বলে অর্দ্ধস্থায়ী হন। এখন উনি হলদিয়া ট্রেন্সপোর্টে একটি পদে নিযুক্ত আছেন। উক্ত পদে যোগ দিতে শিল্প দপ্তর থেকে তাকে রিলিজ করে দেওয়া হয়। এই পদটি রিসেন্টলি আমরা শিল্প দপ্তরের একজন অফিসার দিয়ে পূরণ করেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ২১৬।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—কোয়েশ্চান নং ২১৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে মোট কয়টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে ?	২৭টি।
২) এর মধ্যে কয়টিতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন (এম. বি. বি. এস. বা এল. এম. এফ.) ডাক্তার নাই ?	৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে ১ জন করিয়া ডাক্তারের অভাব আছে।
৩) উপযুক্ত ডাক্তারের অভাব পূরণ করতে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?	উপযুক্ত ডাক্তার নিয়োগের জন্য সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—এখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা শুধু বলা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা, এছাড়াও আরো বিভিন্ন ডিসপেন্সারী আছে সেখানে কম্পা-উণ্ডার দিয়ে ফিজিসিয়ানের কাজ করানো হচ্ছে, অবশ্য এটা এখন থেকে নয়, বিগত কংগ্রেস সরকারের আমল থেকেই শুরু হয়েছে। এই অভাব আজকে নুতন করে সৃষ্টি হয় নি। এর আগেই হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থা চলতে থাকলে গ্রামাঞ্চলে মানুষের অসুবিধা হবে। আমি এইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথাই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—স্পীকার স্যার, আমাদের দপ্তর টেকনিক্যাল দপ্তর। কিন্তু সেখানে সব কিছু টেকনিক্যাল নয়। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরে হাঁসপাতাল, প্রাথমিক হাসপাতাল, এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সাব-সেন্টার, এইগুলি আছে। প্রশ্ন যেমন আসে, সেই রকম উত্তর দিতে চেষ্টা করি। এখন আমি বুঝতে পারছি মাননীয় সদস্য, সারা ত্রিপুরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। এটা অবশ্য সত্যি যে, আমাদের বিভিন্ন ডিসপেন্সারীতে কম্পাউণ্ডার দিয়ে চিকিৎসা হয়। আমরা সেখানে ডাক্তার দিতে পারছি না। আবার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, ভারত সরকারের প্যাটার্ণ অনুযায়ী, ২ জন করে ডাক্তার থাকার কথা। আমরা দেখছি পাঁচটাতে মোট একজন করে ডাক্তার আছে। অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই এটা চলে আসছে। আমরা চেষ্টা করছি যে, কত বেশী ডাক্তার নিয়োগ করতে পারি—এবং আমার সরকারের পক্ষ থেকে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ করছি এবং বাইরে থেকে ডাক্তার আনার চেষ্টা করছি। চাকুরীর ক্ষেত্রে চাহিদা থাকা সত্বেও, একমাত্র আমার দপ্তর আসাম থেকে উড়িষ্যা থেকে ডাক্তার এনে চাকুরী দিয়েছে। ইতিমধ্যে ৪২ জনকে অফার দিয়েছি। তারা কবে পর্য্যন্ত জয়েন করবেন বুঝতে পারছি না। এর আগে আমরা অফার দিয়ে-ছিলাম। দু'জন জয়েন করেছেন, একজনকে বিশালগড় পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে।

অন্যজনকে আর একটি হাসপাতালে। ইতিমধ্যে আরো তিনজন ডাক্তার জয়েন করেছিলেন, তাদের ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ—স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, পাঁচটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন করে ডাক্তার আছেন। এই পাঁচটি হাসপাতালের নাম কি এবং বাকী ডাক্তারদের তাড়াতাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে সেই তথ্য অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি, ঋষ্যমুখ-এ দু' জনের জায়গায় একজন, নীহারনগরে, অম্পিতে, গণ্ডাছড়া, ছামনুতে একজন করে ডাক্তার আছে। আমরা চেষ্টা করছি, প্রত্যেকটিতে দু'জন করে ডাক্তার দিতে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, রোগী এবং ডাক্তারের সংখ্যা নিরূপিত করে, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্বাস্থকেন্দ্রে কতজন ডাক্তার আছেন এবং আর কতজন ডাক্তারের প্রয়োজন সারা ত্রিপুরায়।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—এমনিতে আমাদের ত্রিপুরায় হেলথ্ সার্ভিস রুলস করা হয়েছিল, তাতে আমাদের প্রায় ৬০০ জন ডাক্তারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। যাদের অফার দেওয়া হয়েছিল তারা জয়েন করলে পর রোগী এবং ডাক্তারের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা যেত। বর্ত্তমানে আমাদের মাত্র ১২০ কি ১২৫ জন ডাক্তার আছেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি যে, জলেবাসায় ডাক্তার না দিয়ে এবং স্থানীয় প্রতিনিধির আবেদন সত্বেও, সেখানকার ডাক্তারকে বদলী করা হয়েছে। সেখানে অবিলম্বে কোন ডাক্তার পাঠানো হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যতদূর মনে হয়, ২৩ তারিখে তিনজন নূতন ডাক্তার জয়েন করেছেন। তাদের একজনকে জলেবাসাতে দেওয়ার কথা ছিল। আমি সঠিক বলতে পারছি না। তবে যদি দেওয়া না হয়ে থাকে, তবে ইতিমধ্যেই দেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—ত্রিপুরায় ডাক্তারের অভাব আছে, ডিস্পেনসারীগুলি কমপাউণ্ডার দিয়ে চলছে, এই অবস্থায়, এই অভাব পূরণের জন্য আমাদের ত্রিপুরার ছেলেদের ডাক্তার তৈরী করতে পারি সে রকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ? একটা মেডিক্যাল কলেজ খোলার ব্যবস্থা করছেন কিনা, কিংবা বাইরে সব ছাত্রই যাতে পড়তে পারে, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই সম্পর্কে বলতে চাই যে, আমাদের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই, বিষয়টির উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথমতঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার যে হারে বেতন ভাতা ইত্যাদি দেন ডাক্তারদের, রাজ্য সরকার সে হারে তা দেন না। তার চেয়ে অনেক কম বেতন, ভাতা দেন, যার জন্য এইখানকার ভাল ডাক্তাররা, স্পেশালিষ্ট ডাক্তাররা, রাজ্যের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে আমরা আসার আগে। আমরা সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যাতে তাদের বেতন

এবং ভাতা বৃদ্ধি করে, এই রাজ্যের মধ্যে তাঁদের রাখা যায় এবং ডাক্তারের সংখ্যা যাতে আর না কমে। দ্বিতীয়তঃ, বাইরে থেকেও ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। তার জন্য এই চাকুরীগুলিকে আরো এট্রাকটিভ করার জন্য, চাকুরীর শুরু হতেই যাতে বেশী বেতন দিয়ে নেওয়া যায়, সেই জন্য বিষয়টি আমাদের সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তৃতীয়তঃ, আমরা খুব বেশী ডাক্তার বাইরে থেকে আনতে পারছি না এই জন্য যে, আমাদের অনেক ত্রিপুরার ছেলে বাইরে এখন পড়ছেন আমাদের টাকায়। তারা ফিরে এলে আমাদের ডাক্তারের অভাব পূরণ হবে। সে দিক থেকে, আমরা যত বেশী সংখ্যক ছাত্রকে মেডিক্যালে পাঠানোর জন্য চেষ্টা করছি। মেডিক্যাল কলেজ, ত্রিপুরার জনসাধারন দীর্ঘ দিন ধরেই চাইছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা দেন নি। মাননীয় সদস্যরা শুধু জানেন যে, ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টার দিয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজ না দেওয়ায় আমি গত এন. ই. সি. মিটিংয়ে যখন উপস্থিত ছিলাম, তখন আমি তাঁদের বলেছিলাম যে এখানে মেডিক্যাল কলেজ হওয়া উচিত। শুধু ফার্মেসী ট্রেনিং সেন্টার দিয়ে হবে না। তখন তারা আমাকে বলেছিলেন যে, ভাল হাসপাতাল না থাকলে মেডিক্যাল কলেজ খোলা যায় না। এখানে ভাল হাসপাতাল না থাকাতে তাঁরা মেডিক্যাল কলেজ দেননি। তার মানে এই নয় যে, এখানে মেডিক্যাল কলেজ কোন দিন হবে না। আমাদের সরকার এখানে মেডিক্যাল কলেজ খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু যতক্ষণ না খোলা যায়, ততক্ষণ যাতে বেশী সংখ্যক কৃতি ছাত্রকে আমরা আমাদের ত্রিপুরার বাইরে পাঠাতে পারি, সে জন্য চেষ্টা করছি।

আসন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আমরা মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। তাছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত রাজ্য আছে, যেমন—আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা--উড়িষ্যা থেকে আমরা অতিরিক্ত ৩০টি আসন পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অতিরিক্ত আসন দিতে মেডিক্যাল কাউন্সিল রাজী হন নি। কেরেলা এবং হিমাচল এই দুইটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা চিঠি পত্র লিখেছি। একমাত্র হিমাচল ছাড়া আর সবাই এই জবাবই আমাদের দিয়েছেন যে মেডিক্যাল কাউন্সিল যদি রাজী হয়, তাহলে আমাদের সীট দিতে কোন আপত্তি নেই। কয়েকদিন আগেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারাণ আমাদের লিখেছেন যে, উড়িষ্যা যখন গত বার আপনাদের দিয়েছেন, তখন উড়িষ্যার কাছেই আপনারা লিখুন। উড়িষ্যার কাছে আমরা লিখেছি, কিন্তু উড়িষ্যা উল্টো আমাদেরকে এই কথাই লিখেছেন যে মেডিক্যাল কাউন্সিল যদি রাজী থাকেন, তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু উড়িষ্যা যে আরও ৩০টা আসন আমাদেরকে দিতে পারে, সে অবস্থা উড়িষ্যা মেডিক্যাল কলেজগুলির আছে। ১০টা করে ৩টি কলেজে ৩০টা আসন তাঁরা দিতে পারেন। কাজেই আমরা চেষ্টা করছি এবং আরও চেষ্টা করব যে সমস্ত আসনগুলি আমরা বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজগুলিতে চেয়েছি, সেগুলি যাতে পাই। তাহলে পরে আমাদের যে চাহিদা, সেটা আমরা আশা করছি মেটাতে পারব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—কোয়েশ্চান নং ২৪৫ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার—কোয়েশ্চান নং ২৪৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র ও হস্ত চালিত তাঁতের সংখ্যা কত ?

২। এতে কত শ্রমিক নিযুক্ত আছে ?

৩। সরকারী এবং বে-সরকারী উদ্যোগে এই সমস্ত তাঁত শিল্পের হিসাব ?

৪। তাঁত শিল্প থেকে গড় পড়তা বাৎসরিক আয় কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র ও হস্ত চালিত তাঁতের সংখ্যা ১,২৩,৪৯৭টি।

২। এতে ৯৪,৬৫২ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

৩। সরকারী উদ্যোগে ৭০টি এবং বে-সরকারী উদ্যোগে—১,২৩,৪২৭টি।

৪। ব্যবসায়ী ভিত্তিক তাঁতশিল্প নিয়োজিত ব্যক্তির গড়পড়তা বার্ষিক আয় ১,৬৯৮ টাকা।

অব্যবসায়ী ভিত্তিক তাঁত শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তির আয় গড়পড়তা বার্ষিক আয় ১২৯ টাকা। কারণ অব্যবসায়ী ভিত্তিক নিয়োজিত তাঁতশিল্প উপজাতি মহিলারা, যারা শুধু মাত্র নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে কাজ করেন, তাতে বৎসরে ৩ মাসেরও কম সময় এই কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ত্রিপুরায় যে সমস্ত ক্ষুদ্র এবং হস্তচালিত তাঁত আছে, তার উন্নতির জন্য এই সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার—তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার যে সমস্ত পরিকল্পা গ্রহণ করেছেন তা এখনও সীমাবদ্ধ। তবে আমাদের হ্যাণ্ডলুম ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশান এর বিভিন্ন জায়গায় নির্দ্ধারিত কিছু তাঁত শিল্প আছে। তাদেরকে দিয়ে কাপড় বোনানো হয় এবং তার জন তাদেরকে সুতা দেওয়া হয়। কাপড় বোনবার পরে, কর্পেরেশান সেটা সংগ্রহ করে নেয় এবং তার জন্য তাদেরকে মজুরী দেওয়া হয়। তাছাড়া যারা দুঃস্থ তাঁতী আছে, তাদেরকে গত বছর তাঁত নির্মাণের জন্য ২০০ টাকা করে সাবসিডীয়ারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন তাঁতশিল্পের যাতে উন্নতি হয়, তার জন্য আমরা মজুত ৯টি পাইলট সেন্টার খুলেছি। এ ছাড়া তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমরা যে জনতা শাড়ী চালু করেছি, তাতে তাঁতীরা কাজ পাচ্ছে এবং তজ্জন্য তাদেরকে মুজুরী দেওয়া হয়। এই ভাবে তাদেরকে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া চেষ্টা করছি এবং এই জন্য আরও বৃহৎ পরিকল্পনা ইত্যাদির দরকার আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (অ্যাবসেন্ট)। শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নং ৩০১ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—কোয়েশ্চান নং ৩০১ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর হাসপাতালে রোগীর ঔষধের তুলনায় সংখ্যার অভাব আছে ?

২। সত্য হইলে এই অভাব দূরীকরণে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ধর্মনগর হাসপাতালে এভারেজ কতজন রোগী চিকিৎসিত হন (ইনডোর এবং আউটডোর পৃথক হিসাব) এবং কি পরিমাণ ঔষধ তাদের জন্য কেনা হয় ?

শ্রীবিবেকান্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা বছরে ধর্মনগরে হাসপাতালে কত জন রোগী ভর্ত্তি হন, এই তথ্য আমি এখন দিতে পারছি না। পৃথক প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব। আর ঔষধের ব্যাপারে হসপাতাল কর্ত্পক্ষ পরিমান অনুযায়ী টেণ্ডার দেন এবং সেই ঔষধ ৩ ভাবে সরবরাহ করা হয়। গৌহাটি এম.এস.টি. থেকে ঔষধ সরবরাহ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের আগরতলায় যে কেন্দ্রীয় ষ্টোর আছে সেখান থেকে প্রয়োজন মত ঔষধ সরবরাহ করেন। আর যদি ঔষধের বিশেষ প্রয়োজন হয়, তার জন্য তাদেরকে ক্যাশ টাকা দেওয়া থাকে, তা থেকে তারা ঔষধ কিনতে পারেন। সুতরাং যখনই ঔষধের প্রয়োজন হয়, তখনই তারা ঔষধ সংগ্রহ করতে পারেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে গৌহাটি এম.এস.টি এবং আগরতলা কেন্দ্রীয় ষ্টোর থেকে ঔষধ, ইনজেকশান, স্যালাইন ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় রোগীদের বাইরে থেকে ঔষধ কিনে আনতে হয়। হাসপাতালের ঔষধ খুব কমই পায়।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমি নিজেও দেখেছি কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীদেরকে বাইরে থেকে ঔষধ কিনে আনতে হয়। কারণ হচ্ছে, আমরা রোগীদের চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করতে বলতে পারি না। আর ডাক্তারদের দায়িত্ব হচ্ছে চিকিৎসার ব্যবস্থা পত্র দিয়ে দেওয়া যদি সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ঔষধ না পাওয়া যায়, তবে রোগীকে বাইরে থেকে ঔষধ কিনতেই হবে, নতুবা অপেক্ষা করতে হবে। এটা ঠিক যে ঔষধ অনেক সময় সরবরাহ করতে পারি না কারণ এম.এস.টি থেকে যে ঔষধ আমরা আনি তার ব্যবস্থা বড় জটিল। আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী ঔষধের চাহিদা সেখানে পাবেই তারপর এক মাস, দুইমাস বা তিনমাস পরে যখন ঔষধ পাঠান তখন ওয়ান থার্ড ঔষধ পাঠান পুরোপুরি ঔষধটা পাঠান না। ফলে অযথা সময় নষ্ট হয়। তার জন্য আমরা চিন্তা করছি সরাসরি ঔষধ কোম্পানি থেকে কিনতে পারি কিনা এবং তার জন্য একটি কমিটি গঠনের চেষ্টা আমরা করছি। তারা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন, সরাসরি ঔষধ কোম্পানি থেকে কিনা যায় কি না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অনেক সময় প্রেকসিপশান অনুযায়ী ঔষধ হাসপাতালে পাওয়া যায় না বলে রোগী-দেরকে বাইরে থেকে কিনতে হয়। কিন্তু হাসপাতাল থেকে এটা সরবরাহ করা উচিৎ। হাসপাতাল থেকে দেওয়া উচিৎ, কিন্তু দিতে পারে না বলে গরীব রোগীদেরকে বাইরে থেকে ঔষধ কিনতে হয়। কিন্তু পরে তারা সেই ঔষধের টাকাটা ফেরৎ পাবে কিনা ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের এমন কোন পরিকল্পনা নেই। তবে একটা কাজ করা যেতে পারে, মাননীয় সদস্যরা সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন। যে প্রেসক্রিপশানটা করা হয়, ডাক্তারবাবু হয়তো ঔষধ আছে কি নেই, না দেখেই প্রেসক্রিপশান করতে পারেন, কিন্তু যদি না থাকে সেই রোগী যদি আবার ডাক্তার বাবুর কাছে যান, তাহলে সাবষ্টিটিউট একটা ঔষধ লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ— সাপলিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মাথা পিছু একজন রোগীর ঔষধের জন্য কত খরচ পড়ে এবং সেই অনুযায়ী ধর্মনগর হাসপাতালে কত টাকার ঔষধ সাপ্লাই করার প্রয়োজন আছে ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের এখানে মাথাপিছু প্রতিদিন ৫০ পয়সা ঔষধের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ধর্মনগর হাসপাতালে ঔষধের অভাব হয় না। আবার তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, যে মাঝে মাঝে অভাব হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে, সারা ত্রিপুরাতে এমনি করে মেডিসিন পাওয়া যায় না প্রায় সব সময়ই ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা ত্রিপুরার যে অভিজ্ঞতা উনি তার কথাই বলছেন। সাময়িক একটা বিলম্ব হতে পারে কিন্তু এ কথা আমি হাউসকে আগেই জানিয়েছি যে কি কারণে বিলম্ব হয়।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঔষধ যদি হাসপাতালে না থাকে, তাহলে বাইরে থেকে কিনতে বলা হয়। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেন, সেখানে ইণ্ডিকেট করা থাকেনা যে এই ঔষধটা বাইরে থেকে কিনতে হবে। এই রকম যদি ইণ্ডিকেসন না থাকে, তাহলে কোন ঔষধটা বাইরে থেকে কেনা হোল. আর কোন ঔষধটা হাসপাতাল থেকে দেওয়া হোল তা বোঝার উপায় থাকে না যার ফলে সেখানে একটা ফাকির পথ থেকে যায়। সেই ফাকি বন্ধ করার কোন রকম ব্যবস্থা আছে কি না বা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডাক্তারবাবুদের কাছে রোগীরা যখন যায়, তখন রোগের প্রকৃতি বুঝে, সব চাইতে ভালো যে মেডিসিন, সেটাই তিনি প্রেসক্রাইব করেন এবং তিনি নিশ্চয়ই তখন বলে দেন যে এটা বাইরে থেকে কিনতে হবে। তাছাড়া ডাক্তাররা যে ব্যবস্থা পত্র দেন, সেই ব্যবস্থা পত্র অনু-যায়ী আমাদের ডিষ্ট্রিবিউটিং কা উন্টার থেকে ঔষধ দেওয়া হয়।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা জানেন কি যে, ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর, কদমতলা ও পানীসাগর এই সমস্ত হসপিটালে, যে সমস্ত রোগী চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়, তাদের বেশীর ভাগ ঔষধই বাইরে থেকে কিনতে হয় ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—এমন কোন রিপোর্ট সরকারের কাছে নেই যে বেশীর ভাগ রোগীকেই বাইরে থেকে ঔষধ কিনতে হয়।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ—কিনতে হয়। এই রকমও দেখা গেছে যে, ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন দিলেন যে বাইরে থেকে কিনে আনো, আবার কম্পাউণ্ডারবাবু বলছেন পয়সা দিলে ডিসপেনসারি থেকে পাওয়া যাবে। এই রকম ঘটনা যদি হয়, তাহলে তাদের শাস্তি ব্যবস্থা হবে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—এই রকম যদি কোন ঘটনা থাকে, তাহলে সেটা দুর্ভাগ্যজনক এবং স্পেসিফিক যদি কোন নজীর আমাদের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে তদন্ত করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আমরা করবো। কেননা এ রকম ঘটনা ঘটতে দেওয়া যেতে পারে না যে, পয়সা দিলে কম্পাউণ্ডার বাবুর কাছ থেকে কিছু ওষুধ পাওয়া যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—যেখানে রেগুলার ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে বাইরে, সেখানে হাসপাতালে পাওয়া যাচ্ছে না, তার কারণটা বোঝা যাচ্ছে না।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম প্রশ্ন উঠতে পারে না। হয়তো যারা ওষুধ বিক্রি করেন, তারা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ডাক্তারখানায় বিভিন্ন রকম মেডিসিন লাগে এবং একই ডাক্তারখানায় সব ওষুধ পাওয়া যাবে, এমন কোন মানে নেই। হসপিটালগুলি তাদের দরকার মতো ওষুধ আনেন, সে জন্য হয়তো কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিয়েছেন মাথা পিছু ৫০ পয়সা। কিন্তু এর মধ্যে কম দামের ওষুধ আছে, বেশী দামেরও ওষুধ আছে, মাথা পিছু ৫০ পয়সা অত্যন্ত কম। সেই ক্ষেত্রে মাথাপিছু এভারেজ ২ থেকে তিন টাকা এবং ইনডোর পেশেন্টদের জন্য অন্তত এক টাকা যদি দেওয়া হয়, তাহলে কিছুটা অভাব মিটতে পারে বলে মনে হয়। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃশ্রীমাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাবে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই। আমি একটি ইনডোর হেলথ সেন্টারের কথা বলছি, সেখানে রোগীর সংখ্যা কত হওয়া উচিত এবং কত আছে। যে বেড সংখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে, রোগীর সংখ্যা কিন্তু তা নয়। গত সপ্তাহে আমি চড়িলাম হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সেখানে বেডের সংখ্যা ১০ থেকে ১২ হবে কিন্তু রোগীর সংখ্যা দেখলাম ৩৫ জন। আমাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে ১০ থেকে ১২ জন রোগীর জন্য ওষুধ কিনতে, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে তারা ৩৫ থেকে ৪০ জন রোগীকে ভর্তি করে তাদের ওষুধের জন্য ব্যবহার করছে। কাজেই সেই রকম ক্ষেত্রে কোন সরকারের পক্ষে, সেই টাকা দিয়ে পুরো ওষুধ কেনার মত সংগতিই থাকতে

পারেনা। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই ব্যাপারে ডাক্তার বাবুরা অনেকটা তাদের ডিস-ক্রিশন ইউস করেন। যেমন ধরুণ রোগী সবাই সমান অবস্থা নিয়ে হসপিটালে যান না। যিনি একটু ভালো অবস্থা নিয়ে যান তাঁকে ডাক্তার ব্যবস্থা পত্র দিয়ে বলেন যদি এই মেডিসিনটা কিনতে পারেন তাহলে আপনার পক্ষে ভাল হবে, দামী মেডিসিন আর যদি দেখা যায় যে সেই রোগী অত্যন্ত গরীব অংশের মানুষ, তাহলে তাকে একটা বিকল্প ওষুধ দিয়ে তার চিকিৎসা করা হয়। কোন রোগী হাসপাতালে ওষুধ পান না, এই রকম ব্যবস্থা নেই। কাজেই ব্যবস্থা পত্র দেওয়া হয় এবং অনেক সময় বাইরে থেকে কিনতে হয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যিনি বাইরে থেকে ওষুধ না কেনেন, তিনি চিকিৎসিত হন না, এই রকম পরিস্থিতি নয়। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে সমস্ত অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। আমরা ইচ্ছা করলেই বেড সংখ্যা বাড়াতে পারি না। আমরা বলছি যে মাথাপিছু ৫০ পয়সার ওষুধ এটা মোটেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু ইচ্ছা করলেই আমরা পয়সা বাড়াতে পারি না। প্ল্যানিং কমিশনের কাছে আমরা ধর্ণা দিতে পারি, কান্নাকাটা করতে পারি, কিন্তু পয়সা বাড়াবার ক্ষমতা আমাদের নেই, সেটা প্ল্যানিং কমিশনের হাতে। আমরা বরাবরই রোগীদের পথ্য, ওষুধ পত্রের খরচ বেশী দাবী করি, কিন্তু দুর্ভাগ্য সেটা আমরা প্ল্যানিং কমিশনের কাছ থেকে আনতে পারি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী—প্রশ্ন নং ৫ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—প্রশ্ন নং ৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৭৭-৭৮ সালে স্বাস্থ্য বিষয়ে মাথাপিছু ব্যয় কত?	১। ১৯৭৬-৭৭ সালে মাথাপিছু সরকারী ব্যয় ১৩.৭৬ ও ১৯৭৭-৭৮ সালে মাথাপিছু ব্যয় ১৩.৬১ পয়সা।

Mr. Speaker—Question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to Unstarred Questions and also the Starred Questions which are not replied orally.

Breach of Privilege.

Mr. Speaker—Hon'ble Members, I have received a notice of Breach of Privilege from Shri Bimal Sinha, M.L.A. against Shri Nagendra Jamatia M.L.A. The alleged question of breach of privilege is that on 28-6-78 Shri Nagendra Jamatia, M.L.A. alleged in the House that Shri Braja Gopal Roy, Minister adopted a corrupt practice in last Municipal election by carrying voters in official car No. TRA 1832. Though the Minister including the few Ministers categorically denied the fact Shri Jamatia did not like to shift from his stand point. According to Shri Bimal Sinha Shri Jamatia has cast a reflection on the conduct of the Minister who is also a Member of the House.

Before I like to proceed further with the case I like to hear Shri Bimal Sinha first and next Shri Jamatia on this point.

শ্রীবিমল সিন্‌হা----অনারেবল স্পীকার স্যার, গত ২৮ তারিখে মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া একটা গুরুতর অসত্য অভিযোগ এইখানে এনেছেন যে, বিগত পৌরসভার নির্বাচনে নাকি মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী ব্রজগোপাল রায় সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেছেন ভোটারদেরকে ক্যারী করবার জন্য। তিনি প্রমাণ করতে পারেন নাই যে টি, আর, এ, ১৮৩২ নম্বর এর যে গাড়ীটার কথা বলা হয়েছে সেটা তিনি ব্যবহার করেছেন, এটা গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হল সেই গাড়ীতে কোন ভোটার ছিল, ভোটারের নাম কি, তাও তিনি বলতে পারেন নাই এবং কখন সেটা হয়েছিল সেই সম্পর্কে কোন অভিযোগ তিনি করেন নাই! মোট কথা পৌরসভার নির্বাচনে সমস্ত কায়েমী স্বার্থ, জনগণের কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়েছে এবং সেই পরাজয়কে তারা অন্যভাবে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য জনগণের সামনে তারা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লার আনবার জন্য চেষ্টা করছে। উপরন্তু নগেন্দ্র বাবুর যে অভিযোগ স্লার আনার যে ব্যাপারটা, আমরা অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে শুনেছি যে কংগ্রেস সম্পাদক রাধু গুপ্ত কিভাবে অভিযোগ করেছেন যে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। একই সুর, একইভাবে প্রতিধ্বনি হচ্ছে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর একজন বিধায়ক গণতন্ত্র রক্ষার কাজে সাহায্য করবেন সেটা আমরা আশা করি। অরণ্যক হিংস্রতা দিয়ে হাত গুটিয়ে কথা বলার অর্থই উঠে না। এটা বিরোধী সদস্যের দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি নয়। এটা তার বুঝা উচিত। সদস্যদের এটাও জানা উচিত, অসত্য ভাষণ দিয়ে সস্তায় স্ট্যান্ট পলিটিক্‌স দেওয়া যায়, কাগজে নাম কেনা যায়। কিন্তু সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করা যায় না। এইভাবে তিনি যে অধিকার ভঙ্গ করেছেন, শুধু যে মন্ত্রীর অধিকার লঙ্ঘন করেছেন তা নয়, সমস্ত হাউসের যে গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, তার উপর তিনি আঘাত করেছেন : এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু এখন বলতে পারেন!

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া----মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি যে এই হাউসে বামফ্রন্ট সরকার, উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে একটার পর একটা অভিযোগ আনছে যেটা ভিত্তিহীন। আমি দেখছি গতদিন মুখ্য মন্ত্রী এখানে বলেছেন—

শ্রীদশরথ দেব----মিঃ স্পীকার, স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। উই আর নট ডিস্‌কাসিং আদার থিংস্।

মিঃ স্পীকার----যেটার উপর বলতে বলা হয়েছে তার উপর বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই কথাই বলব যে আজকের এই অভিযোগও একই ব্যাপার। আমরা বাংলাদেশে ট্রেনিং দিয়েছি, আমরা অস্ত্র----

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় সদস্য জানেন যে বিধানসভায় তাঁর সমস্ত বক্তব্য রাখার অধিকার আছে। কিন্তু তার জন্য কতগুলি নিয়ম মানতে হয় তিনি যদি নোটিশ দেন যে আমি এই ব্যাপারে বলতে চাই, যে কোন বিষয়ের উপর তিনি বলতে পারেন। বিধান সভাটা কতগুলি নিয়মকানুন মেনে চলে। মাননীয় সদস্য যদি সেটা মানতে না চান, তাহলে বিধানসভায় যে কাজ-কর্ম হয় তাতে বাধা সৃষ্টি করার যে অভিযোগ, সে অভিযোগ আনতে আমরা বাধ্য হব।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হল যে. ঠিক যে বিষয়টার উপর আমরা প্রিভিলেজ মোশন এনেছি, সে বিষয়টার উপর তাঁর বক্তব্য কি সেটা আমরা শুনতে চাই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পূর্ব পরিকল্পনা আমরা দেখেছি এবং সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পেয়েছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এমনি করে আজকে দেখেছি এই বামফ্রন্ট সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং বে-আইনীর বিরুদ্ধে আমরা যখন—

শ্রী দশরথ দেব—পয়েন্ট অব অর্ডার মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যের জানা উচিত যে, এখানে গভর্ণমেন্ট পলিসি ডিসকাস্‌ড হচ্ছে না। গভর্ণমেন্টের পলিসি যখন ডিসকাস্‌ড হবে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যতটুকু তাদের অভিযোগ আছে জানাতে পারেন। এখানে বক্তব্য হল, একজন মেম্বারের অধিকার এবং সেটা ভঙ্গ হয়েছে কিনা, সেটা আলোচনা হচ্ছে। কাজেই এখানে যে প্রিভিলেজ মোশন আনা হয়েছে, একজন হাউসের যে মেম্বার, তাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং কোথায় হয়েছে? এটা পাবলিক মিটিং নয়, হাউসের মধ্যে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। কাজেই সেই অভিযোগ হাউস ইগনোর করতে পারেনা। কাজেই মাননীয় সদস্যের সেই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হবে। বিরোধী পক্ষের যে দুজন সদস্য দাঁড়িয়েছেন যে, আমাদের বক্তব্যের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, এটা হচ্ছে স্পীকারের উপর, চেয়ারের উপর একটা অ্যাসপারসান এবং চেয়ারের উপর অভিযোগ হতে পারেনা। আমরা জানি মাননীয় স্পীকার মহোদয়, নগেন্দ্র জমাতিয়াকে তাঁর বক্তব্য বলতে ডেকেছেন। কিন্তু তিনি যখন ইরিলিভেন্ট পয়েন্টে অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন, যে বিষয়টা এখানে আলোচিত হচ্ছে তার কাছেও যাচ্ছেনা, কাজেই এই মোশনের ব্যাপারে সবকিছু আলোচনার স্কোপ এখানে নেই। যে পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে ঠিক তারই ভিত্তিতে তাকে ঘটনা বলতে হবে। এর বাইরে কোন বক্তব্য এখানে আনা যায়না। এটা মিঃ স্পীকার আপনিও ভালই জানেন। সেই দিক থেকে আমি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে তাঁদের বক্তব্য বলতে দেওয়া হয়না, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে আমাকে বিবৃতি দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছেনা।

মিঃ স্পীকার—আপনাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে। আপনার বিরুদ্ধে যে টা বলা হয়েছে, যে অভিযোগটা আনা হয়েছে, সেই সম্পর্কে বলুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে পারেন, সেগুলি যদি প্রাসঙ্গিক হয়, তাহলে আমি আজকে কেন দুর্নীতির কথা বলতে পারবনা। আজকে আমার বিরুদ্ধে একটা লিখিত অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগে যেহেতু পৌর নির্বাচন টানা হয়েছে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন টানা হয়েছে এবং আমরা যে দুর্নীতি করেছি সেটা বলা হয়েছে, কাজেই আমাকে এই কথা তুলতেই হবে।

শ্রী দশরথ দেব—পয়েন্ট অব অর্ডার, মিঃ স্পীকার, স্যার। প্রশ্ন হচ্ছে সরকারী গাড়ী নিয়ে মন্ত্রী গিয়েছেন। সরকারী গাড়ীতে তিনি ভোটার নিয়েছেন। সেই অভিযোগ তিনি করেছেন। যদি এটা সত্যি হয় তবে তাঁকে বলতে হবে যে হ্যাঁ আমি যা বলেছি

সবই ঠিক। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়েছেন এবং আমি যে অভিযোগ এনেছি এটা আমি প্রমাণ করব সেই কথা বলুন। আর যদি বলেন আমি যে কথা বলেছি সেটা রেফার করে দিন প্রিভিলেজ কমিটিতে। তাহলে তো এই প্রিভিলেজ মোশনের উপর কিছু বলার থাকেনা। শুধু এই ব্রিচ অব প্রিভিলেজ-এর যে অভিযোগ, তার বাইরে তার বলার কোন অধিকার নেই। এটা শুধু তার বেলা নয়, প্রত্যেক মেম্বারের বেলায়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে এবং এটা পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছে। স্যার, এই হাউসে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যদি তাদের কানটা খোলা রাখতেন, তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারতেন, যেটা আমি বলেছি, সেটা হচ্ছে এ্যাপলিকেশান—অশ্বিনীকুমার আঢ্য, সঞ্জীব চক্রবর্তী এবং ভোলানাথ দেব, তারা প্রিসাইডিং অফিসার এম, টি, স্কুল পুলিং সেন্টার, তার কাছে একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে যে অটো রিক্সা নং ৮৫৫, ৯০৬, ৯৪২ ৯২৫, ৯৫৩ এবং ৯৫৭ এই সমস্ত গাড়ীগুলি করে ভোটারদের নিয়ে এসেছে ঐ তুলসী বতী নির্বাচন কেন্দ্রে। (গণ্ডগোল)

আমি জানি আপনারা শুনবেন না, কারণ আপনাদের এত ধৈর্য্য নাই। সেখানে কার নং ৮৩২, ইউথ মিনিস্টার, তিনিও কতিপয় ভোটারদের নিয়ে এসেছে তার গাড়ী করে ঐ তুলসীবতী সেন্টারে এবং তারা ভোট দিয়েছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর কাছে দরখাস্ত এসেছে, কিন্তু এর তদন্ত করা হয়নি বা কোন একশনও নেওয়া হয়নি। আমার বক্তব্যে আমি বলেছিলাম যে এটার তদন্ত করতে হবে এবং তদন্ত করার দাবী রেখে, আমি আমার বক্তব্য রেখেছিলাম। কিন্তু এই জিনিষটা বাদ দিয়ে বলা হচ্ছে, যেন সরাসরি আমিই এই বিষয়টা রেখেছি। আমি একজনের অভিযোগ এখানে উত্থাপন করেছি, হাউসের সুবিচারের জন্য, কিন্তু হাউস থেকে আমি এর সুবিচার পাচ্ছিনা। আমি আরও আশ্চর্য্য হলাম যে তাঁরা কোন বিচার করবে না, তাঁরা কোন তদন্ত করবেনা বরং এই হাউসে এই সমস্ত দুর্নীতির বিষয়ে যাঁরা কথা বলবে, তাঁদেরকে কোণঠাসা করবার জন্য তাঁদের কণ্ঠরোধ করবার জন্য আজকে ৫৬ জন ঐ বামফ্রন্ট সরকারের সদস্য রুখে দাঁড়াচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে, সেটাকে সংশোধন করা হউক এবং আমার সত্যিকারের যে বক্তব্য, সেটার উপর আমার বিরুদ্ধে যদি কোন প্রিভিলেজ মোশান আনার থাকে, তাহলে সেটা আনা হউক। কাজেই আমি এখানে কোন দুঃখ প্রকাশ করছিনা বা কোন অন্যায় স্বীকার করছিনা, আমি চাই যাঁরা অন্যায় করেছে, তারা নিজেরা শুদ্ধ হউক।

শ্রী দশরথ দেব—স্যার, উনি বলছেন যে উনার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে। কাজেই এই ব্যাপারে হাউসের কি প্রসিডিউর আছে।

মিঃ স্পীকার—প্রিভিলেজ কমিটিতে যদি যায়, তখনই সেটা প্রমাণ হতে পারে। কাজেই এই সম্পর্কে এখুনি অন্য কোন বক্তব্য রাখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, এই মুহূর্তে যে বিবৃতি দিয়েছেন এবং কালকের আলোচনায়

উপর আমি কয়েকটা কথা রাখছি। কারণ কালকে তিনি আলোচনার মধ্যে বলেছিলেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা পৌর নির্বাচনে অন্যায়ভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করেছেন এবং তারা গাড়ী করে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন। তখন আমি মাননীয় সদস্যকে বলেছিলাম যে কোন মন্ত্রী গাড়ীতে ছিলেন, গাড়ীর নাম্বার কত, ইত্যাদি তথ্য দেওয়ার জন্য। তখন তিনি আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন যে মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রী ব্রজগোপাল রায়. ১৮৩২ নং গাড়ী করে পতাকা উড়িয়ে, ভোটারদের নিয়ে ভোট কেন্দ্রে গিয়েছিলেন।

শ্রী ব্রজগোপাল রায়----মিঃ স্পীকার, স্যার, কালকে যখন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এই অভিযোগ উত্থাপন করেন, তখন আমি এই সভায় ছিলাম না। তবে আমি পরবর্তী সময়ে শুনতে পেয়েছি এবং যে ঘটনা, সেই সম্পর্কে আমি বলেছি যে আমি ১৮৩২ নং গাড়ী ব্যবহার করিনা, আমি সরকারী গাড়ী ১২৯৫ ব্যবহার করি। কিন্তু পৌর নির্বাচনের দিন, অর্থাৎ ২৫শে জুন তারিখে আমি কোন সরকারী গাড়ী ব্যবহার করি নাই। আমি অটো রিক্সা করে বের হই এবং ১১টার সময় যেটা বলা হয়েছে, তখন আমার এক প্রতিবেশীর মৃত্যু হয়েছে এবং আমি অটো রিকসা করে জয়নগর শশ্মানঘাটে যাই। কাজেই সরকারী গাড়ী চড়ে যে কথা বলা হয়েছে, সেটা সর্বৈব অসত্য এবং দূরভিসন্ধীমূলক এবং এটা একজন সদস্যকে খাটো করবার অভিপ্রায় বলে আমি মনে করি। কাজেই এই যে অভিযোগ, এর সংগে সত্যের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করিনা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রিভিলেজ মোশান এখানে আনা হয়েছে, তাতে আমরা দুঃখিত। কারণ নগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁর বক্তব্যের মধ্যে, প্রসঙ্গ ক্রমে একথা উল্লেখ করেছিলেন যে, তার কাছে যে সমস্ত অভিযোগ এসেছিল, বাইরে থেকে, সেই অভিযোগের তদন্ত করার জন্যই তিনি এই কথা এখানে উল্লেখ করেছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে যে ১৭ লক্ষ লোক আছে, তাঁদের যদি কোন বক্তব্য বা অভিযোগ থাকে এবং সেই বক্তব্য বা অভিযোগ যদি কোন বিধায়কের কাছে দেওয়া হয়, তাহলে সে বিধায়কের অধিকার আছে যে, বাইরের সে অভিযোগ এই হাউসের ভিতরে রাখার। কাজেই বাইরে যে দুর্নীতি চলছে, সেই দুর্নীতি সম্পর্কে সুবিচার পাওয়ার জন্য, প্রত্যেক বিধায়ক এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং তাঁর সেই অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি। এভাবে কথা প্রসঙ্গে পৌর সভার নির্বাচন বিষয়ে অভিযোগ ক্রমে যে দরখাস্ত তার কাছে এসেছিল, সেই অভিযোগের কথাই তিনি এখানে বলেছেন এবং তদন্তক্রমে সেই অভিযোগের বিচার হবে। কাজেই অভিযোগে যে কথা বলা হয়েছে, সে দিন মন্ত্রী কোন গাড়ীতে ছিলেন কিনা, বা অটো-রিক্সা করে গিয়েছিলেন কিনা এবং তিনি ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন কিনা, তার তদন্ত হবে এবং বিচার হবে, এটা হচ্ছে পরের কথা। কিন্তু এই সব বিষয়ে, কথা প্রসঙ্গে তিনি যে তদন্তের দাবী বা দুর্নীতির বিচার চেয়েছেন, তাঁর সেটা উল্লেখ করার মধ্যে কখনও কোন মন্ত্রীকে অপমান করা হয় না। এটা মন্ত্রীর কাছে একটা আবেদন রাখা হয়েছে যে, যেসব ঘটনা ঘটছে, সেগুলির যেন সুবিচার করা হয়। কাজেই এটা কখনও ব্রিচ অব প্রিভিলেজ মোশান হয় না, অন্ততঃ আমি তা মনে করি।

অন্য দিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপজাতি যুব সমিতির উপর দোষারূপ করে যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন, বিশেষ করে বেনামী চিঠি সম্পর্কিত ব্যাপারে, আমরা তখন উনার চেম্বারে বলেছিলাম যে একটা বেনামী চিঠির উপর ভিত্তি করে আপনি আমাদের এভাবে দোষারূপ করতে পারেন না। কারণ এভাবে আমাদের নামেও অনেক বেনামী চিঠি এসেছে, কিন্তু আমরা তো আপনাদের দোষারূপ করছি না। কাজেই সব কিছু যদি এভাবে যুব সমিতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এটা কোন মতেই ঠিক হবে না।

কাজেই এই সবের উপর ভিত্তি করে যদি এই হাউসেই আমাদের উপর দোষারূপ করা হয়, তাহলে কি আমাদের অপমাণ করা হয় না ? কাজেই এই সামান্য একটা ব্যাপারে, যে ভাবে এই মোশানটা বিমল সিন্হা এনেছেন, তা আমরা ভেবে উঠতে পারি না। কারন আমরা বিরোধী দলের আসনে বসব বলেই কি আমাদের কোন সম্মান দেখানো হবে না। আমরা তো মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার পর বলেছিলাম যে, সরকারের যে কোন গঠন মূলক কাজে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে, এই বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আমরা সহযোগীতা করব। কাজেই সেই মানসিকতা যাতে আমাদের থাকে, সেটা আমরা আশা করি। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে ভাবে এখানে প্রিভিলেজ মোশানটা আনা হয়েছে, আমি বিমল সিন্‌হা মশাইকে সেটা পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণ, এই প্রিভিলেজ মোশানের পরিপ্রেক্ষিতে রিসেসের পর আমি আমার রুলিং দেব।

CALLING ATTENTION

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বারাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হল—'গত ১৯শে জুন ১৯৭৮ইং, সোমবার রাত্রে সিধাই মোহনপুর থানার অন্তর্গত তারানগর আউট পোষ্ট (টি-এ-পি)-এর ভারপ্রাপ্ত শ্রীহারাধন দেব কর্তৃক ডাইনামারা গ্রাম নিবাসী শ্রীচৈত্রমোহন দেববর্মাকে বিনা কারণে আটক এবং পরে শ্রীদেববর্মাকে সিধাই মোহনপুর থানায় চালান দেওয়ার ফলে এলাকার জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী —গত ১৯শে জুন ১৯৭৮ ইং সোমবার রাত্রে সিধাই মোহনপুর থানা অন্তর্গত তারানগর আউট পোষ্ট (টি-এ-পি)-এর ভারপ্রাপ্ত শ্রী হারাধন দেব কর্তৃক ডাইনামারা গ্রাম নীবাসী শ্রী চৈত্রমোহন দেববর্মাকে বিনা কারণে আটক এবং পরে শ্রী দেববর্মাকে সিধাই মোহনপুর থানায় চালান দেওয়ার ফলে এলাকার জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি সম্পর্কে :—

গত কিছুকাল যাবত সিধাই থানার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি গরু পাচারের ঘটনা পুলিশের গোচরিভূত হয়। বাংলা দেশের দুর্বৃত্তদল সীমান্ত গ্রামগুলিতে এই অপরাধজনক কাজে লিপ্ত বলিয়া দেখা যায়। এই দুর্বৃত্তদের কার্য্যকলাপ দমনে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য ঐ অঞ্চলে কয়েকটি ডাকাতি প্রতিরোধক পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হইয়াছে।

গত ১৯শে জুন ১৯৭৮ ইং রাত্র ১১টা ৪০মিঃ সময় তারানগর ডাকাতি প্রতিরোধ পুলিশ ফাঁড়ির একটি পুলিশ টহলদারি দল সীমান্তে ডাকাতি প্রতিরোধে ও গরু পাচার রোধের নিমিত্ত সীমান্তে টহলরত ছিল। এই টহলদারী দলে ৩ জন কনেষ্টবল ছিল। তাহারা হইল যথাক্রমে— কনেষ্টবল যোধামনি দেববর্মা, রাজেন্দ্র দেববর্মা ও পূর্ণ দেবনাথ। টহলদারির সময় পুলিশ দল দিঘলিয়া গ্রামের দুইজন লোককে নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করিতে দেখে। তাহাদিগকে গাড়োবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। গরু পাচারকারী সন্দেহ করে টহলদার বাহিনী তাহাদিগকে তাহাদের পরিচয় দিতে বলিলে ঐ অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তিদ্বয় আত্মগোপন করিবার জন্য দৌড়াইতে থাকে তখন পুলিশ বাহিনীর লোকগণও তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। টহলদার বাহিনীর লোকগণ দিঘালিয়া গ্রামের লোকজনের পরিচয় জানে। জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে ধৃত ব্যক্তিগণ এত অধিক রাতে এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করার কোন সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে পারে নাই। সেই কারণে তারানগর ডাকাতি প্রতিরোধক পুলিশ ফাঁড়ির হেড কনেষ্টবল হারাধন দেবের লিখিত ঐ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট সহ ধৃত দুই ব্যক্তিকে সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার নিকট অর্পণ করা হয়। এই ঘটনাটি গত ২০শে জুন ১৯৭৮ইং সিধাই থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

পরের দিন অর্থাৎ ২০শে জুন ১৯৭৮ইং বেলা ১১টার সময় ডাইনামারা গ্রামের নবরতন দেববর্মা ডাইনামারা এবং তুলাবাগান গ্রামের কয়েক ব্যক্তি সহ সিধাই থানায় উপস্থিত হয়ে ধৃত দুই ব্যক্তিকে (১) ডাইনামারা গ্রামের শ্রী চৈত্রমোহন দেববর্মা এবং (২) তুলাবাগান ১৩নং কলোনীর নেপাল দাস বলে সনাক্ত করে। প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া ঐ দিন ঐ সময়েই ধৃত ব্যক্তিগণকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে আপাত গ্রাহ্য কোন অভিযোগ থানায় নথিভুক্ত করা হয় নাই। সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবু উক্ত দুই ব্যক্তিকে মুক্তি দিবার জন্য আদালতে প্রার্থনা করেন।

কর্তব্যরত পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করার সত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই দুইজন গ্রামবাসীকে সন্দেহ মূলে গ্রেপ্তার করায় তাদের যে দুর্ভোগ হয়েছে তারজন্য সরকার দুঃখিত। পুলিশ যাতে ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে আরো সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং কোন নিরপরাধ গ্রামবাসী যাতে হয়রাণ না হয় সেদিকে নজর রাখা হবে।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা—অন পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ১৯শে জুন ১৯৭৮ যে ঘটনায় শ্রী চৈত্রমোহন দেববর্মা এবং নেপাল দাস গ্রেপ্তার হয়েছিল—সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সময়টা বলেছেন যে রাত্র ১১-৪০ মিঃ কিন্তু ঘটনাটা আরো আগে হয়েছিল রাত সাড়ে ন'টায় এবং ঐ দিন তারা আগরতলা থেকে মিছিল সেরে বাড়ী যাচ্ছিল তখনই তারা পুলিশ দ্বারা গ্রেপ্তার হয়। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন যে তারা পুলিশকে দেখে দৌড়াচ্ছিল—কিন্তু পুলিশকে দেখে দৌড়ায় নাই তারা আস্তে আস্তেই যাচ্ছিল এবং তাদের কাছ থেকে পুলিশ ৫৫ টাকা নিয়েছিল। সেই টাকাগুলি ছিল ঃ ২০ টাকার নোট ১টা, দশ টাকার নোট ২টা, ৫ টাকার নোট ২টা, এক টাকার নোট ৫টা।

এই ৫৫ টাকা পুলিশ জোর করে তাদের কাছ থেকে নিয়েছিল এবং যখন তাদের তারানগর আউট পোষ্টে টা করে তখন তাদের গরু চুরির কাজে লিপ্ত আছে

এবং তারা গরু চুরির চেষ্টা করছে এই ধরণের অভিযোগ এনে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে এবং তারাও সেই সব অভিযোগ থেকে বাঁচবার জন্য পুলিশকে টাকা দেয়। এইভাবে পুলিশ জনসাধারণকে হয়রানী করছে। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই ব্যাপারে সর জমিনে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী----মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাত্রিতে আমাদের টহলদার থাকবে। কারন সীমান্তে গরু পাচারের ঘটনাও ঘটছে। কাজেই টহলদার তুলে দিতে পারব না। নিরীহ গ্রামবাসীরা যাতে লান্‌ছিত না হন, সে দিকে কড়া নজর রাখা হবে।

মিঃ স্পীকার—আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রীমহোদয়কে মাননীয় সদস্য কেশবচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল---"গত ১৯।৬।৭৮ ইং, রাত্রে বীরচন্দ্র মনুর পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর পুত্র শ্রীখোকনের গামারিয়া (উদয়পুর) থেকে নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীকেশব মজুমদার তার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশে বলেছেন যে "গত ১৯।৬।৭৮ ইং রাত্রে বীরচন্দ্র মনুর পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর পুত্র শ্রীখোকনের গামারিয়া (উদয়পুর) থেকে নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে।" ঘটনায় জানিতে পারা যায় যে, বিলোনীয়া মহকুমার বীরচন্দ্র মনুর পঞ্চায়েত সেক্রেটারী শ্রীনির্মল কুমার বিশ্বাসের পুত্র অশোক বিশ্বাস প্রযত্নে খোকন অমরপুরে বসবাস করে এবং সে অমরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। সে গত ১৯।৬।৭৮ ইং তারিখে আগরতলা হইতে ফিরিবার সময় উদয়পুর মহকুমার মহারাণী গ্রামের শ্রীকার্ত্তিক জমাতিয়ার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করে। পরদিন ভোরে সে অমরপুর যাত্রা করে। গত ২০।৬।৭৮ ইং প্রায় ১০টা ৩০ মিঃ রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গামারিয়া বাড়ীর শ্রীবিষ্ণুহরি জমাতিয়া, পিতা মৃত আন্নাহরি জমাতিয়া রাধাকিশোরপুর থানায় একটি নিখোঁজের ঘটনা এই মর্মে ডায়েরী করে যে শ্রীখোকন বিশ্বাস কার্ত্তিক জমাতিয়ার বাড়ী হইতে নিখোঁজ হইয়াছে। ইহা ২০।৬।৭৮ ইং তারিখে রাধাকিশোরপুর থানায় জেনারেল ডায়েরীতে নথিভুক্ত করা হয় এবং ক্রিমিনেল প্রসিডিউর কোর্ডে ১৫৭নং ধারা অনুযায়ী তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। রাধাকিশোরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা অমরপুর এবং বিলোনীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবুগণকে শ্রীখোকনের নিখোঁজের সংবাদ পাঠান এবং তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় তাহাকে খোঁজিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন। গত ২১-৬-৭৮ইং তারিখে অমরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবু রাধাকিশোরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবুকে জানান যে, অশোক বিশ্বাস প্রযত্নে খোকন অমরপুর পৌছিয়াছে এবং সেই দিনই স্বেচ্ছায় থানায় উপস্থিত হইয়াছে। অমরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবু খোকনকে তাহার জবান বন্দি নথিভুক্ত করার জন্য অমরপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন। ইহা জানিতে পারা

যায় যে খোকন বিশ্বাস অমরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবুর নিকট বলে যে উক্ত দিনে সে কার্ত্তিক জমাতিয়ার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন সকালে শ্রীজমাতিয়ার সহিত মোটর স্ট্যাণ্ড চা পানের পর চলিয়া আসে। সে আরও বলে যে তাহার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। নোটিশের বিষয়বস্তু হল—"কমলপুর মহকুমার মহারাণী এস-বি-স্কুল নদীগর্ভে পতিত হওয়ার ফলে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস, উনি উনার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশে বলেছেন যে, "কমলপুর মহকুমার মহারাণী এস-বি-স্কুল নদীগর্ভে পতিত হওয়ার ফলে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।" আমবাসা কমলপুর রাস্তার পূর্বে এবং ধলাই নদীর পশ্চিম পাড়ে একখণ্ড সংকীর্ণ জায়গায় বর্ত্তমান মহারাণী সিনিয়র বেসিক স্কুলটি অবস্থিত। ধলাই নদীর গতি পরিবর্ত্তনের ফলে প্রতি বছরেই স্কুলের জায়গা কিছু কিছু নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় ১৯৭৬ সন হইতেই স্কুলটি অন্যত্র স্থানান্তরের চিন্তা ভাবনা চলিতেছে। ১৯৭৬ সনের এক বন্যার ফলে স্কুলের ৪টি ঘরের মধ্যে দুইটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কমলপুরের বিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্কুলটি অন্যত্র স্থানান্তর করা সাপেক্ষে উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ দুইটি ঘর স্কুল বর্ত্তমান জায়গায়ই অন্য প্রান্তে অপসারণের জন্য ১০-১-৭৭ইং তারিখে ৪,৩৪০ টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং নদীর গ্রাস হইতে স্কুলের জায়গা রক্ষার্থে হানা ইত্যাদি নির্মানের জন্য ২৮-২-৭৭ইং তারিখ পূর্ত্ত দপ্তরকে ১৫,৬৪০ টাকার অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমান মহারাণী সিনিয়র বেসিক স্কুলের আধ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এবং আমবাসা কমলপুর সড়কের পশ্চিমে শিক্ষণ বিভাগের সমাজ শিক্ষা শাখার পরিচালনাধীন মহারাণী বালোয়াড়ী বাগানের একটি অংশ স্কুলটিকে স্থানান্তরিত করা যায় কিনা তাহা সরেজমিনে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ১৫-১-৭৮ইং তারিখে কমলপুরের বিদ্যালয় পরিদর্শককে লেখা হয়। ঐ বাগানের উত্তর দিকের ঢালু জায়গাতে স্কুলটি স্থানান্তর সম্ভব বলিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শক বিগত মার্চ মাসে একটি রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন ঐ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে নির্বাচিত জায়গার সবটাই খাস নয় এবং ইহাতে কিছু কিছু জোতের জায়গাও আছে। এই সম্পর্কে আরও তথ্য সরবরাহের জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শককে লেখা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ১৯৭৬ সনে স্কুলটি স্থানান্তরের জন্য অন্য একখণ্ড জায়গা প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হইয়াছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শক উক্ত জায়গা স্কুলের পক্ষে উপযুক্ত নহে বলিয়া মতামত দেওয়ায় সেই পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। বর্ত্তমানে স্কুলের যে দুটি ঘর অবশিষ্ট আছে সেইগুলিতেই স্কুলের ক্লাশ চলিতেছে। স্কুল স্থানান্তরের কাজ যাতে তরান্বিত করা যায় সেইজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

Presentation of the report of the Public Accounts Committee

Mr. Speaker :---Next Business before the House is presentation of the 24th, the 25th & the 27th Reports of the Public Accounts Committee. I would request Shri Khagen Das, Chairman of the Committee, to present the Reports to the House.

Shri Khagen Das :---Mr. Speaker Sir, I beg to present to the House the 24th, the 25th & the 27th Reports of the Public Accounts Committee.

Mr. Speaker :---Members are requested to collect their copies of the Reports from "NOTICE OFFICE".

CONSIDERATION AND PASSING OF THE BENGAL AGRICULTURAL INCOME TAX (AMENDMENT) BILL, 1978.

Mr. Speaker :---Now the business before the House is consideration of the Bengal Agricultural Income Tax Tripura (Amendment) Bill, Tripura 1978 (Tripura Bill No. 8 of 1978). I would request the Hon'ble Revenue Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Biren Datta :---Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Bengal Agricultural Income Tax Tripura (Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 8 of 1978), be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :---আপনি এর উপর কিছু বক্তব্য রাখবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :---স্পীকার স্যার, এই বেঙ্গল কৃষি আয়কর ১৯৪৮ সালের যে আইনটা ত্রিপুরায় সেটা ১৯৫২ সালে প্রবর্তিত হয়। তারপরে একবার ১৯৬০ সালে সাধারণ ভাবে একটু সংশোধন করা হয়। এই আইন বলবৎ করার সময় এবং পরবর্তী সংশোধনের সময় ত্রিপুরা ছিল কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। কাজেই এই আইনের ভেতরে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসাবেই বর্ত্তমানেও উল্লেখ আছে। স্বয়ং শাসিত রাজ্য হওয়ার পর, সেইসব শব্দ গুলি পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আজকে দীর্ঘ দিন ধরে বিগত সরকার-এর আমলে সামান্য পরিবর্ত্তন করা হলেও, আইনটাকে মূলতঃ বর্ত্তমান স্টেটাস অনুযায়ী, আমরা যে রাজ্য স্তরে পরিণত হয়েছি, সেই অনুয়ায়ী তারা সেটাকে ভাবেন নি বা সংশোধন করেন নি, যার জন্য নানা রকম আইনগত ঝামেলা পোহাতে হয়। বর্ত্তমানে আমরা এই এনামলিগুলি দূর করে, আমরা যে সংশোধনী বিল এনেছি, তার মধ্যে আমি উল্লেখ করেছি ২ নাম্বার ক্লজ এবং ১০ নাম্বার ক্লজের কথাটা। সেখানে "কোর্ট অব দি জুড়িশিয়্যাল কমিশনার" ছিল। কিন্তু এটা ইউনিয়ন টেরিটরীর সময় ছিল। বর্ত্তমানে পূর্ণ রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা গণ্য হওয়াতে সেখানে 'হাই কোর্ট' শব্দটি সংযুক্তি করেছি। ৩ এবং 4 নাম্বার ধারা 'কেন্দ্রীয় সরকার' যেটা সেটা এখন আর খাটে না! কারণ এই আইন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের। কিন্তু এখন আমরা পূর্ণ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছি। সুতরাং এখানে 'গভর্ণমেন্ট' হবে। দ্বিতীয়তঃ আমরা সংশোধন করতে চাই

২ নাম্বার উপ-ধারা ও ৯ নাম্বার ধারার 'চীফ কমিশনার' শব্দটি। সেটাকে আমরা সংশোধন করে 'স্টেট গভর্ণমেন্ট' করার প্রয়োজনীয়তা মনে করি এবং মূল সংশোধন যা করা হল তার উল্লেখ আছে ক্লজ নাম্বার ৫। এই আইনের ফলে, কৃষি আয় কর সরকারের কাছে জমা দিতে হয় রিটার্ণ দাখিল করার পর। যখন অ্যাসেসিং অফিসার করা নির্ধারণ শেষ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, এত তারিখের মধ্যে কৃষি আয় কর ভূমি জমা দাও। এতে কৃষি আয় কর যা প্রাপ্য এই টাকাটা সরকারের কাছে আসতে অনেক বিলম্ব হয়। এমন কি অনেক সময় শেষ অ্যাসেসমেন্টে কাজ সারা হবার পর, তাদের কাছে নির্দেশ পৌঁছার পূর্বেই, কর দানের যে দায়িত্ব, সেই পালন না করে এরা কর রেহাই পেতে চায়। এই যে ক্লজটা, এইটাকে আমরা সংশোধন করতে চাই। আমরা সংশোধন করে বর্ত্তমানে রিটার্ন দাখিল করার পূর্বে কৃষি আয়ের টাকা সরাসরি সরকারের কোষাগারে চালান সহ জমা দিতে হবে। এই ভাবে পরিবর্ত্তন করলে পর তার রিটার্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে। তার ফলে আয় কর দিতে উৎসুক নয়, বিলম্ব করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত কর থেকে রেহাই পেতে চান, তাদের আজকে সেই সুযোগ আমরা দিতে চাই না। আমরা বর্ত্তমানে অনেক খাজনা ইতিমধ্যেই মকুব করেছি। অনেক গরীব কৃষক এবং দরিদ্র মানুষের অনেক ঋণ, যা দিতে পারবে না, তা আমরা মকুব বলে ঘোষণা করেছি। সেটা আপনারা জানেন। কাজেই সরকারের যা প্রাপ্য, ঠিক সময়মত সরকারের কোষাগারে যাতে জমা পরে, এই লক্ষ্য রেখে জনসাধারণের মঙ্গলার্থে, এই সংশোধন গুলি করা হয়েছে। আর অন্য যে সংশোধন, সেটা হল ৬ নম্বার ধারা। এইখানে কর ফাঁকি বা বেআইনী ভাবে কর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যে চেষ্টা চলছে সেই চেষ্টাকে আমরা প্রতিহত করতে চাই। তাদের যে বাধ্যবাধকতা আছে, সেটা তাদেরকে মেনে চলতে হবে। আগে ছিল কর আদায় করার জন্য ৬ বৎসর ও ৪ বৎসর উর্ধসীমা। বর্ত্তমানে আমরা সেই সীমা বাড়িয়েছি ৮ বৎসর ও ৬ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে, পুনঃ নির্ধারিত করটা আদায় করার জন্য আমাদের হাতে একটা সমর থাকবে এবং আমরা যাতে ৬ বৎসর ও ৩ বৎসর পর যদি অনাদায়ী থাকে, সেটা আদায় করার আইনতঃ কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়, সেই অসুবিধায় পরার আগেই, ৩ বৎসরকার অনাদায়ী কর বাতিল হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল, সেই সম্ভাবনা বন্ধ করে দিতে চাই। আগে ছিল তিন বৎসর না দিলে পর সেটা বাতিল হয়ে যাবে, এই ধারাটা আমরা তুলে দিতে চাই। এখন আর বাতিল হবে না। আমাদের এই প্রাপ্য আমরা আদায় করতে পারব। সেই ব্যবস্থা আমরা এখানে করেছি। ৮ নাম্বার ধারা রাজ্য হিসাবে গণ্য হওয়ার পর এই ধারার প্রয়োজনীয়তা নেই। এইটা ইউনিয়ন টেরিটরী থাকার সমস্ত এই ধারার দরকার ছিল। কিন্তু রাজ্য স্তরে উন্নীত হওয়ার পরে এই ধারার প্রয়োজন নাই। কাজেই অপ্রয়োজনীয় ধারা বলে এইটা সংশোধন করতে চাইছি। ১১ নাম্বার ধারায় যদিও আমরা বলছি যে, আয় কর বসানো হয় ১৯৫২ সালে। তাতে একটা করের হার ধার্য করা হয়েছে। এতে আপনারা বুঝতে পারবেন ত্রিপুরা রাজ্য, কৃষি আয় কর সম্পর্কে সেখানে আলোচনার মূল ভিত্তি ছিল, রাস্তাঘাট নেই। ১৯৫২ সালে যে আয়টা ধার্য হয়, সেই

ধার্যের জন্য যে সব অবস্থার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে করটা ধার্য করা হয়েছিল, এই সব আজকে অনেক কিছুই নাই এবং সেই অবস্থা তৎকালে বিবেচনা করে করটা ধার্য করা হয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিবঙ্গ বা আসামে করের হার অনেক বেশী। সেই তুলনায় ত্রিপুরায় অনেক কম। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এই হার আর উঠানামা করে নাই। এই জন্য প্রত্যেকের আয় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যে অসুবিধার জন্য এটা করা হয়েছিল, সেই অসুবিধাগুলি বর্তমান থাকায়, আর এটা করা যায়নি, এই রকম একটা দৃষ্টিভংগী বিগত সরকারের ছিল। কিন্তু একটা প্রশ্ন যে, রাজ্যের অর্থ ভাণ্ডারকে শক্তিশালী করতে হয়, আবার দরিদ্র অংশের মানুষকেও রেহাই দিতে হয়। আপনারা জানেন রাজ্যের অর্থ ভাণ্ডারকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্র থেকে যখন চাপ আসে, তখন সেই অর্থভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার জন্য, কি ব্যবস্থা নেওয়া হত, বিশেষ করে জরুরী অবস্থার সময়ে, গরীব কৃষকের ২।৩ কানি জমির মালিক-এর গরু বাছুর বিক্রী করে, জোর করে টাকা আদায় করা হত। আর যারা বড়লোক, কর দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদেরকে রেহাই দেওয়া হত। কিন্তু আমরা যখন নির্বাচনে দাঁড়াই, তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে সাধ্যানুযায়ী আমরা গরীব অংশের শতকরা ৯০ জন মানুষের উপর থেকে কর তুলে দেব। আজকে আমরা খাজনা মকুব করে দিয়েছি টু ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্তএবং ঋণও মকুব করে দিয়েছি। এবারের সংশোধনে আমাদের ঘোষণা অনুযায়ী সিড্যুয়েল 'এ তে যে হারটা ছিল' সেই হারটা আমরা প্রায় পশ্চিম-বঙ্গের সমতুল্য করার জন্য একটা প্রস্তাব এখানে রাখছি। দ্বিতীয় আর একটা সংশোধনী হলো ৮০ বিঘা জমির মালিক যারা, যাদের আয় ৩ হাজার টাকার উর্দ্ধে তাদেরকে কর দিতে হবে। কথাটা একটু মনে রাখার মত যে কাদের উপর কর পড়বে, আর কাদের উপর থেকে কর ছাড় যাবে। ৪ হেক্টর পর্যন্ত জমির সিলিং যেহেতু আমরা ঠিক করেছি, সেহেতু এখানে ৮০ বিঘা শব্দটা রাখার কোন অর্থ হয় না। কাজেই ৪ হেক্টর যার জমি আছে এবং যাদের আয় ৩ হাজার টাকার উর্দ্ধে, তারাই এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় আসবে। আর সিড্যুয়েল 'বি' তে কোম্পানি, ফার্ম ইত্যাদির জন্য করের হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। আয়ের সীমা ১ লক্ষ টাকার উপর হলে টাকা প্রতি ৭০ পয়সা এবং ১ লক্ষ টাকার নীচে হলে টাকা প্রতি ৬০ পয়সা দিতে হবে। এই রাজ্যে ৪ হেক্টর জমির মালিক এবং যার বাৎসরিক কৃষি আয় ৩ হাজার টাকার উপর, এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। একমাত্র বিভিন্ন চা বাগানগুলিতে এবং কিছু কিছু এগ্রিকালচার ফার্ম আছে, যারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৫২ সাল থেকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অনেক মুনাফা করতেন। ক্রমাগত ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তাদের আয় এর অংক প্রতিদিনই বেড়েছে। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি—২ টাকা চা'র কে,জির পরিবর্তে ১৮ টাকা কে জি চা বিক্রী হচ্ছে, আর মজুরীও সমান, খরচাও সমান। মুনাফা হিসাবে ২০ পার্সেন্ট মুনাফা দিয়ে দেওয়ার পরেও, চা বাগান মালিকদের হিসাব করলে দেখা যায় তারা ১৯৫২ সালের হারেই থাকছেন। যারা বাগানাদির মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমান অর্থ রোজগার করেন, যে মনাফার হারটা ১৯৫২ সাল থেকে এখন অনেক গুন বেড়ে গেছে, সেই সব কতিপয় ,

লোকের উপর কিছুটা কর আমরা চাপাতে চাই। এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিল এখানে আনা হয়েছে। আমি আশা করি এই বিল আপনারা গ্রহন করবেন এবং এই বিল অনুমোদন দিলে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের পক্ষে মংগলজনক হবে এবং রাজ্যের কোষাগারে কিছু অর্থ সংগৃহীত হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ —মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যে বেঙ্গল এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স, ত্রিপুরা এমেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৭৮ হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন, আমি এই বিলকে পুরোপুরি সমর্থন করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোথায় কি পরিবতন করতে চান, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কাজেই আমি সে বিষয়ে কিছু বলছি না। কিন্তু একটা জিনিস এই বিলের মধ্যে লক্ষ্যণীয় যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কৃষক সম্পর্কে, কৃষিসম্পর্কে যে নীতিগুলি ঘোষণা করেছিলেন, আজকে সেই ব্যাপক কৃষক সমাজের দিকে চেয়ে এই বাস্তবায়িত করতে চলেছেন। ত্রিপুরার বেশীর ভাগ মানুষই হচ্ছে কৃষক। কি জাতি, কি উপজাতি, কৃষির উপরেই নির্ভরশীল। আগে আমাদের দেশে যে আইন ছিল যে এক কানি জমির মালিক যে হারে খাজনা দিত, ২০০ কাণি আড়াই শত কানি জমির মালিকও সেই হারে খাজনা দিত। গ্রামের সেই ১।২।৩ কানি জমির মালিকরা এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করত এবং প্রায়ই দেখা যেত যে খাজনার দায়ে তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিনীলাম হয়ে যেত। সেই জন্য আজকে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের গরীব কৃষকদের জন্য কি করা যায়, চিন্তা করছেন। সেই চিন্তা থেকে প্রসূত এই যে বিল, ঐ বিলের উদ্দেশ্যে খাজনা ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় কৃষিআয়কর বসানো। স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে এই আয়করটা কাদের উপর পড়বে। বিলের মধ্যে যেভাবে এমেণ্ডমেন্ট করা হচ্ছে বা পশ্চিমবঙ্গের যে বিল এখানে চালু আছে; সে এমেণ্ডমেন্টের ফলে ৪ হেক্টর জমি প্রায় ১০ একর জমির মালিকরাও অনেকটা সুবিধা পাচ্ছেন। খাজনা তাদের উপর থেকে উঠে যাচ্ছে, পরিবর্তে কৃষি থেকে যে আয় হচ্ছে, সে আয়ের উপর তাদেরকে কর দিতে হচ্ছে। এর ফলে, এক কথায় বলতে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক কৃষি আয়কর থেকেও বাদ পরে যাচ্ছে। যে উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে গরীব কৃষকরা যাতে ট্যাক্-সের আওতাভুক্ত না হয়, খাজনার দায়ে জর্জরিত না হয় এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই বিলে দেখানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পরে আপনার বক্তব্য রাখ-বেন। হাউস অদ্য বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

(আফটার রিসেস)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার বলছিলেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগে যে কথাটি বলেছিলাম যে এখানে যে এমেণ্ডমেন্ট বিলটি আনা হয়েছে, সে বিলে দেখা যাচ্ছে, যে সব কৃষক ১০ একর পর্যন্ত জমির মালিক, তাদের যে আয় হবে এই জমি থেকে, সেই

আয় ট্যাক্সএবল হবে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ত্রিপুরাতে যারা বড় বড় জোতদার রয়েছে বা জমির মালিক রয়েছে যারা ২৫ কাণির উপরে জমির মালিক, সেই সব কৃষকরা শুধু এই ট্যাক্সের আওতায় পড়বে। সেই কারণেই এই কথা খুব পরিষ্কার করে বলা যায় যে, বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত যে নীতি, সেই নীতির প্রতি সম্মান জানিয়ে, দেশের বেশীর ভাগ কৃষককে সুবিধা দেওয়ার জন্য, এই এমেণ্ডমেন্ট বিলটি আনা হয়েছে। সেই দিক থেকে আমি এই বিলটিকে পুরোপুরি সমর্থন করি। আগে যারা ট্যাক্স দেওয়ার আওতায় পড়তো, তারা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতো সময়ের ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে। এই বিলে সে জিনিষটির প্রতি লক্ষ্য রেখে, এই এমেণ্ডমেন্ট করা হয়েছে। কারণ যেখানে খাজনা তুলে দেওয়া হচ্ছে, স্বভাবতঃই সেখানে সরকারের বিরাট একটা আয় কমে যাবে। আয় কমলে সরকার চলবে কি করে সেটা যেমন ঠিক, তেমনি সাধারণ মানুষের উপর কর বসিয়ে আয়কে বাড়ানোর দৃষ্টিভঙ্গী এই সরকারের নেই। বিগত ৩০ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে যে শাসন ব্যবস্থা ছিল সারা ভারতবর্ষে যে শাসন ব্যবস্থা ছিল সেই সময়ে আমরা দেখেছি যত কর বসানো হয়েছে বা যত ট্যাক্সের আওতাভুক্ত করা হয়েছে এবং ট্যাক্স এর যে রেট ছিল সেটা গরীব মানুষকে বেশী দিতে হোত এবং যাদের ট্যাক্স পে করার ক্ষমতা বেশী, তারাও সেই রেটে কর দিতো এবং তাদের কম কর দেওয়ার কিছু বাড়তি সুবিধা দেওয়া হোত। এই বিলের মধ্যে সেইগুলি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এমন কি যারা ২৫ কানির উর্দ্ধে জমির মালিক, তাদেরকেও প্রাথমিক ভাবে ১,৫০০ টাকার উপর ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং তারপরেও যা আয় হবে, তার উপরেও একটা Slab করা হয়েছে। এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং সেই পদ্ধতি অনুযায়ী এটা চলবে এবং তাতে করে সরকারের যা ঘাটতি পড়বে, তার একটা বিশেষ অংশ এর মধ্যে দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হবে। গত ৩০ বছর পর্যন্ত তাদের তুলনামূলক ভাবে কম কর দিতে হয়েছে, সেটা এখন তাদের উপরে আসছে। এই কারণেই এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে হওয়া দরকার যে যাদের কর দেওয়ার ক্ষমতা বেশী আছে তারা বেশী দেবে, আর যাদের ক্ষমতা কম, তারা কম দেবে। এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল আনা হয়েছে, সেটা আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং আমি আশা করছি এই হাউসের বিরোধী পক্ষের যাঁরা আছেন, তাঁরাও এই দৃষ্টি-ভঙ্গীকে নিশ্চই মানবেন যাতে আমরা এই বিলটিকে সর্বসম্মত ভাবে পাশ করাতে পারি। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—আপনারা বলতে চাইলে বলতে পারেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইন্‌কাম ট্যাক্স এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৭৮, যেটা এখানে উত্থাপিত করা হয়েছে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী কর্তৃক, তার উপরে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই। আমরা এখানে দেখেছি ৪ কানি যাদের জমি থাকবে, তারা ল্যাণ্ড সিলং এর আওতায় পড়বে না, তাদের উপর এই ট্যাক্স বসবে না, এটা আমি রেভিনিউ মিনিষ্টারের কাছে জানলাম। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এখানে আমার বক্তব্য, ত্রিপুরার যে চাষ পদ্ধতি সেটা অত্যন্ত অনুন্নত। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় চাষবাস করার যে পরিকল্পনা আছে, সেই পদ্ধতিগুলি ত্রিপুরাতে এখনো প্রয়োগ

করা হয়নি, যদিও কিছু কিছু সমীক্ষা চলছে। কিন্তু বস্তুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করার প্রথা এই ত্রিপুরাতে নেই। কাজেই এই ২৫ বা ২৬ কাণি জমি যার আছে, তার উপর পযখন বাৎসরিক আয় ধরা হবে, সেই সময়ে দৃষ্টিটা থাকতে হবে যে তারা আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে অনুন্নত। তদুপরি এখানে ট্রাইবেল, ননট্রাইবেল আছে। কৃষিতে যারা উন্নত তাদের ৪ কাণিতে চাষের যে ফলন হয় অথবা ১ একরে যে ফলন হয়, আবার অন্যান্য যে কৃষক আছে তাদের সেই অনুসারে ফসল ফলে না। এই সমস্ত কৃষকদের উপর যখন ট্যাক্স বসানো হবে বা এসেসমেন্ট করা হবে, তখন সেই দিকটাও মনে রাখতে হবে। তদুপরি ট্রাইবেলরা জমির উপর নির্ভরশীল, তাদের বিকল্প কোন ব্যবসা বাণিজ্য নেই। কাজেই সারা বছর সমস্ত পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য এই জমির উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন বিবাহে, শ্রাদ্ধবাসরে, সারা বৎসরের পূজা পার্বন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, পোষাক পরিচ্ছদ, সমস্ত কিছুই জমির উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই এই সমস্ত বাদ দিয়ে যে ইনকাম হবে, তার উপর ট্যাক্স হবে। ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে এই জিনিষটা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এখানে আমি দেখছি ১১ (এ) নম্বরে সেখানে আছে---"ইন দি কেস অব এভরি ইনডিভিজুয়াল অ্যাণ্ড হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলী"। যে সমস্ত ব্যক্তি, যাদের ২৫ কাণির উর্ধে জমি আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই আইনের ধারাটা আমার কাছে একটু খাপছাড়া লাগছে। কেন না, আন-ডিভাইডেড ফ্যামিলী, তার যদি ২৬।২৭ কাণি থাকে সেখানে যদি তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা বেশী থাকে এবং সেই অনুসারে একই দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি তাদের উপর ট্যাক্স বসানো হয়, তাহলে এর পরিবর্তন হচ্ছে না। কাজেই পরিবারে তার সংখ্যা, তার খরচ এই সমস্ত দেখেই অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে, ট্যাক্স বসানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজেই এই যে ক্লজটা এখানে দেওয়া হয়েছে আন-ডিভাইডেড হিন্দু ফ্যামিলী, এটা ভ্যাগ অথবা অস্পষ্ট। কাজেই এই সমস্ত পরিষ্কার না থাকাতে আমাদের ক্ষেত্রে সুবিচার হবে না, সেই ধারণাই আমাদের হয়েছে।

আর ক্লজ নাম্বার ১১ (বি)---এখানে কোম্পানীর উপর এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৬০ পয়সা এবং এক লক্ষের উপর যাদের ইনকাম আছে তাদের বেলায় ৭০ পয়সা প্রতি টাকায় দিতে হবে। এটা একটু বেশী বলে আমার মনে হয়। একটা র‍্যাডিকেল চেঞ্জ এখানে এদের ক্ষেত্রে করা হয়েছে, যার জন্য তারা শিল্প ক্ষেত্রে উৎসাহী হবে না। কাজেই এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীকে একটা গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জের কথা বলছি। সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আর ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি যে সমস্ত আনা হয়েছে, আগে ছিল জুডিসিয়াল কমিশনার, এখন হয়েছে হাই কোর্ট, এই সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্টে আমার কোন আপত্তি নেই। এই সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্ট যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। যাই হোক, ত্রিপুরা অনুন্নত এবং তার গ্রস ইনকাম, ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলের কথা বিবেচনা করে তাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রেখে কর বসানো হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীবীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ট্যাক্সের ব্যাপারে দুইটা জিনিষ আমি পরিষ্কার করতে চাই। একটা ভাই যদি একসঙ্গে বসবাস করে তাহলে তার শেয়ার তিন লক্ষের উপর যদি ইনকাম হয়, তাহলে ট্যাক্স পড়বে। কাজেই আমার মনে হয় না কোন ট্রাইবেল ফ্যামিলী ৩ লক্ষের উপর আয় করে ইণ্ডিভিজুয়ালী। কাজেই আমার যেটুকু ধারণা, বর্তমান আইনে এটা কোন কৃষক পরিবারের উপরে পড়তে পারে বলে আমার মনে হয় না। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আয় বৃদ্ধির যে প্রশ্নটা, সেটা মাননীয় সদস্যদের বলছি যে ১২ পয়সা থেকে ১৫ পয়সা করা হয়েছে, ১৯ পয়সা ছিল ২৫ পয়সা ধরা হয়েছে। ঠিক তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যে হার আমরা যেখানে ১৫ পয়সা করেছি সেখানে তারা ১৭ পয়সা করেছে। তাদের যে রেট তার থেকে আমরা কম রেখেছি। এই দিক থেকে আমাদের এখানে যারা বড় বড় ফার্ম করে---ব্যবসায়ের কেন্দ্রটি আছে তাদের কলকাতায় এবং কলকাতায় তারা থাকে, কিছু কিছু বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় তাদের আছে। এখানে তাদের ফার্ম এবং মালিকেরা কলকাতায় কাজ করে, তারা জানে সেখানে তারা কত দেয় এবং এখানে তাদের কত দিতে হবে। এখানে তারা ইনভেস্ট করে তারা কম--- এবং এটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে ত্রিপুরা রাজ্যে আরও জায়গার জন্য এইসব বাগান মালিকেরা দরখাস্ত করেছে যে আমাদের আরও জমি দেন। তার অর্থ কি? তাদের আরও মুনাফা আছে এবং সেই মুনাফা দ্বারা আরও জমি তারা বাড়াতে চায় এবং লগ্নী করতে তারা আগ্রহী। সেই দিক থেকে তাদের উপর এটা খুব সাঙ্ঘাতিক বোঝা হবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমরা এটা করছি। এটা পরিষ্কার করে বুঝা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের যে ইনভেস্টমেন্ট তার রিটার্ণ অনেক বেশী। আমরা যে রেভিনিউ পাচ্ছি তার তুলনায় সেটা অনেক কম। সেই দিক থেকে তাদের ফ্রাইটেন হওয়ার কোন কারণ নেই। এবং কৃষক পরিবার হিসাবে সে আন-ডিভাইডেড ফ্যামিলিই হোক আর ইনডিভিজুয়াল হোক তার আওতায় যে পরিমান জমি আছে তার উপর ট্যাক্স পড়বে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উপর পড়তে পারে। কাজেই কৃষকদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কোম্পানীগুলোরও আমি বললাম যে ৮ পয়সা থেকে ১০ পয়সা হচ্ছে। কত বৎসর পরে? ৫২ সাল থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত। এত বৎসরের ভিতর তাদের শিল্পের যে অগ্রগতি তারা তখন বলত আমরা ট্যাকস্ দিতে পারি না। সেই সব কারণগুলি এখন নেই। কাজেই সেই দিক থেকে আমি মনে করি মাননীয় সদস্য এটা বিচার করবেন এবং পর্যালোচনার ভিত্তিতে সেই সংশোধনগুলিতে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister—"That the Bengal Agricultural Income Tax (Tripura Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 8 of 1978) be taken into consideration.

The Motion was put and carried by voice vote.

Mr. Speaker— Now, I am putting the clauses of the Bill to vote.
The question that CL. 2 to CL. 11 do stand part of the Bill was then put and passed).

Mr. Speaker— CL. 1 do stand part of the Bill.
(The question that CL. 1 do stand part of the Bill was put and passed by voice vote).

Mr. Speaker— THE TITLE do stand part of the Bill.

(The question that The Title do stand part of the Bill was then put and passed by voice vote).

Mr. Speaker—Now request the Hon'ble Revenue Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Biren Dutta—Mr.Speaker, Sir, I beg to move that the Bengal Agricultural Income Tax (Tripura Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 8 of 1978) be passed.

Mr. Speaker—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister—"That the Bengal Agricultural Income Tax (Tripura Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 8 of 1978) be passed.

(The motion was put and passed by voice vote).
Mr. Speaker—The Bill is passed.

Question of Breach of Privilege.

Mr. Speaker—Hon'ble members, I shall now give my decision on the question of alleged breach of privilege raised by Shri Bimal Sinha, a member of the House against Shri Nagendra Jamatia, another member of the House.

Shri Bimal Sinha has made a complaint in writing raising question of breach of privilege. The complaint is in order.

After having heard Sarbasree Bimal Sinha, Bibekananda Bhowmik and Braja Gopal Roy in support of the question of breach of privilege and Sarbasree Nagendra Jamatia and Harinath Deb Barma against the question of breach of privilege and after careful consideration of the entire matter, I think it fit and proper to refer the matter to the Privilege Committee of the House to further examine and investigate and report about the matter in the next session of the House.

Besides what Shri Bimal Sinha has stated in his written complaint, he has also alleged in his statement before the House, breach of privilege of the House. The privilege Committee may take that also into cooside-ration.

Mr. Speaker—Next item of the business before the House is Government Resolutions requesting the Central Government to take immediate measures in improvement of Post & Telegraph Services in Tripura. I would request the Hon'ble Chief Minister to move his resolution.

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, I am moving my resolution before the House that "The Tripura Legislative Assembly' requests the Central Government to take immediate measures for improvement of P & T services in Tripura, firstly by establishing a separate circle in the State, and then by adopting the following measures :—

1. Upgradation of Agartala (State Capital) Post Office to a Grade I Post Office under one Gazetted Postmaster.

2. Upgradation of the existing Post Offices at all District level to Head Post Offices and at Sub-Divisional level to one office manned by Selection Grade Officer.

3. Control of the Divisional Office situated at HQ. by a Senior Superintendent so as to expand the wing.

4. Extension of postal spheres to a combined sub-office with telephone exchange facilities at every block level, and construction and improvement of buildings of P & T Department.

5. Conversion of all "Extra-Departmental" Post Offices into regular Post Offices.

6. Proper supervision, maintenance and care of equipments in the hilly and backward areas as well as in all border areas of Tripura State in respect of Telephone and Telegraph wings.

7. Installation of modern scientific equipments in the Telephone wing.

8. Extension of Micro-wave system throughout the State on round the clock basis considering the remoteness and stratagic position of this State.

9. Installation of Auto-exchanges in and a round Agartala town.

10. Proper manning of the Postal and Telephone & Telegraph wings in order to avoid extra hours of work performed by the workers after augmentation of staff strength on the basis of increased workloads.

11. Regularisation of the services of "Extra-Departmental" employees, who receive meagre wages—(Just Rs. 100/- per month), and the services of muster-roll workers into full-fledged employees, in consideration of their long continuous services in the Postal and Telephone & Telegraphs wings.

12. Formation of independent cadre controlling authority in order to strengthen the system at his own accord, improve medus operandi, extend various facilities to its employees and workers and possible help to implement developmental programme.

13. Removal of corrupt practices and other malpractices being done in this revenue yielding department.

14. Formation of a State-level Advisory Committee with 3 MPs, 2 MLAs and 2 representatives of the State Government to advice the P & T Department on matters related to improvement of P & T Services in Tripura.

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবটা, আমাদের সবচেয়ে যে অনগ্রসর এবং নেগলেকটেড ত্রিপুরা, সেই ত্রিপুরার পোস্টাল সার্ভিস, টেলিগ্রাফ সার্ভিস এবং টেলিফোন সার্ভিস সম্পর্কে যাতে দ্রুত উন্নতি করা হয়, সেই দিক থেকে দৃষ্টি রেখে, কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, এখানে আনা হয়েছে। এই প্রস্তাবটা প্রায় নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করেছে। এটা খুব বিস্তারিত প্রস্তাব, কাজেই এর আলোচনা আমি সংক্ষিপ্ত করব। আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম থেকে শুরু করে শহর পর্য্যন্ত সর্বত্র এই পোস্টাল, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন সার্ভিস এর মধ্যে একটা নৈরাজ্যের অবস্থা চলছে। মনে হয়না, যে এটা পরিচালনার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ আছেন বা কারো কোন দায়িত্ব আছে। একটা কমপ্লেইন করলে, সেই কমপ্লেইন শুনবার মত জায়গা নাই, তদন্ত করবার মত জায়গা নাই এবং এর প্রতিকার করার মত কোন ব্যবস্থা নাই। এটা দুঃখজনক এবং এটা চলতে দেওয়া যায়না। এই রাজ্য হচ্ছে একটা সীমান্ত এলাকার রাজ্য, এই রাজ্য দিল্লী থেকে অনেক দূরে, এই রাজ্যের সংগে স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন। কাজেই পোস্টাল এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ এ্যাণ্ড টেলিফোন এর যোগাযোগ, এটা অন্য রাজ্যের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সব কিছুই আসামের উপর নির্ভর করতে হয়, ত্রিপুরার যদি একটা সার্কেল থাকতো, তাহলে ত্রিপুরার সর্কেল সম্পর্কে উন্নতির জন্য তারা একটা কর্মসূচী নিতে পারতেন এবং সেটা তারা কার্য্যকর করতে পারতেন। দুঃখের বিষয় গত ৩০ বছর এই ব্যবস্থা করা হয়নি। কংগ্রেসী শাসনের মধ্যে এই দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেওয়া হয় নাই। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি---তাহলে বুঝা যাবে যে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কতখানি খারাপ হতে পারে। নিজের টেলিফোন তুলে টেলিফোনের অপর প্রান্তে যারা যোগাযোগ নেন, তাদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত শুনা যাবে টেলিফোন এনগেজড্। আমি দুই একবার পরীক্ষা করে দেখেছি---১৪৮ থেকে পরীক্ষা করে দেখেছি, তারা আমাকে বলেছে যে এই টেলিফোন এনগেজড্ ছিল না। আমি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে টেলিফোন ধরেছি এবং তারপর যদি টেলিফোনের যারা অপারেটার, তারা যদি বলে দেন যে না এটা এনগেজড্ এবং তারপর যদি প্রমাণ হয় এটা এনগেজড্ হয় নাই, তাহলে সাধারণ লোক, তারা কি রকমের সার্ভিস পাচ্ছেন, তা তারা নিজেরাই বলতে পারেন। আমি বলছি না যে, সমস্ত অপারেটাররাই এই ধরণের কাজ করছেন---এটা নিশ্চয় অপারেটারদের মধ্যে ক্রমশঃ এই ধরণের ধারণা হচ্ছে তারা যা খুশী তারা করতে পারেন এবং সেটা দেখবার মত কর্তৃপক্ষ বা প্রতিকার করার কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। কারণ রাজ্য সরকারের তারা কর্মচারী নন বা অফিসার নন কাজেই রাজ্য সরকারের তাদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই। বা এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্তৃত্ব এখানে আছে কিনা কিম্বা কর্তৃত্ব এখামে অনুপস্থিত, এই রকমের একটা পরিস্থিতির মধ্যে জনসাধারণের পক্ষে বা আমাদের সরকারের পক্ষেও তাদের কাছ

থেকে সন্তোষজনক সার্ভিস পাচ্ছে না। ক'দিন আগে আমি বিলোনীয়া গিয়েছিলাম। একটা জরুরী কাজে, আগরতলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সমস্ত দিনের মধ্যে বিলোনীয়ার সঙ্গে আগরতলার যোগাযোগ হল না। সাব্রুমের সঙ্গে ঠিক একই অবস্থা। যখনই ধরা যাবে, তখনই বলা হবে যে লাইনটা খারাপ আছে। আচ্ছা দিয়ে রাখুন, না সারা দিনের মধ্যে লাইন আর ভাল হয় না। আগরতলা থেকে খোয়াই ফ্লাড হয়েছে, এক্ষণই খবর দরকার। আপনি লাইন ধরুন, বলুন যে একটা লাইটেনিং কল দিন, বলবে যে লাইটেনিং কল কি বলছেন কোন কলই হবে না---কারণ লাইন খারাপ। আর সেই লাইন যাবে তেলিয়ামুড়া হয়ে। অদ্ভুত ব্যববস্থা---খোয়াইর সঙ্গে আগরতলার যোগাযোগ করেছেন তারা জানেন যে কি দুর্ভোগ ভোগতে হয়। এম এল এ হোস্টেল, এম এল এ'দের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এম এল এ হোস্টেল, সেখানে টেলিফোন যোগাযোগ হউক হোস্টেল খোলবার আগে থেকে ডেপুটি সেক্রেটারী লিখেছেন যে, এখানে একটা টেলিফোনের ব্যবস্থা করুন। হোস্টেল খোলে গেলে তারও তিনদিন পর আমি ডেপুটী সেক্রেটারীকে বললাম যে---কি মশাই, টেলিফোন আসছে না যে? তিনি বললেন, আমি লিখেছি। ঠিক আছে এবার অনারেবল স্পীকারকে দিয়ে লিখুন। অনারেবল স্পীকারকে দিয়ে একটা টেলিফোনের তাগিদ দিতে হবে, তারপর এখানকার ভদ্রলোকদের ঘুম ভাঙ্গবে এবং তারপর তারা সেখানে টেলিফোন দেবেন এবং পরের দিন আবার সেই টেলিফোন কেটে দেবেন। আমি এম এল এদের সঙ্গে মিটিং করতে গেলাম টেলিফোন নেই। দু'খানা টেলিফোন দুখানাই নেই। এটা বিশ্বাস করতে হবে যে দু'টা টেলিফোনই হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে গেছে? মোটেই না। কারা এটা করাচ্ছে কেন কেটে রাখছে? এম এল এ হোস্টেলে যদি কেটে রাখতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের ব্যবহার কি এটাই আমার প্রশ্ন। তারা কিভাবে দেখছেন ত্রিপুরার মানুষকে--তারা কি ব্যবহার করতে চান। এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান দরকার। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে কি নৈরাজ্য চলছে এখানে সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করানো প্রয়োজন হয়েছে বলেই, সরকারের তরফ থেকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আমরা রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রেস অনবরত এসে আমাকে বলছে যে কোন খবর বাইরে পাঠাতে পারলাম না। বাইরে খবর পাঠাবার যে ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা এখানে অচল হয়ে আছে। এজন্য কোন তদন্তও হয় না। এটার উন্নতি করা যায় কি করে। আমাদের খবর বাইরে পাঠান যাবে না—বড় বড় ঘটনা হবে, দেশের যারা প্রতিনিধি তারা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে এখানে বসে থাকবেন, তাদের কোন কাজ থাকবে না এই হচ্ছে পরিস্থিতি। চিঠিপত্রের কথা না বলাই ভাল। চিঠি পত্র কিছু নয়—পত্রিকা পাঠাচ্ছি বিভিন্ন জায়গাতে, আর সেই পত্রিকা পৌঁছাবে না। তারপর যদিও বা পৌঁছায় ৮ দিন পর, ১০ দিন পর পৌঁছাবে। চিঠিপত্র বিলি বন্টনের অগ্রগতির কোন ব্যবস্থা দেখছিনা। আমাদের অনেক এলাকা আছে ইন একসেস বলে দুর্গম এলাকা। তার জন্য বেশী লোক দরকার হয়, সে জন্য বেশী লোক নিতে হবে। সেই সমস্ত জায়গায় চিঠিপত্র পাঠাবার জন্য, অন্য রকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। দরকার হয় জীপ রাখতে হবে, জীপে করে সেই সমস্ত জায়গাতে ডাক পৌঁছাতে হবে। সেই সমস্ত জায়গাতে রাণার বেশী করে রাখতে হবে। সেই সমস্ত

ব্যবস্থা এখানে অপ্রতুল অথবা একেবারেই অনুপস্থিত। আমি জানি না, এখানে যে সমস্ত মেটেরিয়েলস ব্যবহার করা হয় টেলিফোন ইত্যাদির জন্য, সেই সমস্তগুলি প্রায় সময় আমরা দেখি, সেগুলি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। আমার মনে হয় আসাম সার্কেলে ১০ বছর, ১৫ বছর ব্যবহার করার পর এখানে এগুলি চালান দেওয়া হয় যাতে আরও কিছুদিন এখানে ব্যবহার করা যায়। এখানে অচল মাল চালাবার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে সেই ত্রিশ বছর তাদের জমিদারী ছিল এক জমিদারী থেকে আর এক জমিদারীতে। তারা এ সব পাঠাতেন। এখন সে অবস্থা নেই। এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বুঝাতে চাই যে, এটা মনে করা ভুল হবে, যেমন খুশী তারা ত্রিপুরা রাজ্যের পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের দপ্তর ব্যবহার করতে পারবেন না। সে জন্য আমরা এই দপ্তরের উন্নতি আশা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের কর্মচারীদের কেউ কেউ এসে বলছেন যে ইউনিয়ন করার জন্য রাতারাতি তাদের এখান থেকে সমস্ত চালান করা হয়েছে। অপরাধ কি, না তারা ট্রেড ইউনিয়ন করে। আমি জানি না যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নীতি কারা এখানে চালাচ্ছেন। সেটা আমরা দেখেছি জরুরী অবস্থার সময়ে ছিল যে, ইউনিয়ন করা চলবে না। তার জন্য ৩১১ ধারার প্রয়োগ করা হত ইউনিয়নের নেতাদের আটক আইন করে, তাদের গ্রেপ্তার করা হত। সেই আইন আবার আমাদের এখানে চালু করছেন কর্তারা। এখানে যারা ইউনিয়ন করছেন তাদের এখান থেকে রাতারাতি চালান করে দেবেন—আমরা এর প্রতিবাদ করছি। এখানে যে ভদ্রলোক আছেন দায়িত্বে, তিনি বলছেন আমি করিনি, উপর থেকে করা হচ্ছে। সেই উপরতলাকে আমরা এখানে প্রস্তাব করে জানিয়ে দিচ্ছি যে, উপরতলা যদি সত্যি সত্যি এটা করে থাকেন, তাহলে সেই উপরতলারও সেই কাজের জন্য আমরা প্রতিবাদ করছি এবং সেই প্রতিবাদ করার অধিকার আমাদের আছে এবং আমরা করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা খবর পেয়েছি যে রাত ১১টা ১২টার সময় কিছু টেলিফোন ব্যবহার করা হয়। বড় বড় ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করেন টেলিফোনগুলি বিনা পয়সায়। কিছু দুর্নীতি পরায়ণ টেলিফোন কর্মচারী আছেন, যাদেরকে টাকা দিয়ে, এই টেলিফোন ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই টেলিফোনের নাম্বার আমার কাছে আছে। আমার সরকার থেকে সেটা তদন্ত করা হচ্ছে। আমি যতটুকু রিপোর্ট পেয়েছি লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। এই দুর্নীতি চক্রটা এই টেলিফোন অফিসের মধ্যে কাজ করেন এবং তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে এটার তদন্ত করে, এই দুর্নীতি চক্রটাকে ভাঙ্গতে হবে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, করাপটেড প্র্যাকটিসগুলির তদন্তের রিপোর্টের প্রয়োজন আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্বশেষে আমি বলতে চাই যে, যে কর্মচারীরা আছেন, যারা একেবারে টেম্পোরারি, মাষ্টাররোলে আছেন, তাদের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে এখানে একটা অ্যাডভাইজারী কমিটি করা হয়। এই অ্যাড-ভাইসারী কমিটি এখানে ডাক এবং টেলিফোন দপ্তর যাতে ঠিক ঠিকমত কাজ করে, সেই ব্যাপারে তারা অ্যাডভাইস করবে। আমার এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনাস্থাসূচক নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করার জন্য আনা হয়েছে। এখানে

যে অব্যবস্থা এবং দুর্নীতি রয়েছে, সেটার প্রতিকার করার জন্য, এই প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রাখছি এবং এই প্রস্তাব আমি আশা করি সমর্থিত হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি।

আগরতলা শহর ছাড়া বাহিরের সাবডিভিশনগুলিতে কলিকাতা থেকে কোন পত্র-পত্রিকা আমাদের কাছে পেঁ ছিতে ৮/১০ দিন সময় লাগে। চিঠি-পত্রের ব্যাপারেও ঠিক একই রকম অবস্থা। এমন কি বিধানসভার কমিটির মিটিং-এর নোটিশ, মিটিং-এর তারিখ পার হয়ে যায় তারপর গিয়ে পেঁছায়। টেলিগ্রাম পর্যান্ত আমরা পাই না। এই অবস্থা। স্যার, সোনামুড়া এখান থেকে কতদূর ? ফোন লাইন আছে, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে যে সময় ব্যয় করতে হয়, তার পরেও পাওয়া যায় না। ততক্ষণে এক জীপ নিয়ে অনায়াসে আগরতলা এসে ফিরে যেতে পারে। আমরা ফোনের দ্বারা যোগাযোগ করতে পারছি না। এমন কি সোনামুড়া আমার নিজের সাবডিভিশন, এস-ডি-ও এবং বি-ডি-ওর অফিস মাঝখানে ৬ মাইল মাত্র দুরত্ব। এই ৬ মাইলের মধ্যে সাধারণ একটা খবর, সাধারণ একটা খুঁটিনাটি সংবাদ এক অফিস থেকে আরেক অফিসে জীপ নিয়ে অথবা গাড়ী নিয়ে দৌড়াদৌড়ি ছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। টেলিফোন আছে, ওটা পড়ে আছে, প্রশাসনের জন্য এই টেলিফোন ব্যবহার করা যায় না। বি-ডি-ও লিখেছেন, এস-ডি-ও লিখেছেন, আমি নিজে লিখেছি স্যার, এখানকার ইনচার্জ যিনি, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের, আমি আগরতলায় তাকে লিখেছি, কিন্তু একটা উত্তরও নেই। ঠিক এই অবস্থা চলছে। এই পরিস্থিতির অবিলম্বে অবসান হওয়া দরকার। তা না হলে জনগণের জীবনে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করছে এবং আরও করবে। স্যার, ফুড ফর ওয়ার্কস চালু হয়েছে। ফ্লাড হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি খবর পাব, সে খবর পাবার কোন উপায় নেই। ফুড ফর ওয়ার্কসের কোথায় কাজ আরম্ভ হল, খাদ্য পেঁছল কি না কোন খবর পাই না। কাজেই এই পরিস্থিতির অবসান হওয়া দরকার তাই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ— শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় চীফ মিনিষ্টার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, এটাকে আমি সমর্থন করি। কারণ আমরা যদি সাবডিভিশন ভিত্তিক দেখি, তাহলে দেখি কোন কোন সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন আমাদের অসুবিধা হয় এবং তখন যোগাযোগ করার মত কোন ব্যবস্থা সেখানে থাকে না। ঠিক তেমনি ভাবে কোন কোন সময় দেখি ফোনের অভাবে আমাদেরকে বি, এস, এফের ক্যাম্পে গিয়ে ওয়ারলেসের মাধ্যমে আমাদের কাজ চালাতে হয়। তারজন্য যেখানে যেখানে পোষ্ট অফিসগুলি আছে, সেখানে অন্ততঃ একটা একটা করে ফোন থাকা দরকার। বন্যা যখন হয়, তখন গ্রামের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক থাকে না। এছাড়া দেখলাম খোয়াইয়ের মধ্যে এত বৎসর হল আমরা ট্রাংকল করে হয়রাণি হই, তারপরেও কোন যোগাযোগ করা যায় না আগরতলার সঙ্গে। এই রকম হতে হতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা ট্রাংকল বাদ দিয়ে গাড়ী দিয়ে এসে যোগাযোগ করছি। তার ফলে গভর্ণমেন্টের কিছুটা

ইনকাম নষ্ট হয় এবং পাবলিকের টাকা নষ্ট হয়। সেজন্য অন্ততঃ প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে, যে সমস্ত ফোন আছে, সেই সমস্ত ফোনগুলি ঠিক করে যাতে প্রতিটা সাব-ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তারজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এখানে এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পোষ্টেল এবং টেলিফোনের ব্যাপারে যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলছি। বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যে সমস্ত বক্তব্য এখানে রেখেছেন তার প্রায় সবটাই ঠিক। কেননা এই টেলিফোন এবং পোষ্টেল ডিপার্টমেন্ট যে অব্যবস্থা, গাফিলতি সেই ব্যাপারে শুধু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নয়, আমরাও বাস্তবে সেই সমস্ত জিনিস লক্ষ্য করেছি। যেমন আমরা দেখেছি গ্রামে চিঠিপত্র বিলি করার ভার যাদের উপর আছে, সেই পিওনরা ঠিকমত চিঠিপত্র বিলি করেন না। অনেক সময় নিজের পকেটে দিনের পর দিন চিঠি রেখে দেন এবং যাদের কাছে চিঠি দেওয়ার কথা ছিল, তাদের কাছে চিঠি গিয়ে পৌঁছে একমাস, দেড়মাস পর। যার—ফলে মানুষ আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। টেলিফোন এবং পোষ্টেল ডিপার্টমেন্ট, এটা হল দেশের প্রশাসনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যার দ্বারা দেশের সমস্ত মানুষের জীবনের খবরাখবর নির্ভর করছে। কাজেই এই ব্যাপারে যদি অবহেলা করা হয় নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করা দরকার। আমরা জানি পোষ্টেল ডিপার্টমেন্টে যারা কর্মচারী আছেন, তারা বিনা পয়সায় কাজ করেন না। এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তবে একটা কথা এইখানে আমি উল্লেখ করতে চাই। কয়েকদিন আগে আমরা একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। কিন্তু এইখানে যে টেলিগ্রাম অফিস আছে, সেই অফিসে দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমাদের একজন কর্মী ছিল। সে সেখানে চাকুরী করত। টেবিলে টেলিগ্রামখানা পরে থাকতে দেখতে পেয়ে, সে তুলে দেখে এটা আমার নামে। ঐ কর্মীটি থাকার জন্য টেলিগ্রামটি আমাদের হাতে এসেছে। আগরতলা টেলিগ্রাম অফিসে প্রায় ৬ দিন হয় টেলিগ্রামটি এসেছে। সে তখন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলো, আজ ছয় দিন ধরে টেলিগ্রামটি বিলি হয়নি কেন। তখন তিনি বললেন, ওদের নাম চিনি না, ওদেরকে চিনি না, ওদের ঠিকানা জানি না। অদ্ভুত কথা। টেমিগ্রামে পরিষ্কার আমাদের ঠিকানা লিখা ছিল। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রাম যদি বিলি না করে, তাহলে সাধারণ চিঠিগুলির অবস্থা কি হবে সহজেই অনুমেয়। সাধারণ মানুষ কোন দিন আশা করতে পারবেনা যে সে চিঠি পাবে সব সময়। যে আমাদের টেলিগ্রামটি এনে দিয়েছিল বা খুঁজে বের করেছিল সেই লোকটাকে আমি বললাম যে, ঐ কর্মচারীর বিরুদ্ধে আমরা নালিশ করব। কিন্তু ও ভয় পেয়ে আমাকে অনুরোধ করলো যে, না এ কাজ করবেন না। আমার চাকুরীর ভয় আছে। হয়তো আমার উপর এ্যাকশান নিতে পারে। এই সমস্ত বলেও সাহস করল না। এই জন্য আমরা কোন কমপ্লেন করতে পারলাম না। কাজেই এই দিক থেকে লক্ষ্য করলাম, সাংঘাতিক অবস্থা

চলছে। কিংবা জানি না যুব সমিতি বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন কোন কর্মচারী কিনা সেটাও আমরা বুঝতে পারি নি। কাজেই এই যে পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট এবং টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট-এর যে অবস্থা চলছে, সেটার সুরাহা হউক এবং তার প্রতিকার হউক, এই বলে মুখ্যমন্ত্রী যে পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের উপর প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ সম্পর্কিত যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে সারা ত্রিপুরাতে দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে আমরা দেখেছি এই টেলিফোন টেলিগ্রাফে ত্রুটি রয়েছে। ত্রিপুরার একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা টেলিফোন। ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত টেলিফোনের ব্যবস্থা নেই। শুধু ব্যবস্থা ছিল আমলা যারা, যাঁরা মহারাজ, যাঁরা জমিদার, যাঁরা ঐ কংগ্রেসী আমলের মন্ত্রী, এম-এল-এ তাঁদের বাড়ীতে ছিল তাঁদের সুযোগ সুবিধার জন্য। আমরা যখন খুব জরুরী যোগাযোগের জন্য টেলিফোন করতাম, তখন লাইন কেটে দেওরা হতো। এছাড়াও আমাদের পার্টির অনেক পত্র-পত্রিকা কমরেডরা রেখে থাকেন। কিন্তু সেগুলি ওরা রেখে দিত আমরা সেগুলি পেতাম না। অনেক সময় অফিসিয়্যাল বা বিধানসভা থেকে যে সব চিঠি-পত্র যায়, ঐ চিঠি-পত্র সময়মত আমরা পাই নি। যদিও পাই, এত দেরীতে পাই যে, আর আসার সময় থাকে না। এই সমস্ত দুর্নীতি ঐ কংগ্রেসী আমলে হয়েছিল। আজকেও মুষ্টিমেয় কিছু কিছু কর্মচারী যারা এই রকম জরুরী চিঠি-পত্র নিয়ে দুর্নীতি করছে এই দিকে যেন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার দৃষ্টি রাখেন এই অনুরোধ রাখছি। ত্রিপুরায় যে দুর্গম এলাকা এবং বিভিন্ন এলাকায় আজ দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী আমলে কোন পোষ্ট অফিস হয়নি, যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়নি—মানুষের একমাত্র যোগাযোগের ব্যবস্থাই হচ্ছে চিঠিপত্র, ঐ সব চিঠিপত্র পেতে বিরাট অসুবিধা হয়। আমরা ধর্মনগরের মধ্যে ঐ কাঞ্চনপুর, পেঁচারথল কিংবা ট্রাইবেল এলাকাতে পোষ্ট অফিস নেই। কুর্তি, মধ্য রাজনগর-এর বিরাট এলাকা, এই এলাকার মধ্যে পোষ্ট অফিস নেই। সিধাই লাল ছড়াতে পোষ্ট অফিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এলাকাবাসীর দাবী থাকা সত্বেও, এবং অভয় চরণ নামে এক ব্যক্তির বাড়ীতে পোষ্ট অফিস করার জন্য স্থান দেওয়া সত্বেও, ঐ কংগ্রেসী আমলে পবিত্র চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি, তার বাড়ীতে পোষ্ট অফিস নিয়ে বসিয়েছিলেন। এই পোষ্ট অফিস এইখান থেকে তুলে যেন বাজারে বসানো হয়, এর জন্য মাননীয় বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অনুরোধ রইল। এছাড়া ধর্মনগর এস, ডি, ও, অফিস থেকে পানিসাগরের বি, ডি, ও, অফিসের দূরত্ব প্রায় ৮।৯ মাইল। সেখানে যোগাযোগ করতে বিরাট অসুবিধা হয়। ঐ কুর্তি, ঐ পেঁচারথল থেকে সময়মত গাড়ী পাওয়া যায় না। আমরা অনেক কষ্ট করে সেখানে গিয়ে হয়ত দেখতে পেলাম বি, ডি, ও, অফিসে নেই। এই ভাবেই আমাদের জরুরী কাজটা নষ্ট হয়ে যায়। যদি আমাদের এইখানে টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে আর জরুরী কাজটা নষ্ট হতে পারত না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর এই টেলিফোনের উপরে কিছু না

বলে এইখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে ঐ প্রস্তাবটা যাতে তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী করা হয়, তার জন্য আমার অনুরোধ রইল। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস---মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই ব্যাপারে অল্প কিছু বলব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। কারণ প্রস্তাবটি এখানে যে আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবটির বিশেষ করে আমি প্রস্তাবটিয় ১৩ নাম্বারে যে আছে "Removal of corrupt practices and other malpractices being done in this revenue yielding department". এখানে আমি টেলিফোন দপ্তর সম্পর্কে বলতে চাই, ৩১১ ধারায় সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে, প্রাইম মিনিষ্টারের কাছে আমি এই ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ করি, এই যে টেলিগ্রাম আনা হল, তা গ্রহণ করা হল না। বলা হল, এটা পাবলিক ইন্টারেষ্টের বিরুদ্ধে। তাই এটা আমরা গ্রহণ করতে পারব না। আমি একটা ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ যেখানে করেছি, সেখানে তা গ্রহণ করা হল না। আমি ইমারজেন্সির কথা বাদই দিলাম। বর্ত্তমানেও এই রকম হচ্ছে। এই রকম দুর্নীতি এখনও এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে রয়ে গেছে। আমার বাড়ীতে টেলিফোন আছে। কিন্তু সেটা প্রায়ই অচল থাকে। অচল থাকলে আর যোগাযোগ করা যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিতে প্রায়ই ফোন অচল অবস্থায় থাকে। বিশেষ করে পৌর নির্বাচনের সময় ১৪৮ নাম্বার ফোন বন্ধ, আমার টেলিফোনও বন্ধ। গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিতে টেলিফোন বন্ধ করে দেওয়া হয় অথবা জরুরী কাজের জন্য যদি টেলিফোন দরকার হয়, তখন আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করার পরও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কিছুদিন আগে ডিস্ট্রিক্ট টেলিফোন অফিসারের কাছে ৫-৭ শত কর্মচারী, তার নিজের কর্মচারী, ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি ৩০-৩৫টি সংগঠন বিক্ষোভ জানালেন। এই রিজিলিউশান যখন নেওয়া হচ্ছে, তার আগেই দিল্লীতে মন্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম করা হয়েছে যে এখানে ম্যাল প্রেকটিস আছে, সেটা দূর করা হউক। এই দপ্তরের কর্মচারীরা বলেছেন যে এখানে ম্যাল প্রেকটিস আছে, সেটাকে দূর করা হউক। ফলে এখান থেকে ২ জন ভাল লোককে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ডি. ই. টির কাছে গিয়ে বললাম এই দুইজনকে ট্রান্সফার করলেন কেন? তখন উনি বললেন আচ্ছা এটা কনসিডার করা হবে। কিন্তু কনসিডার এমনই করলেন ২ জন তো ট্রান্সফার হলই, আরও ৪ জনকে ট্রান্সফার করে দিলেন। ঐখানে একজন কর্মচারী আছেন, যিনি ২৪ ঘন্টা কাপড়ের দোকানে থাকেন, কাপড়ের ব্যবসা করেন অথচ ঠিকমত বেতনও নিচ্ছেন, ওভারটাইমও পাচ্ছেন, আবার কাপড়ের ব্যবসাও করছেন। তাছাড়া ওখানে কিছু কিছু কর্মচারী আছেন, যারা ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের কাজও করছেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলছেন, তখন সে আড়ি পেতে শুনে, তার দলের লোকদের কাছে লাইন দিয়ে বলল—'দাদা মুখ্যমন্ত্রী কি বলছেন শুনুন।' আমার সামনে এই ধরনের ঘটনা হয়েছে। ইট ইজ এ সিরিয়াস মেটার। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ আছে, সেটা মেনে নিলাম। কিন্তু টেলিফোন কর্মচারীরা আই-বির কাজ করবে, কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা অন্যত্র পাচার করবে,

সেটাতো সাংঘাতিক ব্যাপার। ভারতবর্ষের ২২–২৩টা রাজধানীর মধ্যে আগরতলাও একটা রাজধানী। অথচ এখানে টেলিফোন ও পোস্টাল সিস্টেম মান্ধাতা আমলের মত ফেলে রাখা হয়েছে। এই দপ্তরটির উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না। অথচ কেপিট্যাল হিসাবে এই শহরের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। কাজেই টেলিফোন একসচেঞ্জ সম্পর্কিত যে রিজলিউশানটি এখানে আনা হয়েছে, সেটা খুব সঠিক সময়ে এখানে আনা হয়েছে। আর এখানে যে সমস্ত ঘু ঘু-রা বাসা বেঁধে রয়েছে, তাদের বাসা যদি না ভাঙ্গা যায়, তাহলে এই দপ্তরটির উন্নতি করা যাবে না। তারজন্য এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এবং এই প্রস্তাবের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছি—কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই প্রস্তাবকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করেন, তাহলে এই রিজলিউশানটা বাইরের পিপল দ্বারা এক্সপেটেড হয়েছে এবং তারা ডেফিনেটলী একটা আন্দোলন চালাবে। এই কথা বলে প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—শ্রীবীরেন দত্ত।

শ্রী বীরেন দত্তঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি একটা কথা বলছি, গত পরশু দিন আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে একজন ব্যবসায়ী মদমত্ত অবস্থায় একজন ইঞ্জিনীয়ারকে সাংঘাতিকভাবে চার্জ করে। সেই ইঞ্জিনীয়ারের স্টাফের লোক, ওরা ইউনিয়নও করে, তারা সাথে সাথে ব্যাপারটি ডি-ই-টিকে জানায় স্যার, এই ঘটনাটা আপনাকে জানাচ্ছি যে ঐ ব্যবসায়ী ইঞ্জিনীয়ারকে লাথি মেরে ঘর থেকে বেড় করে দিয়ে বলে যে, 'বেড়িয়ে যা শালা' এই সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছে আপনি পুলিশে খবর দিন। উনি বললেন—না না পুলিশে খবর দিতে হবেনা, আমি দেখছি ব্যাপারটা কি হয়েছে। কিন্তু কিছুই করেননি। ঐ ব্যবসায়ীর সংগে সংযুক্ত একটি বেনামী টেলিফোন এর মাধ্যমে খবর যায়। যে লোকটির নামে টেলিফোন আছে, সে এখানকার নাগরিক নয়, বাংলা-দেশের নাগরিক। সে টেলিফোনটি ব্যবহার করতে চাইলে ওরা আপত্তি জানায় এবং বলে যে এটার সম্পর্কে ডিসপিউট আছে। কিন্তু এত ঘটনা জানা সত্বেও ডি-ই-টি পুলিশে খবর দেননি। গুণ্ডা, বদমাস সব টেলিফোনে বসিয়ে লুট করবে, আর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলে, উনি রিফিউস করবেন। এটা একটা মারাত্মক ঘটনা। কাজেই আমি হাউসের সামনে রাখলাম। হাউস সেটা দেখবেন।

Mr. Deputy Speaker—Discussion on the Resolution is over.

Now I am putting the resolution to vote. The question before the House is the resolution moved by the Hon'ble Chief Minister :—

"That the Tripura Legislative Assembly requests the Central Government to take immediate measures for improvement of P & T Services in Tripura, firstly by establishing a separate circle in the state, and then by adopting the following measures :

1. Upgradation of Agartala (State Capital) Post Office to a Grade I Post office under one gazetted postmaster.

2. Upgradation of the existing Post Offices at all District level to head Post Offices and at Sub-divisional level to one office manned by Selection Grade Officer.

3. Central of the Divisional Office situated at Hq. by a Senior Superintendent so at to expand the wing.

4. Extension of postal spheres to a combined sub-office with telephone exchange facilities at every block level, and, contruction and improvement of buildings of P & T Department.

5. Conversion of all 'Extra-Departmental' Post Offices into regular Post Offices.

6. Proper supervision, maintenance and care of equipments in the hilly and backward areas as well as in all border areas of Tripura State in respect of Telephone and Telegraph wings.

7. Installation of modern scientific equipments in the Telephone wing.

8. Extension of Micro-wave system throughout the state on round the clock basis considering the remoteness and stratagic position of this State.

9. Installation of Auto-exchanges in and around Agartala town.

10. Proper manning of the Postal and Telephone & Telegraph wings in order to avoid extra hours of work performed by the workers after augmentation of staff strength on the basis of increased workloadys.

11. Regularisation of the services of 'extra-departmental' employees, who receive meager wages (Just Rs. 100/- per month), and the services of muster-roll workers into fullfleged employees, in consideration of their long continuous service in the Postal and Telephone & Telegraph wings.

12. Formation of independent cadre controlling authority in order to strengthen the system at his own accord, improve medus operandi, extend various facilities to its employees and workers and possible help to implement developmental programme.

13. Removal of corrupt practices, and other malpractices being done in this revenue Yielding department.

14. Formation of a State-level Advisory Committee with 3 MPs, 2 MLAs and 2 Representatives of the State Government to advice the P & T Department on matters related to improvement of P & T Services in Tripura,"

The Resolution was put to voice vote and passed unanimously.

—ঃ বে-সরকারী প্রস্তাব :—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো 'বে-সরকারী' প্রস্তাব'। আজকের কর্মসূচীতে দুইটি বেসরকারী প্রস্তাব আছে। প্রথম প্রস্তাবটি হলো ঃ—'এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, ত্রিপুরায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি সাপক্ষে বেকারদিগকে মাসিক মং ১০০'০০ (একশত) টাকা হারে বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ অবিলম্বে বরাদ্দ করা হউক'।

প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার প্রস্তাবটি হাউসের সামনে এখন পেশ করছি—এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, ত্রিপুরায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি সাপক্ষে বেকারদিগকে মাসিক মং ১০০'০০ (একশত) টাকা হারে বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ অবিলম্বে বরাদ্দ করা হোক।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই সভায় আমি যে প্রস্তাব পেশ করলাম, আশা করি এই সভার মাননীয় সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবের পক্ষে তাঁদের মতামত পেশ করবেন। কেননা আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে আজকে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা সারা ত্রিপুরাতে একটা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আজকে যে বেকার সমস্যা সেটা ত্রিপুরার যে অর্থনৈতিক অবস্থা, সেই অর্থনৈতিক অবস্থাকে একটা চ্যালেঞ্জ এর মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমরা দেখেছি যে এই বেকার সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার মূল যে কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা অংশ বিশেষ, এই ধনতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মমুখী বা জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। সমস্তটাই একটা অগণতান্ত্রিক এবং একটা শ্রেণীর স্বার্থে এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাটা চলছে! কাজেই এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা যেহেতু সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়, যেহেতু দেখা যায় একটা বিশেষ শ্রেণী এর থেকে সুযোগ সুবিধা নিয়ে থাকে, এবং আমরা দেখেছি যে গত ৩০ বছরে ত্রিপুরা তথা সারা ভারতবর্ষে এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে একটা অপসংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। এই অপসংস্কৃতির বেড়াজালের ফলে আমাদের দেশের যুবমানব এবং ছাত্রদের মধ্যে যে পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকে তারা সঠিক পথ বেছে নিতে পারছে না, যার ফলে তারা বিপথগামী হচ্ছে। আমরা জানি এই ব্যবস্থাকে যদি ভাঙ্গা না যায়, তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি হবে না। যাই হোক আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং এই বামফ্রন্ট সরকার-এর আমলে যাতে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, সুস্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তারজন্য তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের দেশে এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা, এটা সেই ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে কেরাণী স্কুল

গড়ে তোলার জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা স্কুল কলেজ পাশ করে বেরিয়ে এসেছে, তারা সঠিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেনি এই কারণেই যে, এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাটা গণতান্ত্রিক নয়। একটা ছাত্রকে তার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয় নি। যেমন একটি ছাত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে বা যখন সে আর্টস নিয়ে পড়ে, তার মেরিট টেস্ট করা হয় না, সে কোন্ বিভাগের জন্য উপযোগী। অথচ তাকে অন্ধ এর-মতো অনুসরণ করে যেতে হয়, এই জন্য যে ভবিষ্যত চাকুরীর নিরাপত্তা, জীবিকার সংস্থান হবে। কিন্তু স্কুল বা কলেজ থেকে পাশ করার পর তাদের আর জীবিকার সন্ধান মেলে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের দেশের আর একটি বেকার সমস্যার মূল কারণ হোল এখানে কোন কল কারখানা নেই। পূর্বের কংগ্রেস সরকার-এর আমল থেকে আমরা দেখছি এই রাজ্যে সুষ্ঠ উন্নতির জন্য তাঁরা কোন চেষ্টা করেন নি। এ রাজ্যে শিল্পের বিকাশ হোক, বেকার সমস্যার কি ভাবে একটা স্থায়ী সমাধান করা যায়, সে জন্য আগেকার সরকার কোন চেষ্টা করেন নি। আমাদের ছাত্ররা ও যুবকরা এবং বামফ্রন্টে-এর সব দলগুলি এই নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরাতে আন্দোলন করেছে যে, রেলওয়ে লাইন স্থাপন করে ও শিল্প স্থাপন করে বেকার সমস্যার একটা সুস্থ সমাধান করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার তঁাদের আমলে এই দিকে কোন নজর দেন নি, ফলে বেকার সমস্যা আমাদের সামনে আজ ভয়াবহ পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখেছি যা এই বিধান সভাতেও দু দু'বার সর্বদল সম্মত ভাবে ত্রিপুরাতে রেলওয়ে পথ সম্প্রসারণ করার জন্য ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত আমরা প্রস্তাব নিয়েছি। কিন্তু আমরা দেখেছি এখনও পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন; এই ব্যাপারে তারা কোন কর্ণপাতই করছেন না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ত্রিপুরাতে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য, কেননা এই রেল পথের উপর নির্ভর করছে ত্রিপুরাতে কল কারখানা গড়ে উঠবে কি না; ত্রিপুরার বিকাশ হবে কি না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে, যেহেতু এখানে কোন কলকারখানা নাই; সেহেতু এখানে রেলপথ সম্প্রসারণ হতে পারে না। আশ্চর্য্যের কথা—আমাদের প্রশ্ন আগে রেলপথ হবে, না কারখানা হবে? যদি রেলপথ না আসে, তাহলে কিভাবে কলকারখানা স্থাপন হবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ শিল্পের জন্য যে যন্ত্র পাতি দরকার; সবই রেলের মাধ্যমে আসতে পারে এবং সেটা এখানে বিকাশ লাভ করতে পারে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রেলপথের দাবীটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন, এটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। এটা আমরা মনে করি এটা একটা ষড়যন্ত্র এবং ত্রিপুরার মানুষের যে দীর্ঘদিনের দাবী সেটা কি উপেক্ষা করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে জনতা সরকার নির্বাচনী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে অনুন্নত অঞ্চল যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর তারা গুরুত্ব দেবেন; সেখানে রেলপথ সম্প্রসারণের উপরও তারা গুরুত্ব দেবেন. কিন্তু তারা তাদের প্রতিশ্রুতি আদৌ পালন করেন নি। জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ সাহেব বড় বড় বুলি দিয়ে গিয়েছিলেন, উনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে রেলপথ ত্রিপুরায় আনবেন। কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে বাংলাদেশে সব সময় একটা অস্থিরতা থাকে, কাজেই বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে রেলপথ সম্প্রসারণ

না করে, সেটা ত্রিপুরার বুকের উপর দিয়ে করতে হবে। এখন আমরা দেখছি যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তারা পালন করেন নি।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এইভাবে দাবিয়ে রাখার জন্য যে নীতি দীর্ঘ ৩০ বছর যখন কংগ্রেস আমলে চলে আসছিল; আজকে জনতা সরকারের আমলেও তারা সেই জিনিষ করছেন। তারাও চাইছে না ত্রিপুরার উন্নতি হোক। কারণ তারা চাইছেন না ত্রিপুরাকে কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে রাখতে। ত্রিপুরা যদি স্বনির্ভরশীল হয়ে, যায়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হাত পাততে হবে না। সেটা হয়ত তারা আদৌ বুঝতে পারছেন না, না হয় বুঝতে চেষ্টা করছেন না।

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলেছিলেন যে তিনি ১০ বছরের মধ্যেই বেকার সমস্যার সমাধান করে দেবেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে কি করে তারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। কেন না আজকে ওই যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এর মূলে যে কারণ, সেই কারণটা হয়ত উনি অনুধাবন করতে পারছেন না। আজকে যে রাজ্যে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, কলকারখানা নেই, সেখানে বেকার সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়, সেই জিনিসটা হয়ত অনুধাবন করতে পারছেন না। অনুধাবন করতে পারলে কলকারখানার উপর এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতেন। আমরা কিছুদিন আগেও পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে উনি বলেছেন যে উনি বেকার ভাতার বিরোধী। আমরা বেকার ভাতা চাইনা। কিন্তু যেখানে বেকাররা কর্ম সংস্থান করতে পারছে না, সেখানে কেন তাদের বিকল্প হিসাবে বেকারভাতা দেওয়া হবে না বুঝতে পারছি না। তাদের কাজের সৃষ্টি করে, তারপরেই আমরা বলতে পারি তাদের বেকার ভাতা দেব না।

অনারেবল ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এই অবস্থায় আমরা বাধ্য হচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রাখতে যে যতদিন তাদের কাজের কোন সংস্থান না করা যায়, ততদিন তাদের বেকার ভাতা দিতে হবে। আজকে বেকারদের পারিবারিক যে অবস্থা, তাদের যে একটা সংকট, তাদের যে মেনটালিটি, তাদের যে মানসিকতা, সেই মানসিকতাকে ধরে রাখার মত কোন সুযোগ সুবিধা নেই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে ভারতবর্ষের সংবিধানে কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে প্রত্যেকটা গণতান্ত্রিক দেশে কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে যেখানে গ্রহণ করা উচিত, সেখানে বার বার সমস্ত দেশের সংবিধান খুজে একটা সংবিধান করা হয়েছে, সেখানে কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। অথচ এটা একটা প্রয়োজনীয় এবং জীবনের বাস্তব সমস্যা, যেটা সমাজের একেবারে গভীরে রয়েছে।

কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পাঞ্জাব সরকার বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই অবস্থায় আমাদের এখানে দাবী তুলছি যে এখানেও যেন বেকারদের ভাতা দেওয়ার

ব্যবস্থা করা হয়। এই কথা আমি এই জন্য বলছি যে আজকের যে বেকার সমস্যা, সেটা ১০ বছর পরে আরও বাড়বে। ইতিমধ্যেই যে অবস্থা দাড়িয়েছে, ৬০ হাজার বেকারের নাম এমন এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং নাম রেজিষ্ট্রি হয় নাই এখনও বেকার রয়েছে। কাজেই আরও বেকার বাড়বে যদি শিল্পের সম্প্রসারণ না হয় এবং রেলের সম্প্রসারণ না হয়। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা এই দাবী রাখছি যে যতদিন না বিকল্প কাজের সংস্থান করা যায়, ততদিন বেকারদের মাসিক ১০০ (একশত) টাকা করে দিতে হবে। এই কথা বলেই আমি হাউসের কাছে আবেদন রাখছি তারা যেন সর্বসম্মতিক্রমে আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবী তুলে ধরেন। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, মাননীয় সদস্য গোপাল দাস বেকার ভাতা সম্পর্কে প্রস্তাব এই হাউসে উপস্থিত করেছেন। এই প্রস্তাব আমি সর্বোতভাবে সমর্থন করি। এই বেকার ভাতা, বেকারদের চাকুরী অথবা বেকার ভাতা, এই আন্দোলন আজকে নূতন নয়। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই আন্দোলন করেছি। আমরা যখন কংগ্রেস শাসনে বিরোধী দলে ছিলাম তখন থেকে আমরা এই হাউসে বার বার এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা এইরকম কোন সমর্থন পাই নি। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব এই হাউসে, সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রথম উত্থাপিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় এবং এই নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছি বলেছি। এটা বেকারদের ন্যায়সঙ্গত দাবী। সদরে যে সব যুবক আমরা আছি, গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশান, উপজাতি যুব ফেডারেশান, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, এই চারটা যুব সংস্থা মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রেখেছিলাম যে কাজের অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হউক। আজকে দেখা গেছে ছোট রাজ্য ত্রিপুরায় অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যান্ত খারাপ এবং রাজ্য সরকার তার সীমিত আয় এবং সীমিত ক্ষমতা দিয়ে এই ত্রিপুরার যে ৬০।৭০ হাজার বেকারকে বাঁচানোর মত কোন পথ নেই। কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্যে নেই শিল্প, নেই এমন কোন ফ্যাক্টরী, যেখানে হাজার হাজার যুবককে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। সুতরাং বেকারদের কাজের যে অধিকার, এটা তাদের গণতান্ত্রিক এবং মৌলিক অধিকার। আমরা লক্ষ্য করেছি, যে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ আছে, সেই সব দেশে কোন বেকার নেই, সেই দেশের বেকারেরা তাদের কাজেয় জন্য বা চাকুরীর জন্য আন্দোলন করছে না। এমন কি ধনতান্ত্রিক যে দেশ আছে, আমরা লক্ষ্য করছি, সেই-সব দেশেও কিছু কিছু বেকারকে বেকার ভাতা দেওয়া হয়। অবশ্য ১৯৭২ সালে আমরা যখন এই হাউসে বেকার ভাতার দাবী নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম, তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়া হয়। আমরা বলেছিলাম যে, আপনারা একটু ভাল করে পড়াশোনা করুণ, তাহলে জানতে পারবেন যে কোন্ কোন্ ধনতান্ত্রিক দেশ বাদ

দিয়ে যেখানে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা আছে, যেখানে দলমতের শাসন ব্যবস্থা আছে, সেই সব অনেক দেশে বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়া হয়। সুতরাং এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। আমরা আরও দেখছি কেন্দ্রে যে জনতা সরকার এবং জনতা পার্টি আছে, তাঁরাও তাঁদের নির্বাচনের সময়ে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন যে বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু আজকে এই সমস্যাটাকে তারা আর তুলে ধরতে চান না। কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্যা, সেটা এখানে তুলে ধরতে চাই। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশী এবং বেকারের সংখ্যাও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। কারণ এই বেকার একটা বিরাট বোঝা, এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে ২/৪ দিনের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব নয় এবং এটা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষেও সম্ভব হবে না। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তাতেও কুলিয়ে উঠবে না। কাজেই আমারা এজন্য শিল্পের দিকে বেশী জোর দিতে চাই এবং শিল্প যদি ত্রিপুরা রাজ্যে গড়ে উঠে এবং তার সংগে সংগে যদি রেল সম্প্রসারণ-এর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে পর সম্পূর্ণ বেকার সমস্যার সমাধান হবে না বটে, কিন্তু আংশিক বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে আমরা আশা রাখি। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬২ সালে পাশ করেও অনেক বেকার চাকুরী পাচ্ছে না, কারণ তাদের বয়স পেরিয়ে গেছে। অবশ্য কংগ্রেস আমলে সরকার চাকুরী পাওয়ার বয়স ৩০ বছর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবং ৩০ বছর বয়স বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৬০ বা ১৯৬২ সালে যে ছেলে পরীক্ষা পাশ করে বসে আছে, তাদের চাকুরী হয়নি কারণ তাদের বয়স পেরিয়ে গেছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই ৩০ বছরের বয়ঃসীমাকে ৩৫ বছর বাড়িয়ে দিল। তাতে দেখা যাচ্ছে যে অনেকের বয়ঃসীমা ওভার হয়ে গেছে, আর তাদের চাকুরী পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আজকে বেকারদের যে সমস্যা, সেই সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্য সরকার একটা নিয়োগ নীতি তৈরী করেছেন এবং এই নিয়োগ নীতির মাধ্যমেও দেখা গেছে যে অনেক বেকার নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে, তারা অনেকে না খেয়ে মরছেন আর কেউ বা মনের দুঃখে ফলিডল খেয়ে মারা যাচ্ছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই আগরতলা শহরেই অনেক পাশ করা বেকার আছে, যারা রিক্সা চালায়। আমি জানি অনেক বেকার ছেলে পাশ করেও চাকুরী পাচ্ছে না, তাই অনন্যোপায় হয়ে রিক্সা চালাচ্ছে। এই তো কিছুদিন আগে যখন শিক্ষক পদের জন্য লোক নেওয়া হয়েছিল, তখন একটা পাশকরা ছেলে, যে রিক্সা চালাতো, সে ঐ নামের তালিকা দেখতে গেল। অথচ উপস্থিত অনেক লোক তাকে বলতে শুরু করলো যে তুমি কেন বাবু এখানে এসেছ? সে বল্লো কিছু না, আমি এমনি একটু এসেছি। যা হউক সে নামের তালিকায় তার নাম দেখতে পেল। কাজেই এই যে চরম একটা অবস্থা, যেটা কংগ্রেস আমলে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার থেকে যদি মুক্তি পেতে হয়, তাহলে মাননীয় সদস্য গোপাল দাশ যে দাবীটা এখানে উত্থাপন করেছেন, তাকে অনতিবিলম্বে হাউস মেনে নেবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার, জনতা সরকার, তার উপর অবশ্যই গুরুত্ব দিবেন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান যে অবস্থা, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশা করব যে ত্রিপুরাতে যারা বেকার আছেন, তাদের চাকুরী অথবা বেকার

ভাতা দিয়ে তাদের বাঁচার একটা পথ বা সুযোগ করে দেওয়া হবে, এই অনুরোধ আমি রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বেকার ভাতার উপর মাননীয় সদস্য গোপাল দাস যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। জমিদার এবং বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায়, ভারতের কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও লক্ষ লক্ষ হাত কাজ করার মত, যারা সক্ষম, কাজ করতে আগ্রহী, কিন্তু ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বিরাট বেকার বাহিনী গ্রাম এবং শহরে ওরা সৃষ্টি করেছেন। ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, যেখানে শাসনের উপর ভিত্তি করে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে লাখ লাখ বেকার। ইন্টারনেশান্যাল লেবার অর্গেনাইজেশানের হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে ২৩টা গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন বেকার। এবং একমাত্র ইউ, এস, এ-তেই ৭ মিলিয়ন বেকার। অথচ পাশাপাশি আমরা দেখছি যে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কোন বেকার নেই। ১৯৫৮ সালে চীন, ৮০ কোটি মানুষের দেশ, সেখানে বেকার সমস্যার সমাধান তারা করেছেন। এমন কি যারা শারীরিক দিক থেকে অক্ষম, তাদেরও শক্তি অনুসারে সরকার থেকে তাদের ব্যবস্থা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক চীনের সংবিধানের ২৭ ধারায় কাজের অধিকারকে তাঁরা মৌলিক অধিকার হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং রাষ্ট্র সেখানে সবাইকে চাকরী দেবার গ্যারান্টি দিয়েছেন। কিন্তু ৩০ বছরে ভারতবর্ষে, যে সংবিধান অনুসারে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার মত একটা বিষয়কে ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল অব দি স্টেট পলিসি, অর্থাৎ নির্দেশাত্মক একটা নীতিতে নেওয়া হয়েছে। যেখানে ভারতবর্ষ যারা গঠন করবেন, ঐ যুব সমাজ, তাঁদের জন্য সংবিধানে চাকুরীর অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে বিধিবদ্ধ না করে; সেটাকে ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপাল অব দি স্টেট পলিসী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আজকে ৩০ বছর পর কংগ্রেসী শাসনের যখন অবসান হল তখন আমরা স্বভাবতই মনে করেছিলাম এবং ভারতবর্ষের যুবসমাজ মনে করেছিল যে জনতা সরকার একটা সুষ্ঠু পদ-ক্ষেপ গ্রহণ করবেন এই সমস্য সমাধানের জন্য এবং ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রী মোররজী যে দিন মন্ত্রী সভা গঠন করেছিলেন, তার পরদিন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবর্ষের বেকার সমস্যা আগামী ১০ বছরের মধ্যে সমাধান করবেন। জনতা পার্টিও তার নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কাজের অধিকার'ক মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু সেই দিকে কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত জনতা সরকার দেন নি। উপরন্ত যখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বেকার ভাতার প্রশ্ন উঠে এবং সেটা পাশ হয়ে যায় তখন রাতারাতি কেরালা এবং পাঞ্জাব বিধান সভায়ও পাশ হয়ে যায়, তখন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর বিরুদ্ধে কথা বললেন। তিনি বললেন যে দেশের যুবকদের যদি বেকার ভাতা দেওয়া হয়, তাহলে দেশের যুবকদের ইনসেন্টিভ

কমে যাবে। এটা সত্যি দুঃখজনক—কারণ যারা বেকার, তারা ভিক্ষা চায় না, বেকার ভাতা তারা চায় না, তারা দান চায় না। একজন যুবক স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক। রাষ্ট্র তাকে খাওয়ার অধিকার দিচ্ছে না, সমাজ ব্যবস্থা তাদের খাওয়ার পরার সুযোগ দিচ্ছে না এবং সে বেকারত্বের জন্য সেই যুবক বা যুবতী তারা দায়ী নয়। একটা নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, সেই সমাজ ব্যবস্থার বলি হয়েছে ভারতবর্ষের কোটী কোটী যুবক। সুতরাং এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এই বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে ৬০ হাজার বেকার-আমরা তাদের জন্য দীর্ঘ দিন যাবত লড়াই করেছি, তাদের জন্য সংগ্রাম করেছি, তাদের বেকার ভাতার জন্য। গত মে মাসে নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের এ. আই ইউ, সি-র মিটিংয়ে আমি যাই, তখন নর্থ ফ্রন্টিইয়ার রেলওয়ের জেনারেল মেনাজার-এর হিসাবে দেখা যায় যে নর্থ ফ্রন্ট ইয়ার রেলওয়ের ৭ টা লাইন আছে। যারা গত সাত বছরে সাত কোটী টাকা লোকসান দিয়েছে। আমরা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য রেলওয়ের দাবিতে লড়াই করেছি। আজ এই কথাই আমরা বিগত কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছিলাম এবং এখন জনতা সরকারকেও জানাচ্ছি যে এই ত্রিপুরাতে যতদিন পর্যন্ত রেল লাইন না আসে, ততদিন বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে আমাদের দাবি এ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে, এই বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য যে সমাজ ব্যবস্থা চালু আছে, তার পরিবর্তন চাইছি। তার পরিবর্তন সাপক্ষে, আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার হিসাবে, আমরা বেকার ভাতার দাবি করছি। সেটা কেন্দ্রীয় সরকরের কাছে আমাদের আবেদন যে আমূল ভূমি সংস্কার ছাড়া, আমূল শিল্পায়নের সংস্কার ছাড়া, এই বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সুতরাং এই বেকার সমস্যার সমাধান যতদিন না করা যায় ততদিন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এই বেকার ভাতার প্রস্তাব যে মাননীয় সদস্য গোপাল দাস পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার—শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহাশয় যে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন, তাতে ত্রিপুরার বেকাররা সান্তনা পাবেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমরা বিরোধী গ্রুপের যারা আছি, তাঁরা এই প্রস্তাবে আশ্বস্ত হতে পারি না। এই প্রস্তাবে বেকারদের সম্পর্কে সরকারের কোন রকম আন্তরিকতা আছে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এটা আমরা মনে করি যে কুম্ভী-রাশ্রু—কারণ আমরা আমাদের বাজেট বক্তৃতার সমালোচনা করেছিলাম যে, বাজেটে বেকারদের জন্য কোন রকম প্রভিশান রাখা হয় নাই। এই বাজেট পাশ হয়ে গেল, এখন একটা প্রাইভেট রিজোলিউশান আনা হল বেকারদের সম্পর্কে। তারা বলেছেন যে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বেকার ভাতা দেওয়া হবে। আর সরকার পক্ষ তথা বামফ্রন্ট সরকারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁরা বেকার ভাতা দেবেন। কিন্তু আজকে সরকারে বসেই

তাঁরা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করছেন যাতে বেকার ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু এর দ্বারা বেকার সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের যে দায়িত্ব সেটা পালন করা হচ্ছেনা, সেজন্যই এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করতে পারছি না। যদি এটা থাকতো যে সরকার থেকে যথাযথ ভাবে চেষ্টা করা হবে, তাহলে কিছুটা আশা করা যেত। আমরা দেখছি যে কয়েক জন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশে বেকার নেই। এটা ঠিক। কেন বেকার নেই? আমরা দেখছিলাম যে ত্রিপুরাতে যে সব প্রাইমারী টিচার্স আছেন তারা সাড়ে তিন'শ/চারশ টাকা বেতন পেতেন। কিন্তু এখন তাঁদের দেড়'শ টাকা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যেখানে একজন লোকের বেতন ছিল, আজ সেখানে তিন জন লোকের বেতন সেই টাকায় দেওয়া হচ্ছে। কাজেই সমাজতান্ত্রিক দেশেবেকার থাকতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক দেশে মানুষ হচ্ছে সরকারের কাছে একটা যন্ত্র। সরকারী যে ব্যবস্থা আছে, তাই তাদের মেনে নিতে হবে—সেখানে দেড়শ' টাকাই হউক, আর একশ' টাকাই হউক। কাজেই এই যে রিজোলিউশান আনা হয়েছে, এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা। এর দ্বারা জনসাধারণের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব আছে, যে প্রতিশ্রুতি আছে, সেই দায়িত্ব, সেই প্রতিশ্রুতি তাঁরা পালন করতে চাইছেন না। সেজন্য এটা আমরা সমর্থন করতে পারিনা। এটা বেকারদের সংগে ঠাট্টা করার মত মনে হচ্ছে। সেজন্য আমি বলছি যে এই প্রস্তাবে আমরা আশ্বস্ত হতে পারিনা এবং বেকারাও এতে আশ্বস্ত হতে পারবেন বলে আমরা মনে করতে পারছিনা। সেজন্য আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—মাননীয় ডিপুটি স্পিকার, স্যার, মাননীয় সদস্য গোপাল দাস বেকার ভাতা বা বেকারদেরকে কাজ দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে, অবশ্য মাননীয় সদস্যরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন যে বেকার ভাতা দিয়ে বেকারদের কতটুকু বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা ভাল করে জানি যে বেকার ভাতা দিলেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। ভূমি সংস্কার এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র রাস্তা। সেজন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে বেকারদেরকে নিয়ে সেখানে লড়াই করেছি। সেখানে ভূমি সংস্কার করে প্রকৃত কৃষকদের হাতে জমি দিয়ে, এই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার জন্য আমরা আন্দোলন করে আসছি! আমরা জানি এই ১৫০ টাকা বেকার ভাতা দিলেও বেকার সমস্যার সমাধন হবে না যতদিন পর্যন্ত এই পুঁজিপতি শাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই পুঁজিপতিদের যারা প্রতিভু এই জনতা সরকারই বলুন, এই কংগ্রেসই বলুন, সি. এফ. ডি বলুন, যতদিন ওরা ক্ষমতায় থাকবেন, ততদিন পর্য্যন্ত টাটা, বিড়লা গোষ্ঠী, আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ, জাপান, জার্মান সেখানে ভারতবর্ষের মধ্যে পুঁজিকে বাড়িয়ে নিয়ে যাবেন কিন্তু বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। তাই বিশেষ করে, মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টি দীর্ঘদিন ধরে আমরা লড়াই করে আসছি এবং আমাদের মূল লক্ষ্য, আলটিমেট গোল, সমাজ

তন্ত্রের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতে বেকার সমস্যা নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশে যারা অথর্ব, যারা পংগু, তারাও সেখানে কাজ পায়। সমাজ তান্ত্রিক দেশ রাশিয়া, চীন সেখানে বেকার সমস্যা নেই। সেখানে প্রত্যেকটা বেকার কাজ পাচ্ছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ও তাই। ভারতবর্ষকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এই সমাজ ব্যবস্থার যাতে একটা পরিবর্তন ঘটে, সেটা আমরা চাই। কাজেই আমূল ভূমি সংস্কার করে, প্রত্যেকটা কৃষককে জমি দিয়ে, সেখানে তার উৎপাদনকে বৃদ্ধি করে, আমরা বেকার সমস্যার সমাধানের দিকে আমাদের যে আন্দোলন, আমাদের যে লক্ষ্য, আমরা সে দিকে নিয়ে যাচ্ছি। এখানে যে বেকার ভাতার প্রশ্নটা এসেছে, সেটা একটা টেম্পোরারী রিলিফ। কিন্তু যারা দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা করে বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছে এবং যারা আজকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়েছে যেটা কংগ্রেস সরকার তাদেরকে বাধ্য করেছে তা করতে, ওটা থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং কিছুটা সাময়িক রিলিফ দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার বলেন না যে, এই ১৫০ টাকা বেকার ভাতা দিলেই মূল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। নির্বাচনের পূর্বে বামফ্রন্ট সরকার এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি যে বেকারদেরকে ভাতা দেবেন। তার কারণ, এই রাজ্যের যে সম্পদ, এই রাজ্যের যে আর্থিক ক্ষমতা, সেটা সীমিত, এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ৬০ হাজার বেকারকে বেকার ভাতা দেওয়া এবং সমস্ত বেকারদের চাকুরী দেওয়া, এটা বামফ্রন্ট সরকার কোন দিন করতে পারবেন না; এটা সম্ভব নয়। আমরা সেখানে দেখেছিলাম যে যতটুকু সম্ভব আমাদের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। যেখানে ৬০ হাজার বেকার আছে, সেখানে যদি আমরা ১০ হাজার বেকারকে চাকুরী দিতে পারি, তাহলে কিছুটা বেকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধানের দিকে যেতে হলে আমাদেরকে সমাজের সমস্ত স্তরের—মানুষ যেমন শ্রমিক, কৃষক থেকে আরম্ভ করে, বেকারদেরকে নিয়ে আন্দোলন করতে হবে। কেন্দ্র থেকে বেকারদের জন্য নির্ধারিত ভাতা আদায় করা যায়, সেজন্য আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। এই প্রতিশ্রুতি আমরা নির্বাচনের পূর্বে দিয়েছিলাম। এবং আপনারা দেখেছেন এই বিধানসভার সুরু থেকে, গত ১৬ তারিখে আমরা বিক্ষোভ মিছিল করেছি এবং মিছিলের মধ্যে দিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা জানিয়ে দিয়েছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে বেকার সমস্যা চলছে, ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারদের যে অসহনীয় অবস্থা, তার জন্য ৩০ বৎসরের কংগ্রেসী সরকার দায়ী। কেন্দ্রে যখন জনতা সরকার এল, তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে দশ বৎসরের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে। সেটা আমরা জানি এই জনতা সরকার কংগ্রেসের বিকল্প সরকার নয়, সেই হেতু যারা আজকে কেন্দ্রে আছেন, এই জনতা সরকার, সেখানে টাটা, বিড়লা, ওরা আজকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, ওঁরা আমেরিকা, জার্মাণ এবং পুঁজি-বাদী সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই হেতু যতদিন ওঁরা ক্ষমতায় থাকবেন, এই বেকার সমস্যার সমাধান হবে না এবং সমস্ত বেকারদের কাজ দেওয়ার

মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না। সেজন্য সেখানে বেকাররা যাতে একটু বাঁচার আলো দেখতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার, জনতা সরকার সেখানে যেহেতু সে তাঁর নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না, সেই জন্য আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি যাতে পালন করেন তার জন্য চাপ সৃষ্টি করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা, আমি মনে করি ওঁরা পুঁজিপতি, জনতা সরকারের পক্ষে ওঁরা উকালতি করছেন এবং সেজন্য ওঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন। ওঁরা পুঁজিপতিদের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এই বেকার ভাতার প্রশ্নের বিরোধীতা করছেন। তার মানে এই সুখময় বাবু, শচীন বাবুর সঙ্গে একই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁরা এর বিরোধিতা করছেন। কংগ্রেসের যে চরিত্র, জনতার যে চরিত্র, মাননীয় বিরোধী দলের সসদ্যদের চরিত্রের কোন পার্থক্য এখানে দেখছি না। সেজন্য উনারা আজকে বলছেন বেকার ভাতার প্রয়োজন নেই। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, এটাকে আমি সমর্থন করি এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য বাধ্য করার জন্য যতটুকু আন্দোলন করা দরকার, ততটুকু আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি রেখে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা : —মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীগোপাল দাস এখানে যে বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি না। মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং এখানে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বেকার ভাতা দেবেন। কিন্তু সেটা বাজেট বক্তব্যে অথবা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে সেই বেকার ভাতা দেওয়ার কোন প্রভিশন নেই। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বেকার ভাতা দেবেন, কিন্তু এই বাজেটে আপনারা তো কোন প্রভিশন রাখেন নি। বেকার ভাতা দেওয়া হোক সেটা আমরা চাই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য আমি রাখতে চাই যে এখানে ৫৮ হাজার বেকার আছেন এবং বেকার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বামফ্রন্ট সরকার এবার দেড় হাজার বেকারকে কর্মে নিয়োগ করেছেন এবং আরও দুই হাজার নিয়োগ করবার কথা। কিন্তু যতই করা হোক না কেন বছর বছর বেকার সংখ্যা বাড়বে। তার একটা মাত্র কারণ, এখানে যে ৬০ হাজার উদবাস্তু আছে এবং উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত রয়েছে, সেটাকে প্রতিরোধ করার মত কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই এখানে বেকার ভাতা যতই দেওয়া হোক না কেন, যদি অনুপ্রবেশকারীদেরকে বের করে, তাদের একটা সংখ্যা নির্ধারিত না করা হয়, তাহলে ত্রিপুরায় বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ অনুপ্রবেশ-কারী, যারা এদেশের নাগরিক নয় তারাও এই বেকার ভাতার অংশীদার হবে। কাজেই এই অযৌক্তিক যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, সেটার বিরোধিতা করছি।

আমরা সরকার পক্ষকে অনুরোধ করব যারা ত্রিপুরায় আছেন, তাদের একটা লিষ্ট করে সঠিক সংখ্যা বের করা হউক এবং সেই সংখ্যা পরিস্কার ভাবে সভার সামনে রাখা হউক। তাহলে আমরা বুঝব, আমাদের ত্রিপুরার জনসংখ্যা কত এবং সেই সংখ্যা অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা করতে পারব। যেমন

ধরুন, একজনের পরিবারে তিন জন লোক আছে। তাদের মাসিক আয় তিনশত টাকা। তাহলে তার হিসাব করে আমরা বেকার ভাতার ব্যবস্থা করতে পারব। আমরা যদি ত্রিপুরার মানুষের সংখ্যা জানতে না পারি, তাহলে কত বেকার আছে, তারা এ দেশের নাগরিক কিনা, যদি এ দেশের নাগরিক হয়ে বেকারত্বের জীবন যাপন করছেন এ রকম সঠিক নির্ধারিত না হয়, তাহলে কিছুই হবে না। তাই আমি এই বেকার ভাতা দেওয়ার প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারি না। শিল্প এবং কল কারখানায় আমরা দেখেছি যে, যতই শিল্প, কল-কারখানা গড়া হবে, ততই বেকার প্রতিরোধের অব্যবস্থা হবে। এর ফলে আমরা দেখব হাজার হাজার বেকার আসছে বাংলাদেশ থেকে, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর থেকে, করিমগঞ্জ, শিলচর থেকে। এর ফলে বেকার সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। আমাদের কথা হলো যে, বামফ্রন্ট সরকার থেকে এই-খানে কৃষির উপর যে ট্যাক্স কিংবা ভূমি সংস্কারের উপর যে আয়ের প্রস্তাব আনা হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে বেকার সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হউক। যদি এটা থাকতো, তাহলে আমার বিশ্বাস হতো যে বামফ্রন্ট সরকার বেকার সমস্যা সমাধান করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। একটা আওয়াজ আজ চারিদিকে উঠছে, বামফ্রন্ট সরকার তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না। সে জন্য একজন বিধায়ককে দিয়ে একটা প্রস্তাব আনা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, বামফ্রন্ট সরকার বেকার ভাতা দিতে চান এবং এ জন্য আমরা হাউসে প্রস্তাব করেছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দেন নি। তাই আমি আপনাদের বলছি; এটা দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার একটা কৌশল মাত্র। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত ঃ—

শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে, বেকার সমস্যার কথা এই প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয়েছে। এই বেকার সমস্যা আজকের দিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং গত ৩০ বছরে ভারতবর্ষে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সেই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্য গত ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই হচ্ছে আজকের বেকার সমস্যার কারণ। এটা ঠিক যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেকার সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে। ধনতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য, কোটিপতি জোতদার, মুনাফাদারদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য এবং বেকারের শ্রমশক্তিকে স্বল্প দামে কিনে যাতে কোটিপতি জোতদার, মুনাফাদাররা মুনাফা লুটতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় জনতা সরকারও নির্বাচনের সময়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি বর্তমান সময়ে তাঁরা পালন করছেন না। মোরারজী দেশাই—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর ঘোষণা করেছিলেন আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশ থেকে বেকারত্ব দূর করবেন। কিন্তু আমরা দেখেছি, আজকে দেড় বছরের মধ্যে তারা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। এটা সত্যি যে, বিগত ৩০ বছরের শাসনে কংগ্রেস সরকার যে ধনতান্ত্রিক

সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, আজকে জনতা সরকারও তাই করছেন। সে জন্যই তঁারা বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারছেন না বা নিচ্ছেন না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৬০,০০০ অতিক্রম করেছে তাছাড়া গ্রামে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, ভূমিহীন, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর, বেকারের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই প্রতিশ্রুতিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল, রাজ্যের সম্পদের আয় সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম এবং এটা স্পষ্টভাবেই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল যে, বেকারদের ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে, ত্রিপুরা রাজ্য সরকার যে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের যুব সম্প্রদায় এর এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে, আমরা কেন্দ্রের কাছে সেটা নিয়ে যাব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বেকারদের ভাতা ছিনিয়ে নিয়ে আসব। মাননীয় বিরোধী সদস্য এখানে আমাদের নির্বাচনের প্রতিশ্রুতির কথা যেটা উল্লেখ করেছেন আমি বলতে চাই, সেটা বিকৃতভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন সেভাবে আমরা জিনিষটাকে দেখি নি। কারণ আমরা এই সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থাশীল যে, বর্তমান অবস্থার মধ্যে, ধনতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার, এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ৬০,০০০ বেকার এবং প্রতিদিন যে নিত্যনৈমিত্তিক বেকার সৃষ্টি হচ্ছে, এই বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কাজেই এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে ছোট ছোট শিল্প, কলকারখানা গড়ে উঠলেই চলবে না, তার জন্য উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি করতে হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ লোকই হচ্ছে কৃষিজীবি মানুষ। তাদের গড়ে তুলতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। মূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে, যেটা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উৎকর্ষতার দিকে আজকে বিশ্বের লোক তাকিয়ে দেখছে—সেখানে বেকার সমস্যা নেই এবং অন্যান্য সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছে। এইখানে মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং প্রশ্ন তুলেছেন এবং তিনি বলেছেন, যদিও সমাজতান্ত্রিক দেশে বেকার সমস্যা নেই, কিন্তু সেইখানকার সমাজতান্ত্রিক অবস্থার উৎকর্ষতার প্রশ্ন তুলেছেন, এবং এই প্রশ্ন আমাদের হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই প্রশ্ন উনাদের আজকে তুলা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয় নি। কারণ নিশ্চয়ই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আজকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতা প্রমাণ করছে। কাজেই বলতে চাই মাননীয় সদস্য যেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা ভাল করে পড়েন এবং তারপরেই যেন সমালোচনা করেন। লেখাপড়া না করে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাল করে না জেনে সমালোচনা করা ঠিক নয়—এবং এই অবস্থার মধ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্যই আমরা এই দাবী ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে তুলেছি। এর আগেও সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবকে মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এই বিধানসভার শুরুতেই, প্রথম দিন—অর্থাৎ ১৬ই জুন আমরা ত্রিপুরার যুব সংগঠন, যুব ফেডারেশন যুব লীগ, উপজাতি যুব ফেডারেশন ইত্যাদি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন—আমরা

জমায়েৎ করেছি, বিক্ষোভ প্রকাশ করেছি এবং এই গণতান্ত্রিক দাবী যাতে কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেন তার জন্য বাইরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করছি এবং আজকে বিধানসভার মধ্যে মাননীয় সদস্য গোপাল দাস যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এই প্রস্তাব আগামী দিনে আমাদের এখানের যুব সমাজের আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে। ত্রিপুরা রাজ্যের যুব সমাজ গণতান্ত্রিক দাবীর জন্য লড়াই করছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থার মধ্যে যাতে সামান্য কিছু প্রতিকার পেতে পারি, তার জন্য আমরা এই দাবী এখানে উত্থাপন করেছি। এবং এখানে দাবী তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা সেটা পাঠাব। যদি কেন্দ্রীয় সরকার রাজী না হন, তা হলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই অবস্থার জন্য দায়ী করে, আমরা বাইরে যেমন আন্দোলন সংগঠন করছি, তেমনি বিধানসভায় ও দাবী করব এবং আমরা আশা করব এই বিধানসভার সম্মিলিত শক্তি এবং বাইরের শক্তিকে সংগঠন করে, আমরা আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের ন্যায্য দাবী ছিনিয়ে আনতে পারব। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস এইখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ—অনারেবল মিনিস্টার শ্রীবীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারের কি মনোভাব সেটা প্রকাশ করা প্রয়োজন। সরকারের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করছি। আমি প্রথমে বিরোধী সদস্যদের উত্থাপিত দুইটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে, আমরা কি ভাবে চিন্তা করছি সে সম্পকে বক্তব্য রাখব।

প্রথমে আমি একজন বিরোধী সদস্য, যিনি উচ্ছ্বাসের বসে বিরোধীতা করে মন্তব্য করেন যে, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার এই প্রস্তাব এনেছেন। এটুকুই তিনি উল্লেখ করেন নি, এ সম্পর্কে তিনি আরও মন্তব্য করেন যে বেকাররা এতে উৎসাহিত হবে না এবং তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। এই প্রশ্নের জবাবে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার ভাইরা, যারা প্রগতিশীল, তারা ইতিমধ্যে বিধান সভার প্রথম দিনে নিজেরা এসে এই দাবী উত্থাপিত করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে যদি কারো কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তিনি বুঝতে পারবেন যে, সংগঠিত যুব শক্তি আমাদের প্রস্তাব আনার আগেই এই প্রস্তাবের অনুকুলে তাদের মতামত ব্যাক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা, একটা প্রশ্ন তুলেছেন, যেটা সত্যিই ত্রিপুরা রাজ্যর পক্ষে জটিল। তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরায় যদি অনুপ্রবেশ-কারীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা না যায়, তবে এই বেকার ভাতাটা একটা প্রলোভনের জিনিষ হবে। হরিনাথবাবুর এই মন্তব্যের মধ্যে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে বেকার ভাতা আনতে পারি। সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিয়ে বেকার ভাতা আনতে পারি। কিন্তু আনলে পরে এফেকটা কি হবে—বাংলাদেশ, আসাম, অন্যান্য এলাকার বেকাররা সেই বেকার ভাতার লোভে এই রাজ্যে আসবে। এইটাই উনার প্রশ্ন। সেই দিক থেকে তিনি মেনে নিয়েছেন যে আমাদের এই প্রস্তাব যথার্থ। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার-এর সংখ্যা

হল ৬০ হাজার। সেই রেজিস্ট্রিকৃত বেকারদের রেজিস্ট্রি করার সময় তার পরিচয়পত্র ইত্যাদি দেখে সমস্ত কিছু ঠিক করা হয় এবং তার সিটিজেনশিপ কার্ড ইত্যাদি তদন্ত করা হয়। কিন্তু এই তদন্তকারী যারা ছিলেন, বিগত দিনে যে সরকার ছিলেন, সেই সরকার প্রশাসন যন্ত্রকে যে ভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তাতে অনুপ্রবেশকারীরা এই রাজ্যে স্থান পায় নি, তা নয়। এই অনুপ্রবেশকারীদের স্থান দেওয়ার যারা পক্ষে ছিলেন, আমরা দেখেছি বাংলাদেশ থেকে আসার পর মাস খানেক পরে স্থায়ী নাগরিকত্বের কার্ড পায়। শুধু তাই নয় ৫।৭ শত টাকা একজন মন্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে, সে চাকরিও পেয়ে যায় এবং পরে দেখা গেছে তার কাছে দুইটা পাশপোর্ট। একটা বাংলাদেশের এবং অপরটি ইণ্ডিয়ার। আপনারা জানেন আমরা মন্ত্রীসভায় আসার পর বলেছিলাম, এই নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য কাদের সাহায্য নেব, জনগনের সাহায্য নেব। আপনারাও গাঁওসভায় কনটেস্ট করেছেন, আমরাও কনটেস্ট করেছি। প্রথমে গাঁওসভার ভিতরে কারা প্রকৃত নাগরিক, কারা নাগরিক নয়; কারা অনুপ্রবেশকারী, কারা অনুপ্রবেশকারী নয়, শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ আমরা করেছি। ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার জন্য আমরা একই নীতি অবলম্বন করেছি। ভূমিওতো লোভনীয় বস্তু। একশত টাকা বেকার ভাতা পাবার জন্য যদি অনুপ্রবেশ হয়, তাহলে টু স্টাণ্ডার্ড একর ভূমি পাবার জন্যও তো অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। আমরা সেই দিক থেকে সম্পূর্ণ সচেতন বলে এই সমস্ত প্রস্তাব আনতে পারি। প্রতিটি বেকার যে গাঁওসভাতে আছে, যারা সেই গ্রামের সম্পূর্ণ লোকের পরিচয় জানেন এবং শহরের যারা পৌর কমিশনার আছেন তাদের সহযোগিতায় আমরা সেটাকে বাঁধা দিতে পারব। সেই দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে আমরা এই প্রস্তাব উত্থাপন করার সময় সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে এই বেকারদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ৬০ হাজার বেকার ত্রিপুরাতে আছে। এই ৬০ হাজার বেকারকে যদি আমরা ১০০ টাকা করে দেই, তাহলে ১২ মাসে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার দরকার হবে। কাজেই এটা একটা অসম্ভব প্রশ্ন। তারপর আমরা আরও একটা হিসাব করে দেখেছি—৩ বৎসরের উদ্ধে যাদের নাম রেজিস্ট্রিকৃত আছে, চাকুরী পায় না, এই সংখ্যাটা যদি আমরা ধরি, তাহলে আমাদের লাগে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। আমরা কেবল একটা জিনিষ দাবীই করি না, সেটাকে বাস্তবায়িত করতে চেস্টা করি। তাদের মধ্যেও আমরা, যে পরিবারে আয় আছে এবং সে আয়ের উপর নির্ভর করে আরও কিছু দিন বাঁচতে পারবে, এই সংখ্যাটাকে ছাঁটাই করে, যাদের পরিবার একেবারেই চলে না, উপবাসে থাকতে হয়, তাদেরকে যদি দিতে যাই, তাহলে আমাদের দরকার হয় ১২ মাসে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আর গ্রামে এখন পর্য্যন্ত আমরা যে হিসাব পেয়েছি, তাতে দেখা যায় প্রায় ২ লক্ষের মত ভূমিহীন নাম রেজিস্ট্রি করে নি এখনও পর্য্যন্ত, যারা ৬ মাস কাজ পায় আর ৬ মাস কাজ পায় না, অথচ তাদের পরিবারে কিছু কিছু আয় আছে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে, এই রকম অংশকেও যদি আমরা বাদ দেই, এবং ৩০ টাকা হারেও যদি বেকার ভাতা দেই, তাতেও আমরা দেখেছি অন্ততঃপক্ষে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা গ্রামের গরীবদের জন্য দিতে হয়।

২·৫০ কোটি টাকা গ্রামাঞ্চলের জন্য, আর ২·৫০ কোটি টাকা সহরাঞ্চলের জন্য, অর্থাৎ তার জন্য প্রায় ৫ কোটি টাকার মত আমাদের প্রয়োজন হবে। এখন প্রশ্ন হোল

বেকার ভাতাটা পাওয়া এবং দেওয়া। এটাকে যে আমরা একা দিচ্ছি তা নয়। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা নীতি গ্রহণ করে বেকার ভাতা প্রবর্ত্তন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব আয় আছে এবং সেটা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তাদের আয়ের যে একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে যান, তার একটা অংশ বেকারদের ভাতা দেওয়ার জন্য রেখে দেওয়ার দাবী তারা করেছেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আর একটি প্রস্তাব আছে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ--- আমি আর একটু বলবো। এই বেকার ভাতা মহারাষ্ট্র, কেরালা ও পাঞ্জাব দিচ্ছে। কাজেই যে প্রস্তাব এখানে রয়েছে সে প্রস্তাবকে আমাদের সরকার যুক্তিসঙ্গত মনে করেন এবং এই প্রস্তাবকে আমাদের সরকার সমর্থন করেন এবং এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার যাতে গ্রহণ করেন তার জন্য আমরা প্রস্তাব রাখবো।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ--- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হোল মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব। প্রস্তাবটি হোল ঃ

এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, ত্রিপুরায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি সাপেক্ষে বেকারদিগকে মাসিক মং ১০০'০০ টাকা হারে বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ অবিলম্বে বরাদ্দ করা হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হোল বেসরকারী প্রস্তাব। প্রস্তাবক হচ্ছেন মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ। প্রস্তাবটি হোল—"এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃস্থ নরনারীদের ত্রাণ কার্যের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে পরবর্তী ফসল উৎপাদনের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী তৈরী ও মেরামতের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুদানরূপে মঞ্জুর করা হউক"। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথকে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও দুস্থ নরনারীদের ত্রাণকার্য্যের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে পরবর্তী ফসল উৎপাদনের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী তৈরী ও মেরামতের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুদানরূপে মঞ্জুর করা হউক।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব রেখেছি তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে বর্ত্তমান বছরে বন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, গ্রামবাসীরা, বিশেষ করে ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর ও বিলোনীয়া এবং সাবরুম অঞ্চলে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। ফসলের ক্ষতি হয়েছে, বাড়ীঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে, কোথাও কোথাও গ্রামবাসী উচ্ছেদ হয়ে চলেও গিয়েছে। সাবরুমের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। ত্রিপুরাতে এ পর্যন্ত আমরা যতটুকু দেখতে পেয়েছি, এ বছর পর পর

দু'বার বন্যা হয়ে গেল। প্রথমদিকে যে বন্যা হয়েছে, সেই বন্যায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। দ্বিতীয়বার বন্যায়, বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধর্মনগর। আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি ধর্মনগরের যোগেন্দ্রনগর, রাণীবাড়ী ও ভাংমুন এলাকায় এবং রাজনগর মাঠ ও কামেশ্বরের মাঠ-এর ফসল নষ্ট হয়েছে। গোটা ধর্মনগরের মধ্যে বাঁধের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি একটানা গত ৩০ বছরের শাসনে কংগ্রেস সরকার বন্যা পীড়িতদের নাম করে, লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন, বন্যার নামে টাকা আত্মসাৎ করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। একটা উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরতে চাই, বন্যা পীড়িত ধর্মনগরের কুর্তি এলাকায় সুখময় সেনগুপ্তের আমলে একটা বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সেই বাঁধ সত্যিকারের যেখানে করার প্রয়োজন সেখানে না করে, যেখানে বাঁধ না দিলেও চলতো, এমন জায়গায় কিছু কিছু মাটি কাটিয়ে বন্যা প্রতিরোধ করছেন বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাই সেই কুর্তির বন্যা প্রতিরোধ হয়নি। কংগ্রেসের লোকের বাড়ী নষ্ট হয়ে যাবে, সেই জন্য তার বাড়ীর নিকটে বন্যা প্রতিরোধের জন্য যে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, সেই বাঁধ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল আর কিছু হোল না। তাতে বন্যা পীড়িতদের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই বছর কিছুদিন আগে যে বন্যা হয় তাতে সেই কুর্তির মানিক নগরের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, অনেক পরিবার বাড়ীঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। এই সংবাদ আমরা এখানে বসেই সংগ্রহ করেছি; সমস্ত ধর্মনগর-এর যোগেন্দ্রনগরে, রাণী বাড়ী এবং ভাংমুন এলাকা বন্যা কবলিত। সেখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল বিষ্ণুপুর থেকে রানীর বাড়ী পর্যন্ত জুরী নদীর পার দিয়ে একটা বাঁধ দিয়ে, সেখানকার লোকগুলিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা হোক। এমন কোন বছর নেই, যে বছর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু কিছু বন্যায় ক্ষতি না হয়। কিন্তু কংগ্রেস সরকার বন্যা পীড়িতদের জন্য কোথায় কিছু ব্যবস্থা করেন নি। আমাদের কাছাকাছি কৈলাশহর ও কমলপুর থেকে খবর নিয়ে জানতে পারি যে ১৭ মিয়ার হাওর ছাড়া, এই এলাকায় বড় বড় দুটি বিল আছে, সেখানে বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে তাদের. পক্ষে আর দ্বিতীয় বার আউস ফসল করার আর সম্ভাবনা নেই এবং আমন ফসল যে করবে তাও তাদের হাতে বীজ নেই, কৃষকদের হাতে টাকা পয়সা নেই, এছাড়া আমন ফসল ফলানোর মতো সুযোগ সুবিধা নেই। তাই আমরা এই বিধান সভা থেকে সর্ব-সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটাকে পাশ করাতে চাই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবো যাতে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ মঞ্জুর করে সাহায্য করেন যাতে করে ত্রিপুরার এই ১৭ লক্ষ গরীব লোক বাঁচতে পারে।

আজকে কমলপুরের একটা সংবাদ শুনেছি। কমলপুরের মধ্যে মলয়া" মোহনপুর, সুরমা ভ্যালী, মাণিকভাণ্ডার, সমস্ত এলাকায় শত শত মানুষের বাড়ীঘর এবং শত শত মানুষের মাঠের ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে। খোয়াই এলাকায় গৌরাঙ্গটিলায় কিছুটা এবং সেখানে পি, ডবলিউ, ডি, এর রাস্তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। গৌরাঙ্গ টিলায় গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি দেখেছি তিনটা বাড়ী নষ্ট হয়ে গেছে এবং বিরাট এলাকা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। তেলিয়ামুড়ার পুল নষ্ট হয়ে গেছে। যোগাযোগ

ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। খোয়াই নদীর বাঁধ ভেঙ্গেছে এবং খোয়াই বাগান বাজারের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে শ্যামসুন্দর, লক্ষীনারায়ণপুর, বাগান বাজার, ঘিলাতলী বাজার সহ সমস্ত এলাকাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শত শত মানুষের ফসল ক্ষতি হয়েছে। সদরের কাশীপুর, পুরাতন আগরতলা, ঈশানচন্দ্রনগর, গজালিয়া, প্রভৃতি জায়গার ক্ষতি হয়েছে। সাব্রুমের অবস্থা ভয়াবহ। সেই সাব্রুমের খবর পেয়েছি। ঘরবাড়ী ভেসে গিয়েছে। যেমন কালাপানিয়া, মাগুড়ছড়া, রতনমণি কলোনী, এই সমস্ত এলাকা। মনুর পুল এবং সাব্রুমের পুল নষ্ট হয়ে গেছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যেমন ঘোড়াকাঁপা, শ্রীনগর, আমলীঘাট, বৈষ্ণবপুর, এই সমস্ত এলাকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাই সারা ত্রিপুরার মধ্যে যেভাবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ত্রিপুরাবাসী, তাতে আমি মনে করি কেন্দ্রীয় সরকারের সহায্য ছাড়া আজকের দিনের ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণ, তাদের বীজ দেবার জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য না করেন, তাহলে ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণ-এর বাঁচবার মত উপায় থাকবে না। আমি অনুরোধ রাখব যারা আজকে এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্যরা আছেন, আসুন সবাই আমরা একমত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের এই প্রস্তাব পাঠাই। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ যে প্রস্তাব এনেছেন, এটা আমি সমর্থন করতে পারি না। তার কারণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মানুষ। বামফ্রন্ট সরকার তাদের পাশে না দাড়িয়ে, সহানুভূতির সংঙ্গে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে না গিয়ে, আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন। যদি এমন হতো যে তাদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার সেটা দিতে নারাজ এটা একটা মিউচুয়াল আলাপ আলোচনা হওয়ার পরেও সাহায্য না আসত, তবেই এই রিজলিউশন আসতে পারত।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি দেখেছি বিগত দুই মাস ধরে সারা ত্রিপুরায় ব্যাপক খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। তারপর দেখেছি ২৫শে মে কৈলাসহরে শান্তি ত্রিপুরা অনাহারে মারা গেল, খোয়াইয়ে চঞ্চলা পাল মারা গেল, হরি দেবনাথ উদয়পুর থেকে মারা গেল। এমনি করে মারা যাচ্ছে এবং পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ কি করে অনাহারে থেকেছে, বনের আলু খেয়েছে এবং আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে, গ্রামাঞ্চলের মানুষ ভীড় করেছে খাদ্যের জন্য, শহরতলীর মানুষ ভীড় করেছে খাদ্যের জন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই সংকট আরও তীব্র হয়েছে যখন সারা ত্রিপুরায় একটা বিরাট বন্যা, রাক্ষসী রূপ ধারণ করেছে, আমাদের ত্রিপুরাকে অর্থনৈতিক এবং জনজীবনে একটা বিরাট বিপর্যয় এনে দিয়েছে, যার ফলে আমরা সারা ত্রিপুরায় দেখেছি পুল ভেঙ্গেছে, বিরাট বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় ধ্বস নেমেছে। অনেক উর্বর জমির উপর বালি পড়েছে, অনেক উর্বর জমি নদীগর্ভে পতিত হয়েছে। এইভাবে সারা ত্রিপুরায় আমরা একটা বিরাট বিপর্যয় দেখেছি। সারা ত্রিপুরায় বহু গ্রাম জলমগ্ন হয়েছে যার ফলে বহু হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে বিপর্যয়, এটা যদি সামগ্রিকভাবে মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে সত্যি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে হয়ত সম্ভবপর হবে না। এইগুলি যদি তাঁরা আন্তরিকভাবে সমাধান করতে চান, যদি যে ফসলের ক্ষতি হল, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের চিন্তা করেন, যে বিপর্যয় দেখা দিল সেটাকে যদি আন্তরিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের আন্তরিকতা থাকে তবেই প্রশ্ন উঠতে পারে কেন্দ্রীয় সাহায্যের। কিন্তু আজকে যেখানে প্রশ্নোত্তরের সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তাদের আমরা ক্ষতিপূরণ দেবনা, শুধুমাত্র চিঁড়ে আর গুড় দেবেন, এই চিঁড়ে আর গুড়ের জন্য তো কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না। যখন অনাহারে হাজার হাজার মানুষ খাদ্যের দাবীতে এখানে এলো, তখন তাদের পুলিশ দিয়ে মোকাবিলা করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা বুঝতে পেরেছি যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের খাদ্য দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন না, তাদের উপর পুলিশ দিয়ে হামলা করেছেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের প্রশ্ন যদি উঠে, তবে সেখানে টাকার প্রশ্ন উঠবে না, পুলিশের সাহায্যের প্রশ্ন উঠবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলেছেন যে তারা দা, কোদাল নিয়ে পুলিশের সঙ্গে মারামারি করতে এসেছিল। কিন্তু তাঁরা এই কথা বলেন নি যে তাদের হাতে টুকরিও ছিল।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হল, উনি বন্যার কথা বলতে গিয়ে মাথা খারাপ করে দা কোদালের কথা এবং ঝগড়ার কথা বলছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। বামফ্রন্ট সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান করতে চায় না। এমনি করে আমরা দেখেছি যে এই বিধানসভাকে তাঁরা একটা দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এটাকে ব্যবহার করতে চাইছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আপনি প্রস্তাবের পক্ষে না বিপক্ষে সেটা বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---কেন সমর্থন করতে পারছি না সেটাই তো বলছি।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে পথে চলেছে---

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। কাজেই আপনি কি প্রস্তাবের পক্ষে, না বিপক্ষে এই কথা বলে আপনার বক্তব্য এক্ষুনি শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, কাজেই আজকে যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং আমি আশা করব যে সরকার পক্ষের সদস্যরাও আমার সঙ্গে এক মত হবেন ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীনরেশ ঘোষ।

শ্রীনরেশ ঘোষ ঃ--মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, বন্যায় কবলিত অঞ্চলের দুর্গতদের জন্য সাহায্যের যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য এনেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু বক্তব্য

রাখছি। ইদানিং ত্রিপুরাতে যে বন্যা হয়ে গেল ব্যাপকভাবে বা কোন কোন জায়গায় স্থানীয়ভাবে তার ব্যাপকতায় দিক থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত। সেই কারণে, গত ৩ দিন আমি এই বিধানসভায় উপস্থিত থাকতে পারি নি। সেই বন্যার মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ এবং সরকারী প্রশাসন একত্রে বন্যার মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্তদের যেভাবে সাহায্য করেছে, তাতে জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ দেখেছি, তা অভূতপূর্ব। তাই আমি যারা উদয়পুর বিভাগের বন্যায় কবলিত জনসাধারণের উদ্ধারে সাহায্য করেছেন, আমি আমার সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রসঙ্গতঃ আমি বলতে চাই যে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ীও উদয়পুরে এবং তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমার সরকারের উপর, বামফ্রণ্ট সরকারের উপর যে স্লার আনতে চেষ্টা করছেন, তিনি সরেজমিনে এই বন্যার ব্যাপকতা কতটুকু দেখেছেন, সেটা আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই ?

(শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---এটা কি রাজনীতি ?) রাজনীতি তো বটেই। বিধান সভায় আসার মানেই হচ্ছে রাজনীতি করা। স্যার, এখানে আমি একটা ফিরিস্তি দিচ্ছি। স্যার, সেখানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, দুর্গত, যাদের বাড়ীঘরে সরা-সরি বন্যার জল উঠেছে, তাদের সংখ্যা হচ্ছে ৪২৫টি পরিবার এবং এই পরিবারগুলি সিফ্‌টেউ হয়ে ৯টি ক্যাম্পে গিয়েছে, তাদের মোট লোক সংখ্যা হচ্ছে ২,৪২২ জন, তার মধ্যে এডাল্ট হচ্ছে ১৯০১ জন, আর মাইনর হচ্ছে ৭২১ জন। সরকার তাদের চিড়া, গুড় দেয়নি, চাউল দিয়েছেন, তাতে ১২০০'৯৭ গ্রাম চাউল দুইদিনে খরচ হয়েছে, ২৬৯'৫০০ গ্রাম ডাল দুইদিনে খরচ হয়েছে, এছাড়াও ১৩ কে, জি, গুড়া দুধ তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। কাজেই এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি এই কথাই বলতে চাই, যেভাবে এই বন্যায় লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে যারা এখনও ক্যাম্পে আছে, ঐ কাকড়াবন ক্যাম্পে এখনও ৪১৩টি পরিবার রয়েছে। মাননীয় সদস্যরা ইচ্ছা করলে দেখে আসতে পারেন যে তাদের অবস্থাটা কি ? অবশ্য এই বিধানসভা থেকে একটা দল হেডেড বাই শ্রী সমর চৌধুরী গিয়েছিলেন দেখবার জন্য এবং তাঁরা দেখেও এসেছেন। এতে ২৭০৫ একর জমির ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। তার মধ্যে আমি আজকে এসেছি এবং আজ পর্যন্ত যেটা দেখে এলাম, তাতে প্রায় ৮৫০ একর পাটের জমি অলরেডি নষ্ট হয়ে গেছে। আর যা আউস ধান ছিল, তার শতকরা ৮০ ভাগের উপর নষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেকগুলি ফসলের জমিতে দেড় থেকে দুই ফুট বালি উঠে ভরে গেছে। কাজেই এই যে প্রস্তাব, যেটা এই বিধান সভায় এসেছে, তাতে যদি কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য বা সহায়তা না করেন, তাহলে একলা রাজ্য সরকারের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কাজেই আমার বক্তব্য শেষ করার আগে, এই যে প্রস্তাব এসেছে, তাকে আমি সম্পূর্ণ-ভাবে সমর্থন করি। বিরোধী পক্ষের সদস্য, যাঁর বাড়ী উদয়পুরে তিনিও গিয়ে সেটা দেখে আসতে পারেন। কিন্তু তারা সেটা করবেন না এবং তা না করেই এই বিধান সভায় এসে আমার বামফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। কাজেই তাঁদের এই চেষ্টা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার একটা চ্যালেঞ্জ। আমি মাত্র আজকে এসেছি, ৩ দিন সেখানে ছিলাম এবং আমরা কি কাজ করেছি, সেটা সাধারণ মানুষ-জানে। যা হউক এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—অনারাব্যবল মিনিষ্টার শ্রী বীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার,আমি বন্যায় ক্ষতি সম্পর্কে সরকারের যে তথ্য আছে, সেটা এই সভায় উপস্থিত করছি। বর্তমান বৎসরে এই পর্যন্ত কৈলাশহর, কমলপুর, খোয়াই, বিলোনীয়া, সাব্রুম, অমরপুর, উদয়পুর, সোনামুড়া এবং সদর বিভাগের বিভিন্ন স্থানে বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শস্যাদির ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪৭,৯২,২৯৩ টাকা এবং ২৯,৪০০ লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারমধ্যে ২৭০০ পরিবারকে বিপদসংকুল এলাকা থেকে সরিয়ে এনে ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। এছাড়া ১,৯০০ গৃহাদি নষ্ট হওয়ার দরুন ক্ষতির পরিমাণ ৪,০৯,১৫০ টাকা। মোট ক্ষতির পরিমান ৬৬,৭৬,১৬৩ টাকা অনুমিত হয়েছে এবং ৪ ব্যক্তির প্রাণহানি হয়েছে। বর্তমান বন্যায় প্রধানতঃ যারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের বহু ঘরবাড়ী এবং ক্ষেতের ফসল বিধ্বস্ত হয়। কৃষিক্ষেত্রে ধান, চাউল এবং পাটও ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়। উক্তরূপে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন সরকারী সংস্থাকে, তাদের নিজ নিজ বাজেট বরাদ্দ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ টেস্ট রিলিফে যে অর্থ বরাদ্দ আছে, তাদিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। ক্ষতিগ্রস্ত গৃহগুলি পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের জন্য বন বিভাগ বিনামুল্যে বাঁশ, ছন ইত্যাদি দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে অনুদান হিসাবে দেওয়া হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারদের বীজ ধান দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাছাড়া খাদ্য ও জনসম্ভরণ বিভাগ উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা নিয়েছে, যা আগামী ৩ বছরের মধ্যে কৃষকেরা ফেরত দিতে পারবে।

পূর্ত বিভাগ বাঁধের সংস্কার, বাঁধ নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার মেরামতির কাজের জন্য বন বিভাগ, বিনা মূল্যে ছন, বাঁশ ইত্যাদি দেওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। ফরেষ্ট বীট এলাকায় কাজের বিনিময়ে কাজের প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। কৃষি বিভাগ তারা তাদের নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ টাকা থেকে কৃষি ভূমির সংস্কার—বন্যার বালু ইত্যাদি অপসারণের জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন। আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় সাব প্ল্যানের অন্তভূক্ত কার্য্যক্রম গ্রহণ করেছেন। রাজস্ব বিভাগ দুর্গত আদিবাসী এলাকায় নগদ অর্থ অথবা কৃষি বীজ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অর্থ দপ্তর দুর্গত এলাকায় ত্রাণ কার্য্যের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার জন্য ভারত সরকারের অর্থ দপ্তরের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক এই পরিকল্পনাগুলির উপর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ যে সব বক্তব্য রেখেছেন—তাঁরা বলেছেন যে বর্তমান সরকার-এর এই দাবি তাঁরা সমর্থন করতেন কিন্তু এই অবস্থায় তাঁরা পারছেন না। তাঁরাও চান যে বন্যা দুর্গতদের সাহায্য করা হউক এবং সেজন্য বর্তমান সরকার হাতে কলমে কাজ সুরু করুন। কিন্তু আমার যে বক্তব্য, তার মধ্যে এটা পরিস্কার। তাঁরা যে মন্তব্য করছেন, তাঁরা হয়ত আমাদের সরকারের প্রতিটি পরিকল্পনার মাধ্যমে, বন্যা দুর্গতদের মধ্যে প্রতিটি দপ্তর কিভাবে কাজ করছেন, সেই সম্পর্কে অবহিত নন, সেজন্যই তাঁরা এই সব মন্তব্য করছেন। শ্রীহরিনাথ দেববর্মা

পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন আমরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করব যদি সরকার এই কথা বলতে পারেন যে সরকার টাকা খরচ করতে করতে টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে, তাহলে একটা কথা ছিল। আমি একটি একটি করে প্রতিটি কথার জবাব দিলাম যে, সরকারের প্রতিটি দপ্তরের মাধ্যমে বন্যা দুর্গতদের সাহায্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, অর্থ দপ্তর-এ আমাদের যে অর্থ আছে, তাতে কুলাবে না বলেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি যে সমস্ত বিবরণ না জানার জন্য বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যারা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিলেন, তাঁরা এই সব কথা জানার পর আমি আশা করব যে, এখন তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন মন্তব্যই থাকবে না। এটা ঠিকই যে কার্য্যত কি হচ্ছে সেটা জানা দরকার যে, বন্যা দুর্গতদের জন্য কার্য্যত কি অর্থ ব্যয় হচ্ছে এটা জানা দরকার। কিন্তু এই প্রস্তাব এখন যদি তারা সমর্থন না করেন, বন্যা দুর্গতদের জন্য যে কার্যক্রম আমার সরকার গ্রহণ করতে চাইছেন সেটাকে বাধা দেওয়া এটা কোন বিধায়কের পক্ষে বিধানসভায় বসে নিশ্চয় করা সংগত হবে না। সেই দিক থেকে সরকারী বক্তব্য প্রস্তাবের অনুকূলে রাখার পর আমি আশা করব এটা এখন সব রকম বিতর্কের বাইরে এবং এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল যে মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব।

প্রস্তাবটি হল ঃ---

"এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃস্থ নরনারীদের ত্রাণ কার্য্যের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে পরিবর্ত্তী ফসল উৎপাদনের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী তৈরী ও মেরামতের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীগ্র অর্থ অনুদানরূপে মঞ্জুর করা হউক।"

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'A'

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 81

By—Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতশিল্প কারখানা খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

২। যদি থাকে তাহলে বর্তমান আর্থিক বছরে তা খোলা হবে কি ?

ANSWERS

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 106

By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় এনটি রেবিক এর কোন পদ খালি আছে কি ?

২। থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARAEDB QUESTION NO. 111

by—Shri Nagendra Jamatia, M.L.A.

Question No. 1—ইহা কি সত্য যে এ বছরের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে আরো হাজার হাজার উদ্বাস্তু বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে ?

Ans :— হঁ্যা—

Question No. 2—যদি সত্য হয়ে থাকে ? তাহলে এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

Ans :— তাহাদের থাকা এবং খাওয়ার জন্য সেখানে অস্থায়ী শিবির খোলা হইয়াছে, আর্থিক সাহায্য ও রেশনের চাউল ও আটা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO, 179.

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে কিছু কর্মচারী কৈলাশহর আই-টি-আইতে পোষ্টিং হওয়া সত্বেও সেখানে যোগ না দিয়ে সেখান থেকে বেতন পাচ্ছে অথচ অন্য জায়গায় কাজ করছে ;

২। সত্য হইলে এইরূপ কর্মচারীর সংখ্যা কত ;

৩। এই সমস্ত কর্মচারী কৈলাশহর আই-টি-আইতে যোগ না দেওয়ার কারণ কি ?

ANSWERS

১। হঁ্যা।

২। একজন।

৩। সরকারী কাজের স্বার্থে খোয়াই সরকারী বিক্রয়কেন্দ্রে তাহাকে রাখা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 182

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationery Department be pleased to state—

১। সরকারী ছাপাখানায় গত ১৫ বছরে মোট কত টাকার মেসিন কেনা হইয়াছে ?

২। এর মধ্যে কোন কোন মেসিন চালু করা সম্ভব হয়নি এবং তাদের মূল্য কত ?

ANSWERS

১। সরকারী ছাপাখানায় গত ১৫ বছরে মোট ১১,৩০,৬২৬'৯৬ টাকার ১৯টি মেসিন কেনা হইয়াছে।

২। একটি প্লেটেন মেসিন ব্যতীত অন্য সবগুলি মেসিন চালু আছে। ইহার ক্রয়মূল্য ৩,৭২৩,০০ টাকা। ঐ মেসিনটি বর্তমানে অকর্মন্য হইয়া পড়িয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 210

By—Shri Khagendra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। উদয়পুরের জনৈক এ, এম, রায়কে কোন শিল্পের জন্য কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

২। কিসের ভিত্তিতে সেই ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ ব্যক্তি আদৌ ত্রিপুরাতে থাকেন না ?

ANSWERS

১। এলুমিনিয়াম কাম প্লাইউড এণ্ড বোর্ড মেনুফ্যাকচারিং ইণ্ডাষ্ট্রি (Allu-minium cum-Plywood corrogated and Board Manufacturing Industry) এর জন্য মং ২০,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল।

২। যন্ত্রপাতি জামিনের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল।

৩। ঋণ গ্রহণের সময় ত্রিপুরাতে ছিলেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 244

By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। তেপানিয়াতে পাইলট প্রজেক্ট স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। না নিয়ে থাকলে এর কারণ কি ?

ANSWERS

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 270
By—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

৯। দশ শয্যা বিশিষ্ট তেলিয়ামুড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে কি ?

২। ইহা কি সত্য এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দশ শয্যার ব্যবস্থা থাকলেও তার প্রায় তিনগুণ রোগী মাটিতে থাকতে বাধ্য হয় ?

ANSWERS

১। হঁ্যা।

২। সঠিক তিনগুণ কিনা জানা নাই। তবে শয্যা সংখ্যার চেয়ে রোগীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় উপায়ান্তর না থাকায় রোগীদের মাটিতে বিছানায় রাখা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 271
By—Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য C.H.W. (কমিউনিটি হেলথ্ ওয়ার্কস) নামে একটি কেন্দ্রীয় স্কীম ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করা হইয়াছিল ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কতজন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল ? এবং তা কোন্ কোন্ বিভাগে তার হিসাব।

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। ৫৮ (আটান্ন) জনকে।

সদর মহকুমার টাকারজলায়	১৮ জনকে
কমলপুর মহকুমার কুলাইতে	২০ জনকে
অমরপুর মহকুমার নতুনবাজার	২০ জনকে
	৫৮ জনকে

ADMITTED STARRED QUESTION No. 302
By--Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ধর্মনগর বরুয়াকান্দি ও রাঘনা গ্রাম দুইটিতে দুইটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ; এবং

৩। না থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের Pattern অনুযায়ী এই দুই জায়গাতে প্রাথমিক স্বাস্থ কেন্দ্র খোলা যায় না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 307

By—Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

(১) ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁতশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা কত ?

(২) বিভাগ ভিত্তিক তার হিসাব ও ইন্সট্রাকটারদের সংখ্যা ও নাম।

ANSWERS

(১) ৯ (নয়)টি।

(২) বিভাগভিত্তিক হিসাব ও ইন্সট্রাকটারদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :---

ধর্মনগর মহকুমা---১টি ইন্সষ্ট্রাকটর---১ জন---শ্রীসুকুমার বাসু।

কমলপুর মহকুমা---১টি---পি, এসিস্টেন্ট---১ জন---শ্রীমতি শান্তি দেবী।

খোয়াই মহকুমা---২টি--- সুপারভাইজার---১ জন---শ্রীমতি বীনাপাণি রায়চৌধুরী
ডেমোনষ্ট্রেটার---১ জন---শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার রায়।

সদর মহকুমা---২টি--- ইন্সষ্ট্রাকটার---২ জন--- শ্রীবলাই চন্দ্র আচার্য্য।
শ্রীনরেন্দ্র কুমার ধর।
ইন্সপেক্টর---১ জন--- শ্রীঅহীন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সোনামুড়া মহকুমা---১টি---ইন্সষ্ট্রাকটার---১ জন---শ্রীমনোরঞ্জন দেবনাথ।

বিলোনীয়া মহকুমা---১টি---ইন্সষ্ট্রাকটার---১ জন---শ্রীরানা যোধবীর জং বাহাদুর।

উদয়পুর মহকুমা---১টি---পি, এসিস্টেন্ট---১ জন---শ্রীহারাধন নাথ ভৌমিক।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 317

By---Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state---

১। ধর্মনগরের চন্দ্রপুর অঞ্চলে Wool Knitting ও Tailoring Training Centre চালু করার কোন প্রয়োজনীয়তা সরকার বোধ করেন কি ?

(২) প্রয়োজন বোধ করলে, এ ধরণের Training Centre কবে থেকে চালু করা সম্ভব ?

(৩) এবং প্রয়োজন মনে না হলে, কারণ ?

ANSWERS

(১) এই সম্বন্ধে উপযুক্ত সমীক্ষার পরই এই রকমের Training Centre এর প্রয়োজন আছে কিনা তাহা জানা যাইবে।

(২) সমীক্ষার পরই এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা সম্ভব। Centre কবে চালু হইবে ইহা এখনই বলা সম্ভব নহে।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure 'B'

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 67

By---Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state---

(১) রাজ্যের কোথায় কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে কি কি উৎপাদনের মেসিন বর্তমানে সরকারের হাতে আছে।

(২) এই সকল মেসিনের প্রত্যেকটির ক্রয়মূল্য।

(৩) কোন কোন মেসিন ছয় মাস পূর্বে চালু ছিল।

(৪) কোন্ কোন্ মেসিন কেনা অবধি কখনও ইন্ষ্টল করা হয়নি তাদের ক্রয়ের তারিখ।

(৫) বর্তমানে কি কি মেসিন নিয়মিত কাজ করছে।

ANSWERS

১। ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট অরুন্ধুতীনগর এবং উদয়পুরে সরকারের হাতে উৎপাদনের মেসিন আছে।

মেসিনের বিবরণ সঙ্গীয় কাগজ 'ক'তে ২নং কোলামে দেওয়া গেল।

২। সঙ্গীয় কাগজ 'ক'তে ৬নং কোলামে দেওয়া গেল।

৩। সঙ্গীয় কাগজ 'ক'তে ৪নং কোলামে দেওয়া গেল।

৪। সঙ্গীয় কাগজ 'ক'তে ৫নং কোলামে দেওয়া গেল।

৫। সঙ্গীয় কাগজ 'ক'তে ৬নং কোলামে দেওয়া গেল।

সংযোজক—ক

ক্রমিক নং	মেসিনের নাম ও সংখ্যা	প্রতিটির ক্রয় মূল্য	ছয় মাস পূর্ব্বে চালু ছিল	যে সকল মেসিন কেনা অবধি চালু করা হয় নাই তাদের ক্রয়ের তারিখ	বর্ত্তমানে চালু মেসিন
১	২	৩	৪	৫	৬
শিল্প উপনগরী—উদয়পুর (টাঃ)					
১।	প্রাগ ড্রিল—১	১,৫৪৬.০০	—	—	হ্যাঁ।
২।	ডাবল এণ্ডেড্—১ প্রাইণ্ডার	২,৩৫১'৫৬	—	—	”
৩।	ওয়েল কুলড্ ট্রান্সফোরমার ফর সারফ্ ওয়েল্ডিং—২	২,২০০'০০	—	—	”
৪।	পানচিং, সিয়ারিং এণ্ড ড্রিলিং মেসিন -১	১১,৫০২'০০	হ্যাঁ	প্রশ্ন উঠেনা।	না।
৫।	প্রাগ বেন ড্রিল—২	৪,৭৩৮'৫৭	—	—	হ্যাঁ।
৬।	নেদ মেসিন—১	১৭,০০০'০০	—	—	”
৭।	হেণ্ড বেলায়ার—১	৬৫'০০	—	—	”
৮।	কাউন্টি্র বেলায়ার—১	১২৫'০০	—	—	”
৯।	উলফ্ হ্যাণ্ড ড্রিল উইত বেস—১	৯০০.০০	—	—	”

সংযোজন—ক

১	২	৩	৪	৫	৬
১০।	ইমপিরিয়াল এয়ার কমপ্রেসার-১	২,৮৬৩·৯২	—	—	হ্যাঁ।
১১।	ওয়াটার পাম্প-১	৫,০০০·০০	—	—	,,
১২।	থিকনেস্ প্লেনার উইত মোটর—১	১,০০০·০০	প্রশ্ন উঠেনা।	১৯৬২ইং	প্রশ্ন উঠেনা।
১৩।	থিকনেস প্লেনার উইদাউট মোটর (ছোট)-২				
১৪।	থিকনেস প্লেনার উইত মোটর (ছোট)-১	১৮,২০০·০০	ঐ	মে, ১৯৬২ইং	ঐ
১৫।	উড্ ওয়ার্কিং লেদ-১	২,০০০·০০	ঐ	—	না।
১৬।	জিগস্ উইত মোটর-১	১,৫০০·০০	ঐ	—	না।
১৭।	ইউনিভার্সেল উড্ ওয়ার্কিং মেসিন-৪	৬,৫০০·০০	ঐ	১৯৬২ইং	হ্যাঁ একটি।
১৮।	সারকুলার স্-১	৩,০০০·০০	—	—	না।
১৯।	পেনিউমেটিক হেমার উইত মোটর-১	১১,৫০২·০০	—	—	না।
২০।	সেভিনং মেসিন উইত মোটর-১	৬,২০০·০০	—	—	না।

সংযোজন—"ক"

১	২	৩	৪	৫	৬
		(টাঃ)			
২১।	প্রাগ ড্রিল—১	১,৫৪৬'০০	—	—	না।
২২।	ইলেক্ট্রিক্যাল বাল্ব রিপ্রেসার ৯	১,৫০০'০০	—	—	না।
২৩।	মুফেল ফারনেস্—১	৪,৭৫০'০০	—	—	না।
২৪।	ব্যাণ্ডস্—৩৬" উইদাউট মোটর	৫,৩৫৮'০৫	—	—	না
২৫।	ভ্যাকুম ইনপ্রেফেরি ফে নান [illegible] টিম্বার সাইজিং উইত বয়লার—৯	১৬,৭৫০'০০	—	—	না।
২৬।	টিম্বার প্রসেসিং প্লেন্ট—১	১৪,৬৬৫'০০	—	—	না।
২৭।	হাইড্রলিক কার হোয়েন্ট—৯	৯,৫০০'০০	—	—	না।
২৮।	পাওয়ারলোম—২৪	১,৯৫০'০০	—	—	না।

সংযোজন—"ক"

১	২	৩	৪	৫	৬
	শিল্প উপনগরী অরুন্ধতীনগর	(টাঃ)			
১।	টারফেস প্লেনার ১	১,২৬৫·০০	—	—	হ্যাঁ।
২।	বেণ্ড স্ ১	১,৫০০·০০	—	—	"
৩।	সারকুলারস্ ১	৩,৫০০·০০	—	—	"
৪।	থিক্‌নেস প্লেনার ১	৫,০০০·০০	—	—	না
৫।	সিঙ্গার মেসিন ৬	১,৫৭৭·০০	—	—	হ্যাঁ। (একটি অকেজো)।
৬।	ফিনিসিং মেসিন ১	১,৫৬০·০০	—	—	হ্যাঁ।
৭।	ডেকোরেটিং মেসিন ১	৬২০·০০	—	—	না।
৮।	সোল স্টিচিং মেসিন ১	৯০০·০০	—	—	না।
৯।	ফরমুলেটিং স্কাইভিং মেসিন ১	৪,৩৮২·০০	—	—	হ্যাঁ।
১০।	আইভাট প্রেসিং মেসিন ১	৭০·০০	—	—	হ্যাঁ।
১১।	টেনিং ড্রাম ৫	৪,৮৬৮·০০	—	—	হ্যাঁ।
১২।	লেদার থিকনেস গজ ১	৪৫০·০০	—	—	হ্যাঁ।
১৩।	সেভিং মেসিন ১	৩৮০১·০০	—	—	হ্যাঁ।

১	২	৩	৪	৫	৬
		(টাঃ)			
১৪।	স্টেকিং মেসিন-১	২.৯৮৭·০০	—	—	হ্যাঁ।
১৫।	বাফিং মেসিন-১	১ ৮৩২·২৫	—	—	”
১৬।	গ্লেজিং মেসিন-১	২,০৫২·০৬	—	—	”
১৭।	ডিজেল ইন্জিন-১	২,৬৫০·০০	—	—	”
১৮।	লেডার রোলিং মেসিন-১	১৫,৭৪৭·০০	—	—	”
১৯।	জেক সেটিং মেসিন—১	৬,৬৭৬·০০	—	—	”
২০।	বিটার মেসিন-৩	১১,৮০০·০০	—	—	একটি (দুইটি অঁকেজো)
২১।	স্ক্রু প্রেস—২	৪,২৭০·০০	—	—	হ্যাঁ
২২।	ডাইজেস্টার-৪	৫,০০০·০০	—	—	না
২৩।	কেলেণ্ডার মেসিন-২	১১,৪০০·০০	—	—	হ্যাঁ
২৪।	কাটিং মেসিন-	৩,১২৫·০০	—	—	হ্যাঁ
২৫।	বোর্ড সিয়ারিং মেসিন-১	১,৩২৫·০০	—	—	হ্যাঁ
২৬।	প্লেটফরম বেভান্স-১	৬৩১ ২৫	—	—	না।
২৭।	ইলেক্ট্রিক মোটর (15 H. P.)-১	২,৭৩৪·০০	—	—	হ্যাঁ।
২৮।	ইলেক্ট্রিক মোটর (10 H. P.)-২	১,১৭৭·০০	—	—	”
২৯।	ড্রিল মেসিন মোটর সহ-১	১,৫৯৩·০০	—	—	”

১	২	৩	৪	৫	৬
		(টাঃ)			
৩০।	পোর্টেবল ড্রিল-১	২৩৫·৫০	—	—	হ্যাঁ
৩১।	ওয়ালসং ড্রিল-১	৬০০·০০	—	—	”
৩২।	গ্রাইণ্ডার পেডেস্টাল-১	১,০০০·০০	—	—	”
৩৩।	লেদ্ মেসিন-১	১০,০০০·০০	—	—	”
৩৪।	ড্রিল মেসিন মোটর ছাড়া-১	৮০০·০০	—	—	”
৩৫।	স্টি বেণ্ডিং মেসিন-১	২০,০০০·০০	—	—	”
৩৬।	গ্রাইণ্ডিং মেসিন-১	২,৫০০·০০	—	—	”
৩৭।	লেদ্ মেসিন-১	৫,৫০০·০০	—	—	”
৩৮।	লেদ্ মেসিন-১	১২,৬০০·০০	—	—	হ্যাঁ।
৩৯।	কার হয়েস্ট-১	৯,৫০০·০০	—	—	”
৪০।	স্প্রে পেইন্টিং মেসিন-২	৭,৮০০·০০	—	—	”
৪১।	গুলফ ইলেক্ট্রিক ড্রিল-২	১,৮৫০·০০	—	—	”
৪২।	ওয়েল্ডিং ট্রেন্সফরমার-২	৮,৫০০·০০	—	—	”
৪৩।	কেলেণ্ডারিং মেসিন (সাত বাউল)-১	৩,৯৩,০০০·০০	—	অক্টোবর ১৯৬৭ইং	—
৪৪।	বয়লার মেসিন-১	৪৬,০০০·০০	—	অক্টোবর ১৯৬৬ইং	—

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 75

By :—Shri Amarendra Sharma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ধর্মনগর মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে মৎস্যজীবিদের জালের সুতা দেওয়া হয়েছে? এবং এর ফলে কতজন মৎস্যজীবী মাথাপিছু কি পরিমাণ সুতা পেয়েছেন? (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)।

২। সুতা দেওয়া না হলে কারণ।

৩। ত্রিপুরার অন্যান্য মহকুমায় কতজন মৎস্যজীবিকে জালের সুতা দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

১। ধর্মনগর মহকুমার নিম্নলিখিত অঞ্চলে মৎস্যজীবিদের জালের সুতা দেওয়া হইয়াছে :—

কুর্ত্তি—	২ জন।
হুড়ুয়া---	২ জন।
দেওছেড়া---	২ জন।
রাধাপুর—	১ জন।
পানিসাগর---	১ জন।
রাজেন্দ্রনগর—	১ জন।
ভাগ্যপুর---	১ জন।
দস্‌দা---	৪ জন।
মাকুমছেড়া---	১ জন।
নেতাজীনগর—	১ জন।
চড়িছেড়া —	১ জন।
সুকনাছেড়া---	৩ জন।
মোট :---	২০ জন

উপরোক্ত ২০ জন মৎস্যজীবি মাথাপিছু ৭৫০ গ্রাম করিয়া সুতা পাইয়াছেন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ত্রিপুরার অন্যান্য মহকুমায় মোট ৮৭৬ জন মৎস্যজীবিকে জালের সুতা দেওয়া হইয়াছে মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

সদর---	১৩০ জন।
সোনামুড়া---	১১০ ,,
খোয়াই---	৮০ ,,
কৈলাশহর---	৭০ ,,
কমলপুর---	১০০ ,,
সাব্রুম---	৩০ ,,
বিলোনীয়া---	৮০ ,,
অমরপুর---	১৪০ ,,
উদয়পুর---	৬০ ,,
সদর মিউনিসিপ্যাল এলাকা---	৭৬ ,,
	মোট :- ৮৭৬ জন।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 77

By :—Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

QUESTION

১। মান্দাই বাজারে ৬ (ছয়) সিট বিশিষ্ট প্রাথমিক হাসপাতাল করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

১। না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 80

By :—Shri Amarendra Sharma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত অঞ্চলকে ইণ্ডাস্ট্রিয়েল বেল্ট হিসাবে গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকলে, এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য।

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন ওঠে না।